



সুনাণ

হুনে মাঝা

তৃতীয় ৩৩



# সুনান ইবনে মাজা

তৃতীয় খণ্ড

মূল : আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র)  
(জ. ২১৫ হি./৮৩০ খৃ.; মৃ. ৩০৩ হি./৯১৫ খৃ.)

অনুবাদ : মুহাম্মদ মুসা  
বি. কম. (অনার্স) ; এম. কম ; এম. এম.

আধুনিক প্রকাশনী  
ঢাকা

প্রকাশনায়  
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার  
পরিচালক  
আধুনিক প্রকাশনী  
২৫, শিরিশদাস লেন,  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০  
ফোন : ৭১১৫১৯১/৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ২৮৭

ISBN-984-840-000-1-Set

১ম প্রকাশ  
রজব ১৪২২  
আশ্বিন ১৪০৮  
সেপ্টেম্বর ২০০১

বিনিময় মূল্য : ২৯০.০০ টাকা

মুদ্রণে  
আধুনিক প্রেস  
২৫, শিরিশদাস লেন,  
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

---

سنن ابن ماجه -এর বাংলা অনুবাদ

SUNANE IBN MAJA-3rd Volume. Published by Adhunik Prokashani.  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.



Sponsored by Bangladesh Islamic Institute  
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

## অনুবাদের আরম্ভ

আলহামদু লিল্লাহ। ইমাম ইবনে মাজা (র)-এর আস-সুনান শীর্ষক হাদীস সংকলনের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হলো। কুরআন ও হাদীসই হলো বিশ্বমানবতার একমাত্র পথপ্রদর্শক। এর সাথে আমাদের সম্পর্ক যতই শিথিল হচ্ছে, আমরা ততই পথভ্রষ্টতার অন্ধকারে হারিয়ে যাচ্ছি। বিভিন্ন বাতিল মতবাদের বিস্তার পথভ্রষ্টতার মাত্রা আরো বাড়িয়ে দিচ্ছে। ষাটের দশকে দেখেছি মানবতা বিরোধী তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক মতবাদের সয়লাব এ দেশের, বিশেষ করে ছাত্র-যুব সমাজকে ব্যাপকভাবে ভ্রষ্ট করেছে তাদের দীন-ধর্ম থেকে।

বর্তমান কালে আরেকটি কুফরী মতবাদের উদ্ভব হয়েছে আমাদের মাঝে। ‘মৌলবাদ’ বর্জনের আহ্বান ও তার বিরোধিতার ছদ্মবরণে আজ আমাদেরকে সরাসরি কুরআন ও হাদীসের শিক্ষা এবং ইসলামী জীবনাচার বর্জনের দিকে ধাবিত করা হচ্ছে। বৃহত্তর শিক্ষাংশে টিকে থাকা সামান্যতম ইসলামী শিক্ষাকেও একেবারে পশু করে দেয়া হয়েছে। কুরআন, হাদীস তথা ইসলামী শিক্ষার মূল কেন্দ্র মাদরাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার সুদূর প্রসারী ষড়যন্ত্র চলছে।

এই সংকটজনক পরিস্থিতিতে এদেশে কুরআন-হাদীসের চর্চা ব্যাপকভাবে প্রসারিত করতে না পারলে আমরা হয়তো একদিন স্পেনের মুসলিম জাতির মত বিলীন হয়ে যাবো। বিশেষত ইহুদী-খৃষ্টান ও মূর্তিপূজকরা এবং তাদের আঙ্কাবহুসা তাই কামনা করছে। “এরা নিজেদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর নূরকে নিভিয়ে দিতে চায়। অবশ্যই আল্লাহ তাঁর নূরকে পূর্ণতা দান করবেনই, কাফেরদের তা যতই অপছন্দনীয় হোক” (সূরা সফক : ৮)।

মুহাম্মদ মুসা

তারিখ : ১ রবিউল আওয়াল ১৪২২ হি.

গ্রাম : শৌলা, পোঃ কালাইয়া  
থানা : বাউফল, জিলা : পটুয়াখালী



# সূচীপত্র

## অনুচ্ছেদ ১২—কিতাবুত তিজারাত (ব্যবসা-বাণিজ্য)

১. আয়-রোজগার কর্তে উৎসাহ প্রদান ১৯
২. জীবিকা অর্জনে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন ২১
৩. ব্যবসা-বাণিজ্যে সতর্কতা অবলম্বন ২২
৪. কোনও উপায়ে কারো রিষিকের ব্যবস্থা হলে সে যেন তাতে লেগে থাকে ২৩
৫. কারিগরি শিল্প প্রসংগে ২৩
৬. পণ্য সরবরাহ ও মজুতদারি ২৫
৭. ঝাড়ফুককারীর মজুরি ২৬
৮. কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ ২৭
৯. কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যেনার বিনিময়, গণকের বখ্শিশ ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ নিষিদ্ধ ২৮
১০. রক্তমোক্ষকের উপার্জন ২৯
১১. যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয় ৩০
১২. মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৩১
১৩. দুইজনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা দরদাম চলাকালে তৃতীয় পক্ষ যেন তাতে অংশগ্রহণ না করে ৩২
১৪. নাজাশ ধরনের দালালী নিষিদ্ধ ৩২
১৫. স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় না করে ৩৩
১৬. পণ্য বাজারে পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করা নিষেধ ৩৪
১৭. ক্রেতা-বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে ৩৫
১৮. ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার প্রসঙ্গ ৩৬
১৯. ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে ৩৭
২০. তোমার মালিকানায় যা নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এবং ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া লাভে অংশীদার হওয়া নিষিদ্ধ ৩৮
২১. সম-কর্তৃত্ব সম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে ৩৯
২২. উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় ৩৯
২৩. পাথর নিক্ষেপে বেচা-কেনা এবং প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪০
২৪. গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়, পশুর স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রয় এবং ডুবুরীর বাজি নির্ভর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ ৪১
২৫. নিলামে ক্রয়-বিক্রয় ৪২
২৬. ইকাল্লা (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদকরণ) ৪৩
২৭. যে ব্যক্তি মূল্য বেঁধে দেয়া অপছন্দ করে ৪৩
২৮. ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন ৪৪
২৯. দরদাম করে ক্রয়-বিক্রয় করা ৪৫
৩০. ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ করা নিষেধ ৪৭
৩১. তাবীরকৃত খেজুর বাগান ও মালদার গোলাম বিক্রয় করা ৪৮
৩২. পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ৫০
৩৩. কয়েক বছরের মেয়াদে ফল বিক্রয় করা এবং প্রাকৃতিক দুর্ভোগ সম্পর্কে ৫১
৩৪. ওযনে একটু বেশী দেয়া ৫২
৩৫. পুরাপুরি ওজন ও পরিমাপ করা ৫৩
৩৬. ধোঁকা দেয়া নিষিদ্ধ ৫৩

## অনুচ্ছেদ

৩৭. হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যাশস্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ ৫৪
৩৮. খাদ্যাশস্যের স্তূপ বিক্রয় করা ৫৫
৩৯. খাদ্যাশস্য গুণন করলে তাতে বরকত হওয়ার আশা করা যায় ৫৬
৪০. বাজারসমূহ এবং তাতে প্রবেশের নিয়ম ৫৬
৪১. সকাল বেলায় বরকত হওয়ার আশা করা ৫৮
৪২. (দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা ৫৯
৪৩. আয় ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত ৬০
৪৪. গোলাম ফেরতদানের সময়সীমা ৬১
৪৫. কোন ব্যক্তি ক্রটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করলে তা বলে দিবে ৬১
৪৬. বন্দীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ ৬২
৪৭. গোলাম ক্রয়-বিক্রয় ৬৩
৪৮. মুদ্রার নগদ বিনিময় এবং যেসব বস্তু কম-বেশী করে বিনিময় করা জায়েয নয় ৬৪
৪৯. যে ব্যক্তি বলে, বাকি লেনদেনেই সূদ হয় ৬৬
৫০. সোনার সাথে রূপার বিনিময় ৬৭
৫১. সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করা ৬৯
৫২. দিরহাম ও দীনার (মুদ্রা) ভাঙ্গা নিষেধ ৭০
৫৩. শুকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা ৭০
৫৪. মুযাবানা ও মুহাকলা প্রসংগে ৭১
৫৫. আরিয়া পদ্ধতির লেনদেন (গাছের মাথার খেজুর অনুমানে ক্রয়-বিক্রয়) ৭২
৫৬. জন্তুর বিনিময়ে বাকীতে জন্তু বিক্রয় করা ৭৩
৫৭. পশুর পরিবর্তে পশু অধিক দরে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা ৭৩
৫৮. সূদ সম্পর্কে কঠোর বাণী ৭৪
৫৯. গুণন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৭৬
৬০. কোন ব্যক্তি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না ৭৭
৬১. কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছ, ফল আসার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৭৮
৬২. চতুষ্পদ জন্তু অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ৭৯
৬৩. শিরকাত (অংশিদারী) ও মুদারাবা ব্যবসা ৮০
৬৪. সম্ভানের সম্পদে পিতার হক ৮১
৬৫. স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক ৮২
৬৬. গোলামের কাউকে কিছু দেওয়া এবং দান করার অধিকার প্রসংগে ৮৩
৬৭. কোন ব্যক্তি কারো গবাদি পশু বা ফলের বাগান অতিক্রম করাকালে তা থেকে কিছু (দুধ বা ফল) নিতে পারবে কিনা ৮৪
৬৮. মালিকের অনুমতি ব্যতীত কিছু নেয়া নিষেধ ৮৬
৬৯. গবাদি পশু পালন ৮৭

## ১৩-কিতাবুল আহকাম (বিচার ও বিধান)

১. বিচারকমণ্ডলী সম্পর্কে আলোচনা ৮৯
২. জুলুম ও উৎকোচ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি ৯০
৩. বিচারকের ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছা ৯১
৪. বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবে না ৯২

## অনুচ্ছেদ

৫. বিচারক রায় দিলেই হারাম হালাল হয় না এবং হালাল হারাম হয় না ৯৩
৬. কেউ পরের মাল নিজের বলে দাবি করে তা হস্তগত করার জন্য মামলা দায়ের করলে ৯৪
৭. বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা ৯৪
৮. যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে ৯৫
৯. অপরের প্রাপ্ত অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শপথ করলে ৯৬
১০. আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে শপথ উচ্চারণপূর্বক কিছু বলা ৯৭
১১. দুই ব্যক্তি একই পণ্যের মালিকানা দাবি করলে এবং তাদের কারো কাছে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলে ৯৮
১২. কোন ব্যক্তি তার চুরি যাওয়া মাল ক্রেতার নিকট পেলে ৯৮
১৩. গবাদি পশু কিছু বিনষ্ট করলে তার হুকুম ৯৯
১৪. কোন ব্যক্তি কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম ১০০
১৫. কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি পোতলে ১০১
১৬. রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে ১০৩
১৭. যে ব্যক্তি নিজের মালিকানা স্বত্বে প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর কিছু নির্মাণ করে ১০৩
১৮. দুই ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের মালিকানা দাবি করলে ১০৪
১৯. যে ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে ছাড়ানোর শর্ত করলো ১০৫
২০. লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা ১০৫
২১. কিয়াফা সম্পর্কে ১০৭
২২. শিশু পিতা-মাতার মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারবে ১০৮
২৩. সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন ১০৯
২৪. যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নষ্ট করে তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ ১০৯
২৫. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া এবং তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বিক্রয় করা ১১০
২৬. ঋণদাতা দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে ১১১
২৭. কাউকে সাক্ষ্য দিতে না বললে স্বউদ্যোগে সাক্ষ্য দেয়া মাকরুহ ১১৩
২৮. (বিবদমান বিষয়ে জ্ঞাত) সাক্ষী সম্পর্কে বাদী অনবহিত থাকলে ১১৪
২৯. দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান ১১৫
৩০. যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয় ১১৫
৩১. একজন সাক্ষী এবং (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মীমাংসা করা ১১৬
৩২. মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসংগে ১১৭
৩৩. আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান ১১৮

## ১৪-কিতাবুল হেবা (হেবা)

১. কোন ব্যক্তি এক সন্তানকে দান করলে (এবং অন্যদের বঞ্চিত করলে) ১১৯
২. যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নিলো ১২০
৩. উমরা (জীবনস্বত্ব) ১২১
৪. রুকবা ১২১
৫. হেবা (দান) করে তা ফেরত নেয়া ১২২
৬. যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় হেবা (দান) করলো ১২৩
৭. স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা ১২৩

## অনুচ্ছেদ

### ১৫-কিতাবুস সাদাকাতে (দান-খয়রাত)

১. দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া ১২৫
২. কেউ কিছু দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে সে কি তা ক্রয় করতে পারে ১২৫
৩. কেউ কোন জিনিস দান করার পর তার ওয়ারিস হলে ১২৬
৪. যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করলো ১২৭
৫. আরিয়া (অস্থাবর মাল ধার দেয়া) ১২৮
৬. ওয়াদিয়া (নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত আমানত) ১২৯
৭. আমানত গ্রহণকারী আমানতের মাল দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হলে ১৩০
৮. হাওয়াল (ঋণের দায় হস্তান্তর) ১৩১
৯. যামিন হওয়া (কাফালা) ১৩২
১০. যে ব্যক্তি পরিশোধ করার অভিপ্রায় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে ১৩৩
১১. যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো কিন্তু তা পরিশোধের অভিপ্রায় তার নাই ১৩৪
১২. ঋণের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ১৩৫
১৩. কেউ ঋণ বা নাবালগে সন্তান রেখে মারা গেলে, তার দায়িত্ব আত্মাহ ও তাঁর রাসূলের ১৩৬
১৪. অস্থূল ব্যক্তিকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেয়া ১৩৭
১৫. উত্তম পছায় পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়া এবং বিনীতভাবে পাওনা গ্রহণ করা ১৩৯
১৬. উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা ১৩৯
১৭. পাওনাদারের কঠোর আচরণ করার অধিকার আছে ১৪০
১৮. দেনার কারণে আটক করা এবং পেছনে লেগে থাকা ১৪২
১৯. করয দেয়া ১৪৩
২০. মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা ১৪৫
২১. কেউ তিন কারণে দেনাদার হলে আত্মাহ তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিবেন ১৪৭

### ১৬-কিতাবুর রাহুন (বন্ধক)

১. বন্ধকী জন্তুতে আরোহণ এবং তার দুধ পান করা ১৫০
২. বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না ১৫০
৩. শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে ১৫১
৪. পেটে-ভাতে শ্রমিক নিয়োগ ১৫১
৫. এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি উত্তোলন এবং উত্তম খেজুরের শর্তারোপ ১৫৩
৬. এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের চুক্তিতে ভাগচাষ ১৫৪
৭. জমি ভাড়া নেয়া ১৫৫
৮. খালি জমি নগদ বিক্রয় করা অনুমোদিত ১৫৬
৯. ভাগচাষে যা অপছন্দনীয় ১৫৮
১০. এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি বর্ণা দেয়া জায়য ১৫৯
১১. খাদ্যশস্যের বিনিময়ে জমি বর্ণা দেয়া ১৬১
১২. কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের জমি চাষাবাদ করলে ১৬১
১৩. উৎপন্ন খেজুর ও আঙ্গুরের ভাগ দেয়ার শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়া ১৬২
১৪. খেজুর গাছে (পুরুষ ও মাদীর মধ্যে) সংযোগ লাগানো ১৬৫
১৫. মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার ১৬৬
১৬. সরকারীভাবে নদী-নালা ও পানির প্রস্রবণ জায়গিররূপে দান করা ১৬৭

### অনুচ্ছেদ

১৭. পানি বিক্রয় করা নিষেধ ১৬৮
১৮. চতুষ্পদ জন্তুকে ঘাস খেতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে উদ্ভূত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া নিষেধ ১৬৯
১৯. উপত্যকা থেকে পানিসেচ এবং যে পরিমাণ পানি আটকে রাখা যাবে ১৭০
২০. পানি কন্টেন ১৭২
২১. কূপের সীমানা ১৭৩
২২. গাছের সীমানা ১৭৩
২৩. কোন ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমির বিক্রয়লব্দ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পদ ক্রয় না করলে ১৭৪

### ১৭—কিতাবুল শুফআ (অগ্র-ক্রয়াদিকার)

১. কেউ বাড়ি বা জমি বিক্রয় করার পূর্বে যেন তার অংশীদারকে অবহিত করে ১৭৭
২. প্রতিবেশীর শুফআর অধিকার ১৭৮
৩. সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না ১৭৯
৪. শুফআর দাবি উত্থাপন ১৮০

### ১৮—কিতাবুল লুকতা (হারানো প্রাপ্তি)

১. হারানো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু প্রাপ্তি সম্পর্কে ১৮১
২. হারানো বস্তু (লুকতা) প্রাপ্তির বিধান ১৮২
৩. গর্ত থেকে ইঁদুর যা বের করে দেয়, তার বিধান ১৮৪
৪. কেউ খনিজ সম্পদ পেলে ১৮৫

### ১৯—কিতাবুল ইত্ক (দাসমুক্তি)

১. মুদাব্বার (প্রতিশ্রুতিভুক্ত দাস) সম্পর্কে ১৮৭
২. উম্মু ওয়ালাদ সম্পর্কে ১৮৮
৩. মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) সম্পর্কে ১৮৯
৪. দাসত্বমুক্ত করা ১৯১
৫. কেউ রক্ত সম্পর্কের বন্ধনযুক্ত গোলামের মালিক হলে সে স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে ১৯২
৬. কেউ গোলাম আযাদ করলো এবং তার সেবা লাভের শর্ত আরোপ করলো ১৯৩
৭. কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে ১৯৩
৮. কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে ১৯৪
৯. জারজ সন্তান আযাদ করা ১৯৫
১০. কোন ব্যক্তি তার দাস-দাসী দম্পতিকে আযাদ করতে চাইলে, প্রথমে যেন পুরুষ লোকটিকে আযাদ করে ১৯৬

### ২০—কিতাবুল হদূদ (হদ্দ)

১. তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয় ১৯৭
২. যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয় ১৯৮
৩. হদ্দ কার্যকর করা ১৯৯
৪. যার উপর হদ্দ বাধ্যকর হয় না ২০০
৫. মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা এবং সন্দেহের ভিত্তিতে হদ্দ মওকুফ করা ২০১

## অনুচ্ছেদ

৬. হৃদের ব্যাপারে সুপারিশ ২০২
৭. যেনার হৃদ ২০৪
৮. কেউ নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করলে ২০৬
৯. রজম করা ২০৭
১০. ইহুদী পুরুষ ও নারীকে রজম করা ২০৮
১১. যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম (যেনা) করে ২১০
১২. যে ব্যক্তি লুত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয় ২১১
১৩. যে ব্যক্তি মাহুরাম আত্মীয়ের সাথে এবং যে ব্যক্তি পত্তর সাথে যৌনাচার করে ২১২
১৪. ক্রীতদাসীর উপর হৃদ কার্যকর করা ২১২
১৫. যেনার মিথ্যা অপবাদ (কাযফ) আরোপের শাস্তি ২১৩
১৬. মদ্যপের শাস্তি ২১৪
১৭. কোন ব্যক্তি বারবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে ২১৫
১৮. বৃদ্ধ ও রোগীর উপর হৃদ বাধ্যকর হলে ২১৬
১৯. যে ব্যক্তি (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণ করে ২১৭
২০. যে ব্যক্তি রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে ২১৮
২১. যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ ২১৯
২২. চোরের শাস্তি ২২০
২৩. কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া ২২১
২৪. চোর স্বীকারোক্তি করলে ২২২
২৫. ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে ২২২
২৬. আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারী ২২৩
২৭. ফল এবং গাছের মাথি চুরির অপরাধে হাত কর্তন করা যাবে না ২২৪
২৮. যে ব্যক্তি নিরাপদ হেফাজত থেকে চুরি করে ২২৪
২৯. চোরকে তালকীন দেয়া ২২৬
৩০. বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয় ২২৬
৩১. মসজিদে হৃদ কার্যকর করা নিষেধ ২২৭
৩২. ভাযীর প্রসঙ্গ ২২৮
৩৩. হৃদ (শাস্তি) হলো (গুনাহের) কাফফারা ২২৮
৩৪. কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে বেগানা পুরুষ লোককে পেলে ২২৯
৩৫. কোন ব্যক্তি নিজ পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করলে ২৩১
৩৬. কোন ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে... ২৩২
৩৭. কেউ কাউকে নিজের গোত্র থেকে খারিজ করলে ২৩৩
৩৮. নপুংসকদের বিধান ২৩৪

## ২১—কিতাবুদ দিয়াত (রক্তপণ)

১. অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি ২৩৭
২. ঈমানদার মুসলমানের হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে কি ২৩৯
৩. নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার থাকবে ২৪১

### অনুচ্ছেদ

৪. যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ওয়ারিসগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে ২৪২
৫. কতলে শিবহে আম্দ-এর ক্ষেত্রেও কঠোর দিয়াত প্রযোজ্য ২৪৩
৬. কতলে খাতার দিয়াত ২৪৫
৭. দিয়াত আকিলার উপর ধার্য হবে। আকিলা না থাকলে তা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে ২৪৭
৮. যে ব্যক্তি নিহতের ওয়ারিসগণকে কিসাস অথবা দিয়াতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণে বাধা দেয় ২৪৮
৯. যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যকর হয় না ২৪৮
১০. জখমকারী কিসাসের পরিবর্তে ফিদয়া দিলে ২৪৯
১১. গর্ভস্থ ফ্রণের দিয়াত ২৫০
১২. দিয়াতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্তাবে ২৫২
১৩. কাফের-এর দিয়াত ২৫৩
১৪. হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না ২৫৩
১৫. নারীর দিয়াত পরিশোধ করবে তার আসাবাগণ এবং তার মীরাস পাবে তার সন্তানগণ ২৫৪
১৬. দাঁতের কিসাস ২৫৫
১৭. দাঁতের দিয়াত ২৫৬
১৮. আঙ্গুলসমূহের দিয়াত ২৫৬
১৯. হাঁড় উনুজ্জকারী যখম (মাওদিহা) ২৫৭
২০. কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলে এবং সে তার হাত টান দেয়ার ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সামনের দাঁত পড়ে গেলে ২৫৮
২১. কাফের ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না ২৫৯
২২. সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না ২৬০
২৩. স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে কি ২৬১
২৪. হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করবে, তাকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে ২৬২
২৫. তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে ২৬৩
২৬. একজনের অপরাধে অপরজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না ২৬৩
২৭. বেসব অপরাধের প্রতিবিধান নেই ২৬৫
২৮. কাসামা (গণ-শপথ) ২৬৭
২৯. মালিকের দ্বারা গোলামের অঙ্গহানি হলে সে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে ২৬৯
৩০. মানুষের মধ্যে ঈমানদার হত্যাকারীগণই উত্তম ২৭০
৩১. মুসলমানদের জীবনের মূল্য একসমান ২৭১
৩২. কেউ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিশীকে হত্যা করলে ২৭২
৩৩. কোন ব্যক্তি কারো জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাকে হত্যা করলে ২৭৩
৩৪. হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ৩৭৪
৩৫. কিসাস ক্ষমা করা ২৭৫
৩৬. গর্ভবতী নারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে ২৭৬

### ২২-কিতাবুল ওয়াসায়্যা (ওসিয়াত)

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়াত করেছিলেন? ২৭৭
২. ওসিয়াত করতে উৎসাহিত করা ২৭৮
৩. ওসিয়াতের মধ্যে জুলুম করা ২৭৯
৪. জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ ২৮১

## অনুচ্ছেদ

৫. এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা ২৮২
৬. ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না ২৮৪
৭. ওসিয়াত পূরণের আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে ২৮৫
৮. কেউ ওসিয়াত না করে মারা গেলে.. ২৮৬
৯. আত্মাহূর বাণী : যে বিস্ত্রহীন, সে যেন ন্যায়সঙ্গতভাবে ভোগ করে ২৮৬

## ২৩—কিতাবুল ফারায়েজ (ওয়ারিসী স্বত্ব বস্টন)

১. ফারায়েয শিখতে উৎসাহিত করা ২৮৯
২. ঔরসজাত সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব ২৮৯
৩. দাদার ওয়ারিসী স্বত্ব ২৯১
৪. দাদী-নানীর ওয়ারিসী স্বত্ব ২৯১
৫. কালিলা (পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি) ২৯৩
৬. মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিস হলে ২৯৫
৭. ওয়ালাআর উত্তরাধিকার স্বত্ব ২৯৬
৮. হত্যাকারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব ২৯৮
৯. যাবিল আরহাম ২৯৯
১০. আসাবার মীরাস ৩০০
১১. যার কোন ওয়ারিস নাই ৩০১
১২. নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে ৩০২
১৩. যে ব্যক্তি নিজ সন্তানকে অস্বীকার করেছে ৩০২
১৪. সন্তানের দাবিদার হওয়া সম্পর্কে ৩০৩
১৫. ওয়ালাআস্বত্ব বিক্রয় করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না ৩০৪
১৬. ওয়ারিসী স্বত্ব বস্টন ৩০৫
১৭. সদ্যজাত শিশু চাঁৎকার দিলে সে ওয়ারিস হবে ৩০৫
১৮. যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট ইসলাম গ্রহণ করে ৩০৬

## ২৪—কিতাবুল জিহাদ (জিহাদ)

১. আত্মাহূর পথে জিহাদ করার ফযীলাত ৩০৭
২. মহান আত্মাহূর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অভিবাহিত করার ফযীলাত ৩০৮
৩. যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয় ৩০৯
৪. মহান আত্মাহূর রাস্তায় খরচ করার ফযীলাত ৩১০
৫. জিহাদ ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী ৩১১
৬. যে ব্যক্তি ওজরবশত জিহাদ থেকে বিরত থাকে ৩১২
৭. আত্মাহূর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযীলাত ৩১৩
৮. আত্মাহূর রাস্তায় পাহারাদান ও তাকবীর ধ্বনির ফযীলাত ৩১৫
৯. সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া ৩১৬
১০. নৌযুদ্ধের ফযীলাত ৩১৭
১১. দায়লামের বিবরণ এবং কাযবীনের ফযীলাত ৩১৯
১২. পিতা-মাতা জীবিত থাকতে কারো জিহাদে গমন ৩২০
১৩. জিহাদের সংকল্প ৩২২



## অনুচ্ছেদ

১৪. আত্মাহুঁর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ঘোড়া প্রতিপালন ৩২৪
১৫. মহান আত্মাহুঁর পথে জিহাদ করা ৩২৬
১৬. আত্মাহুঁর পথে শহীদ হওয়ার ফযীলাত ৩২৮
১৭. যার জন্য শহীদের মর্যাদা আশা করা যায় (শহীদের শ্রেণীবিভাগ) ৩৩১
১৮. সমরাজ্ঞ ৩৩২
১৯. আত্মাহুঁর রাস্তায় তীরন্দাজী ৩৩৪
২০. বড় পতাকা ও ক্ষুদ্র পতাকা ৩৩৬
২১. যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী বস্ত্র পরিধান ৩৩৭
২২. যুদ্ধের ময়দানে পাগড়ি পরিধান ৩৩৮
২৩. যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করা ৩৩৯
২৪. মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া এবং তাদের বিদায় জানানো ৩৩৯
২৫. সারিয়্যা (ক্ষুদ্র যুদ্ধাজিয়ান) ৩৪০
২৬. মুশরিকদের পায়ে আহার করা ৩৪১
২৭. মুশরিকদের সাহায্য চাওয়া ৩৪২
২৮. যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন ৩৪৩
২৯. মল্লযুদ্ধ ও নিহত শত্রুর মাল ৩৪৩
৩০. রাতের বেলা অত্যন্ত আক্রমণ এবং নারী ও শিশুদের নিধন প্রসঙ্গ ৩৪৫
৩১. শত্রুর জনপদ ভয়ীভূত করা ৩৪৭
৩২. বন্দীদের মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া ৩৪৮
৩৩. শত্রুপক্ষ কোন জিনিস দখলে নিয়ে যাবার পর পুনরায় তা মুসলমানদের দখলে আসলে ৩৪৮
৩৪. গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা ৩৪৯
৩৫. গনীমতের মাল থেকে পুরস্কারস্বরূপ কিছু দান করা ৩৫০
৩৬. গনীমতের মাল বন্টন ৩৫২
৩৭. গোলাম ও মহিলারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে ৩৫২
৩৮. ইমামের উপদেশ ৩৫৩
৩৯. ইমামের আনুগত্য ৩৫৫
৪০. আত্মাহুঁর নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য নেই ৩৫৭
৪১. বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ ৩৫৯
৪২. বায়আত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে ৩৬১
৪৩. মহিলাদের বায়আত গ্রহণ ৩৬৩
৪৪. ঘোড়দৌড়ের বর্ণনা ৩৬৪
৪৫. শত্রুরাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ ৩৬৬
৪৬. যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বন্টন ৩৬৬

## ২৫—কিতাবুল মানাসিক (হজ্জ)

১. হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ৩৬৯
২. হজ্জ ফরয হওয়ার বিবরণ ৩৭০
৩. হজ্জ ও উমরার ফযীলাত ৩৭১
৪. যানবাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা ৩৭৩
৫. হাজ্জীগণের দোয়ার ফযীলাত ৩৭৪

## অনুচ্ছেদ

৬. কিসে হজ্জ ফরয হয় ৩৭৫
৭. যে মহিলা সাথে অভিভাবক ব্যতীত হজ্জ করে ৩৭৬
৮. মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ ৩৭৮
৯. মুতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৭৯
১০. জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা ৩৮০
১১. শিশুদের হজ্জ ৩৮২
১২. হায়েয ও নিফাসযুক্ত মহিলারা হজ্জের জন্য ইহ্রাম বাঁধলে ৩৮২
১৩. বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মীকাত ৩৮৩
১৪. ইহ্রাম বাঁধা ৩৮৫
১৫. তালবিয়া ৩৮৫
১৬. উক্বরে তালবিয়া পাঠ করা ৩৮৭
১৭. ইহ্রামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফযীলাত ৩৮৮
১৮. ইহ্রাম বস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধি ব্যবহার ৩৮৯
১৯. ইহ্রাম অবস্থায় যেকোন কাপড় পরিধান করবে ৩৯০
২০. কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহুরিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে ৩৯০
২১. ইহ্রাম অবস্থায় যেসব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত ৩৯১
২২. ইহ্রামধারী ব্যক্তি মাথা ধৌত করতে পারে ৩৯২
২৩. ইহ্রামধারী ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় বুলানো ৩৯৩
২৪. হজ্জ শর্ত আরোপ করা ৩৯৪
২৫. হেরেম এলাকায় প্রবেশ ৩৯৫
২৬. মক্কায় প্রবেশ ৩৯৫
২৭. হাজ্জের আসওয়াদ চূষন করা ৩৯৬
২৮. লাঠির সাহায্যে কুকন (হাজ্জের আসওয়াদ)-কে চূষা দেওয়া ৩৯৮
২৯. বাইতুল্লাহর চারপাশে তাওয়াক্কফের সময় রমল করা ৩৯৯
৩০. ইদতিবা (বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর পরিধান) ৪০১
৩১. হাতীম ও তাওয়াক্কফের অন্তর্ভুক্ত ৪০১
৩২. তাওয়াক্কফের ফযীলাত ৪০২
৩৩. তাওয়াক্কফে দুই রাকআত নামায পড়া ৪০৪
৩৪. অসুস্থ ব্যক্তির বাহনে চড়ে তাওয়াক্কফ করা ৪০৫
৩৫. মুলতায়াম-এর বর্ণনা ৪০৬
৩৬. ঋতুবতী মহিলা তাওয়াক্কফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করবে ৪০৬
৩৭. ইফরাদ হজ্জ ৪০৭
৩৮. যে ব্যক্তি একই ইহ্রামে হজ্জ ও উমরা (কিরান হজ্জ) আদায় করে ৪০৮
৩৯. কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াক্কফ ৪১০
৪০. উমরাসহ তামাত্ত হজ্জের বর্ণনা ৪১১
৪১. হজ্জের ইহ্রাম ভঙ্গ করা ৪১৩
৪২. যারা বলেন, হজ্জের ইহ্রাম ভঙ্গ করা সাহাবায় কিরামের মধ্যে সীমিত (খাস) ছিল ৪১৬
৪৩. সাফা ও মারওয়য়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা (দৌড়ানো) ৪১৭
৪৪. উমরার বর্ণনা ৪১৮
৪৫. রমযান মাসের উমরা ৪১৯
৪৬. যিলকাদ মাসের উমরা ৪২০
৪৭. রজব মাসের উমরা ৪২১

## অনুচ্ছেদ

৪৮. তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা ৪২১
৪৯. যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহ্রাম বাঁধে ৪২৩
৫০. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতট উমরা করেছেন ৪২৪
৫১. মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া ৪২৪
৫২. মিনায় অবস্থান ৪২৫
৫৩. ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাত্রা ৪২৫
৫৪. আরাফাতে অবতরণের স্থান ৪২৬
৫৫. আরাফাতে অবস্থানস্থল ৪২৭
৫৬. আরাফাতের দোয়া ৪২৮
৫৭. যে ব্যক্তি মুয়দালিফার রাতের (আগের দিনের) ভোর হওয়ার পূর্বে আরাফাতে আসে ৪২৯
৫৮. আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন ৪৩১
৫৯. প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুয়দালিফার মাঝামাঝি দূরত্বে যাত্রাবিরতি করা ৪৩২
৬০. মুয়দালিফায় দুই ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে পড়া ৪৩৩
৬১. মুয়দালিফায় অবস্থান ৪৩৩
৬২. যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুয়দালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায় ৪৩৫
৬৩. জামরায় নিক্ষেপের কঙ্করের আকার ৪৩৬
৬৪. যেখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয় ৪৩৭
৬৫. জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তথায় অবস্থান করবে না ৪৩৮
৬৬. আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা ৪৩৮
৬৭. ওজরবশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা ৪৩৯
৬৮. শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ ৪৪০
৬৯. হজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে ৪৪০
৭০. জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয় ৪৪১
৭১. মাথা কামানো ৪৪২
৭২. যে ব্যক্তি নিজ মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ করে ৪৪৩
৭৩. কোরবানীর বর্ণনা ৪৪৪
৭৪. হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রপ্চাত করা ৪৪৪
৭৫. তাশরীকের দিবসসমূহে (১১-১২-১৩ যিলহজ্জ) জামরায় কংকর নিক্ষেপ করা ৪৪৬
৭৬. কোরবানীর দিনের ভাষণ ৪৪৬
৭৭. বাইতুল্লাহ যিয়ারত ৪৫০
৭৮. যমযমের পানি পান করা ৪৫১
৭৯. কাবা ঘরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা ৪৫২
৮০. মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান ৪৫৩
৮১. মুহাস্সাবে যাত্রা বিরতি ৪৫৩
৮২. বিদায়ী তাওয়াফ ৪৫৪
৮৩. ঋতুবতী ক্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে ৪৫৫
৮৪. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ ৪৫৬
৮৫. হজ্জের উদ্দেশ্যে যাওয়ার পথে বাধাগ্রস্ত হলে ৪৬৭
৮৬. বাধাগ্রস্ত হলে তার ফিদ্বা ৪৬৮
৮৭. ইহ্রাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো ৪৬৯
৮৮. ইহ্রামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তৈল মাখতে পারে ৪৬৯

## অনুচ্ছেদ

৮৯. কেউ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ৪৭০
৯০. কেউ ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে তার কাফ্ফারা ৪৭০
৯১. ইহরামধারী ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে ৪৭১
৯২. ইহরামধারী ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ ৪৭২
৯৩. ইহরামধারী ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার না করা হলে সে তার গোশত খেতে পারে ৪৭৩
৯৪. কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো ৪৭৪
৯৫. মেঘ-বকরীর গলায় মালা পরানো ৪৭৫
৯৬. উটের কুঁজ ফেড়ে দেয়া ৪৭৫
৯৭. কোরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো ৪৭৬
৯৮. মর্দা ও মাদী উভয় ধরনের পশুই কোরবানী দেয়া যায় ৪৭৬
৯৯. মীকাত অতিক্রম করেও কোরবানীর পশু নেয়া যায় ৪৭৭
১০০. কোরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা ৪৭৭
১০১. কোরবানীর পশু পশ্চিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে ৪৭৮
১০২. মক্কা শরীফের বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া ৪৭৯
১০৩. মক্কার ফযীলাত ৪৭৯
১০৪. মদীনার ফযীলাত ৪৮১
১০৫. কাবা ঘরের অভ্যন্তরের সম্পদ ৪৮২
১০৬. মক্কায় রমযান মাসের রোযা রাখা ৪৮৩
১০৭. বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করা ৪৮৪
১০৮. পদব্রজে হজ্জ করা ৪৮৪

## ২৬—কিতাবুল আদাহী (কোরবানী)

১. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানী ৪৮৭
২. কোরবানী ওয়াজিব কি না? ৪৮৯
৩. কোরবানীর সওয়াব ৪৯০
৪. কোরবানী করার জন্য উত্তম পশু ৪৯১
৫. উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়? ৪৯২
৬. কতোটি বকরী একটি উটের সমান হতে পারে? ৪৯৪
৭. যে ধরনের পশু কোরবানী করা উচিত ৪৯৫
৮. যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরুহ ৪৯৬
৯. কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য উত্তম পশু ক্রয় করার পর তা বিপদগ্রস্ত হলে ৪৯৮
১০. যে ব্যক্তি তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটি মাত্র বকরী কোরবানী করে ৪৯৮
১১. যে ব্যক্তি কোরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত তার নখ ও চুল না কাটে ৪৯৯
১২. ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা নিষিদ্ধ ৫০০
১৩. কোরবানীর পশু স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম ৫০২
১৪. কোরবানীর পশুর চামড়া ৫০২
১৫. কোরবানীর গোশত আহার করা ৫০৩
১৬. কোরবানীর গোশত সঞ্চয় করে রাখা ৫০৩
১৭. ঈদের মাঠে কোরবানী করা ৫০৪

## ২৭-কিতাবুল যাবাইহু (যবেহ করা)

### অনুচ্ছেদ

১. আকীকা ৫০৫
২. ফরাআ ও আতীরা ৫০৬
৩. যবেহ করার সময় তোমরা উত্তমরূপে যবেহ করো ৫০৮
৪. যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা ৫০৯
৫. যে অস্ত্র দিয়ে যবেহ করা যায় ৫১০
৬. চামড়া ছাড়ানো ৫১১
৭. দুধবতী পশু যবেহ করা নিষেধ ৫১২
৮. স্ত্রীলোকের যবেহকৃত পশুর বিধান ৫১৩
৯. পলায়নপর পশু যবেহ করার বর্ণনা ৫১৩
১০. কোন প্রাণীকে চাদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ ৫১৪
১১. বিষ্ঠা খাওয়ায় অভ্যস্ত (হালাল) পশু-পাখি খাওয়া নিষেধ ৫১৫
১২. ঘোড়ার গোশত ৫১৬
১৩. বন্য গাধার গোশত ৫১৬
১৪. খচ্চরের গোশত ৫১৮
১৫. পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবেহ-ই যথেষ্ট ৫১৯

## ২৮-কিতাবুস সাইদ (শিকার)

১. শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর নিধন সম্পর্কে ৫২১
২. শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ ৫২২
৩. কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার ৫২৩
৪. অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও যোর কালো কুকুরের শিকার ৫২৫
৫. ধনুক্ষের শিকার ৫২৬
৬. এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে ৫২৬
৭. পালক ও সূক্ষ্মবিহীন তীরের শিকার ৫২৭
৮. জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য ৫২৭
৯. মাছ ও টিড্ডি শিকার ৫২৮
১০. যে প্রাণী হত্যা করা নিষেধ ৫৩০
১১. কাঁকর নিষ্ক্ষেপ নিষিদ্ধ ৫৩১
১২. গিরগিটি নিধন ৫৩২
১৩. শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম ৫৩৪
১৪. নেকড়ে বাঘ ও খৈকশিয়াল ৫৩৫
১৫. দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু) ৫৩৫
১৬. গুইসাপ ৫৩৬
১৭. খরগোশ ৫৪০
১৮. সমুদ্রগর্ভে মরে ভেসে ওঠা মাছ ৫৪১
১৯. কাক ৫৪৬
২০. বিড়াল ৫৪৭

ই. মা.-৩/৩—



# بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

অধ্যায় : ১২

## كِتَابُ التِّجَارَاتِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْمَكَّاسِبِ

আয়-রোজগার করতে উৎসাহ প্রদান।

২১৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ قَالُوا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلَ الرَّجُلُ مِنْ كُسْبِهِ وَإِنْ وَكَلَهُ مِنْ كُسْبِهِ ۲۱۩۩. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মানুষের সোপার্জিত খাদ্যই হচ্ছে সর্বোত্তম খাদ্য। তার সন্তানও তার সোপার্জিত সম্পদ।

২১৩৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ بُحَيْرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَسَبَ الرَّجُلُ كُسْبًا أَطْيَبَ مِنْ عَمَلٍ يَدِهِ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَأَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَخَادِمِهِ فَهُوَ صَدَقَةٌ. মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মানুষের সোপার্জিত আয়-রোজগারের চেয়ে উত্তম আয়-রোজগার আর কিছুই নাই। কোন ব্যক্তি তার নিজের জন্য, তার পরিবারের জন্য, তার সন্তানের জন্য এবং তার কর্মচারীর জন্য যা ব্যয় করে তা দান-খয়রাত হিসাবে গণ্য হয় (দা, তি, না)।

২১৩৯- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ تَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ تَنَا كُلْثُومُ بْنُ جَوْشَنٍ الْقُشَيْرِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ التَّاجِرُ الْأَمِينُ الصَّدُوقُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২১৩৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বিশ্বস্ত ও সত্যবাদী মুসলিম ব্যবসায়ী কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে থাকবে।

২১৪০- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ تَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ ثَوْرٍ بْنِ زَيْدٍ الدِّيَلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ السَّاعِي عَلَى الْأَرْمَلَةِ وَالْمَسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَكَالَّذِي يَقُومُ اللَّيْلَ وَيَصُومُ النَّهَارَ .

২১৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বিধবা ও নিঃস্বদের জন্য উপার্জনকারী ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদরত ব্যক্তির সমতুল্য এবং যারা রাতে (নফল) ইবাদত করে ও দিনে রোযা রাখে তাদেরও সমতুল্য।

২১৪১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمِّهِ قَالَ كُنَّا فِي مَجْلِسٍ فَبَجَاءَ النَّبِيُّ ﷺ وَعَلَى رَأْسِهِ أَثْرُ مَاءٍ فَقَالَ لَهُ بَعْضُنَا تَرَكَ الْيَوْمَ طِيبَ النَّفْسِ فَقَالَ أَجَلٌ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ ثُمَّ أَقَاضَ الْقَوْمُ فِي ذِكْرِ الْغِنَى فَقَالَ لَا بَأْسَ بِالْغِنَى لِمَنْ اتَّقَى وَالصِّحَّةُ لِمَنْ اتَّقَى خَيْرٌ مِنَ الْغِنَى وَطِيبُ النَّفْسِ مِنَ النَّعِيمِ .

২১৪১। আবদুল্লাহ ইবনে খুবাইব (রা)-র চাচা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক মজলিসে বসা ছিলাম। এমতাবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় পানির চিহ্নসহ উপস্থিত হলেন। আমাদের কেউ তাঁকে বললো, আপনাকে আমরা আজ খুব প্রফুল্ল দেখছি। তিনি বলেন : হ্যাঁ, আলহামদু লিল্লাহ। অতঃপর মজলিসের লোকজন ধন-সম্পদের আলোচনায় লিপ্ত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকওয়ার অধিকারী (খোদাতীকর) লোকদের ধন-সম্পদের মালিক হওয়াতে কোন দোষ নেই। আর খোদাতীকর লোকদের জন্য ধন-সম্পদ থেকে সুস্থতা অধিক উত্তম। মনের প্রফুল্লতাও নিয়ামতরাজির অন্তর্ভুক্ত।



## بَابُ الْأَقْتِصَادِ فِي طَلْبِ الْمَعِيشَةِ

জীবিকা অর্জনে ভারসাম্যপূর্ণ পছা অবলম্বন।

২১৪২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ عَنْ رَبِيعَةَ ابْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَجْمِلُوا فِي طَلْبِ الدُّنْيَا فَإِنَّ كُلَّ مَيْسِرٍ لِمَا خُلِقَ لَهُ .

২১৪২। আবু হুমাইদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা পার্থিব জীবনোপকরণ লাভে উত্তম পছা অবলম্বন করো। কেননা যাকে যেজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে তা তার জন্য সহজরত করা হয়েছে।

২১৪৩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَهْرَامٍ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عُثْمَانَ زَوْجُ بِنْتِ الشُّعْبِيِّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ يَزِيدَ الرَّقَّاشِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمُ النَّاسِ هَمًّا الْمُؤْمِنُ الَّذِي يَهْمُ بِأَمْرِ دُنْيَاهُ وَأَمْرٍ آخِرَتِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ .

২১৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: যে মুমিন ব্যক্তি যুগপৎ দুনিয়ার ব্যাপারেও চিন্তা করে এবং আখেরাতের ব্যাপারেও চিন্তা করে সে মহৎ চিন্তার অধিকারী। আবু আবদুল্লাহ (ইবনে মাজা) বলেন, এই হাদীসটি গরীব। ইসমাঈল ব্যতীত আর কেউ এটি বর্ণনা করেননি।

২১৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ فَإِنَّ نَفْسًا لَنْ تَمُوتَ حَتَّى تَسْتَوْفِيَ رِزْقَهَا وَإِنْ أَبْطَأَ عَنْهَا فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ .

২১৪৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম

পছায় জীবিকা অব্বেষণ করো। কেননা কোন ব্যক্তিই তার জন্য নিদ্ধারিত রিযিক পূর্ণরূপে না পাওয়া পর্যন্ত মরবে না, যদিও তার রিযিক প্রাপ্তিতে কিছুটা বিলম্ব হয়। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো এবং উত্তম পছায় জীবিকা অব্বেষণ করো, যা হালাল তাই গ্রহণ করো এবং যা হারাম তা বর্জন করো।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ التَّوَقُّفِ فِي التِّجَارَةِ

ব্যবসা-বাণিজ্যে সতর্কতা অবলম্বন।

২১৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ قَيْسِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ قَالَ كُنَّا نَسْمِي فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ السَّمَاوَةَ فَمَرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَمَّانَا بِاسْمِهِ هُوَ أَحْسَنُ مِنْهُ فَقَالَ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ إِنَّ الْبَيْعَ يَحْضُرُهُ الْحِلْفُ وَاللَّغْوُ فَشَوْبُهُ بِالصَّدَقَةِ .

২১৪৫। কায়েস ইবনে আবু গারায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমাদেরকে 'সামাসিরা' (দালাল) নামে ডাকা হতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট দিয়ে অতিক্রমকালে আমাদের আগের নামের চেয়ে অধিক সুন্দর নামকরণ করেন। তিনি বলেন : হে 'তাজের' (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ ও বেহুদা কথাবার্তা হয়ে যায়। তাই কিছু দান-খয়রাত করে তা ধুয়ে (পরিচ্ছন্ন করে) নিও।

২১৪৬ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رِفَاعَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَإِذَا النَّاسُ يَتَّبَاعُونَ بُكْرَةَ فَنادَاهُمْ يَا مَعْشَرَ التُّجَّارِ فَلَمَّا رَفَعُوا أَبْصَارَهُمْ وَمَدُّوا أَعْنَاقَهُمْ قَالَ إِنَّ التُّجَّارَ يَبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فُجَّارًا إِلَّا مَنْ اتَّقَى اللَّهَ وَتَزَّ وَصَدَّقَ .

২১৪৬। রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। লোকেরা উট ক্রয়-বিক্রয় করছিল। তিনি তাদের ডেকে বলেন : হে তাজের (ব্যবসায়ী) সম্প্রদায়! তারা চোখ তুলে ও ঘাড় উঁচিয়ে তাকালে তিনি বলেন : কিয়ামতের দিন ব্যবসায়ীদের পাপিষ্ঠ দুরাচাররূপে উঠানো হবে, তবে যারা আল্লাহকে ভয় করে, সৎভাবে কাজ (ব্যবসা) করে ও সত্য কথা বলে তারা ব্যতীত।

## بَابُ إِذَا قُسِمَ لِلرَّجُلِ رِزْقٌ مِّنْ وَجْهِ فَلْيَلْزِمَهُ

কোনও উপায়ে কারো রিযিকের ব্যবস্থা হলে সে যেন তাতে লেগে থাকে ।

২১৪৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا قُرُوءَةُ أَبُو يُونُسَ عَنْ هِلَالِ بْنِ جَبْرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصَابَ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَلْزِمَهُ .

২১৪৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুদ্দাহ সান্নাদ্দাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ কোন সূত্রে আমদানী পেয়ে গেলে সে যেন তাতে লেগে থাকে ।

২১৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ الزُّبَيْرِ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ كُنْتُ أَجْهَظُ إِلَى الشَّامِ وَإِلَى مِصْرَ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَاتَيْتُ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ فَقُلْتُ لَهَا يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كُنْتُ أَجْهَظُ إِلَى الشَّامِ فَجَهَّزْتُ إِلَى الْعِرَاقِ فَقَالَتْ لَا تَفْعَلِ مَا لَكَ وَكَلِمَتُكَ فَانِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا سَبَّ اللَّهُ لِأَحَدِكُمْ رِزْقًا مِّنْ وَجْهِ فَلَا يَدْعُهُ حَتَّى يَتَغَيَّرَ لَهُ أَوْ يَتَنَكَّرَ لَهُ .

২১৪৮। নাফে (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি সিরিয়া ও মিসরে ব্যবসায়িক পণ্য রপ্তানী করতাম । আমি ইরাকে পণ্য রপ্তানীর মনস্থ করে উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা)-র নিকট এসে বললাম, হে উম্মুল মুমিনীন! আমি সিরিয়ায় পণ্য রপ্তানী করতাম, এবার ইরাকে তা রপ্তানী করতে চাই । তিনি বলেন, তুমি তা করো না, তোমার আগের গম্ভব্য ঠিক রাখো । কারণ আমি রাসূলুদ্দাহ সান্নাদ্দাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আদ্দাহ কোন স্থান থেকে তোমাদের কারো রিযিকের ব্যবস্থা করে দিলে সে যেন ঐ স্থান ত্যাগ না করে, যতক্ষণ না সেই স্থান তার জন্য প্রতিকূল হয় অথবা অসহনীয় হয় ।

## بَابُ الصَّنَاعَاتِ

কারিগরি শিল্প প্রসংগে ।

২১৪৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقُرَشِيُّ عَنْ جَدِّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَحِيحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا بَعَثَ اللَّهُ

نَبِيًّا الْأَرَاعِي غَنِمَ قَالَ لَهُ أَصْحَابُهُ وَأَنْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا كُنْتُ أُرْعَاهَا  
لِأَهْلِ مَكَّةَ بِالْقَرَارِيطِ قَالَ سُوَيْدٌ يَعْنِي كُلُّ شَاةٍ بِقَيْرَاطٍ .

২১৪৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ এমন কোন নবী পাঠাননি যিনি ছাগল চরাননি। সাহাবীগণ তাঁকে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনিও? তিনি বলেন : আমিও। কয়েক কীরাতের বিনিময়ে আমি মক্কাবাসীদের ছাগল চরিয়েছি। সুওয়াইদ (র) বলেন, প্রতিটি বকরী এক কীরাতের বিনিময়ে।

২১৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَزَاعِيُّ وَالْحَجَّاجُ  
وَالْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ قَالُوا ثَنَا حَمَادٌ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ زَكَرِيَّا نَجَارًا .

২১৫০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাকারিয়া (আ) সুতার ছিলেন।

২১৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ  
مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَصْحَابَ الصُّورِ يُعَذِّبُونَ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ أَحْيُوا مَا خَلَقْتُمْ .

২১৫১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : চিত্রকরদের কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে, তোমরা যা সৃষ্টি করেছো তাতে জীবন সঞ্চার করো।

২১৫২ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ فِرْقَدِ السَّبْحِيِّ  
عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَكْذَبُ  
النَّاسِ الصَّبَاغُونَ وَالصَّوَاغُونَ .

২১৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকদের মধ্যে অধিক মিথ্যাবাদী হলো কাপড়ে রংকারী ও অংলকার নির্মাতারা।

## بَابُ الْحُكْرَةِ وَالْجَلْبِ

পণ্য সরবরাহ ও মজুতদারি।

২১৫৩- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْزِيُّ ثَنَا أَبُو أَحْمَدَ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَالِمِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَالِبُ مَرْزُوقٌ وَالْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ .

২১৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমদানী পণ্য সরবরাহকারী ব্যবসায়ী রিযিক প্রাপ্ত হয় এবং মজুতদার অভিশপ্ত।

২১৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيٌّ .

২১৫৪। মামার ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নাদলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পাণিষ্ঠ ব্যক্তি ছাড়া কেউ মজুতদারি করে না।

২১৫৫- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو بَكْرٍِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنِي أَبُو يَحْيَى الْمَكِّيُّ عَنْ قُرُوحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ اجْتَكَرَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ طَعَامًا ضَرَبَهُ اللَّهُ بِالْجُدَامِ وَالْأَفْلَاسِ .

২১৫৫। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি মুসলমানদের বিরুদ্ধে (বা সমাজে) খাদদ্রব্য মজুতদারি করে, আল্লাহ তাকে কুষ্ঠরোগ ও দরিদ্রতার কষাঘাতে শাস্তি দেন।

## بَابُ أَجْرِ الرَّاقِيِّ

ঝাড়ফুককারীর মজুরি ।

২১৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبَاسٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ رَاكِبًا فِي سَرِيَّةٍ فَنَزَلْنَا بِقَوْمٍ فَسَأَلْنَاهُمْ أَنْ يَقْرُونَا فَأَبَوْا فَلَدَغَ سَيْدُهُمْ فَأَتَوْنَا فَقَالُوا أَيْنِكُمْ أَحَدٌ يَرْقِي مِنَ الْعَقْرَبِ فَقُلْتُ نَعَمْ أَنَا وَلَكِنْ لَا أَرْقِيهِ حَتَّى تُعْطُونَا غَنَمًا قَالُوا فَإِنَّا نُعْطِيكُمْ ثَلَاثِينَ شَاةً فَقَبِلْنَاهَا فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ (الْحَمْدُ) سَبْعَ مَرَّاتٍ فَبَرِيَّ وَقَبَضْنَا الْغَنَمَ فَعَرَضَ فِي أَنْفُسِنَا مِنْهَا شَيْءٌ فَقُلْنَا لَا تَعْجَلُوا حَتَّى نَأْتِيَ النَّبِيَّ ﷺ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرْتُ لَهُ الَّذِي صَنَعْتُ فَقَالَ أَوْ مَا عَلِمْتَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ اقْتَسِمُوهَا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ سَهْمًا .

২১৫৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তিরিশজন অশ্বারোহীকে এক ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। আমরা এক সম্প্রদায়ের নিকট পৌঁছে যাত্রাবিরতি করলাম এবং আমাদের মেহমানদারি করার জন্য তাদের অনুরোধ করলাম, কিন্তু তারা অস্বীকার করলো। ঘটনাক্রমে তাদের নেতা (বিষাক্ত প্রাণীর) ছলবিদ্ধ হলো। তারা আমাদের কাছে এসে বললো, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যে বিছার কামড়ে ঝাড়ফুক করতে পারে? আমি বললাম, হাঁ, আমি পারি। তবে তোমরা আমাদেরকে একপাল ছাগল-ভেড়া না দিলে আমি ঝাড়ফুক করবো না। তারা বললো, আমরা তোমাদেরকে তিরিশটি বকরী দিবো। আমরা তা গ্রহণ করলাম এবং আমি তার উপর সাতবার 'আলহামদু' সূরাটি পাঠ করলাম। সে সুস্থ হয়ে উঠলো এবং আমরা ছাগলগুলো গ্রহণ করলাম। পরে এ ব্যাপারে আমাদের মনে সন্দেহের সৃষ্টি হলে আমরা বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আমাদের না পৌঁছা পর্যন্ত তোমরা তাড়াহুড়া করো না। আমরা তাঁর নিকট উপস্থিত হওয়ার পর আমি যা করেছি তা তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি বলেন : তুমি কিভাবে জানলে যে, এটা দ্বারা ঝাড়ফুকও করা যায়! তোমরা সেগুলো বণ্টন করে নাও এবং তোমাদের সাথে আমাকেও একটি ভাগ দাও।

২১৫৬(১) - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا أَبُو بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ  
عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২১৫৬(১)। আবু কুরাইব-হুশাইম-আবু বিশর-ইবনে আবিল মুতাওয়াক্কিল-আবুল মুতাওয়াক্কিল-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২১৫৬(২) - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي  
بَشِيرٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ  
وَالصَّوَابُ هُوَ أَبُو الْمُتَوَكِّلِ .

২১৫৬(২)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-মুহাম্মাদ ইবনে জাফর-শোবা-আবু বিশর-আবুল মুতাওয়াক্কিল-আবু সাঈদ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, সঠিক নাম হলো আবুল মুতাওয়াক্কিল (যিনি আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন)।

### অনুচ্ছেদ ৪৮

## بَابُ الْأَجْرِ عَلَى تَعْلِيمِ الْقُرْآنِ

কুরআন মজীদ শিক্ষাদানের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ।

২১৫৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا مُغْبِرَةُ  
ابْنُ زِيَادٍ الْمَوْصِلِيُّ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ  
الصَّامِتِ قَالَ عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ فَأَهْدَى إِلَى رَجُلٍ  
مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ عَنْهَا فَقَالَ إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطْرُقَ بِهَا طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَأَقْبِلْهَا .

২১৫৭। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আহলে সুফ্ফার কিছু সংখ্যক লোককে কুরআন মজীদ ও লেখা শিখাই। তাদের একজন আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি (মনে মনে) বললাম, এটি তেমন উল্লেখযোগ্য মাল নয়। এটির সাহায্যে আমি আল্লাহর পথে তীর মারতে পারবো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিষয়টি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেনঃ তোমাকে দোষখের জিজ্ঞীর পরানো হলে তাতে তুমি খুশি হতে পারলে এটি গ্রহণ করো।

২১৫৮ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا خَالِدُ ابْنُ مَعْدَانَ ثَنِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلْمٍ عَنْ عَطِيَّةِ الْكَلَاعِيِّ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ عَلِمْتُ رَجُلًا الْقُرْآنَ فَأَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِنْ أَخَذْتَهَا أَخَذْتَ قَوْسًا مِنْ نَارٍ فَرَدَدْتُهَا .

২১৫৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তিকে কুরআন শিক্ষা দিলে সে আমাকে একটি ধনুক উপহার দেয়। আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেনঃ তুমি এটি গ্রহণ করলে (জানবে যে,) তুমি দোযখের একটি ধনুক গ্রহণ করেছো। অতএব আমি তা ফেরত দিলাম।

#### অনুচ্ছেদ ৪৯

بَابُ النَّهْيِ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوكِ الْكَاهِنِ وَعَسَبِ الْفَحْلِ

কুকুরের বিক্রয় মূল্য, যেনার বিনিময়, গণকের বখশিশ ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ নিষিদ্ধ।

২১৫৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلُوكِ الْكَاهِنِ .

২১৫৯। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য, যেনার বিনিময় ও গণকের বখশিশ ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

২১৬০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَعَسَبِ الْفَحْلِ .

২১৬০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুরের মূল্য ও পাঠার ভাড়া গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।

২১৬১ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مَسْلَمَةَ أَتَانَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ ثَمَنِ السِّنُورِ .

২১৬১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন।



## بَابُ كَسْبِ الْحَجَّامِ

রক্তমোক্ষকের উপার্জন ।

২১৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفَّانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ . تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَحْدَهُ قَالَهُ ابْنُ مَاجَةَ .

২১৬২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে পারিশ্রমিক দেন। ইবনে মাজ্জা (র) বলেন, ইবনে আবু উমার এই হাদীসের একক রাবী।

২১৬৩- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ أَبُو حَفْصٍ الصِّيرْفِيُّ ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبَّادَةَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ لَنَا وَرَقَاءُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِي حَمِيدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ اِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَمَرَنِي فَأَعْطَيْتُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

২১৬৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং আমাকে নির্দেশ দিলে আমি রক্তমোক্ষকের পারিশ্রমিক পরিশোধ করি।

২১৬৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَيَانَ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُوْسُفَ عَنْ ابْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ أَجْرَهُ .

২১৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষণ করান এবং রক্তমোক্ষককে তার পারিশ্রমিক দেন।

২১৬৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ حَدَّثَنِي الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ .

২১৬৫। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম রক্তমোক্ষকের উপার্জন ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

২১৬৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حَرَامِ بْنِ مُحِيصَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ كَسْبِ الْحَبَامِ فَنَهَاهُ عَنْهُ فَذَكَرَ لَهُ الْحَاجَةَ فَقَالَ اعْلِفْهُ نَوَاضِحَكَ .

২১৬৬। হারাম ইবনে মুহাইয়্যাসা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রক্তমোক্ষকের উপার্জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। তিনি তাকে তা ভোগ করতে নিষেধ করেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার প্রয়োজনের কথা বললে তিনি বলেন : তুমি তোমার উটের আহার সংগ্রহে তা খরচ করো।

অনুচ্ছেদ : ১১

### بَابُ مَا لَا يَحِلُّ بَيْعُهُ

যে সকল বস্তুর ক্রয়-বিক্রয় বৈধ নয়।

২১৬৭ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رِيَّاحٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخَنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ فَقِيلَ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهُ يَذْهَنُ بِهَا السُّفْنُ وَيَذْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ قَالَ لَا هُنَّ حَرَامٌ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَاتِلَ اللَّهِ الْيَهُودَ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَيْهِمُ الشُّحُومَ فَأَجْمَلُوهُ ثُمَّ بَاعُوهُ فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ .

২১৬৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর তথায় অবস্থানকালে বলেন : আদ্বাহ ও তাঁর রাসূল মদ, মৃতজন্তু, শূকর ও মূর্তির ক্রয়-বিক্রয় হারাম করেছেন। তাঁকে বলা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মৃত জন্তুর চর্বি সম্পর্কে কি বলেন? কারণ এটি নৌকায় লাগানো হয়, চামড়া প্রক্রিয়াজাত করতে ব্যবহৃত হয় এবং লোকেরা তা দিয়ে বাতিও জ্বালায়। তিনি বলেনঃ না, এগুলোও হারাম। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আদ্বাহ ইহুদীদের ধ্বংস করুন। আদ্বাহ তাদের জন্য চর্বি হারাম করলে তারা এটি গালিয়ে বিক্রয় করে এবং এর মূল্য ভোগ করে।

২১৬৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانُ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ  
ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْإِفْرِيقِيِّ عَنْ  
أَبِي أُمَامَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْمُغْنِيَّاتِ وَعَنْ شِرَائِهِنَّ وَعَنْ  
كُسَيْهِنَّ وَعَنْ أَكْلِ ائْتِمَانِهِنَّ .

২১৬৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গায়িকা ক্রয়-বিক্রয় করতে, তাদের উপার্জন ও তাদের মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।

### অনুচ্ছেদ ৪১২

بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُنَابَذَةِ وَالْمَلَامَسَةِ

মুনাবাযা ও মুলামাসা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

২১৬৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ  
عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ .

২১৬৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা ও মুনাবাযা পদ্ধতির ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

২১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عِيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمَلَامَسَةِ وَالْمُنَابَذَةِ . زَادَ سَهْلٌ قَالَ سُفْيَانُ الْمَلَامَسَةُ أَنْ  
يَلْمَسَ الرَّجُلُ بِيَدِهِ الشَّيْءَ وَلَا يَرَاهُ وَالْمُنَابَذَةُ أَنْ يَقُولَ أَلْقِ إِلَى مَا مَعَكَ وَأَلْقِي  
إِلَيْكَ مَا مَعِيَ .

২১৭০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুলামাসা ও মুনাবাযা নিষিদ্ধ করেছেন। অধস্তন রাবী সাহলের বর্ণনায় আরো

আছে যে, সুফিয়ান বলেছেন, ‘মুলামাসা’ এই যে, “ক্রোতা পণ্য হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই তা ক্রয় করা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়, সে তা স্বচক্ষে না দেখলেও”। আর ‘মুনাবায়া’ হলো এরূপ বলা যে, “তোমার হাতের বস্তু আমার দিকে নিক্ষেপ করো এবং আমি আমার হাতের বস্তু তোমার দিকে নিক্ষেপ করবো” (এভাবে ক্রয়-বিক্রয় অনুষ্ঠান)।

### অনুচ্ছেদ ৪ ১৩

## بَابُ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِهِ

দুইজনের মধ্যে ক্রয়-বিক্রয় বা দরদাম চলাকালে তৃতীয় পক্ষ যেন তাতে অংশগ্রহণ না করে।

২১৭১- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ .

২১৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ যেন অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর, ক্রয়-বিক্রয় না করে।

২১৭২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ وَلَا يَسُومُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ .

২১৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি যেন তার ভাইয়ের ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় না করে এবং তার ভাইয়ের দরদামের উপর দরদাম না করে।<sup>১</sup>

### অনুচ্ছেদ ৪ ১৪

## بَابُ مَا جَاءَ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجَسِ

নাজাশ ধরনের দালালী নিষিদ্ধ।

২১৭৩- قَرَأْتُ عَلَى مُصْعَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الزُّبَيْرِيِّ عَنِ مَالِكِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو حُدَافَةَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجَسِ

১. অর্থাৎ ক্রোতা-বিক্রোতার মধ্যে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয় ও তার মূল্য সম্পর্কে আলোচনা চলাকালে তৃতীয় ব্যক্তি এসে যেন তা ক্রয়ে অগ্রহ প্রকাশ না করে। তাদের বিষয়টি চূড়ান্ত হওয়ার পর পরবর্তীজন তা ক্রয়ে অগ্রহী হলে বিক্রোতার সাথে দরদাম করতে পারে (অনুবাদক)।

২১৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাজাশ নিষিদ্ধ করেছেন।

২১৭৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَنَاجَشُوا .

২১৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা নাজাশ করবে না।<sup>২</sup>

### অনুচ্ছেদ : ১৫

## بَابُ النَّهْيِ أَنْ يَبَّيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ

স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষ থেকে ক্রয়-বিক্রয় না করে।

২১৭৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَبَّيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ .

২১৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষে বেচাকেনা না করে।

২১৭৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَبَّيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ دَعَا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ .

২১৭৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : স্থানীয় লোকজন যেন বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় না করে। তোমরা লোকদেরকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দাও। আল্লাহ তাদের একজনের দ্বারা অপরজনকে রিযিক দান করেন।

২. 'নাজাশ' হলো এক ধরনের প্রতারণামূলক দালালী। এই শ্রেণীর দালাল বিক্রেতার ছদ্মবেশী কর্মচারীও হতে পারে অথবা এজেন্টও হতে পারে। দোকানে ক্রেতা এসে কোন পণ্যের দরদাম করা কালে এরা কখনো নকল ক্রেতা সেজে একই সময় একই পণ্যের দাম বাড়িয়ে বলে অথবা উপযাচকের মত পণ্যের অসঙ্গত প্রশংসা করতে থাকে, যাতে প্রকৃত ক্রেতা বিভ্রান্ত হয়ে অধিক মূল্যে পণ্যটি ক্রয় করতে প্রস্তুত হয়। এই জাতীয় দালালী নিষিদ্ধ (অনুবাদক)।

২১৭৭- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُبَيَّعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ مَا قَوْلُهُ حَاضِرٌ لِبَادٍ قَالَ لَا يَكُونُ لَهُ سَمْسَارًا .

২১৭৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্থানীয় লোকদেরকে বহিরাগতদের পক্ষে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। রাবী বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, বহিরাগতদের পক্ষে স্থানীয় লোকদের বেচাকেনার অর্থ কি? তিনি বলেন, স্থানীয় লোকজন যেন তার দালাল না সাজে।

### অনুচ্ছেদ ৪ ১৬

#### بَابُ النَّهْيِ عَنِ تَلْقَى الْجَلْبِ

পণ্য বাজারে পৌঁছান পূর্বেই পশ্চিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করা নিষেধ।

২১৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا تَلْقُوا الْأَجْلَابَ فَمَنْ تَلْقَى مِنْهُ شَيْئًا فَاشْتَرِ فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا آتَى السُّوقَ

২১৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহীদের সাথে সাক্ষাত করে তা ক্রয় করো না। কেউ এভাবে এগিয়ে গিয়ে তা ক্রয় করলে পণ্যের বাহক বাজারে পৌঁছান পর তার বিক্রয় বাতিলের এখতিয়ার লাভ করে।

২১৭৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلْقَى الْجَلْبِ .

২১৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের বাইরে গিয়ে পণ্যবাহীদের সাথে সাক্ষাত করতে নিষেধ করেছেন।

২১৮০- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَحَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ ثَنَا مَعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي قَالَ ثَنَا أَبُو عُثْمَانَ النَّهْدِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ تَلْقَى الْبُيُوعِ .

২১৮০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাজারের বাইরে গিয়ে বিক্রয়কারীদের পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।<sup>৩</sup>

অনুচ্ছেদ ৪১৭

بَابُ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا

ক্রোতা-বিক্রোতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।

২১৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَبُو النَّبَاتِ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا تَبَايَعَ الرَّجُلَانِ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيَّرُ أَحَدُهُمَا الْأَخْرَ فَإِنْ خَيْرَ أَحَدُهُمَا الْأَخْرَ فَتَبَايَعَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ وَإِنْ تَفَرَّقَا بَعْدَ تَبَايَعَا وَلَمْ يَتْرُكْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا الْبَيْعَ فَقَدْ وَجِبَ الْبَيْعُ .

২১৮১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দু'জন লোক একত্রে অবস্থান করে পরস্পর ক্রয়-বিক্রয় করলে তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে অথবা একজন অপরজনকে এখতিয়ার দিলেও তা বহাল থাকে। অতএব একজন অপরজনকে এখতিয়ার প্রদান করার পর ক্রয়-বিক্রয় করলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় অবধারিত হয়ে যায়। এই অবস্থায় ক্রয়-বিক্রয়কারী কোন পক্ষ তা প্রত্যাহার না করে পৃথক হয়ে গেলে তাদের ক্রয়-বিক্রয় বহাল হয়ে যায়।

২১৮২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَاحِدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ الْمُقْدَامِ قَالَا سَمِعْنَا حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ أَبِي الْوَضِيِّ عَنْ أَبِي بَرزَةَ الْأَسْلَمِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

৩. এ অনুচ্ছেদে বর্ণিত হাদীসসমূহের তাৎপর্য এই যে, লোকেরা দূর-দূরান্ত থেকে বা গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের উৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের জন্য বাজারে নিয়ে আসে। একদল ঠগবাজ ব্যবসায়ী বাজারের বাইরে গিয়ে পশ্চিমধ্যে তাদেরকে বিভ্রান্ত করে অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে তাদের পণ্য ক্রয় করে। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পণ্য অবাধে বাজারে পৌঁছান ব্যবস্থা করার জন্য পশ্চিমধ্যে এগিয়ে গিয়ে পণ্য ক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। যাতে বিক্রোতা ও বাজারের সাধারণ ক্রোতা কেউই না ঠকে (অনুবাদক)।

২১৮২। আবু বারযা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা-বিক্রেতা পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।

২১৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا .

২১৮৩। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত তাদের এখতিয়ার বহাল থাকে।<sup>৪</sup>

অনুচ্ছেদ : ১৮

## بَابُ بَيْعِ الْخِيَارِ

ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার প্রসঙ্গ।

২১৮৪ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ وَآحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَعْرَابِ حِمْلَ خَبْطٍ فَلَمَّا وَجِبَ الْبَيْعُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اخْتَرْتُ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ عَمْرَكَ اللَّهُ بَيْعًا .

২১৮৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বেদুইনের নিকট থেকে এক বোঝা উটের খাদ্য ক্রয় করেন। ক্রয়-বিক্রয় চূড়ান্ত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার (ক্রয়-বিক্রয় বহাল রাখার বা বাতিল করার) এখতিয়ার প্রয়োগ করতে পারো। বেদুইন বললো, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবী করুন। আমি বিক্রয় বহাল রাখলাম।

৪. ক্রেতা ও বিক্রেতা দোকানে বসে অথবা অন্য কোন স্থানে একত্র হয়ে কোন পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ে একমত হওয়ার পরও তা'শ বা তাদের একজন উক্ত স্থান ত্যাগ না করা বা পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত উক্ত ক্রয়-বিক্রয় বর্জন করার অধিকার তাদের উভয় পক্ষের রয়েছে। একেই ক্রয়-বিক্রয়ে এখতিয়ার বলে (অনুবাদক)।



২১৮৫- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ .

২১৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ক্রয়-বিক্রয় কেবল পারস্পরিক সম্মতিতে অনুষ্ঠিত হয়।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৯

### بَابُ الْبَيْعَانِ بِتَخْتَلَفَانِ

ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মতভেদ হলে।

২১৮৬- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا هُشَيْمٌ أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بَاعَ مِنَ الْأَشْعَثِ ابْنَ قَيْسِ رَقِيقًا مِنْ رَقِيقِ الْإِمَارَةِ فَاخْتَلَفَا فِي الثَّمَنِ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِعْتِكَ بِعِشْرِينَ الْفَا وَقَالَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ إِنَّمَا اشْتَرَيْتُ مِنْكَ بِعِشْرَةَ الْأَفِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ إِنَّ شَيْئًا حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ هَاتِهِ قَالَ فَاتَى سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا اخْتَلَفَ الْبَيْعَانِ وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّنَةٌ وَالْبَيْعُ قَائِمٌ بِعَيْنِهِ فَالْقَوْلُ مَا قَالَ الْبَائِعُ أَوْ يَتَرَادَانِ الْبَيْعَ قَالَ فَاتَى أَرَى أَنْ أَرُدَّ الْبَيْعَ فَرَدَّهُ .

২১৮৬। আবদুর রহমান (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আশআছ ইবনে কায়েস (রা)-র নিকট রাসূলের গোলামসমূহের মধ্য থেকে একটি গোলাম বিক্রয় করেন। পরে তার মূল্য নিয়ে তাদের মধ্যে মতভেদ হয়। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি বিশ হাজারে তোমার নিকট বিক্রয় করেছি। আর আশআছ ইবনে কায়েস (রা) বলেন, আমি দশ হাজারে আপনার নিকট থেকে ক্রয় করেছি। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তুমি চাইলে আমি তোমার নিকট একটি হাদীস বলতে পারি, যা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। কায়েস (রা) বলেন, তা পেশ করুন। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছি : ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে মূল্য নিয়ে বিরোধ বাঁধলে এবং এ ব্যাপারে কোন সাক্ষী না থাকলে এবং বিক্রীত পণ্যও অবিকল বিদ্যমান থাকলে বিক্রেতার কথাই গ্রহণযোগ্য হবে অথবা উভয়ে ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদ করবে। কায়েস (রা) বলেন, আমি এই ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদ করলাম। অতএব তিনি গোলাম ফেরত নিলেন।

অনুচ্ছেদ : ২০

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَعَنْ رَيْحِ مَا لَمْ يُضْمَنْ

তোমার মালিকানায় যা নেই তা বিক্রয় করা নিষিদ্ধ এবং ঝুঁকি গ্রহণ ছাড়া লাভে অংশীদার হওয়া নিষিদ্ধ।

২১৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ يُونُسَ بْنَ مَاهَكَ يُحَدِّثُ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَسْأَلُنِي الْبَيْعَ وَلَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبِيعُهُ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

২১৮৭। হাকীম ইবনে হিয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! এক ব্যক্তি আমার নিকট থেকে এমন কিছু কিনতে চায়, যা আমার নিকট বিদ্যমান নাই। আমি কি তার সাথে বিক্রয় চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারি? তিনি বলেনঃ তোমার নিকট যা বিদ্যমান নেই, তা তুমি বিক্রয় করো না।

২১৮৮- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ وَلَا رَيْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

২১৮৮। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে জিনিস তোমার নিকট বিদ্যমান নেই, তা বিক্রয় করা হালাল নয়। আর লোকসানের ঝুঁকি গ্রহণ না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করা হালাল নয়।

২১৮৯- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاضِي عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَتَّابِ بْنِ أُسَيْدٍ قَالَ لَمَّا بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى مَكَّةَ نَهَاهُ عَنْ شِفِّ مَا لَمْ يُضْمَنْ .

২১৮৯। আত্তাব ইবনে আসীদ (উসাইদ) (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাকে মক্কায় পাঠান তখন তাকে (লোকসানের) ঝুঁকি বহন না করা পর্যন্ত মুনাফা গ্রহণ করতে নিষেধ করেন।

অনুচ্ছেদ : ২১

### بَابُ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانَ فَهُوَ لِلأَوَّلِ

সম-কর্তৃত্ব সম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে।

২১৯০- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَوْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِنْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ لِلأَوَّلِ مِنْهُمَا .

২১৯০। উকবা ইবনে আমের অথবা সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে কোন ব্যক্তি কোন জিনিস পরপর দুইজন ক্রেতার নিকট বিক্রয় করলে তা প্রথম ক্রেতা পাবে।

২১৯১- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سَعِيدٌ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سُمْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا بَاعَ الْمُجِيزَانَ فَهُوَ لِلأَوَّلِ .

২১৯১। হাসান ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কর্তৃত্ব সম্পন্ন দুই ব্যক্তি কোন জিনিস বিক্রয় করলে তা প্রথম ব্যক্তি (ক্রেতা) পাবে।

অনুচ্ছেদ : ২২

### بَابُ بَيْعِ الْعَرَبَانَ

উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয়।

২১৯২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعَرَبَانَ .

২১৯২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২১৯৩- حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الرَّحَامِيُّ ثَنَا حَبِيبُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَبُو مُحَمَّدٍ كَاتِبُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ الْأَسْلَمِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعُرْبَانِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْعُرْبَانُ أَنْ يُشْتَرِيَ الرَّجُلُ دَابَّةً بِمِائَةِ دِينَارٍ فَيُعْطِيَهُ دِينَارَيْنِ عُرْبَوْتَا فَيَقُولُ إِنْ لَمْ أَشْتَرِ الدَّابَّةَ فَالِدَيْنَارَانِ لَكَ . وَقِيلَ يَعْنِي وَاللَّهِ أَعْلَمُ أَنْ يُشْتَرِيَ الرَّجُلُ الشَّيْءَ فَيَدْفَعُ إِلَى الْبَائِعِ دَرَهْمًا أَوْ أَقْلًا أَوْ أَكْثَرَ وَيَقُولُ إِنْ أَخَذْتَهُ وَإِلَّا فَالِدِرْهَمُ لَكَ .

২১৯৩। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

আবু আবদুল্লাহ (ইমাম ইবনে মাজা) বলেন, উরবান ধরনের ক্রয়-বিক্রয় এই যে, যেমন কোন ব্যক্তি এক শত দীনারে একটি পশু ক্রয় করে বিক্রেতাকে বায়নাশ্বরূপ দুই দীনার দিয়ে বললো, আমি পশুটি ক্রয় না করলে দীনার দু'টি তোমারই থাকবে। আরো বলা হয়েছে যে, ক্রেতা কোন জিনিস ক্রয় করে বিক্রেতাকে এক দিরহাম অথবা তার কম বা বেশি দিয়ে বললো, আমি তা রেখে দিলে তো ঠিক আছে, অন্যথায় দিরহামটি তোমারই। আল্লাহ্‌ই ভালো জানেন।

#### অনুচ্ছেদ ৪ ২৩

### بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

পাথর নিক্ষেপে বেচা-কেনা এবং প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

২১৯৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي الزَّيَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ .

২১৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় এবং পাথর নিক্ষেপে নির্ধারিত ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

২১৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ قَالَا ثَنَا الْأَسْوَدُ  
ابْنُ عَامِرٍ ثَنَا أَيُّوبُ بْنُ عُتْبَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ .

২১৯৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতারণামূলক ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করেছেন।

### অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ النَّهْيِ عَنِ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ الْأَنْعَامِ وَضُرُوعِهَا وَضَرْبَةِ الْغَائِصِ  
গবাদি পশুর পেটের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয়, পশুর স্তনে থাকা অবস্থায় দুধ বিক্রয়  
এবং ছবুরীর বাজি নির্ভর ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ।

২১৯৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا جَهْضَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ  
الْيَمَانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْبَاهِلِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ الْعَبْدِيِّ عَنْ شَهْرِ بْنِ  
حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ شِرَاءِ مَا فِي بُطُونِ  
الْأَنْعَامِ حَتَّى تَضَعَ وَعَمَّا فِي ضُرُوعِهَا إِلَّا بِكَيْلٍ وَعَنْ شِرَاءِ الْعَبْدِ وَهُوَ ابِقٌ وَعَنْ  
شِرَاءِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقَسَّمَ وَعَنْ شِرَاءِ الصَّدَقَاتِ حَتَّى تُقْبَضَ وَعَنْ ضَرْبَةِ الْغَائِصِ  
২১৯৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গবাদি পশুর গর্ভস্থ বাচ্চা প্রসবের পূর্বে, পশুর স্তনের দুধ পরিমাপ না  
করে, পলাতক গোলাম, গানীমাতের মাল বস্টনের পূর্বে, দান-খয়রাত হস্তগত করার পূর্বে  
এবং ছবুরীর বাজির ভিত্তিতে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২১৯৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ حَبْلِ الْحَبَلَةِ .

২১৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর গর্ভস্থ  
ক্রমের বাচ্চা ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

## بَابُ بَيْعِ الْمَزَائِدَةِ

নিলামে ক্রয়-বিক্রয়।

২১৭৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجْلَانَ  
ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ  
ﷺ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَنَبْسُطُ بَعْضُهُ  
وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ اثْنَيْنِ بِهِمَا قَالَ فَآتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ  
عَلَى دَرَاهِمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدَرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا آيَاهُ وَأَخَذَ  
الدَّرَاهِمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَحَدِهِمَا طَعَامًا فَانْبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ  
وَاشْتَرِ بِالْآخَرِ قَدُومًا فَاتْنِي بِهِ فَفَعَلَ فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَشَدَّ فِيهِ عُدُودًا بِيَدِهِ  
وَقَالَ اذْهَبْ فَأَحْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَجَعَلَ يَحْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ  
وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَقَالَ اشْتَرِ بِبَعْضِهَا طَعَامًا وَبِبَعْضِهَا ثَوْبًا ثُمَّ قَالَ هَذَا  
خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِيءَ وَالْمَسْأَلَةُ نُكْتَةٌ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا  
تَصْلِحُ إِلَّا لِدَى فَقَرَّ مُدْفِعٍ أَوْ لِدَى غُرْمٍ مُفْطِعٍ أَوْ دَمٍ مُوجِعٍ .

২১৯৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে কিছু চাইলে তিনি বলেন : তোমার ঘরে কি  
কিছু আছে? সে বললো, হ্যাঁ, একটি কঞ্চল আছে, যার একাংশ আমরা গায়ে দেই এবং  
অপরংশ (বিছানা হিসাবে) বিছাই। আর আছে একটি পানপাত্র যাতে করে আমরা পানি  
পান করি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জিনিস দু'টি আমার নিকট নিয়ে  
এসো। রাবী বলেন, সে এগুলো তাঁর নিকট নিয়ে আসলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম জিনিস দু'টি নিজ হাতে নিয়ে বলেন : এই জিনিস দু'টি কে কিনবে? এক ব্যক্তি  
বললো, আমি এক দিরহামে তা ক্রয় করতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম বলেন : এর বেশী মূল্য কে দিবে? তিনি কথটি দু'বার অথবা তিনবার বলেন।  
তখন এক লোক বললো, আমি দুই দিরহামে তা কিনতে পারি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিনিস দু'টি তাকে দিয়ে দিরহাম দু'টি গ্রহণ করলেন। তিনি তা  
আনসারী লোকটিকে দিয়ে বলেন : এর একটি দিরহাম দিয়ে খাদ্য কিনে তোমার

পরিবার-পরিজনকে দিয়ে আসো এবং অবশিষ্ট দিরহামটি দিয়ে কুঠার কিনে আমার নিকট নিয়ে আসো। লোকটি তাই করলো। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সেটি নিয়ে তাতে নিজ হাতে কাঠের হাতল লাগিয়ে দিলেন এবং বললেনঃ যাও, জঙ্গল থেকে কাঠ সংগ্রহ করো। আমি যেন পনের দিনের মধ্যে তোমাকে না দেখি। সে কাঠ সংগ্রহ করে বিক্রয় করতে লাগলো। অতঃপর সে যখন রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলো, তখন তার নিকট দশ দিরহাম সঞ্চিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এর কিছু দিয়ে খাদ্য কিনে নাও এবং কিছু দিয়ে কাপড়-চোপড় কিনে নাও। তিনি আরো বলেন : ডিঙ্কার কারণে কিয়ামতের দিন তোমার মুখমণ্ডলে অপমানের চিহ্ন থাকার চেয়ে এটি তোমার জন্য অধিক উত্তম। চরম দরিদ্রতা, কঠিন ঋণের বোঝা অথবা রক্তপণ আদায়ের মত প্রয়োজন ব্যতীত যাক্ষণ করা সংগত নয়।

অনুচ্ছেদ : ২৬

### بَابُ الْإِقَالَةِ

ইকাল্যা (ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি রদকরণ)।

২১৯৯ - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ يُحَىٰ أَبُو الْخَطَّابِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ سَعِيرٍ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَقَالَ اللَّهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২১৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের (বা অনুভূত ব্যক্তির অনুরোধে) চুক্তি ভঙ্গের সুযোগ দিলো, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার ক্রটি-বিদ্যুতি মাফ করবেন (দা)।<sup>৫</sup>

অনুচ্ছেদ : ২৭

### بَابُ مَنْ كَرِهَ أَنْ يُسْعَرَ

যে ব্যক্তি মূল্য বেঁধে দেয়া অপছন্দ করে।

২২০০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحَمِيدٍ وَثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا

৫. ক্রয়-বিক্রয় চুক্তি চূড়ান্ত হওয়ার পর কোন কারণবশত পক্ষদ্বয়ের সম্মতিতে উক্ত চুক্তি বাতিল বা রদ করাকে বাণিজ্যিক আইনের পরিভাষায় ইকাল্যা বলে। চার মাসহাবের ফকীহগণের মতে ইকাল্যা বৈধ (অনুবাদক)।

يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ غَلَا السَّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ  
الرَّازِقُ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ .

২২০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেলো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রাসূল! জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে। অতএব আপনি আমাদের জন্য মূল্য বেঁধে দিন। তিনি বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ মূল্য নিয়ন্ত্রণকারী, সংকোচনকারী, সম্প্রসারণকারী এবং রিযিক দানকারী। আমি আমার রবের সাথে এমন অবস্থায় সাক্ষাত করতে চাই যে, কেউ যেন আমার বিরুদ্ধে রক্তের ও সম্পদের কোনরূপ অভিযোগ উত্থাপন করতে না পারে।

২২.১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي  
نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ غَلَا السَّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالُوا لَوْ قَوْمَتْ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَفَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِمَظْلَمَةٍ ظَلَمْتَهُ .

২২০১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পেলে লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যদি মূল্য বেঁধে দিতেন। তিনি বলেন : আমি তোমাদের নিকট থেকে এমন অবস্থায় বিদায় নিতে ইচ্ছুক যে, তোমাদের কেউ আমার বিরুদ্ধে তার উপর কৃত যুলুমের দাবি না উঠাতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ২৮

## بَابُ السَّمَاخَةِ فِي الْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়ে উদারতা প্রদর্শন।

২২.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ يُونُسَ  
بْنِ عَبِيدٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُوحٍ قَالَ قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
اللَّهُ الْجَنَّةُ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا بَانِعًا وَمُشْتَرِيًا

২২০২। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রয়-বিক্রয়ের সময় যে ব্যক্তি সহজতা প্রদর্শন করে আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।



২২.৩ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحَمِصِيِّ ثَنَا أَبِي ثَنَا أَبُو غَسَّانٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ عَبْدًا سَمَحًا إِذَا بَاعَ سَمَحًا إِذَا اشْتَرَى سَمَحًا إِذَا اقْتَضَى .

২২০৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি বিক্রয়কালে উদারচিত্ত, ক্রয়কালেও উদারচিত্ত এবং পাওনা আদায়ের তাগাদায়ও উদারচিত্ত আল্লাহ সেই বান্দার প্রতি দয়া করুন।

### অনুচ্ছেদ : ২৯

## بَابُ السُّومِ

দরদাম করে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২২.৪ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ كَاسِبِ ثَنَا يَعْلَى بْنُ شَيْبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَثْمَانَ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ بِنِي أَنَّمَا قَالَتْ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَبِيعُ وَأَشْتَرِي فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَاعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَقْلُ مِمَّا أُرِيدُ ثُمَّ زِدْتُ ثُمَّ زِدْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ الشَّيْءَ سُمْتُ بِهِ أَكْثَرَ مِنَ الَّذِي أُرِيدُ ثُمَّ وَضَعْتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِي أُرِيدُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَفْعَلِي يَا قَيْلَةَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ تَبْتَاعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتَ فَقَالَ إِذَا أَرَدْتُ أَنْ تَبِيعِي شَيْئًا فَاسْتَامِي بِهِ الَّذِي تُرِيدِينَ أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتَ .

২২০৪। বনু আনমারের মাতা কাইলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন উমরা আদায়কালে মারওয়া পাহাড়ের পাদদেশে আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি একজন ব্যবসায়ী নারী। আমি কোন জিনিস কিনতে চাইলে আমার ইঙ্গিত মূল্যের চেয়ে কম দাম বলি। এরপর দাম বাড়িয়ে বলতে বলতে আমার ইঙ্গিত মূল্যে গিয়ে পৌঁছি। আবার আমি কোন জিনিস

বিক্রয় করতে চাইলে আমার ইকিত মূল্যের চাইতে বেশি মূল্য চাই। এরপর দাম কমাতে কমাতে অবশেষে আমার ইকিত মূল্যে নেমে আসি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে কাইলা! একরূপ করো না। তুমি কিছু কিনতে চাইলে তোমার ইকিত মূল্যই বলা, হয় তোমাকে দেয়া হবে নয় দেয়া হবে না। তিনি আরো বলেন : তুমি কোন কিছু বিক্রয় করতে চাইলে তোমার ইকিত দামই চাও, হয় তুমি দিলে অথবা না দিলে।

২২০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنِ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي غَزْوَةٍ فَقَالَ لِي أَتَبِيعُ نَاصِحَكَ لِهَذَا دَيْتَارٍ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هُوَ نَاصِحُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ قَالَ فَتَبِيعُهُ دَيْتَارَيْنِ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ قَالَ فَمَا زَالَ يَزِيدُنِي دَيْتَارًا دَيْتَارًا وَيَقُولُ مَكَانَ كُلِّ دَيْتَارٍ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَكَ حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دَيْتَارًا فَلَمَّا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاصِحِ فَاتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيمَةِ عِشْرِينَ دَيْتَارًا وَقَالَ انْطَلِقْ بِنَاصِحِكَ فَاهْبَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ .

২২০৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ তোমার এই উটটি কি এক দীনারে বিক্রয় করবে? আব্দাহ তোমাকে কমা করুন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি যখন মদীনায় পৌছবো, তখন এটি আপনাদের উট হবে। তিনি বলেন : তাহলে এটি কি দুই দীনারে বিক্রয় করবে? আব্দাহ তোমাকে কমা করুন। জাবির (রা) বলেন, এভাবে তিনি প্রতিবার এক দীনার করে বাড়িয়ে বলতে থাকেন এবং প্রতিবারই বলেন : আব্দাহ তোমাকে কমা করুন। অবশেষে তিনি বিশ দীনার পর্যন্ত পৌছলেন। এরপর আমি মদীনায় পৌছে উটটির মাথা ধরে এটিকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে গিয়ে হাবির হলাম। তিনি বলেন : হে বিলাল! গনীমাতের মাল থেকে একে বিশটি দীনার দাও। তিনি আমাকে বলেন : তুমি তোমার উট নিয়ে রওয়ানা হও এবং তা তোমার বাড়িতে নিয়ে যাও।

২২০৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَتَيْنَا الرَّبِيعَ بْنَ حَبِيبٍ عَنْ تَوْقَلِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ السُّؤْمِ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَعَنْ ذَوَاتِ الدَّرِّ .

২২০৬। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূর্য উঠার আগে দরদাম করতে এবং দুম্ববতী পত যবেহ করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩০

بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْإِيمَانِ فِي الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ

ক্রয়-বিক্রয়কালে শপথ করা নিষেধ।

২২.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالُوا  
ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ  
ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَكْلِمُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ  
وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٍ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْقَلَاءِ يَنْعُهُ ابْنُ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ  
رَجُلًا سَاعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخْذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ  
ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ  
مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ .

২২০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টিগাত করবেন না, তাদেরকে পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে মর্মভুদ শাস্তি। (১) যার নিকট নির্জন প্রান্তরে অতিরিক্ত পানি আছে, সে তা পথিক মুসাফিরকে পান করতে বাধা দেয়। (২) যে বিক্রোতা আসরের পর তার পণ্য ক্রোতার নিকট বিক্রয় করে আর আদ্বাহর নামে শপথ করে বলে যে, সে এতো এতো মূল্যে তা ক্রয় করেছে এবং ক্রোতা তার কথা বিশ্বাস করেছে, অথচ আসল ব্যাপার তার বিপরীত। (৩) যে ব্যক্তি কেবল পার্শ্ব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে শাসকের আনুগত্য করার শপথ করে, শাসক তাকে কিছু দিলে শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ ভঙ্গ করে।

২২.৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ  
الْمَسْعُودِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُدْرِكٍ عَنْ

أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ خُرْشَةَ ابْنِ الْحِرِّ عَنْ أَبِي ذَرٍّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فَقُلْتُ مَنْ هُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَدْ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ وَالْمَنَانُ عَطَاهُ وَالْمُنْفِقُ سَلَعَتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ .

২২০৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আদ্বাহ ক্রিয়াসম্বন্ধের দিন তিন শ্রেণীর লোকের সাথে কথা বলবেন না, তাদের প্রতি দৃষ্টি দিবেন না, তাদেরকে পবিত্রও করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! তারা কারা? তারা তো বিফল হয়েছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তিনি বলেনঃ (১) যে ব্যক্তি পায়ের গোছার নিচে পরিধেয় ঝুলিয়ে পরে, (২) যে ব্যক্তি দান করার পর ষোঁটা দেয় এবং (৩) যে ব্যক্তি মিথ্যা শপথ করে নিজের মাল বিক্রয় করে।

২২. ৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلْفِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ عِيَّاشٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَاكُمْ وَالْحَلْفِ فِي الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يَنْتَفِقُ ثُمَّ يَمْحَقُ .

২২০৯। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ তোমরা ক্রয়-বিক্রয় করাকালে শপথ করা থেকে বিরত থাকো। কেননা মিথ্যা শপথের ফলে পণ্য বিক্রয় হলেও তার বরকত নষ্ট হয়ে যায়।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৩১

بَابُ مَا جَاءَ فِيْمَنْ بَاعَ نَخْلًا مُؤَبَّرًا أَوْ عَبْدًا لَهُ مَالٌ

তাবীরকৃত খেজুর বাগান ও মালদার গোলাম বিক্রয় করা ১৬

২২১. - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ قَالَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ اشْتَرَى نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَشَمَرْتَهَا لِلْبَّائِعِ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُتْبَاعُ .

৬. পুং খেজুর গাছের কেশর স্ত্রী খেজুর গাছের কেশরের সাথে মিশ্রণ করাকে তাবীর বলে (অনু.)।

২২১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি তাবীরকৃত খেজুর বাগান ক্রয় করলে তার ফল বিক্রোতার, তবে ক্রেতা শর্ত করে নিলে তা তার।

২২১০(১) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَيْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২২১০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে রুমহ-লাইস ইবনে সাদ-নাফে-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২২১১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَيْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبْرِتْ فَشَمَرْتَهَا لِلذِّي بَاعَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَمَنْ ابْتَاعَ عَبْدًا وَكَهْ مَالٌ فَمَالُهُ لِلذِّي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২২১১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি তাবীরকৃত খেজুর বাগান বিক্রয় করলে তার ফল বিক্রোতাই পাবে, তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে সে পাবে। কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম খরিদ করলে তার মাল বিক্রোতা পাবে। তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে তা সে পাবে।

২২১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ بَاعَ نَخْلًا وَبَاعَ عَبْدًا جَمَعَهُمَا جَمِيعًا .

২২১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি খেজুর বাগান ও গোলাম বিক্রয় করলে তা অবশ্য একত্রেও বিক্রয় করতে পারে।

২২১৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَمْرِ النَّخْلِ لِمَنْ أَبْرَهَا إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ وَأَنْ مَالَ الْمَمْلُوكِ لِمَنْ بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ .

২২১৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন যে, খেজুর গাছের ফল ভাবীরকারী পাবে, তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে সে পাবে। আর ক্রীতদাসের মালও বিক্রেতার থাকবে। তবে ক্রেতা পূর্বেই শর্ত আরোপ করে থাকলে তা সে পাবে।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৩২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الثَّمَارِ قَبْلَ أَنْ يَبْدُوَ صَالِحَهَا

পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২২১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحَهَا نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِيَ .

২২১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ পুষ্ট হওয়ার আগে তোমরা ফল বিক্রয় করো না। তিনি ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়কেই নিষেধ করেছেন।

২২১৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَبِيعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحَهُ .

২২১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করো না।

২২১৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ بَيْعِ الثَّمْرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَالِحَهُ .

২২১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফল পুষ্ট হওয়ার আগে বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২২১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَادٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَرْهُوَ وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْتَوْدَ وَعَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ .

২২১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুষ্ট হওয়ার আগে ফল বিক্রয় করতে, কালো হওয়ার পূর্বে আকুর বিক্রয় করতে এবং শক্ত না হওয়া পর্যন্ত শস্য ইত্যাদি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

### অনুচ্ছেদ : ৩৩

## بَابُ بَيْعِ الثَّمَارِ سِنِينَ وَالْجَائِحَةِ

কয়েক বছরের মেয়াদে ফল বিক্রয় করা এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগ সম্পর্কে।

২২১৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حُمَيْدِ الْأَعْرَجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَتِيقٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ .

২২১৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কয়েক বছরের মেয়াদে (ফলের বাগান) বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২২১৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ ثَنَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ بَاعَ ثَمْرًا فَاصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئًا عَلَامٌ يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ .

২২১৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি ফলের বাগান বিক্রয় করার পর প্রাকৃতিক দুর্যোগে তা বিনষ্ট হলে, সে যেন তার ভাই (ক্রেতা) থেকে কিছু গ্রহণ না করে। তোমাদের কেউ কিসের বিনিময়ে তার মুসলিম ভাইয়ের মাল গ্রহণ করবে?

## بَابُ الرَّجْحَانِ فِي الْوِزْنِ

ওযনে একটু বেশী দেয়া ।

২২২০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالُوا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سُؤَيْدِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ جَلَبْتُ آتَا وَمَخْرَفَةَ الْعَبْدِيِّ بَرًّا مِنْ هَجْرَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَسَاوَمَنَا سَرَاوِيلَ وَعِنْدَنَا وَزَانُ يَزِينُ بِالْأَجْرِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ يَا وَزَانُ زِنْ وَأَرْجِعْ .

২২২০। সুওয়াইদ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ও মাখরাফা আল-আবদী হাজার এলাকা থেকে কাপড় নিয়ে এলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসেন এবং একটি পাজামার দর করেন। আমাদের নিকটেই ছিল একজন কয়েল, যে পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ওযন করে দিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : কয়েল! ওযন করো এবং কিছু বেশী দাও।

২২২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكًا أَبَا صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ رَجُلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهَجْرَةِ فَوَزَنَ لِي فَأَرْجِعَ لِي .

২২২১। মালেক আবু সাফওয়ান ইবনে উমায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পূর্বে আমি তাঁর নিকট একটি পাজামা বিক্রয় করেছিলাম। তিনি ওযন করে দিলেন এবং আমাকে কিছু বেশীই দিলেন।

২২২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا وَزَنْتُمْ فَأَرْجِحُوا .

২২২২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যখন ওযন করে দিবে, তখন একটু বেশীই দিবে।



## بَابُ التَّوْقِي فِي الْكَيْلِ وَالْوَزْنِ

পুরাপুরি ওজন ও পরিমাপ করা।

২২২৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشْرِ بْنِ الْحَكَمِ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَيْلِدٍ قَالَا ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنِي يَزِيدُ النَّخْوِيُّ أَنَّ عِكْرَمَةَ حَدَّثَهُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ كَانُوا مِنْ أَحْبَبِ النَّاسِ كَيْلًا فَانزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَيَلِّ لِلْمُطَفِّفِينَ) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ .

২২২৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায় আসেন তখন লোকেরা মাপে কারচুপি করতো। অতএব মহান আল্লাহ এই আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “মন্দ পরিণাম তাদের জন্য যারা মাপে কম দেয়” (৮৩ঃ ১)। এরপর থেকে তারা ঠিকভাবে ওজন করে।

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْغَشِّ

ধোকা দেয়া নিষিদ্ধ।

২২২৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِرَجُلٍ يَبِيعُ طَعَامًا فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ فَأَذَا هُوَ مَغْشُوشٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ .

২২২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন, তখন সে খাদ্যশস্য বিক্রয় করছিল। তিনি খাদ্যশস্যের সূপের মধ্যে তাঁর হাত ঢুকানোর এবং অর্দ্রতা অনুভব করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ধোকা দেয় সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২২২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ أَبِي الْحَمْرَاءِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ

بِحَبْنَاتٍ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَامٌ فِي وَعَاءٍ فَادْخَلَ يَدُهُ فِيهِ فَقَالَ لَعَلَّكَ غَشَشْتَ مَنْ  
غَشْنَا فَلَيْسَ مِنَّا .

২২২৫। আবুল হামরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তির পাশ দিয়ে যেতে দেখলাম, যার কাছে একটি পাত্রে খাদ্যশস্য ছিল। তিনি এর মধ্যে তাঁর হাত ঢুকালেন এবং বললেন : সম্ভবত তুমি ধোঁকা দিচ্ছে। যে আমাদের সাথে ধোঁকাবাজি করে, সে আমাদের নয়।

### অনুচ্ছেদ : ৩৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الطَّعَامِ قَبْلَ مَا لَمْ يَقْبِضْ

হস্তগত করার পূর্বে খাদ্যশস্য বিক্রয় করা নিষিদ্ধ।

২২২৬- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ  
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ .

২২২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করলে, সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় না করে।

২২২৭- حَدَّثَنَا عُمَرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ  
مُعَاذِ الضَّرِيرِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَا ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسِ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ  
قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ .

২২২৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি খাদ্যশস্য ক্রয় করে সে যেন তা হস্তগত করার পূর্বে বিক্রয় না করে। আবু আওয়ানা (র) তার হাদীসে বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি অন্যান্য সকল বস্তুকে খাদ্যশস্যের বিধানের অন্তর্ভুক্ত মনে করি।

২২২৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ  
جَابِرٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ صَاعُ  
الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي .

২২২৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যশস্য দু'বার ওজন না দেয়া পর্যন্ত তা বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। একটি হলো বিক্রেতার ওজন, অপরটি হলো ক্রেতার ওজন।

অনুচ্ছেদ : ৩৮

## بَابُ بَيْعِ الْمَجَازِفَةِ

খাদ্যশস্যের স্থূপ বিক্রয় করা।

২২২৯ - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا فَتَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُبَيْعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ .

২২২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিভিন্ন কাফেলা থেকে অনুমানের ভিত্তিতে খাদ্যশস্য ক্রয় করতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই খাদ্যশস্য স্থানান্তর করার পূর্বে পুনরায় বিক্রয় করতে আমাদের নিষেধ করেছেন।

২২৩০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ مُوسَى ابْنِ وَرْدَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قَالَ كُنْتُ أَبِيعُ التَّمْرَ فِي السُّوقِ فَأَقُولُ كَلْتُ فِي وَسْقِي هَذَا كَذَا فَادْفَعُ أَوْسَاقَ التَّمْرِ بِكَيْلِهِ وَأَخْذُ شَيْئًا فَدْخَلَنِي مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ إِذَا سَمَيْتُ الْكَيْلَ فَكَلِّهِ .

২২৩০। উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বাজারে খেজুরের স্থূপ বিক্রয় করতাম। আমি বলতাম, আমার এই স্থূপ থেকে এই পরিমাণ খেজুর মেপে নাও। সে (ক্রেতা) নির্দিষ্ট পরিমাণ খেজুর ওজন করে নেয়ার পর আমি অবশিষ্ট অংশ রেখে দিতাম। এতে আমার মনে খটকার সৃষ্টি হলে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : যেহেতু তুমি একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের উল্লেখ করেছো, তাই তাকে মেপে দাও।

## بَابُ مَا يُرْجَى فِي كَيْلِ الطَّعَامِ مِنَ الْبَرَكَةِ

খাদ্যশস্য ওজন করলে তাতে বরকত হওয়ার আশা করা যায়।

২২৩১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْيَحْصَبِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ الْمَازِنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ .

২২৩১। আবদুল্লাহ ইবনে বুরস আল-মায়িনী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তোমরা তোমাদের খাদ্যশস্য ওজন করো, তার মধ্যে তোমাদেরকে বরকত দেয়া হবে।

২২৩২- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كَيْلُوا طَعَامَكُمْ يُبَارِكْ لَكُمْ فِيهِ .

২২৩২। আবু আইউব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমরা তোমাদের খাদ্যশস্য ওজন করো, তার মধ্যে তোমাদেরকে বরকত দেয়া হবে।

## بَابُ الْأَسْوَاقِ وَدُخُولِهَا

বাজারসমূহ এবং তাতে প্রবেশের নিয়ম।

২২৩৩- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدٌ وَعَلِيُّ ابْنَاتَا الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْبَرَادُ أَنَّ الزَّيْبَرَ بْنَ الْمُنْذِرِ ابْنَ أَبِي أُسَيْدِ السَّاعِدِيِّ حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَاهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ أَنَّ أَبَا أُسَيْدٍ حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَهَبَ إِلَى سُوْقِ النَّبِيطِ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا لَكُمْ بِسُوْقٍ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى سُوْقٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ لَيْسَ هَذَا

لَكُمْ بِسُوقٍ ثُمَّ رَجَعَ إِلَىٰ هَذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ هَذَا سُوقُكُمْ فَلَا يَنْتَقِصَنَّ وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ خَرَجٌ .

২২৩৩। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নাবীত নামক বাজারে গেলেন এবং কিছুক্ষণ তা পরিদর্শন করে বলেনঃ এটা তোমাদের উপযোগী বাজার নয়। অতঃপর তিনি অন্য একটি বাজারে গেলেন এবং তা পরিদর্শন করে বলেনঃ এটিও তোমাদের উপযোগী নয়। অতঃপর তিনি এই বাজারে ফিরে এলেন এবং কিছুক্ষণ পরিদর্শন করে বলেনঃ এটি তোমাদের জন্য উপযুক্ত বাজার। এখানে তোমরা কারচুপি পাবে না এবং এই বাজারে তোমাদের উপর খাজনা আরোপ করা হবে না।

২২৩৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُقِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا عَبَّاسُ بْنُ مَيْمُونٍ ثَنَا عَوْنُ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ غَدَا إِلَىٰ صَلَاةِ الصُّبْحِ غَدَاً بِرَأْيَةِ الْإِيمَانِ وَمَنْ غَدَا إِلَىٰ السُّوقِ غَدَاً بِرَأْيَةِ إِبْلِيسَ .

২২৩৪। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যে ব্যক্তি ভোরবেলা ফজরের নামায পড়তে রওয়ানা হয়, সে ঈমানের পতাকা নিয়ে রওয়ানা হয়। আর যে ব্যক্তি সকাল বেলা বাজারের উদ্দেশে রওয়ানা হয়, সে শয়তানের পতাকা নিয়ে রওয়ানা হয়।

২২৩৫ - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرِ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ مَوْلَىٰ آلِ الزُّبَيْرِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَالَ حِينَ يَدْخُلُ السُّوقَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ أَلْفَ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ سَيِّئَةٍ وَبَنَىٰ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

২২৩৫। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশকালে বলেঃ “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারীকা

লাহু লাহুল মুলকু ওয়ালাহুল হামদু ইউহুয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া ছয়া হায্যুন লা ইয়ামূতু বিয়াদিহিল খাইরু কুল্লুহু ওয়া ছয়া আলা কুল্লি শায়ইন কাদীর” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, রাজত্ব তাঁরই এবং সমস্ত প্রশংসা তাঁরই। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তিনি চিরঞ্জীব, কখনো মরবেন না, তাঁর হাতেই সমস্ত কল্যাণ লিহিত এবং তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান), আল্লাহ তার আমলনামায় এক লক্ষ পুণ্য লিপিবদ্ধ করেন, তাঁর এক লক্ষ গুনাহ মাফ করেন এবং তার জন্য জান্নাতে একটি প্রাসাদ তৈরি করেন।

### অনুচ্ছেদ : ৪১

## بَابُ مَا يُرْجَى مِنَ الْبِرَّةِ فِي الْبُكُورِ

সকাল বেলায় বরকত হওয়ার আশা করা।

২২৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا . قَالَ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَارَتَهُ فِي أَوَّلِ النَّهَارِ . قَالَ وَكَانَ

২২৩৬। সাখর আল-গামিদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “হে আল্লাহ! আমার উম্মাতের জন্য তাদের ভোরবেলাকে বরকতময় করুন।” তিনি ক্ষুদ্র বা বৃহৎ সামরিক বাহিনী অভিযানে পাঠাতে চাইলে দিনের প্রথম ভাগেই তাদেরকে পাঠাতেন। রাবী (উমারা ইবনে হাদীদ) বলেন, সাখর (রা) ছিলেন একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক পণ্য দিনের প্রথম ভাগেই পাঠাতেন। ফলে তিনি সম্পদশালী হন এবং তার সম্পদে প্রাচুর্য আসে।

২২৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُسْمَانَ الْعُسْمَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَدَنِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ .

২২৩৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “হে আল্লাহ! বৃহস্পতিবার দিনের প্রথম ভাগে আমার উম্মাতকে বরকত দান করুন”।

২২৩৮ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدِ بْنِ كَاسِبِ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الْجَدْعَانِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا .

২২৩৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “হে আল্লাহ ! আমার উম্মাতের ভোরবেলায় বরকত দান করুন”।

অনুচ্ছেদ : ৪২

### بَابُ بَيْعِ الْمَصْرَاءِ

(দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা।

২২৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ ابْتِئَاعَ مَصْرَاءً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا صَاعًا مِنْ تَمْرٍ لَأَسْمَاءَ يَعْنِي الْحِنْطَةَ .

২২৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি স্তনে দুধ আটকে রাখা জন্তু ক্রয় করলো, তার জন্য তিন দিনের একতিয়ার আছে (ক্রয় বহাল রাখা বা না রাখার)। সে তা ফেরত দিলে তার সাথে এক সা খেজুরও দিবে, গম নয়।

২২৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ثنا صَدَقَةُ بْنُ سَعِيدِ الْحَنْفِيِّ ثنا جُمَيْعُ بْنُ عُمَيْرِ التَّمِيمِيِّ ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ بَاعَ مُحْفَلَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَإِنْ رَدَّهَا رَدَّ مَعَهَا مِثْلَى لَبَنِهَا (أَوْ قَالَ) مِثْلَ لَبَنِهَا قَمَحًا .

২২৪০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকসকল ! যে ব্যক্তি (দুধ জমা করে) স্তন ফুলানো পশু ক্রয় করবে তার জন্য তিন দিনের একতিয়ার থাকবে। সে যদি তা ফেরত দেয় তবে তার সাথে তার দুধের সমপরিমাণ দুধ অথবা দুধের সমপরিমাণ গম দিবে।

২২৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِي الْقَاسِمِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ حَدَّثَنَا بِقَالَ يَبِيعُ الْمُحَفَّلَاتِ خِلَابَةً وَلَا تَحِلُّ الْخِلَابَةُ لِمُسْلِمٍ .

২২৪১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, সত্যবাদী এবং সত্যবাদী বলে স্বীকৃত আবুল কাসিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে বলেছেন : (দুধ আটকে রেখে) স্তন ফুলানো পশু বিক্রয় করা একটি প্রতারণা। আর মুসলিম ব্যক্তির জন্য প্রতারণা করা হালাল নয়।

অনুচ্ছেদ : ৪৩

## بَابُ الْخِرَاجِ بِالضَّمَانِ

আয় ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত।

২২৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَّافِ بْنِ إِيمَاءَ بْنِ رَحْضَةَ الْغِفَارِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ خِرَاجَ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ .

২২৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রায় দিয়েছেন যে, গোলামের দায় বহন করলে তার উপার্জিত আয় ভোগ করা যায়।

২২৪৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمٌ بْنُ خَالِدِ الزَّنَجِيِّ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا فَرَدَّهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ اسْتَعْلَى غَلَامِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخِرَاجُ بِالضَّمَانِ .

২২৪৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি একটি গোলাম খরিদ করে তার দ্বারা কিছু উপার্জনও করে। অতঃপর গোলামের মধ্যে কিছু দোষ পেয়ে সে তা ফেরত দেয়। বিক্রয় এতে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! সে আমার গোলাম দ্বারা কিছু উপার্জনও করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উপার্জন ভোগ দায় বহনের সাথে যুক্ত।



## بَابُ عَهْدَةِ الرَّقِيقِ

গোলাম ফেরতদানের সময়সীমা ।

২২৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاءٍ أَنَّ اللَّهَ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
عَهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ .

২২৪৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গোলাম ফেরত দেওয়ার সময়সীমা তিন দিন।

২২৪৫ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ  
عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا عَهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعٍ .

২২৪৫। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : চার দিনের পর ফেরত দানের সুযোগ নাই।

## بَابُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا فَلْيَبِّئْنَهُ

কোন ব্যক্তি ক্রটিযুক্ত জিনিস বিক্রয় করলে তা বলে দিবে।

২২৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا أَبِي سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ  
أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ  
عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَخُو الْمُسْلِمِ أَخُو الْمُسْلِمِ وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ  
بَاعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ إِلَّا بَيَّنَّهُ لَهُ .

২২৪৬। উকবা ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ মুসলমান মুসলমানের ভাই। অতএব কোন মুসলমানের পক্ষে তার ভাইয়ের কাছে পণ্যের ক্রটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করা বৈধ নয়।

২২৪৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الزُّهَّاقِ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مُعَاوِيَةَ  
ابْنِ يَحْيَى عَنْ مَكْحُولٍ وَسَلِيمَانَ بْنِ سُوَيْسٍ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ قَالَ سَمِعْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ عَيْبًا لَمْ يُبَيِّنْهُ لَمْ يَزَلْ فِي مَقْتِ اللَّهِ وَلَمْ تَزَلِ  
الْمَلَائِكَةُ تَلْعَنُهُ .

২২৪৭। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি পণ্যের ক্রটি বর্ণনা না করে তা বিক্রয় করে, সে সর্বদা আল্লাহর গণ্যবের মধ্যে থাকে এবং ফেরেশতারা সব সময় তাকে অভিসম্পাত করতে থাকে।

#### অনুচ্ছেদ : ৪৬

### بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ

বন্দীদের পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা নিষেধ।

২২৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ  
عَنْ جَابِرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ كَانَ  
النَّبِيُّ ﷺ إِذَا أَتَى بِالسَّبْيِ أَعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا كِرَاهِيَةً أَنْ يُفْرَقَ بَيْنَهُمْ .

২২৪৮। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যুদ্ধবন্দী আসলে তিনি তাদেরকে বিচ্ছিন্ন করা অপছন্দ করতেন। তাই তিনি (নিকট সম্পর্কযুক্ত) সকল বন্দী একই পরিবারকে দান করতেন।

২২৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَفَّانُ عَنْ حَمَّادِ أَنْبَاَنَا الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ  
عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَهَبَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ  
فَبِعْتُ أَحَدَهُمَا فَقَالَ مَا فَعَلَ الْغُلَامَانِ قُلْتُ بَعْتُ أَحَدَهُمَا قَالَ رُدَّهُ .

২২৪৯। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দু'টি গোলাম দান করেন, যারা ছিল পরস্পর সহোদর ভাই। আমি তাদের

একজনকে বিক্রয় করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করেন : তুমি গোলাম দু'টি কি করলে? আমি বললাম, আমি তাদের একজনকে বিক্রয় করেছি। তিনি বলেন : তাকে ফেরত আনো (তি ১২২১)।

২২৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الْهَيَّاجِ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا  
ابْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ طَلِيْقِ بْنِ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ  
لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِيهِ .

২২৫০। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি (বন্দী) মা ও তার সন্তানকে এবং দুই সহোদর ভাইকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে অভিসম্পাত করেছেন।

### অনুচ্ছেদ : ৪৭

## بَابُ شِرَاءِ الرَّقِيقِ

গোলাম ক্রয়-বিক্রয়।

২২৫১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ صَاحِبُ الْكِرَائِسِيِّ ثَنَا عَبْدُ  
الْمَجِيدِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ قَالَ لِي الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ الْأَنْفَرِيُّ كِتَابًا كَتَبَهُ  
لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ قُلْتُ بَلَى فَأَخْرَجَ لِي كِتَابًا فَإِذَا فِيهِ هَذَا مَا اشْتَرَى  
الْعَدَاءُ بْنُ خَالِدِ بْنِ هُوْدَةَ مِنْ مُحَمَّدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ اشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةً لَا  
دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خَيْثَةَ بَيْعِ الْمُسْلِمِ لِلْمُسْلِمِ .

২২৫১। আবদুল মাজীদ ইবনে ওয়াহ্ব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আদ্বা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া (রা) আমাকে বললেন, আমি কি তোমাকে সেই পত্র পড়ে শুনাবো না, যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে লিখেছিলেন? রাবী বলেন, আমি বললাম, হাঁ। অতএব তিনি আমার সামনে একখানি পত্র বের করলেন, যাতে লেখা ছিল : “আদ্বা ইবনে খালিদ ইবনে হাওয়া আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদের নিকট থেকে যা ক্রয় করেছে এটা তার দলীল। সে তাঁর নিকট থেকে একটি গোলাম বা বাঁদী ক্রয় করেছে, যার কোন রোগ-ব্যাদি নাই, যা চুরিকৃতও নয় এবং হারাম মালও নয়। এ হলো দুই মুসলমানের পারস্পরিক ক্রয়-বিক্রয়”।

২২৫২- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ  
عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ  
الْجَارِيَةَ فَلْيَقُلْ اللَّهُمَّ أَنْتَى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ  
شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَلْيَدْعُ بِالْبِرْكََةِ وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُكُمْ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذْ  
بِذِرْوَةِ سَنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبِرْكََةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذَلِكَ .

২২৫২। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের যে কেউ দাসী ক্রয় করলে সে যেন বলে, “হে আল্লাহ! আমি আপনার নিকট এর কল্যাণ এবং এর স্বভাবের মধ্যে যে কল্যাণ রেখেছেন তা প্রার্থনা করি। আমি আপনার নিকট এর অমঙ্গল এবং এর স্বভাবের মধ্যে যে অমঙ্গল রেখেছেন তা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি”, অতঃপর বরকতের জন্য দোয়া করবে। আর তোমাদের যে কেউ উট ক্রয় করলে সে যেন তার কুঞ্জের উপরিভাগ ধরে বরকতের জন্য দোয়া করে এবং পূর্বানুরূপ বলে।

অনুচ্ছেদ : ৪৮

## بَابُ الصَّرْفِ وَمَا لَا يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

মুদ্রার নগদ বিনিময় এবং যেসব বস্তু কম-বেশী করে বিনিময় করা জায়েয নয়।

২২৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهَيْشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَنَصْرُ  
ابْنِ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مَالِكِ  
ابْنِ أَوْسٍ بْنِ الْحَدَثَانَ النَّصْرِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ وَالشُّعَيْرُ  
بِالشُّعَيْرِ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ رَبًّا الْأَهَاءَ وَهَاءَ .

২২৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার বিনিময়ে স্বর্ণমুদ্রা গ্রহণ সূদের অন্তর্ভুক্ত। গমের পরিবর্তে গম নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে। বার্লির সাথে বার্লির নগদ বিনিময় না হলে সূদ হবে। খেজুরের সাথে খেজুরের বিনিময় নগদ না হলে সূদ হবে (বু ২০২৪, মু ৩৯১৪, তি ১১৮০)।

২২৫৪- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ ابْنِ خَدَّاشٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ ثَنَا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ التَّمِيمِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ سَيْرِينَ أَنْ مُسْلِمَ بْنَ يَسَّارٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَاهُ قَالَ جَمَعَ الْمَنْزِلَ بَيْنَ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَمُعَاوِيَةَ أَمَا فِي كَنِيْسَةِ وَأَمَا فِي بَيْعَةٍ فَحَدَّثْتُهُمْ عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ فَقَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ وَالذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ (قَالَ أَحَدُهُمَا وَالْمِلْحَ بِالْمِلْحِ وَلَمْ يَقُلْهُ الْآخَرُ) وَأَمَرْنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ وَالشَّعِيرَ بِالْبُرِّ بِدَأْ بَيْدِ كَيْفَ شِئْنَا .

২২৫৪। মুসলিম ইবনে ইয়াসার ও আবদুল্লাহ ইবনে উবাইদ (র) বলেন, কোন এক গির্জায় অথবা ইহুদীদের ইবাদতখানায় উবাদা ইবনুস সামিত (রা) ও মুআবিয়া (রা)-র সাক্ষাতকার অনুষ্ঠিত হয়। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) তাদের নিকট হাদীস বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে রূপার বিনিময়ে রূপা, সোনার বিনিময়ে সোনা, গমের বিনিময়ে গম, বার্লির বিনিময়ে বার্লি, খেজুরের বিনিময়ে খেজুর এবং লবণের বিনিময়ে লবণ বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। তিনি আমাদেরকে গমের বিনিময়ে বার্লি এবং বার্লির বিনিময়ে গম ওজনে কম-বেশি করে যেভাবে ইচ্ছা নগদ বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

২২৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا فَضِيلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَّعِيرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْطَةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ .

২২৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রূপার সাথে রূপা, সোনার সাথে সোনা, যবের সাথে যব এবং গমের সাথে গম পরিমাণে সমান সমান ক্রয়-বিক্রয় ও বিনিময় অনুমোদিত।

২২৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَرْزُقُنَا تَمْرًا مِنْ تَمْرِ الْجَمْعِ فَتَسْتَبَدُّ بِهٍ تَمْرًا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَتَزِيدُ فِي السَّعْرِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَصْلُحُ صَاعُ تَمْرٍ بِصَاعَيْنِ وَلَا دِرْهَمٌ بِدِرْهَمَيْنِ وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَلَا فَضْلٌ بَيْنَهُمَا إِلَّا وَزْنًا .

২২৫৬। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে আহারের জন্য নিম্ন মানের খেজুর দিতেন। আমরা এই খেজুর পরিমাণে বেশি দিয়ে উত্তম খেজুর বদলে নিতাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক সা খেজুরের পরিবর্তে দুই সা খেজুর এবং এক দিরহামের পরিবর্তে দুই দিরহাম গ্রহণ করা বৈধ নয়, বরং এক দিরহামের পরিবর্তে এক দিরহাম এবং এক দীনারের পরিবর্তে এক দীনার সমান ওয়নে এবং অতিরিক্ত না করে নেয়া যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

بَابُ مَنْ قَالَ لَا رَبَّآ إِلَّا فِي النَّسِيئَةِ

যে ব্যক্তি বলে, বাকি লেনদেনেই সূদ হয়।

২২৫৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ الدَّرْهَمُ بِالدَّرْهَمِ وَالدِّينَارُ بِالدِّينَارِ فَقُلْتُ إِنِّي سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ قَالَ أَمَا إِنِّي لَقَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَخْبِرْنِي عَنْ هَذَا الَّذِي تَقُولُ فِي الصَّرْفِ أَشَيْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَمْ شَيْءٌ وَجَدْتَهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَكِنْ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ .

২২৫৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা)-কে বলতে শুনেছি, দিরহামের বিনিময়ে দিরহাম, দীনারের বিনিময়ে দীনার (ওজনে সমান ও নগদ আদান প্রদান) হতে হবে। আমি বললাম, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে অন্য রকম বলতে শুনেছি। আবু সাঈদ (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-এর সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমাকে অবহিত করুন যে, মুদার বিনিময় সম্পর্কে আপনি যা বলেন, তা কি আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন না আল্লাহর কিতাবে পেয়েছেন? তিনি বলেন, আমি তা আল্লাহর কিতাবেও পাইনি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটও শুনিনি, বরং উসামা ইবনে যায়েদ (রা) আমাকে অবহিত করেছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ধার-কর্জের ক্ষেত্রেই কেবল (কম বেশি করলে) সূদ হয়।

২২৫৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنْبَاءَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَلِيٍّ الرَّبِيعِيِّ عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ قَالَ سَمِعْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ يَعْنِي ابْنَ عَبَّاسٍ وَيُحَدِّثُ ذَلِكَ عَنْهُ ثُمَّ بَلَغَنِي أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ فَلَقِيْتُهُ بِمَكَّةَ فَقُلْتُ إِنَّهُ بَلَغَنِي أَنَّكَ رَجَعْتَ قَالَ نَعَمْ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ رَأْيًا مِنِّي وَهَذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الصَّرْفِ .

২২৫৮। আবুল জাওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা) সম্পর্কে শুনলাম যে, তিনি মুদ্রার বিনিময় (বাকিতে কম-বেশি) করার বিষয়টি অনুমোদন করছেন এবং তার বরাতে তা বর্ণনা করা হচ্ছে। অতঃপর আমি জানতে পারলাম যে, তিনি এমত প্রত্যাহার করেছেন। তাই আমি মক্কা শরীফে তার সাথে সাক্ষাত করে বললাম, আমি অবগত হয়েছি যে, আপনি আপনার মত প্রত্যাহার করেছেন। তিনি বলেন, হাঁ। সেটি ছিল আমার ব্যক্তিগত অভিমত। আর এই আবু সাঈদ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বরাতে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (বাকিতে) মুদ্রার বিনিময় নিষিদ্ধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫০

### بَابُ صَرْفِ الذَّهَبِ بِالْوَرِقِ

সোনার সাথে রূপার বিনিময়।

২২৫৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ سَمِعَ مَالِكََ ابْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَّثَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ رِبَاٌ إِلَّا هَاءَ وَهَاءَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ يَقُولُ الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ أَحْفَظُوا .

২২৫৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নগদ লেনদেন না হলে সোনার সাথে রূপার (বাকিতে) বিনিময়

সূদের অন্তর্ভুক্ত। আবু বাকর ইবনে আবু শাইবা (র) বলেন, আমি সুফিয়ান (র)-কে বলতে শুনেছি, তোমরা মনে রেখো, সোনার সাথে রূপার বিনিময়।<sup>৯</sup>

২২৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَيْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَقُولُ مَنْ يَصْطَرِفُ الدَّرَاهِمَ فَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ وَهُوَ عِنْدَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَرْنَا ذَهَبَكَ ثُمَّ اثْنَتَا إِذَا جَاءَ خَازِنُنَا نُعْطِكَ وَرِقِّكَ فَقَالَ عُمَرُ كَلَّا وَاللَّهِ لَتُعْطِيَنَّهُ وَرِقَّهُ أَوْ لَتُرَدَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبُهُ فَإِنْ رَسُوَ اللَّهُ ﷺ قَالَ الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا الْأِهَاءَ وَهَاءَ .

২২৬০। মালেক ইবনে আওস ইবনে হাদাসান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি একথা বলতে বলতে সামনে অগ্রসর হলাম, কে রৌপ্য মুদ্রা বদল করবে? তালহা ইবনে উবাইদুল্লাহ (রা) তখন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর নিকট উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, আমাদেরকে তোমার সোনা দেখাও এবং (কিছুক্ষণ পর) আমাদের নিকট এসো। আমাদের কোষাধ্যক্ষ এসে গেলেই (তোমাকে তোমার প্রাপ্য) রূপা দিয়ে দিবো। তখন উমার (রা) বলেন, কখনো নয়, আল্লাহর শপথ! হয় এখনই তুমি তাকে রৌপ্য মুদ্রা দিয়ে দাও নতুবা তার সোনা তাকে ফেরত দাও। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ নগদ আদান-প্রদান না হলে সোনার সাথে রূপার বিনিময়ে সূদ হবে।

২২৬১- حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْعَبَّاسِ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّينَارُ بِالدِّينَارِ وَالدَّرَاهِمُ بِالدَّرَاهِمِ لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَا فَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ فَلْيَصْطَرِفْهَا بِالْوَرِقِ وَالصَّرْفُ هَاءٌ وَهَاءٌ .

৯. “সোনার সাথে রূপার বিনিময়” কথা দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, কেবল একই প্রজাতির জিনিসের মধ্যকার বাকিতে লেনদেনের মধ্যেই সূদ সীমাবদ্ধ নয়, বরং পরিমাপযোগ্য বা ওজনযোগ্য দুই প্রজাতির জিনিসের মধ্যকার বাকিতে লেনদেনেও সূদ হয়। যেমন সোনার সাথে রূপার বাকিতে লেনদেন সূদ হয়। অতএব ওজনযোগ্য এক দ্রব্যের ওজনযোগ্য অপর দ্রব্যের সাথে বকেয়া লেনদেনেও সূদের অন্তর্ভুক্ত। পরিমাপযোগ্য বিভিন্ন দ্রব্যের ক্ষেত্রেও একই বিধান কার্যকর হবে (অনু.)।



২২৬১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দীনারের বিনিময়ে দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) এবং দিরহামের বিনিময়ে দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রা) লেনদেনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত নেয়া যাবে না। কারো রূপার প্রয়োজন হলে সে যেন সোনার সাথে তা বিনিময় করে এবং কারো সোনার প্রয়োজন হলে সে যেন তা রূপার সাথে বিনিময় করে। তবে বিনিময়ের এই লেনদেন নগদ হতে হবে।

অনুচ্ছেদ : ৫১

## بَابُ اقْتِضَاءِ الذَّهَبِ مِنَ الْوَرَقِ وَالْوَرَقِ مِنَ الذَّهَبِ

সোনার বিনিময়ে রূপা এবং রূপার বিনিময়ে সোনা ক্রয়-বিক্রয় করা।

২২৬২- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ وَسَفْيَانُ بْنُ وَكِيعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ ابْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَمَّانِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ ثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ اَوْ سِمَاكُ (وَلَا اَعْلَمُهُ اِلَّا سِمَاكًا) عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كُنْتُ اَبِيعُ الْاَبِلَ فَكُنْتُ اُخَذُ الذَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ وَالدَّنَانِيرَ مِنَ الدَّرَاهِمِ وَالدَّرَاهِمَ مِنَ الدَّنَانِيرِ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ اِذَا اَخَذْتَ اَحَدَهُمَا وَاَعْطَيْتَ الْاٰخَرَ فَلَا تَفَارِقْ صَاحِبَكَ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَهُ لَبْسٌ.

২২৬২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উটের ব্যবসা করতাম। আমি রূপার পরিবর্তে সোনা, সোনার পরিবর্তে রূপা, দীনারের পরিবর্তে দিরহাম এবং দিরহামের পরিবর্তে দীনার গ্রহণ করতাম। আমি এ সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : যখন তুমি ঐগুলোর একটি গ্রহণ করবে এবং অপরটি প্রদান করবে, তখন তোমার সঙ্গীর সাথে লেনদেন চূড়ান্ত না করে পৃথক হবে না (তিরমিযী, ১১৭৯)।

২২৬২(১)- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اسْحَاقَ اَنْبَاَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২২৬২(১)। ইয়াহুইয়া ইবনে হাকীম-ইয়াকুব ইবনে ইসহাক-হাম্বাদ ইবনে সালামা-সিমাक ইবনে হারব-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে উমার (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ كَسْرِ الدَّرَاهِمِ وَالذَّنَانِيرِ

দিরহাম ও দীনার (মুদ্রা) ভাঙ্গা নিষেধ।

২২৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالُوا أَتَبَاتَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قِضَاءٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمُ إِلَّا مِنْ بَأْسٍ .

২২৬৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত বৈধ মুদ্রা অপরিহার্য প্রয়োজন ব্যতীত ভাঙ্গতে নিষেধ করেছেন।

## بَابُ بَيْعِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ

শকনা খেজুরের বিনিময়ে তাজা খেজুর বিক্রয় করা।

২২৬৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ وَإِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ زَيْدًا أَبَا عِيَّاشٍ مَوْلَى لِبْنِي زُهْرَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ أَيُّهُمَا أَفْضَلُ قَالَ الْبَيْضَاءُ فَتَهَانِي عَنْهُ وَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطْبِ بِالتَّمْرِ فَقَالَ أَيْنُقْصُ الرُّطْبُ إِذَا بَيْسَ قَالُوا نَعَمْ فَتَنَى عَنْ ذَلِكَ .

২২৬৪। যুহুরা গোত্রের মুক্তদাস য়ায়েদ আবু আইয়্যাশ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস (রা)-কে যবের বিনিময়ে সাদা গম ক্রয় করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন। সাদ (রা) তাকে বলেন, এ দুটির মধ্যে কোনটি উত্তম? তিনি বলেন, সাদা গম। সাদ (রা) আমাকে এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করেন এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুকনা খেজুরের সাথে তাজা খেজুরের বিনিময় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তাজা খেজুর শুকালে কি কমে যায়? লোকজন বলেন, হ্যাঁ। তিনি এ জাতীয় লেনদেন করতে নিষেধ করেন।

অনুচ্ছেদ : ৫৪

## بَابُ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةِ

মুযাবানা ও মুহাকালার প্রসঙ্গে।

২২৬৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ أَتَيْنَا اللَّيْثُ بْنَ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُرَابَنَةِ وَالْمُرَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ تَمْرَ حَائِطِهِ إِنْ كَانَتْ نَخْلًا بِتَمْرٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا أَنْ يَبِيعَهُ بِزَيْبٍ كَيْلًا وَإِنْ كَانَتْ زَرْعًا أَنْ يَبِيعَهُ بِكَيْلٍ طَعَامٍ نَهَى عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ .

২২৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযাবানা ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন। বাগানের তাজা খেজুর গাছে থাকা অবস্থায় (সংগৃহীত) ওজনকৃত শুকানো খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করাকে 'মুযাবানা' বলে। অনুরূপভাবে তাজা আমুর ওজনকৃত শুকনা আমুর (কিশমিশ)-এর বিনিময়ে বিক্রয় করা, ক্ষেতের শস্য (সংগৃহীত) ওজনকৃত শস্যের বিনিময়ে বিক্রয় করাও (মুযাবানার অন্তর্ভুক্ত)। তিনি এই প্রকারের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।

২২৬৬- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ وَسَعِيدِ ابْنِ مَيْنَاءَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ .

২২৬৬। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালার ও মুযাবানার ধরনের ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

২২৬৭- حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُرَابَنَةِ .

২২৬৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকাল্লা ও মুযাবানা ধরনের লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।<sup>৮</sup>

অনুচ্ছেদ : ৫৫

بَابُ بَيْعِ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا

আরিয়া পদ্ধতির লেনদেন (গাছের মাথার খেজুর অনুমানে ক্রয়-বিক্রয়)।

২২৬৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا .

২২৬৮। য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের উপরিস্থিত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন।

২২৬৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرَخَّصَ فِي بَيْعِ الْعَرِيَّةِ بِخَرْصِهَا تَمْرًا . قَالَ يَحْيَى الْعَرِيَّةُ أَنْ يُشْتَرِيَ الرَّجُلُ تَمْرَ النَّخْلَاتِ بِطَعَامِ أَهْلِهِ رُطْبًا بِخَرْصِهَا تَمْرًا .

২২৬৯। য়ায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গাছের উপরিস্থিত খেজুর অনুমানে পরিমাণ নির্ধারণ করে সংগৃহীত খেজুরের বিনিময়ে বিক্রয় করার অনুমতি দিয়েছেন। ইয়াহুইয়া (র) বলেন, গাছের মাথার খেজুর অনুমানে পরিমাণ নিরূপণ করে ঘরের শুকনা খেজুরের সাথে বিনিময় করাকে 'আরিয়া' বলে।

৮. সংগৃহীত শস্যের বিনিময়ে খেতের অসংগৃহীত শস্য বিক্রয় করাকে মুহাকাল্লা বলে (অনুবাদক)।

## بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً

জন্তুর বিনিময়ে বাকীতে জন্তু বিক্রয় করা ।

২২৭০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِيئَةً .

২২৭০। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর বিনিময়ে পশু ধারে ক্রয়-বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

## بَابُ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ مُتَفَاضِلًا يَدًا بِيَدٍ

পশুর পরিবর্তে পশু অধিক দরে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করা ।

২২৭১ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ وَاحِدًا بِاثْنَيْنِ يَدًا بِيَدٍ كَرِهَهُ نَسِيئَةً .

২২৭১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটি পশু দু'টি পশুর বিনিময়ে নগদ ক্রয়-বিক্রয় করাতে কোন দোষ নেই। কিন্তু তিনি বাকীতে এরূপ লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন।

২২৭২ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْوُسٍ . قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ مِنْ دِحْيَةَ الْكَلْبِيِّ .

২২৭২। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাক্ফিয়া (রা)-কে সাতটি দাসীর বিনিময়ে খরিদ করেন। রাবী আবদুর রহমান (রা) বলেন, দিহয়াতুল কালবী (রা)-র নিকট থেকে (তাকে খরিদ করেন)।

## بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الرِّبَا

সূদ সম্পর্কে কঠোর বাণী ।

২২৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الصَّلْتِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى قَوْمٍ بَطُونُهُمْ كَالْبُيُوتِ فِيهَا الْحَيَاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بَطُونِهِمْ فَقُلْتُ مَنْ هَؤُلَاءِ يَا جِبْرَائِيلُ قَالَ هَؤُلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَا .

২২৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিরাজের রাতে আমাকে একদল লোকের নিকট নিয়ে আসা হলো। তাদের পেট ছিল ঘরের মত বিশাল, তার মধ্যে সাপ ভর্তি ছিলো, যা বাইরে থেকে দেখা যায়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে জিবরাঈল! এরা কারা? তিনি বলেন : এরা সূদখোর।

২২৭৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَدْرِيسَ عَنْ أَبِي مَعْشَرَ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرِّبَا سَبْعُونَ حُوتًا أَيْسَرُهَا أَنْ يُنْكَحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ .

২২৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সূদের গুনাহর সত্তরটি স্তর রয়েছে। তার মধ্যে সবচেয়ে ক্ষুদ্র স্তর হলো আপন মাকে বিবাহ (যেনা) করা।

২২৭৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ أَبُو حَفْصٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ زَيْدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا .

২২৭৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সূদের পাপের তিয়াত্তরটি স্তর রয়েছে।

২২৭৬- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ إِنْ أَخْرَمَا نَزَلَتْ آيَةُ الرِّبَا وَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَبِضَ وَلَمْ يُفَسِّرْهَا لَنَا فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبِيَّةَ .

২২৭৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সবশেষে সূদের আয়াত নাযিল হয়। কিন্তু আমাদেরকে বিস্তারিত ব্যাখ্যাদানের আগেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইনতিকাল করেন। অতএব সূদ এবং (সূদের) সন্দেহ সৃষ্টিকর জিনিস পরিহার করে।

২২৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ ثَنَا سَمَّاكُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ أَكْلَ الرِّبَا وَمُوكَلَّهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ .

২২৭৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূদখোর, সূদদাতা, সূদের সাক্ষীদ্বয় এবং সূদের হিসাব রক্ষক বা দলীল লেখককে অভিসম্পাত করেছেন।

২২৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حَيْرَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَبْقَى مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا أَكَلَ الرِّبَا فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ أَصَابَهُ مِنْ غَبَارِهِ .

২২৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অবশ্যই মানুষ এমন এক যুগের সম্মুখীন হবে যখন তাদের মধ্যে এমন একজনও পাওয়া যাবে না যে সূদখোর নয়। সে সূদ না খেলেও তার ধুলোবালি (মলিনতা) তাকে স্পর্শ করবে (না, আ)।

২২৭৯- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدٍ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ دُكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عَمِيَلَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا أَحَدٌ أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَا إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قَلَةٍ .

২২৭৯। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সূদের দ্বারা সম্পদ বাড়িয়েছে, পরিণামে তার সম্পদ হ্রাসপ্রাপ্ত হবেই।

## بَابُ السُّلْفِ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ

ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় ।

২২৮০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ كَثِيرٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ وَهُمْ يُسَلِّفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسَلِّفْ فِي كَيْلِ مَعْلُومٍ وَوَزْنِ مَعْلُومٍ إِلَى أَجْلِ مَعْلُومٍ .

২২৮০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনায়া আসেন তখন মদীনাবাসী দুই বা তিন বছর মেয়াদে খেজুর আগাম ক্রয়-বিক্রয় করতো। তিনি বলেন : কেউ অগ্রিম খেজুর ক্রয়-বিক্রয় করতে চাইলে সে যেন ওজন, পরিমাপ ও মেয়াদ নির্দিষ্ট করে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করে।

২২৮১- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ حَمْرَةَ ابْنِ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنْ بَنِي فَلَانَ أَسَلَمُوا (لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ) وَإِنَّهُمْ قَدْ جَاعُوا فَأَخَافُ أَنْ يَرْتَدُّوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ عِنْدَهُ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْيَهُودِ عِنْدِي كَذَا وَكَذَا (لِشَيْءٍ قَدْ سَمَاهُ) أَرَاهُ قَالَ ثَلَاثُ مِائَةِ دِينَارٍ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِطِ بَنِي فَلَانَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجْلِ كَذَا وَكَذَا وَكَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِي فَلَانَ .

২২৮১। আবদুল্লাহ ইবনে সালাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইহুদীদের অমুক দল ইসলাম গ্রহণ করেছে। কিন্তু তারা দুর্ভিক্ষে পতিত হয়েছে। আমার আশংকা হয় যে, তারা মুরতাদ হয়ে যায় কিনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কারো নিকট মাল থাকলে আমাদের সাথে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করুক। এক ইহুদী বললো, আমার নিকট এই এই পরিমাণ জিনিস আছে। সে তার নামও উল্লেখ করলো। আমার মনে হয় সে বলেছে,



তিন শত দীনারে অমুক গোত্রের বাগান থেকে এই এই দরে ফল দিতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দর এবং মেয়াদ ঠিকই আছে, কিন্তু অমুক গোত্রের বাগান এইভাবে স্থান নির্ধারণ গ্রহণযোগ্য নয়।

২২৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ (قَالَ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الْمُجَالِدِ) قَالَ امْتَرَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بَرَزَةَ فِي السَّلْمِ فَأَرْسَلُونِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ كُنَّا نُسَلِّمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَهْدِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فِي الْحِنِطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّيْبِ وَالتَّمْرِ عِنْدَ قَوْمٍ مَا عِنْدَهُمْ . فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي إِزْيٍ فَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ .

২২৮২। আবুল মুজ্জালিদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদ ও আবু বারযা (রা)-র মধ্যে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় সম্পর্কে মতভেদ হয়। তাই তারা আমাকে আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট পাঠালেন। আমি তাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাকর ও উমার (রা)-এর যুগে গম, যব, কিশমিশ ও খেজুর অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করতাম এমন লোকদের সাথে যাদের কাছে তা বিদ্যমান থাকতো না। (রাবী আবুল মুজ্জালিদ বলেন) আমি ইবনে আবযা (রা)-কে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনিও অনুরূপ জবাব দেন।

### অনুচ্ছেদ : ৬০

بَابُ مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ

কোন ব্যক্তি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করলে তার পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না।

২২৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَيْدِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ خَيْثَمَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَسْلَمْتَ فِي شَيْءٍ فَلَا تَصْرِفُهُ إِلَى غَيْرِهِ .

২২৮৩। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তুমি কোন জিনিস অগ্রিম ক্রয় করলে সেই জিনিসের পরিবর্তে অন্যটি নিতে পারবে না।

২২৮৩(১) - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ زِيَادِ بْنِ خَيْثَمَةَ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ سَعْدًا .

২২৮৩(১)। আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ (র)-শুজা ইবনুল ওলীদ-যিয়াদ ইবনে খাইসামা-আতিয়া-আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু এই সনদসূত্রে রাবী সাদ (র)-এর উল্লেখ নাই।

### অনুচ্ছেদ : ৬১

## بَابُ إِذَا أَسْلَمَ فِي نَخْلٍ بَعِينِهِ لَمْ يُطْلِعْ

কোন নির্দিষ্ট খেজুর গাছ, ফল আসার পূর্বে অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

২২৮৪ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ النَّجْرَانِيِّ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَسْلَمْتُ فِي نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ قَالَ لَا قُلْتُ لِمَ قَالَ إِنَّ رَجُلًا أَسْلَمَ فِي حَدِيثِهِ نَخْلٍ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ النَّخْلَ فَلَمْ يُطْلِعِ النَّخْلَ شَيْئًا ذَلِكَ الْعَامَ فَقَالَ الْمُشْتَرِي هُوَ لِي حَتَّى يُطْلِعَ وَقَالَ الْبَائِعُ إِنَّمَا بَعْتُكَ النَّخْلَ هَذِهِ السَّنَةَ فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لِلْبَائِعِ أَخَذَ مِنْ نَخْلِكَ شَيْئًا قَالَ لَا قَالَ فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ أَرُدُّدُ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ وَلَا تُسَلِّمُوا فِي نَخْلٍ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحَهُ .

২২৮৪। আন-নাজরানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, ফল আসার পূর্বে খেজুর গাছ অগ্রিম বিক্রয় করা যায় কিনা? তিনি বলেন, না। আমি বললাম, কেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ফল আসার পূর্বে একটি খেজুর বাগান অগ্রিম ক্রয় করে। কিন্তু (ঘটনাক্রমে) সে বছর খেজুর গাছে কোন ফল ধরেনি। ক্রেতা বললো, ফল না আসা

পর্যন্ত এ বাগান আমার। আর বিক্রেতা বললো, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট খেজুর বাগান কেবল এক বছরের জন্যই বিক্রয় করেছি। অতঃপর তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে মামলা দায়ের করলো। তিনি বিক্রেতাকে জিজ্ঞেস করেন : ক্রেতা কি তোমার খেজুর গাছ থেকে কিছু গ্রহণ করেছে? বিক্রেতা বললো, না। তিনি বলেন : তাহলে কিসের বদলে তুমি তার মাল হালাল করলে? তার থেকে যা গ্রহণ করেছো তা তাকে ফেরত দাও। আর (ভবিষ্যতে) গাছের খেজুর পুষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তা অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয় করো না।

### অনুচ্ছেদ : ৬২

## بَابُ السَّلْمِ فِي الْحَيَوَانِ

চতুস্পদ জন্তু অগ্রিম ক্রয়-বিক্রয়।

২২৮৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ عَطَاءِ ابْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا وَقَالَ إِذَا جَاءَتْ أَيْلُ الصَّدَقَةِ فَضَيْنَاكَ فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ يَا أَبَا رَافِعٍ اقْضِ هَذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ فَلَمْ أَجِدْ إِلَّا رِبَاعِيًّا فَصَاعِدًا فَأَخْبَرْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ أَعْطِهِ فَإِنْ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَنَهُمْ قَضَاءً .

২২৮৫। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে ধারে একটি উঠতি বয়সের উট কিনেন এবং বলেন : যাকাতের উট এলে তোমার ধার পরিশোধ করবো। অতঃপর যাকাতের উট এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আবু রাফে! সেই লোকের উটটি পরিশোধ করো। অতএব আমি চার বছর বা ততোধিক বয়সের উট ছাড়া আর কোন উট পেলাম না। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করলে তিনি বলেন : ওটাই তাকে দাও। কেননা লোকদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

২২৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ هَانِيٍّ قَالَ سَمِعْتُ الْعَرِيَّاضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعْرَابِيٌّ اقْضِنِي بَكْرِي فَأَعْطَاهُ بَعِيرًا مُسْنًا فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَسْنٌ مِنْ بَعِيرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْرَ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً .

২২৮৬। ইরবাদ ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় এক বেদুঈন (এসে) বললো, আমার উঠতি বয়সের উটটি পরিশোধ করুন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি বড় উট দিলেন। বেদুঈন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটি আমার উটের তুলনায় অধিক বয়স্ক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মানুষের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে ঋণ পরিশোধে উত্তম।

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৩

## بَابُ الشِّرْكََةِ وَالْمُضَارَّةِ

শিরকাত (অংশিদারী) ও মুদারাবা ব্যবসা।<sup>৯</sup>

২২৮৭ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرٍ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ عَنِ السَّائِبِ قَالَ لِلنَّبِيِّ ﷺ كُنْتُ شَرِيكِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَكُنْتُ خَيْرَ شَرِيكٍ كُنْتُ لَا تُدَارِنِي وَلَا تَمَارِنِي .

২২৮৭। আস-সাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন, জাহিলী যুগে আপনি আমার অংশিদার ছিলেন এবং সর্বোত্তম অংশিদার ছিলেন। না আপনি কখনো আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়েছেন আর না আমার সাথে বিবাদ করেছেন।

২২৮৮ - حَدَّثَنَا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ تَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدُ وَعَمَارُ يَوْمَ بَدْرٍ فِيمَا نُصِيبُ فَلَمْ أَجِئْ أَنَا وَلَا عَمَارٌ بِشَيْءٍ وَجَاءَ سَعْدُ بِرَجُلَيْنِ .

২২৮৮। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধের দিন সাদ (রা), আশ্বার (রা) ও আমি গানীমাতের মালের ব্যাপারে অংশিদার হই (এই মর্মে যে, আমরা যা পাবো

৯. একজনের পুঁজি এবং অপরজনের শ্রম বিনিয়োগে পরিচালিত ব্যবসাকে 'মুদারাবা' বলে। এটাও এক প্রকারের অংশিদারী কারবার। পুঁজির যোগানদার ব্যবসায়ী কামিক শ্রম বিনিয়োগ করে না। মুনাফা হলে তা দুজি মোতাবেক উভয় পক্ষ পেয়ে থাকে। কিন্তু লোকসানের ক্ষেত্রে পুরোটাই পুঁজিপতিকের বহন করতে হয়। নবুওয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদীজা (রা)-র সাথে এই প্রকারের ব্যবসা করেন (অনুবাদক)।

তা তিনজনে ভাগ করে নিবো)। আমার ও আমি কিছুই আনতে পারিনি। অবশ্য সাদ (রা) দুইজন যুদ্ধবন্দী নিয়ে আসেন।

২২৮৯ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَارُ ثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ عَنْ صَالِحِ بْنِ صَهْبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ وَالْمُقَارَضَةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ .

২২৮৯। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিনটি জিনিসের মধ্যে বরকত রয়েছে : মেয়াদ নির্দিষ্ট করে ক্রয়-বিক্রয়, মুদারাবা ব্যবসা এবং পারিবারিক প্রয়োজনে গমের সাথে যব মিশানো, ব্যসায়িক উদ্দেশ্যে নয়।

অনুচ্ছেদ : ৬৪

بَابُ مَا لِلرَّجُلِ مِنْ مَالٍ وَكَدِهِ

সন্তানের সম্পদে পিতার হক।

২২৯০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عُمَارَةَ ابْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمَّتِهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَطِيبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنْ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ .

২২৯০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যা ভোগ-ব্যবহার করো তার মধ্যে উত্তম হলো তোমাদের নিজস্ব শ্রমের উপার্জন। আর তোমাদের সন্তানও তোমাদের উপার্জনের অন্তর্ভুক্ত।

২২৯১ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْمُثَنَّى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَجُلًا قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ لِي مَالًا وَوَلَدًا وَإِنْ أَبِي يُرِيدُ أَنْ يُجْتَنَحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ .

২২৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমার সম্পদও আছে, সন্তানও আছে। আমার পিতা আমার সম্পদের মুখাপেক্ষী। তিনি বলেনঃ তুমি ও তোমার সম্পদ সবই তোমার পিতার।

২২৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ أَبِي اجْتَنَحَ مَالِي فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِابْنِكَ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ أَطْيَبِ كَسْبِكُمْ فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .

২২৯২। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার পিতা আমার সম্পদ শেষ করে দিয়েছে প্রায়। তিনি বলেনঃ তুমি ও তোমার সম্পদ তোমার পিতার জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ তোমাদের সন্তান তোমাদের উত্তম উপার্জন। অতএব তোমরা তাদের সম্পদ থেকে ভোগ করতে পারো।

#### অনুচ্ছেদ : ৬৫

### بَابُ مَا لِلْمَرْأَةِ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا

স্বামীর সম্পদে স্ত্রীর হক।

২২৯৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالُوا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ جَاءَتْ هِنْدُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ لَا يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ .

২২৯৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (আবু সুফিয়ানের স্ত্রী) হিন্দ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আবু সুফিয়ান খুবই কৃপণ লোক। সে আমার ও আমার সন্তানের জীবন ধারণে যথেষ্ট হওয়ার মত খরচপাতি দেয় না। তাই আমি তার অগোচরে তার সম্পদ থেকে কিছু নেই (তাতে যথেষ্ট হয়)। তিনি বলেনঃ তোমার ও তোমার সন্তানের জন্য যথেষ্ট হতে পারে ততটুকু ন্যায়সংগতভাবে নিতে পারো।

২২৯৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَنْفَقَتِ الْمَرْأَةُ (وَقَالَ أَبِي فِي حَدِيثِهِ إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةَ) مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةٍ كَانَ لَهَا أَجْرُهَا وَلَهُ مِثْلُهُ بِمَا اِكْتَسَبَ وَلَهَا بِمَا أَنْفَقَتْ وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا .

২২৯৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্ত্রী তার স্বামীর মালিকানাভুক্ত মাল থেকে অপচয় না করে খরচ করলে বা আহারের সংস্থান করলে তার জন্য এর সওয়াব লেখা হয়। স্বামীর অনুরূপ সওয়াব হয় উপার্জন করার কারণে, স্ত্রীর সওয়াব হয় খরচ করার কারণে এবং ভাণ্ডার রক্ষকেরও অনুরূপ সওয়াব হয়, এতে তাদের কারো সওয়াব থেকে কিছুই হ্রাসপ্রাপ্ত হয় না।

২২৯৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي شَرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تُنْفِقِ الْمَرْأَةُ مِنْ بَيْتِهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا الطَّعَامَ قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِنَا .

২২৯৫। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : স্ত্রী তার ঘর থেকে স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কিছু খরচ করবে না। লোকজন বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! খাদদ্রব্যও নয়? তিনি বলেন : তা তো আমাদের সর্বোত্তম সম্পদভুক্ত।

### অনুচ্ছেদ : ৬৬

بَابُ مَا لِلْعَبْدِ أَنْ يُعْطَى وَيَتَصَدَّقَ

গোলামের কাউকে কিছু দেওয়া এবং দান করার অধিকার প্রসঙ্গে।

২২৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُسْلِمِ الْمَلَاكِيِّ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُجِيبُ دَعْوَةَ الْمَمْلُوكِ .

২২৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোলামের দাওয়াতও কবুল করতেন।

২২৯৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عُمَيْرِ مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ قَالَ كَانَ مَوْلَايَ يُعْطِينِي الشَّيْءَ فَأَطَعِمُ مِنْهُ فَمَنْعَنِي أَوْ قَالَ فَضَرَبَنِي فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَوْ سَأَلَهُ فَقُلْتُ لَا أَنْتَهَى أَوْ لَا أَدْعُهُ فَقَالَ الْأَجْرُ بَيْنَكُمَا .

২২৯৭। আবুল লাহমের মুক্তদাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মনিব আমাকে কিছু দিলে আমি তা থেকে অপরকে খাওয়াতাম। আমার মনিব আমাকে তা করতে নিষেধ করলেন বা আমাকে প্রহার করলেন। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিষয়টি অবহিত করে বললাম, গরীবদের আহ্বার করানো ত্যাগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এর সওয়াব হলো তোমাদের উভয়ের।

### অনুচ্ছেদ : ৬৭

## بَابُ مَنْ مَرَّ عَلَى مَا شِئَةِ قَوْمٍ أَوْ حَائِطٍ هَلْ يَصِيبُ مِنْهُ

কোন ব্যক্তি কারো গবাদি পশু বা ফলের বাগান অতিক্রম করাকালে তা থেকে কিছু (দুধ বা ফল) নিতে পারবে কিনা?

২২৯৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشْرِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي إِبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبَّادَ بْنَ شُرْحَبِيلَ (رَجُلًا مِنْ بَنِي غُبَرَ) قَالَ أَصَابَنَا عَامٌ مَخْمَصَةٌ فَاتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَاتَيْتُ حَائِطًا مِنْ حَيْطِنِهَا فَأَخَذْتُ سُنْبُلًا فَفَرَكْتُهُ وَآكَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِي كِسَائِي فَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ فَضَرَبَنِي وَأَخَذَ ثَوْبِي فَاتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ لِلرَّجُلِ مَا أَطْعَمْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا أَوْ سَاعِبًا وَلَا عَلِمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَرَدَّ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نِصْفِ وَسْقٍ .



২২৯৮। আবু বিশর জাফর ইবনে আবু ইয়াস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুবার গোত্রের আব্বাদ ইবনে শুরাহবীল (রা)-কে বলতে শুনেছি : এক বছর আমাদের এলাকায় দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে আমি মদীনায় চলে এলাম। আমি মদীনার কোন এক ফলের বাগানে পৌঁছে এক ছড়া শস্যবীজ নিয়ে তা থেকে ছিলে কিছু আহার করলাম এবং কিছু আমার চাদরে বেঁধে নিলাম। বাগানের মালিক এসে আমাকে মারধর করলো এবং আমার চাদরখানা কেড়ে নিলো। আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলাম। তিনি মালিককে বলেন : সে তো দুর্ভিক্ষপীড়িত ছিল, কেন তুমি তাকে আহার করাওনি? আর সে তো ছিল মূর্খ, কেন তুমি তাকে শিখাওনি? অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাগানের মালিককে তার চাদর ফেরতদানের নির্দেশ দিলে সে তা ফেরত দেয় এবং তিনি তাকে এক ওয়াসাক বা অর্ধ ওয়াসাক খাদ্যদ্রব্য প্রদানেরও নির্দেশ দেন।<sup>১০</sup>

২২৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي الْحَكَمِ الْعِفَارِيَّ قَالَ حَدَّثَتْنِي جَدَّتِي عَنْ عَمِّ ابْنِهَا رَافِعِ بْنِ عَمْرٍو الْعِفَارِيَّ قَالَ كُنْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَرْمِي نَخْلَنَا أَوْ قَالَ نَخْلَ الْأَنْصَارِ فَأَتَى بِي النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ يَا غُلَامُ (وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ فَقَالَ يَا بُنَى) لِمَ تَرْمِي النَّخْلَ قَالَ قُلْتُ أَكُلُّ قَالَ فَلَا تَرْمِي النَّخْلَ وَكُلِّ مِمَّا يَسْقُطُ فِي آسَافِهَا قَالَ ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِي وَقَالَ اللَّهُمَّ اشْبِعْ بَطْنَهُ .

২২৯৯। রাফে ইবনে আমর আল-গিফারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বালক বয়সে আমাদের খেজুর বাগানে অথবা এক আনসার ব্যক্তির খেজুর বাগানে টিল মেরেছিলাম। তিনি আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন। তিনি আমাকে বলেন : হে বালক বা হে বৎস! তুমি খেজুর গাছে টিল ছুঁড়েছিলে কেন? রাফে (রা) বলেন, আমি বললাম, খেজুর খাওয়ার জন্য। তিনি বলেন : তুমি আর কখনো খেজুর গাছে টিল মের না, গাছের নিচে যা পড়ে থাকে তা খাও। রাফে (রা) বলেন, অতঃপর তিনি আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করেন : হে আল্লাহ! তুমি তার পেটের ক্ষুধা দূর করে দাও।

২৩০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا الْجَرِيرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا آتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَتَدَاهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ

১০. এক ওয়াসাক ছাব্বিশ মনের সমান (অনুবাদক)।

فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ  
صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ .

২৩০০। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি গবাদিপশুর পালের নিকট পৌছে তার রাখালকে উচ্চস্বরে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি তার দুধপান করো, ক্ষতিসাধন না করে। আর তুমি কোন ফলের বাগানে পৌছে বাগানের মালিককে তিনবার ডাক দিবে। সে তোমার ডাকে সাড়া দিলে তো ভালো, অন্যথায় তুমি ক্ষতি না করে তা থেকে পেড়ে খাও।

২৩.১ - حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانِ الْوَاسِطِيُّ وَعَلِيُّ بْنُ  
سَلَمَةَ قَالُوا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ  
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ فَلْيَاكُلْ وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَهُ .

২৩০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ কোন বাগানের কাছ দিয়ে যাতায়াতকালে সে ইচ্ছা করলে ফল খাবে, কিন্তু কাপড়ে বেঁধে নিয়ে যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ৬৮

بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُصِيبَ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا

মালিকের অনুমতি ব্যতীত কিছু নেয়া নিষেধ।

২৩.২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ قَالَ ابْنَابَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَامَ فَقَالَ لَا يَحْتَلِبِينَ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ  
بِغَيْرِ إِذْنِهِ أَيُّحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتِيَ مَشْرَبَتَهُ فَيُكْسِرَ بَابَ خَزَائِنِهِ فَيَنْتَثِلَ طَعَامَهُ  
فَأَنَّمَا تَخْزَنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَاتِهِمْ فَلَا يَحْتَلِبِينَ أَحَدُكُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ  
بِغَيْرِ إِذْنِهِ .

২৩০২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দাঁড়িয়ে বলেন : তোমাদের কেউ যেন মালিকের অনুমতি ছাড়া তার পশু দোহন না করে। তোমাদের কেউ কি এটা পছন্দ করে যে, তার ধনভাণ্ডারে অন্য লোক প্রবেশ করে তার ধনভাণ্ডারের দরজা ভেঙ্গে তার খাদদ্রব্য নিয়ে যাক? গবাদি পশুর বাঁট তো তাদের মালিকের জন্য খাদদ্রব্য সঞ্চিত করে রাখে। তাই তোমাদের কেউ যেন অপরের পশুর দুধ তার অনুমতি ব্যতীত দোহন না করে।

২৩.৩ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ سَلِيْطِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطُّهَوِيِّ عَنْ ذُهَيْلِ بْنِ عَوْفِ بْنِ شَمَاحِ الطُّهَوِيِّ ثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ إِذْ رَأَيْنَا أَيْلًا مَصْرُورَةً بَعْضَاهُ الشَّجَرَ فَثُبْنَا إِلَيْهَا فَتَادَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَرَجَعْنَا إِلَيْهِ فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَيْلَ لِأَهْلِ بَيْتٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ هُوَ قَوْتُهُمْ وَيُمْنُهُمْ بَعْدَ اللَّهِ أَيْسُرُكُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَزَاوِدِكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذَهَبَ بِهِ أَتَرُونَ ذَلِكَ عَدْلًا قَالُوا لَا قَالَ فَإِنَّ هَذَا كَذَلِكَ فَلْنَا أَفْرَأَيْتَ إِنْ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشُّرَابِ فَقَالَ كُلُّ وَلَا تَحْمِلْ وَأَشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ

২৩০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা কাঁটায়ুক্ত পাছের আড়ালে দুধবতী উল্লী দেখতে পেয়ে সেদিকে দ্রুত ছুট দিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে ডাক দিলেন। আমরা তাঁর নিকট ফিরে এলে তিনি বলেন : এই উট কোন মুসলিম পরিবারের। এগুলোই তাদের খাদ্যের এবং বেঁচে থাকার সংস্থান। এগুলো আল্লাহর পর তাদের মালিকানাধীন। তোমাদের কি ভালো লাগবে যে, তোমরা তোমাদের খাদ্যভাণ্ডারে ফিরে গিয়ে তা খাদ্যাশূন্য দেখতে পাবে? তোমরা কি এটাকে ইনসাফ মনে করো? তারা বলেন, না। তিনি বলেন : এটাও তদ্রুপ। আমরা বললাম, আপনি কি মনে করেন, যদি আমাদের খাদ্য ও পানীয়ের অভাব দেখা দেয়? তিনি বলেন : এমতাবস্থায় তোমরা খেতে পারো কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না এবং পান করো, কিন্তু সাথে করে নিয়ে যেতে পারবে না।

### অনুচ্ছেদ : ৬৯

## بَابُ اتِّخَاذِ الْمَاشِيَةِ

গবাদি পশু পালন।

২৩.৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أُمِّ هَانِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهَا اتَّخِذِي غَنَمًا فَإِنَّ فِيهَا بَرَكَةً .

২৩০৪। উম্মু হানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি ছাগল-ভেড়া পালো। কারণ তাতে বরকত রয়েছে।

২৩.৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ يَرْفَعُهُ قَالَ الْاَبْلُ عَزَّ لِاهْلِهَا وَالْغَنَمُ بَرَكَةٌ وَالْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৩০৫। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে মারফু হাদীসরূপে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উট তার মালিকের জন্য গৌরবের ধন, ছাগল-ভেড়া হলো বরকতপূর্ণ সম্পত্তি এবং কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ যুক্ত রয়েছে।

২৩.৬ - حَدَّثَنَا عِصْمَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسٍ أَبُو هُرَيْرَةَ الصِّرْفِيُّ قَالَا ثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ ثَنَا زُرَيْبِيُّ اِمَامٌ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشَّاةُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ

২৩০৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বকরী বেহেশতের প্রাণীকুলের অন্তর্ভুক্ত।

২৩.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ ثَنَا عِثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ عَنِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ اَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْاَغْنِيَاءَ بِاتِّخَاذِ الْغَنَمِ وَاَمَرَ الْفُقَرَاءَ بِاتِّخَاذِ الدَّجَاجِ وَقَالَ عِنْدَ اتِّخَاذِ الْاَغْنِيَاءِ الدَّجَاجِ يَأْذُنُ اللَّهُ بِهَلَاكِ الْقَرْيِ .

২৩০৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধনীদেরকে ছাগল-ভেড়া পালতে নির্দেশ দিয়েছেন এবং দরিদ্রদেরকে মুরগী পালতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : ধনীরা মুরগী পালন করলে আল্লাহ তাআলা সেই জনপদ ধ্বংস করার অনুমতি দেন।

## كِتَابُ الْأَحْكَامِ

(বিচার ও বিধান)

অনুচ্ছেদ ৪১

### بَابُ ذِكْرِ الْقَضَاءِ

বিচারকমণ্ডলী সম্পর্কে আলোচনা।

২৩.৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْمُقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا بَيْنَ النَّاسِ فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سَكِينٍ .

২৩০৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাকে জনগণের বিচারক নিযুক্ত করা হলো, তাকে বিনা ছুরিতে যবেহ করা হলো (বু, যু, তি)।

২৩.৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا اسْرَائِيلُ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِي مُوسَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَالَ الْقَضَاءَ وَكَلَّ إِلَيَّ نَفْسَهُ وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَسَدَّدَهُ .

২৩০৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কাযীর পদ প্রার্থনা করে নেয় তার দায়দায়িত্ব তার উপরই চাপানো হয়। আর যাকে এই পদ গ্রহণে বাধ্য করা হয়, তার নিকট একজন ক্ষেত্রেশতা অবতীর্ণ হয়ে তাকে সঠিক পথে চালিত করেন।

২৩১. - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَعْلَى وَابُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ

يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبِعْتَنِي وَأَنَا شَابٌ أَقْضِي بَيْنَهُمْ وَلَا أَدْرِي مَا الْقَضَاءُ قَالَ فَضْرَبَ  
بِيَدِهِ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَتَبَّتْ لِسَانُهُ قَالَ فَمَا شَكَّكَتُ بَعْدُ فِي  
قَضَاءِ بَيْنِ اثْنَيْنِ .

২৩১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ইয়ামানে পাঠান। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি আমাকে পাঠাচ্ছেন, অথচ আমি একজন যুবক মাত্র। আমি লোকদের মধ্যে মীমাংসা করবো, অথচ বিচার কি জিনিস তাই আমি জানি না। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাত দিয়ে আমার বুকে আঘাত করে বলেন : “ইয়া আল্লাহ! আপনি তার অন্তরে হেদায়াত দান করুন এবং তার জিহ্বাকে (বাকশক্তিকে) সুস্থির রাখুন”। আলী (রা) বলেন, এরপর পক্ষদ্বয়ের মধ্যে বিচার করতে আমি কখনো সন্দেহে পতিত হইনি।

অনুচ্ছেদ : ২

### بَابُ التَّغْلِيظِ فِي الْحَيْفِ وَالرِّشْوَةِ

জুলুম ও উৎকোচ সম্পর্কে কঠোর হুঁশিয়ারি।

۲۳۱۱- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْقَطَّانِ ثَنَا مُجَالِدٌ عَنْ  
عَامِرٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ حَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ  
النَّاسِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَلِكٌ أَخَذَ بِقَفَاهُ ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَإِنْ قَالَ  
الْقَدِ الْقَاءُ فِي مَهْوَاةٍ أَرْبَعِينَ حَرِيْفًا .

২৩১১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে বিচারকই মানুষের বিচার করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় হাজির হবে যে, একজন ফেরেশতা তার ঘাড় ধরে থাকবেন। অতঃপর সে আকাশের দিকে মাথা তুলবে। আল্লাহ যদি বলেন, তাকে নিষ্কেপ করো, তবে সেই ফেরেশতা তাকে একটি গর্ভে নিষ্কেপ করবেন, যার মধ্যে সে চল্লিশ বছর ধরে গড়িয়ে পড়তে থাকবে।

۲۳۱۲- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ عَنْ  
حُسَيْنِ يَعْنِي ابْنَ عِمْرَانَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى  
قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ اللَّهُ مَعَ الْقَاضِيِ مَا لَمْ يَجْرُ فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ

২৩১২। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কাযী যতক্ষণ পর্যন্ত জুলুম না করে, আল্লাহ তার সাথে থাকেন। যখন সে জুলুম করে, তখন তিনি তাকে তার নিজের উপর ছেড়ে দেন।

২৩১৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ عَنْ خَالِهِ الْحَارِثِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّأْسِيِّ وَالْمُرْتَشِيِّ .

২৩১৩। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘুষদাতা ও ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ الْحَاكِمِ يَجْتَهِدُ فَيُصِيبُ الْحَقَّ

বিচারকের ইজতিহাদ করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছ।

২৩১৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ ثَنَا يَزِيدُ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ . قَالَ يَزِيدُ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ فَقَالَ هَكَذَا حَدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

২৩১৪। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : বিচারক যখন ইজতিহাদ করে (চিন্তাভাবনা করে সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছার চেষ্টা করে) বিচার করে, অতঃপর সঠিক সিদ্ধান্তে পৌছে যায়, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর সে যখন ইজতিহাদ করে বিচার করতে গিয়ে ভুল করে বসে তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। রাবী ইয়াযীদ (র) বলেন, আমি হাদীসটি আবু বাক্‌র ইবনে আমর ইবনে হাযমের নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, আবু সালামা (র) আবু হুরায়রা (রা) থেকেও আমার নিকট অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

২৩১৫- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تُوَيْمَةَ ثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ثَنَا أَبُو هَاشِمٍ قَالَ لَوْ لَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ اثْنَانِ فِي النَّارِ وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ عَلِمَ الْحَقَّ فَقَضَى بِهِ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ جَارَ فِي الْحُكْمِ فَهُوَ فِي النَّارِ لَقُلْنَا إِنَّ الْقَاضِيَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِي الْجَنَّةِ .

২৩১৫। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কাযীগণ তিনি শ্রেণীভুক্ত। দুই শ্রেণীর কাযী জাহান্নামী এবং এক শ্রেণীর কাযী জান্নাতী। যে ব্যক্তি (কাযী) ন্যায়সঙ্গত ফয়সালা দান করে সে জান্নাতী। যে ব্যক্তি (কাযী) সত্য উপলব্ধি না করে অজ্ঞতার ভিত্তিতে বিবদমান দলের মধ্যে রায় প্রদান করে সে জাহান্নামী এবং যে ব্যক্তি (কাযী) জ্ঞাতসারে অন্যায় রায় প্রদান করে সেও জাহান্নামী। আবু হাশিম (র) বলেন, যদি ইবনে বুরাইদা থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ হাদীসটি না থাকতো তাহলে আমরা অবশ্যই বলতাম যে, কাযী ইজতিহাদ করে বিচার করলে সে জান্নাতী হবে।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ لَا يَحْكُمُ الْحَاكِمُ وَهُوَ غَضَبَانٌ

বিচারক উত্তেজিত অবস্থায় বিচারকার্য করবে না।

২৩১৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْضِي الْقَاضِي بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانٌ . قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ لَا يَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقْضِيَ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضَبَانٌ .

২৩১৬। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ বিচারক যেন রাগান্বিত অবস্থায় দুই (বিবদমান) পক্ষের মধ্যকার বিচারকার্য পরিচালনা না করে। রাবী হিশাম (র) তার হাদীসে বলেন : রাগান্বিত অবস্থায় দুই (বিবদমান) পক্ষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করা বিচারকের জন্য সংগত নয় (বু, মু, ভি)।



## بَابُ قَضِيَّةِ الْحَاكِمِ لَا تَحِلُّ حَرَامًا وَلَا تَحْرِمُ حَلَالًا

বিচারক রায় দিলেই হারাম হালাল হয় না এবং হালাল হারাম হয় না।

২৩১৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ وَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ وَإِنَّمَا أَقْضِي لَكُمْ عَلَى نَحْوِ مِمَّا أَسْمَعُ مِنْكُمْ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ شَيْئًا فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ يَأْتِي بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৩১৭। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা আমার কাছে বিবদমান বিষয় মীমাংসার জন্য এসে থাকো। আমিও একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের কেউ (একপক্ষ) অপর কারো (বিপক্ষের) তুলনায় নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। আর আমি তো তোমাদের বক্তব্য শুনেই তার ভিত্তিতে বিচারকার্য করি। অতএব আমি তোমাদের কারো পক্ষে তার ভাইয়ের হকের কোন অংশের ফয়সালা দিয়ে ফেলতে পারি। এ অবস্থায় সে যেন তার কিছুই গ্রহণ না করে। কারণ আমি তাকে দোযখের একটি টুকরাই কেটে দিচ্ছি, যা নিয়ে সে কিয়ামতের দিন হাজির হবে (বু, সূ, তি, দা, না)।

২৩১৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَمَنْ قَطَعْتَ لَهُ مِنْ حَقِّ أَخِيهِ قِطْعَةً فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِنَ النَّارِ .

২৩১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমিও একজন মানুষ। হয়তো তোমাদের কেউ অপর কারো তুলনায় নিজের যুক্তি-প্রমাণ পেশে অত্যন্ত বাকপটু হয়ে থাকবে। অতএব আমি তাকে তার ভাইয়ের হক থেকে কিছু কর্তন করে দিয়ে থাকলে তাকে দোযখের একটি টুকরাই কর্তন করে দিলাম।

## بَابُ مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ وَخَاصَمَ فِيهِ

কেউ পরের মাল নিজের বলে দাবি করে তা হস্তগত করার জন্য মামলা দায়ের করলে।

২৩১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنِي الْحُسَيْنِ بْنِ ذَكْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيْدَةَ قَالَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَعْمَرَ أَنَّ أَبَا الْأَسْوَدِ الدِّبْلِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ فَلَيْسَ مِنَّا وَلْيَتَّبِرُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .

২৩১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : যে ব্যক্তি এমন জিনিস দাবি করে যা তার নয়, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয় এবং সে যেন দোষখে তার বাসস্থান বানিয়ে নেয়।

২৩২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ حَدَّثَنِي عَمِي مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ بِظُلْمٍ (أَوْ يُعِينُ عَلَى ظُلْمٍ) لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَنْزِعَ .

২৩২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কারো যুলুমমূলক মালমায় সহযোগিতা করে অথবা যুলুমে সহায়তা করে, তা থেকে নিবৃত্ত না হওয়া পর্যন্ত সর্বদাই সে আল্লাহর গণবে নিপতিত থাকে।

## بَابُ الْبَيِّنَةِ عَلَى الْمُدَّعِيِّ وَالْيَمِينِ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ

বাদীর দায়িত্ব সাক্ষ্য-প্রমাণ পেশ করা এবং বিবাদীর দায়িত্ব শপথ করা।

২৩২১- حَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ ادَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ .

২৩২১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকদেরকে তাদের দাবি মোতাবেক ফয়সালা দেয়া হলে অবশ্যই কতক লোক অন্য লোকের জীবন (মৃত্যুদণ্ড) ও সম্পদ দাবি করে বসতো। কিন্তু বিবাদীকেই শপথ করতে হবে।

২৩২২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ أَرْضٌ فَجَحَدَنِي فَقَدَمْتُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَلْ لَكَ بَيْتَةٌ قُلْتُ لَا قَالَ لِلْيَهُودِيِّ أَحْلَفُ قُلْتُ إِذَا يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَالِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا).... الآية .

২৩২২। আল-আশুআহ ইবনে কায়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এবং এক ইহুদীর যৌথ মালিকানাধীন এক খণ্ড জমি ছিল। সে আমার অংশ অস্বীকার করলে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন : তোমার কি দলীল-প্রমাণ আছে? আমি বললাম, না। তিনি ইহুদীকে বলেন : শপথ করো। আমি বললাম, এ সম্পর্কে সে শপথ করার সাথে সাথে আমার সম্পত্তি নিয়ে যাবে। তখন আল্লাহ তাআলা এ আয়াত নাযিল করেন (অনুবাদ) : “নিশ্চয় যারা আল্লাহর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথকে তুচ্ছ মূল্যে বিক্রয় করে, পরকালে তাদের কোন অংশ নেই” (সূরা আল ইমরান : ৭৭).... আয়াতের শেষ পর্যন্ত।

#### অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَاجْرَةٍ لِيَقْتَطِعَ بِهَا مَالًا

যে ব্যক্তি অপরের মাল আত্মসাতের উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করে।

২৩২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ تَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ وَهُوَ فِيهَا فَاجِرٌ يَقْتَطِعُ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانٌ .

২৩২৩। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অপর মুসলমানের মাল আত্মসাতের লক্ষ্যে সজ্ঞানে মিথ্যা শপথ করে, সে কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় আল্লাহর সমীপে উপস্থিত হবে যে, তিনি তার প্রতি চরম অসন্তুষ্ট থাকবেন।

২৩২৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَخَاهُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ الْحَارِثِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجِبَ لَهُ النَّارَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْقَوْمِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا قَالَ وَإِنْ كَانَ سِوَاكَ مِّنْ أَرَكَ .

২৩২৪। আবু উমামা আল-হারিসী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোন ব্যক্তি অপর মুসলমানের প্রাপ্য স্বত্ব মিথ্যা শপথ করে কর্তন করে নিলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন এবং জাহান্নাম তার জন্য অবধারিত করে দিবেন। উপস্থিত লোকজনের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যদি তা সামান্য জিনিস হয়। তিনি বললেন : যদি তা পিলু গাছের একটি মেসওয়াকও হয়।

অনুচ্ছেদ : ৯

## بَابُ الْيَمِينِ عِنْدَ مَقَاطِعِ الْحَقُوقِ

অপরের প্রাপ্য অধিকার বা স্বত্ব আত্মসাতের উদ্দেশ্যে শপথ করলে।

২৩২৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتٍ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى قَالَ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نِسْطَاسٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينِ ائِمَّةٍ عِنْدَ مَنْبَرِيْ هَذَا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ وَكَوْ عَلَى سِوَاكَ اخْضَرَ .

২৩২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার এই মিন্বারের নিকট দাঁড়িয়ে মিথ্যা শপথ করবে, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়, যদিও তা একটি সবুজ মিসওয়াকের জন্যও হয়।

২৩২৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَزَيْدُ بْنُ أَحْزَمَ قَالَا تَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ تَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ قُرُوحٍ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَهُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَخْلِفُ عِنْدَ هَذَا الْمَنْبَرِ عَبْدٌ وَلَا أُمَّةٌ عَلَى يَمِينِ أُمَّةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكَ رَطْبٍ إِلَّا وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ .

২৩২৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই মিন্বারের নিকট কোন পুরুষ অথবা নারী মিথ্যা শপথ করলে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস নির্ধারণ করলো, তা একটি কাঁচা দাতনের জন্য হলেও।

অনুবাদ : ১০

### بَابُ بِمَا يُسْتَحْلَفُ أَهْلُ الْكِتَابِ

আহলে কিতাব সম্প্রদায়কে শপথ উচ্চারণপূর্বক কিছু বলা।

২৩২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ فَقَالَ انْشُدْكَ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

২৩২৭। বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী সম্প্রদায়ের এক পণ্ডিত ব্যক্তিকে ডেকে বলেন : আমি তোমাকে সেই মহান সত্তার শপথ করে বলছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাখিল করেছেন।

২৩২৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ أَنْبَأَنَا عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِيَهُودِيِّينَ انْشُدْكُمْ بِالَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ .

২৩২৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইহুদীকে বলেন : আমি তোমাদের দু'জনকে সেই আন্বাহুর শপথ দিচ্ছি যিনি মূসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাখিল করেছেন।

## بَابُ الرَّجُلَانِ يَدْعِيَانِ السِّلْعَةَ وَكَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُ

দুই ব্যক্তি একই পণ্যের মালিকানা দাবি করলে এবং তাদের কারো কাছে কোন দলীল-প্রমাণ না থাকলে ।

২৩২৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ ادَّعِيَا دَابَّةً وَكَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا بَيْنَهُمَا فَامْرَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ .

২৩২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি জম্বুর মালিকানা দাবি করলো কিন্তু তাদের কারো নিকটই দলীল-প্রমাণ ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে লটারী করে তাতে যার নাম উঠে, তাকে শপথ করার পর তা নিতে বলেন।

২৩৩০- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالُوا ثَنَا رَوْحُ ابْنُ عَبَّادَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ بَيْنَهُمَا دَابَّةٌ وَكَيْسٌ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُمَا فَجَعَلَهَا بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ .

২৩৩০। আবু মুসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দুই ব্যক্তি একটি জম্বুর ব্যাপারে অভিযোগ দায়ের করলো এবং তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলো না। তিনি তাদের উভয়কে সেটির অর্ধেক অর্ধেক মালিকানা দান করেন।

## بَابُ مَنْ سُرِقَ لَهُ شَيْءٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ اشْتَرَاهُ

কোন ব্যক্তি তার চুরি যাওয়া মাল ক্রেতার নিকট পেলে ।

২৩৩১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عُقَبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُمْرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا

ضَاعَ لِلرَّجُلِ مَتَاعٌ أَوْ سُرِقَ لَهُ مَتَاعٌ فَوَجَدَهُ فِي يَدِ رَجُلٍ بَيْنَعُهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ وَيَرْجِعُ الْمُشْتَرَى عَلَى الْبَائِعِ بِالثَّمَنِ .

২৩৩১। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তির কোন মাল বিনষ্ট হয়ে যায় অথবা চুরি হয়ে যায়, অতঃপর সে তা কোন ক্রেতার নিকট পেয়ে যায়, তবে সে তা ফেরত পাবে এবং ক্রেতা বিক্রেতার নিকট থেকে তার মূল্য ফেরত নিবে।

অনুচ্ছেদ : ১৩

### بَابُ الْحَكْمِ فِيْمَا أَفْسَدَتِ الْمَوَاشِيُ

গবাদি পশু কিছু বিনষ্ট করলে তার হুকুম।

২৩৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ ابْنَ مُحَيْصَةَ الْأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ نَاقَةَ الْبِرَاءِ كَانَتْ ضَارِيَةً دَخَلَتْ فِي حَائِطِ قَوْمٍ فَأَفْسَدَتْ فِيهِ فَكَلَّمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِيهَا فَقَضَى أَنْ حِفْظَ الْأَمْوَالِ عَلَى أَهْلِهَا بِالنَّهَارِ وَعَلَى أَهْلِ الْمَوَاشِيِ مَا أَصَابَتْ مَوَاشِيَهُمْ بِاللَّيْلِ .

২৩৩২। ইবনে মুহাইয়াসা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ ইবনে আযেব (রা)-র একটি দুষ্ট উটনী ছিল। সেটি এক সম্প্রদায়ের বাগানে ঢুকে তা বিনষ্ট করে দেয়। বিষয়টি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আলাপ করা হলে তিনি সিদ্ধান্ত দেন যে, দিনের বেলা সম্পদের হেফাজত করার দায়িত্ব তার মালিকের (তাই দিনে ফসল বিনষ্ট করলে তার জন্য জন্তুর মালিক দায়ী নয়)। আর জন্তু রাতে যে ক্ষতি করবে, তা জন্তুর মালিকের উপর বর্তাবে।

২৩৩২(১) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَيْسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ حَرَامِ بْنِ مُحَيْصَةَ عَنِ الْبِرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ نَاقَةَ لِالِ الْبِرَاءِ أَفْسَدَتْ شَيْئًا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِثْلِهِ .

২৩৩২(১)। হাসান ইবনে আলী ইবনে আফফান-মুআবিয়া ইবনে হিশাম-সুফিয়ান-আবদুল্লাহ ইবনে ইসা-যুহরী-হারাম ইবনে মুহাইয়াসা-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। বারাআ-পরিবারের একটি উটনী কিছু ফসল নষ্ট করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দেন ....পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

## بَابُ الْحَكْمِ فِيْمَنْ كَسَرَ شَيْئًا

কোন ব্যক্তি কোন জিনিস ভেঙ্গে ফেললে তার হুকুম ।

২৩৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ قَيْسِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ بَنِي سُوَاةَ قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ أَخْبِرِينِي عَنْ خُلُقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَتْ أَوْ مَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَنْكَ لَعَلِّي خُلُقِ عَظِيمٍ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَعَ أَصْحَابِهِ فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَامًا وَصَنَعَتْ لَهُ حَفْصَةَ طَعَامًا قَالَتْ فَسَبَقْتَنِي حَفْصَةَ فَقُلْتُ لِلْجَارِيَةِ انْطَلِقِي فَأَكْفِي قِصْعَتَهَا فَلَحِقْتَهَا وَقَدْ هَمَّتْ أَنْ تَضَعَ بَيْنَ يَدَيِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَكْفَأْتَهَا فَأَنْكَسَرَتِ الْقِصْعَةُ وَأَنْتَشَرَ الطَّعَامُ قَالَتْ فَجَمَعَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَمَا فِيهَا مِنَ الطَّعَامِ عَلَى النِّطْعِ فَأَكَلُوا ثُمَّ بَعَثَ بِقِصْعَتِي فَدَفَعَهَا إِلَيَّ حَفْصَةَ فَقَالَ خُذُوا ظَرْفًا مَكَانَ ظَرْفِكُمْ وَكُلُوا مَا فِيهَا قَالَتْ فَمَا رَأَيْتُ ذَلِكَ فِي وَجْهِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৩৩৩ । সাওআত গোত্রের এক ব্যক্তি থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করুন । তিনি বলেন, ভূমি কি কুরআন পড়ো না! “ভূমি অবশ্যই মহান চরিত্রে অধিষ্ঠিত” (সূরা আল-কালাম : ৪) । আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের সাথে ছিলেন । আমি তাঁর জন্য আহার তৈরি করলাম এবং হাফসা (রা)-ও তাঁর জন্য আহার তৈরি করলেন । তিনি বলেন, হাফসা (রা) আমার আগে (খাবার নিয়ে) গেলেন । আমি দাসীকে বললাম, যাও তার পাত্র উল্টে ফেলে দাও । অতএব সে হাফসার নিকট গেলো । হাফসা (রা) যখন তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে রাখতে গেলো অমনি সে তা উল্টে ফেলে দিলো । ফলে পাত্রটি ভেঙ্গে গেলো এবং খাদদ্রব্য নিচে ছড়িয়ে পড়লো । আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেইগুলি এবং পাত্রে যা ছিল সব দস্তুরখানের উপর জমা করে সকলে তা আহার করেন । অতঃপর তিনি আমার পাত্রটি হাফসাকে দিয়ে বলেন : তোমার পাত্রের বদলে এই পাত্র নাও এবং এতে যা আছে তা খাও । আয়েশা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারায় এর কোন প্রতিক্রিয়াই লক্ষ্য করলাম না ।



২৩৩৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا حَمِيدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ عِنْدَ أَحَدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَرْسَلَتْ أُخْرَى بِقِصْعَةٍ فِيهَا طَعَامٌ فَضَرَبَتْ يَدَ الرَّسُولِ فَسَقَطَتِ الْقِصْعَةُ فَانْكَسَرَتْ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْكِسْرَتَيْنِ فَضَمَّ أَحَدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى فَجَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ وَيَقُولُ غَارَتْ أُمَّكُمْ كُلُّوا فَكُلُوا حَتَّى جَاءَتْ بِقِصْعَتِهَا الَّتِي فِي بَيْتِهَا فَدَفَعَ الْقِصْعَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الرَّسُولِ وَتَرَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْهَا .

২৩৩৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমিন জননীগণের একজনের হুজুরায় ছিলেন। তাদের একজন একটি পাত্র ভর্তি আহাব তাঁর নিকট পাঠান। তিনি আহাবের পাত্র বহনকারীর হাতে আঘাত করলে পাত্রটি নিচে পড়ে ভেঙ্গে যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের টুকরা দুটি তুলে নিয়ে একটির সাথে অপরটি জোড়া লাগিয়ে তার মধ্যে পতিত খাবার জমা করেন এবং বলেন : তোমাদের মাতার আত্মসম্মানে আঘাত লেগেছে। তোমরা (এটা) খাও। অতএব তারা তা আহাব করলেন। অতঃপর তিনি তার ঘরের খাবার ভর্তি পাত্র নিয়ে এলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অক্ষত পাত্রটি বাহককে দিলেন এবং ভাঙ্গা পাত্রটি ভঙ্গকারিনীর ঘরে রেখে দিলেন।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ الرَّجُلِ يَضَعُ حَشْبَةً عَلَى جِدَارِ جَارِهِ

কোন ব্যক্তি তার প্রতিবেশীর দেয়ালের সাথে খুঁটি পোঁতলে।

২৩৩৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يُبَلِّغُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَأْذَنَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ حَشْبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ فَلَمَّا حَدَّثَهُمْ أَبُو هُرَيْرَةَ طَأْطَأُوا رُؤُوسَهُمْ فَلَمَّا رَأَوْهُمْ قَالَ مَا لِي أَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِينَ وَاللَّهِ لَأَرْمِينَ بِهَا بَيْنَ أَكْتَفَيْكُمْ .

২৩৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাদের কেউ তার প্রতিবেশীর নিকট তার দেয়ালের সাথে নিজের খুঁটি গাড়ার অনুমতি চাইলে সে যেন তাকে নিষেধ না করে। আবু হুরায়রা (রা) উপস্থিত লোকদের নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তারা তাদের মাথা নত করে নেয়। তিনি তাদের এ অবস্থা দেখে বলেন, কি ব্যাপার, আমি দেখছি তোমরা এ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আল্লাহর শপথ! আমি অবশ্যই তোমাদের দুই কাঁধের মাঝখানে খুঁটি গাড়বো।

২৩৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ أَنَّ هِشَامَ بْنَ يَحْيَى أَخْبَرَهُ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ سَلْمَةَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَخُوَيْنِ مِنْ بَنِي مُغَيْرَةَ اعْتَقَ أَحَدَهُمَا أَنْ لَا يَغْرَزَ خَشَبًا فِي جِدَارِهِ فَاقْبَلَ مُجَمِّعُ بْنُ يَزِيدَ وَرِجَالٌ كَثِيرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرَزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَقَالَ يَا أَخِي إِنَّكَ مَقْضِي لَكَ عَلَيَّ وَقَدْ حَلَفْتُ فَاجْعَلْ أُسْطُوَانًا دُونَ حَائِطِي أَوْ جِدَارِي فَاجْعَلْ عَلَيْهِ خَشَبَكَ .

২৩৩৬। ইকরিমা ইবনে সালামা (র) থেকে বর্ণিত। মুগীরা গোত্রের দুই ভাইয়ের মধ্যে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে এক ভাই বলে যে, অপর ভাই তার দেয়ালের সাথে খুঁটি পুতলে তার গোলাম আযাদ হয়ে যাবে। অতঃপর মুজান্নে ইবনে যাসীদ (রা)-সহ আনসারদের আরো অনেক লোক এসে বলেন, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে খুঁটি গাড়তে বাধা না দেয়। তখন বিতর্ককারী ভাই বললো, হে ভাই! ফয়সালা আমার বিপক্ষে এবং তোমার অনুকূলেই হয়েছে। যেহেতু আমি শপথ করেছি, তাই তুমি আমার দেয়ালের পাশে একটি বড় খুঁটি পুতে তার উপর তোমার কাঠ রাখো।

২৩৩৭ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرَزَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ .

২৩৩৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন তার প্রতিবেশীকে তার দেয়ালের সাথে কাঠ পুততে নিষেধ না করে।

## بَابُ إِذَا تَشَاجَرُوا فِي قَدْرِ الطَّرِيقِ

রাস্তার প্রস্থের পরিমাণ নিয়ে মতভেদ হলে ।

২৩৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا مِثْنَى بْنُ سَعِيدٍ الضَّبْعِيُّ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اجْعَلُوا الطَّرِيقَ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ .

২৩৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রাস্তা সাত হাত পরিমাণ চওড়া করো।

২৩৩৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ هِيَاجٍ قَالَا ثَنَا قَبِيصَةُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اخْتَلَفْتُمْ فِي الطَّرِيقِ فَاجْعَلُوهُ سَبْعَةَ أَذْرُعٍ .

২৩৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা রাস্তার প্রস্থ নিয়ে মতানৈক্য করলে তা সাত হাত চওড়া করো।

## بَابُ مَنْ بَنَى فِي حَقِّهِ مَا يَضُرُّ بِجَارِهِ

যে ব্যক্তি নিজের মালিকানাধীনে প্রতিবেশীর জন্য ক্ষতিকর কিছু নির্মাণ করে।

২৩৪০ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدٍ الثَّمِيرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

২৩৪০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিয়েছেন যে, ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও যাবে না।

২৩৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ  
عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ .

২৩৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ক্ষতি করাও যাবে না, ক্ষতি সহ্যও যাবে না।

২৩৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ لَوْلَوَةَ عَنْ أَبِي صِرْمَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ  
ضَارَّ أَضَرَ اللَّهُ بِهِ وَمَنْ شَاتَى شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ .

২৩৪২। আবু সিরমা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি অন্যের ক্ষতি করবে, আল্লাহ তার ক্ষতি করবেন এবং যে ব্যক্তি অন্যকে কষ্ট দিবে আল্লাহ তাকে কষ্ট দিবেন।

### অনুচ্ছেদ : ১৮

## بَابُ الرَّجُلَانِ يَدْعِيَانِ فِي خُصِّ

দুই ব্যক্তি একই কুঁড়ে ঘরের মালিকানা দাবি করলে।

২৩৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ قَالَا ثَنَا أَبُو بَكْرِ  
ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ دَهْتَمِ بْنِ قُرَّانٍ عَنْ نِمْرَانَ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنْ قَوْمًا اخْتَصَمُوا  
إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي خُصِّ كَانَ بَيْنَهُمْ فَبَعَثَ حَذِيفَةَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ فَقَضَى لِلَّذِينَ  
بَلِيهِمُ الْقِمْطُ فَلَمَّا رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَخْبَرَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ وَأَحْسَنْتَ .

২৩৪৩। নিমরান ইবনে জারিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। কতক লোক একটি কুঁড়ে ঘরের মালিকানা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাগিশ দায়ের করলো। তিনি ছয়ায়ফা (রা)-কে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দিতে পাঠান। যাদের রশি দিয়ে সে ঘর বাঁধা ছিল তিনি তাদের পক্ষে রায় দেন। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ফিরে এসে তাঁকে তার মীমাংসার কথা জানান। তিনি বলেনঃ তুমি যথার্থ ফয়সালা করেছো এবং ভালো করেছো।

## بَابُ مَنْ اشْتَرَطَ الْخَلَاصَ

যে ব্যক্তি অপরের নিকট থেকে ছাড়ানোর শর্ত করলো ।

২৩৪৪ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا هَمَّامٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ  
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا بَيْعَ الْبَيْعُ مِنْ رَجُلَيْنِ فَالْبَيْعُ لِلأَوَّلِ  
قَالَ أَبُو الْوَلِيدِ فِي هَذَا الْحَدِيثِ إِبْطَالُ الْخَلَاصِ .

২৩৪৪। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন জিনিস দুই ব্যক্তির কাছে বিক্রয় করা হলে তা প্রথম খরিদদার পাবে। রাবী আবুল ওয়ালীদ (র) বলেন, এ হাদীসে অপরের থেকে ছাড়িয়ে এনে দেয়ার শর্ত বাতিল করা হয়েছে।

## بَابُ الْقَضَاءِ بِالْقُرْعَةِ

লটারীর মাধ্যমে মীমাংসা।

২৩৪৫ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا عَبْدُ  
الأَعْلَى ثَنَا خَالِدُ الْحَدَّاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ  
أَنَّ رَجُلًا كَانَ لَهُ سِتَّةُ مَمْلُوكِينَ لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُمْ فَأَعْتَقَهُمْ عِنْدَ مَوْتِهِ فَجَزَأَهُمْ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَعْتَقَ اثْنَيْنِ وَأَرْقَ أَرْبَعَةَ .

২৩৪৫। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তির ছয়টি গোলাম ছিল, এদের ব্যতীত তার আর কোন মাল ছিলো না। সে তার মৃত্যুর পূর্বে তাদেরকে দাসত্বমুক্ত করে দেয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লটারীর মাধ্যমে এদের মধ্যে দু'জনকে দাসত্বমুক্ত করে দেন এবং চারজনকে গোলাম হিসাবে বহাল রাখেন।

২৩৪৬ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ الأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ  
قَتَادَةَ عَنْ خِلاصٍ عَنْ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلَيْنِ تَدَارَا فِي بَيْعٍ لَيْسَ

لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَسْتَهْمَا عَلَى الْيَمِينِ أَحَبًّا  
ذَلِكَ أَمْ كَرِهًا .

২৩৪৬। আবু ছরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। দুই ব্যক্তি একটি বিক্রীত পণ্য নিয়ে ঝগড়া করছিল। তাদের একজনের নিকটও কোন প্রমাণ ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে নির্দেশ দেন যে, লটারীতে তাদের দু'জনের মধ্যে যার নাম উঠবে সে শপথ করে পণ্য নিবে, তাতে তারা সন্তুষ্ট হতে পারুক বা না পারুক।

২৩৪৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ  
عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا سَافَرَ أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ .

২৩৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সফরে যেতেন, তাঁর স্ত্রীদের মধ্যে লটারী করতেন।

২৩৪৮ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ صَالِحِ  
الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ خَيْرِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ أَتَى عَلِيٌّ  
ابْنَ أَبِي طَالِبٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ فِي ثَلَاثَةِ قَدِّ وَقَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ فِي طَهْرٍ وَاحِدٍ فَسَأَلَ  
اِثْنَيْنِ فَقَالَ اتَّقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَكْدِ فَقَالَ لَا ثُمَّ سَأَلَ اِثْنَيْنِ فَقَالَ اتَّقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَكْدِ  
فَقَالَ لَا فَجَعَلَ كُلَّمَا سَأَلَ اِثْنَيْنِ اتَّقِرَّانِ لِهَذَا بِالْوَكْدِ قَالَا لَا فَأَقْرَعَ بَيْنَهُمْ وَالْحَقُّ  
الْوَكْدُ بِالذِّيْ أَصَابَتْهُ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ ثَلَاثِي الدِّيَةِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ  
فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ .

২৩৪৮। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ইয়ামান থাকাকালে তার সামনে মীমাংসার জন্য এই মর্মে একটি বিষয় উত্থাপিত হয় যে, তিন ব্যক্তি একই তুহুরে এক নারীর সাথে সংগম করে (ফলে তার একটি সন্তান হয়)। আলী (রা) দুইজনকে জিজ্ঞেস করেন (তৃতীয় ব্যক্তিকে দেখিয়ে) : তোমরা কি সন্তানটি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করো? তারা বললো, না। তিনি আবার দু'জনকে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি সন্তানটি এই ব্যক্তির বলে স্বীকার করো? তারা বললো, না। তিনি যখনই দু'জনকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা কি সন্তানটি তার বলে স্বীকার করো, তখনই তারা বলে, না। অতঃপর আলী (রা) তাদের মধ্যে লটারীর ব্যবস্থা করেন এবং লটারীতে

যার নাম উঠে, তিনি তাকে সন্তানটি দিলেন এবং তার উপর দুই-তৃতীয়াংশ দিয়াত ধার্য করেন। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হলে তিনি এমনভাবে হেসে দিলেন যে, তাঁর সামনের পাটির দাঁত প্রকাশ পেলো।

অনুচ্ছেদ : ২১

## بَابُ الْقَافَةِ

কিয়াফা সম্পর্কে।

২৩৪৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُورًا وَهُوَ يَقُولُ يَا عَائِشَةُ أَلَمْ تَرِي أَنْ مُجْرَزًا الْمُدَلِّجِي دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَى أُسَامَةَ وَزَيْدًا عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطِيَا رُءُوسَهُمَا وَقَدْ بَدَتْ أَقْدَامُهُمَا فَقَالَ إِنَّ هَذِهِ الْأَقْدَامَ بَعْضُهَا مِنْ بَعْضٍ .

২৩৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রফুল্ল মনে ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন : হে আয়েশা! তুমি কি দেখানি যে, মুজাযযায আল-মুদলিজী আমার ঘরে প্রবেশ করে উসামা ও যয়েদকে একটি চাদরে মুড়ি দিয়ে তাদের মাথা ঢাকা ও পা বের করা অবস্থায় ঘুমন্ত দেখতে পেলো। সে বললো, এই পাগুলোর কতক অপর কতক থেকে।

২৩৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا اسْرَائِيلُ ثَنَا سِمَاكُ ابْنُ حَرْبٍ عَنِ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ قُرَيْشًا اتُّوا امْرَأَةً كَاهِنَةً فَقَالُوا لَهَا أَخْبِرِينَا أَشْبَهْنَا أَثْرًا بِصَاحِبِ الْمَقَامِ فَقَالَتْ إِنْ أَنْتُمْ جَرَرْتُمْ كِسَاءً عَلَيَّ هَذِهِ السَّهْلَةَ ثُمَّ مَشَيْتُمْ عَلَيْهَا أَنْبَأْتُكُمْ قَالَ فَجَرُّوا كِسَاءً ثُمَّ مَشَى النَّاسُ عَلَيْهَا فَأَبْصَرَتْ أَثْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ هَذَا أَقْرَبُكُمْ إِلَيْهِ شَبَّهَا ثُمَّ مَكَثُوا بَعْدَ ذَلِكَ عِشْرِينَ سَنَةً أَوْ مَا شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا ﷺ .

২৩৫০। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। কুরাইশগণ এক জ্যোতিষী নারীর কাছে গিয়ে তাকে বললো, আমাদের মধ্যে মাকামে ইবরাহীমের মালিকের (ইবরাহীম আ) সাথে কার অধিক সাদৃশ্য তা বলে দিন। সে বললো, তোমরা যদি এই নরম মাটির উপর দিয়ে

একটি চাদর টেনে নেয়ার পর উক্ত মাটির উপর দিয়ে (নগ্নপদে) হেঁটে যাও তবে আমি তোমাদের তা বলতে পারবো। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, অতঃপর তারা একটি চাদর টেনে নেয়ার পর ঐ মাটির উপর দিয়ে হেঁটে গেলো। অতঃপর সেই নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদচিহ্ন দেখিয়ে বললো, তোমাদের মধ্যে ইনিই তাঁর (ইবরাহীমের) সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। এই ঘটনার পর তারা আল্লাহর মর্জি বিশ বছর বা ততোধিক অপেক্ষা করলো। শেষে আল্লাহ তাআলা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবুয়াত দান করেন।

### অনুচ্ছেদ : ২২

## بَابُ تَخْيِيرِ الصَّبِيِّ بَيْنَ أَبِيهِ

শিশু পিতা-মাতার মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতে পারবে।

২৩৫১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ هَلَالِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَيْرَ غُلَامًا بَيْنَ أَبِيهِ وَأُمِّهِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَذِهِ أُمُّكَ وَهَذَا أَبُوكَ .

২৩৫১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি শিশুকে তার পিতা ও মাতার মধ্যে (যাকে ইচ্ছা গ্রহণ করার) এখতিয়ার দিয়ে বলেন : হে বৎস! এই তোমার মা এবং এই তোমার বাপ।

২৩৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عُمَانَ الْبَتِّيِّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبِيهِ اخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ أَحَدُهُمَا كَافِرٌ وَالْآخَرُ مُسْلِمٌ فَخَيْرَهُ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْكَافِرِ فَقَالَ اللَّهُمَّ اهْدِهِ فَتَوَجَّهَ إِلَى الْمُسْلِمِ فَقَضَى لَهُ بِهِ .

২৩৫২। আবদুল হামীদ ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত।<sup>১</sup> তার পিতা-মাতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে (সন্তানের তত্ত্বাবধানের ব্যাপারে) বিবাদ পেশ করে। তাদের একজন ছিল কাফের এবং অপরজন মুসলমান। তিনি সন্তানকে এখতিয়ার দিলে সে কাফেরের প্রতি আকৃষ্ট হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আল্লাহ! তাকে হেদায়াত দান করুন। অতঃপর সে মুসলমানের প্রতি আকৃষ্ট হয়। অতএব তিনি তাকে মুসলমানের সাথে থাকার ফয়সালা দেন।

১. সঠিক হলো আবদুল হামীদ ইবনে জাফর (অনুবাদক)।



## بَابُ الصُّلْحِ

সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন।

২৩৫৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَ حَرَامًا .

২৩৫৩। আমর ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : মুসলমানদের মধ্যে সন্ধি ও সমঝোতা স্থাপন করা জায়েয, তবে হালালকে হারামকারী এবং হারামকে হালালকারী সন্ধি ব্যতীত।

## بَابُ الْحَجْرِ عَلَى مَنْ يُفْسِدُ مَالَهُ

যে ব্যক্তি নিজের সম্পদ নষ্ট করে তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ।

২৩৫৪ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي عُقْدَتِهِ ضَعْفٌ وَكَانَ يُبَايِعُ وَأَنَّ أَهْلَهُ أَتَوْا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ احْجُرْ عَلَيْهِ فَدَعَاهُ النَّبِيُّ ﷺ فَتَنَاهَاهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي لَا أَصْبِرُ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ هَا وَلَا خِلَابَةَ .

২৩৫৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি করতে গিয়ে (বুন্ধির) দুর্বলতার কারণে ঠকে যেতো। তার পরিবারের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার উপর প্রতিবন্ধকতা আরোপ করুন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ডেকে নিয়ে ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হতে নিষেধ করলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি ক্রয়-বিক্রয় ত্যাগ করে ধৈর্য ধারণ করতে পারবো না। তিনি বলেন : তুমি ক্রয়-বিক্রয় করাকালে বলো, নগদ আদান-প্রদান হবে এবং যেন প্রতারণা করা না হয়।

২৩৫৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ  
عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانٍ قَالَ هُوَ جَدِّي مُنْقِذُ بْنُ عَمْرٍو وَكَانَ رَجُلًا قَدْ  
أَصَابَتْهُ أُمَةٌ فِي رَأْسِهِ فَكَسَّرَتْ لِسَانَهُ وَكَانَ لَا يَدْعُ عَلَى ذَلِكَ التِّجَارَةَ وَكَانَ لَا  
يُرَاكُ يُغْبِنُ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ لَهُ إِذَا أَنْتَ بَايَعْتَ فَقُلْ لَا خِلَابَةَ  
ثُمَّ أَنْتَ فِي كُلِّ سِلْعَةٍ ابْتِغْتَهَا بِالْخِيَارِ ثَلَاثَ لَيَالٍ فَإِنْ رَضِيتَ فَأَمْسِكْ وَإِنْ  
سَخِطْتَ فَارْذُدْهَا عَلَى صَاحِبِهَا .

২৩৫৫। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া ইবনে হাব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুনকিয় ইবনে আমর হলেন আমার নানা। তার মাথায় একটি প্রচণ্ড আঘাত লাগার ফলে তার জিহবা আড়ষ্ট হয়ে গেলো। এতদসত্ত্বেও তিনি ব্যবসা-বাণিজ্য করা ত্যাগ করেননি। তিনি প্রায়ই ঠকে যেতেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বিষয়টি তাঁকে জানান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি যখন ক্রয়-বিক্রয় করবে তখন বলো, যেন প্রতারণা করা না হয়। অতঃপর তুমি যে পণ্যই ক্রয় করবে, তিন দিনের অধিক্তিয়ার পাবে। তুমি সন্তুষ্ট হতে পারলে পণ্য রেখে দিবে এবং অসন্তুষ্ট হলে তা তার মালিককে ফেরত দিবে।

### অনুচ্ছেদ : ২৫

## بَابُ تَفْلِيسِ الْمُعْدِمِ وَالْبَيْعِ عَلَيْهِ لِعَرْمَانِهِ

ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির দেউলিয়া হওয়া এবং তার পাওনাদারদের পাওনা পরিশোধের জন্য তার সম্পত্তি বিক্রয় করা।

২৩৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ بُكَيْرِ  
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ  
قَالَ أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي ثِمَارٍ ابْتِاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ فَتَصَدَّقَ النَّاسُ عَلَيْهِ فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَقَاءَ دَيْنَهُ  
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ يَعْنِي الْعَرْمَاءَ .

২৩৫৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি ফলের বাগান ক্রয় করে লোকসানের শিকার হয় এবং মারাত্মকভাবে ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের বলেন : তোমরা তাকে দান-খয়রাত করো। অতএব লোকজন তাকে দান-খয়রাত করলো কিন্তু তাতেও তার ঋণ শোধ হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাওনাদারদের বলেন : তোমরা যা পেয়েছো তাই নিয়ে নাও, এর বেশী আর পাবে না।

২৩৫৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ هُرْمَزٍ عَنْ سَلْمَةَ الْمَكِّيَّةِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ خَلَعَ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ مِنْ غَرْمَانِهِ ثُمَّ اسْتَعْمَلَهُ عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ مُعَاذٌ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَخْلَصَنِي بِمَالِي ثُمَّ اسْتَعْمَلَنِي .

২৩৫৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুআয ইবনে জাবাল (রা)-কে তার পাওনাদারদের থেকে নিষ্কৃতি দেন, তারপর তাকে ইয়ামানের শাসক নিয়োগ করেন। মুআয (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার মাল দ্বারা আমাকে ঋণমুক্ত করেন, অতঃপর আমাকে শাসক নিয়োগ করেন।

### অনুচ্ছেদ : ২৬

بَابُ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ

ঋণদাতা দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে।

২৩৫৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ عِنْدَ رَجُلٍ قَدْ أَفْلَسَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ مِنْ غَيْرِهِ .

২৩৫৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি দেউলিয়ার দখলে অবিকল তার মাল পেয়ে গেলে, অন্যের তুলনায় সে-ই তার অগ্রগণ্য হকদার।

২৩৫৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ  
عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  
أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَيَّمَا رَجُلٍ بَاعَ سِلْعَةً فَأَدْرَكَ سِلْعَتَهُ بَعَيْنَهَا عِنْدَ رَجُلٍ وَقَدْ  
أَفْلَسَ وَلَمْ يَكُنْ قَبْضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا فَهِيَ لَهُ وَإِنْ كَانَ قَبْضَ مِنْ ثَمَنِهَا شَيْئًا  
فَهُوَ أَسْوَأُ لِلْغُرَمَاءِ .

২৩৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :  
কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির নিকট বাকিতে তার পণ্য বিক্রয় করার পর কেতা দেউলিয়া হয়ে  
গেলে এবং তার পণ্য অবিকল অবস্থায় তার নিকট বিদ্যমান থাকলে সে-ই তা ফেরত  
পাবে। আর তার পণ্যের কিছু মূল্য আদায় করে থাকলে সে অন্যান্য পাওনাদারের  
অন্তর্ভুক্ত হবে।

২৩৬০- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُثَنَّرِ الْحِزَامِيُّ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ  
قَالَا ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ أَبِي الْمُعْتَمِرِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ رَافِعٍ  
عَنِ ابْنِ خَلْدَةَ الزُّرْقِيِّ وَكَانَ قَاضِيًا بِالْمَدِينَةِ قَالَ جِئْنَا أَبَا هُرَيْرَةَ فِي صَاحِبٍ لَنَا  
قَدْ أَفْلَسَ فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ النَّبِيُّ ﷺ أَيَّمَا رَجُلٍ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ فَصَاحِبُ  
الْمَتَاعِ أَحَقُّ بِمَتَاعِهِ إِذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ .

২৩৬০। ইবনে খালদা আয-যুরাকী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন মদীনার বিচারপতি।  
তিনি বলেন, আমরা আবু হুরায়রা (রা)-এর কাছে আমাদের এক দেউলিয়া সঙ্গীর ব্যাপারে  
জানতে আসলাম। তিনি বলেন, এ ধরনের লোক সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম এই মীমাংসা দিয়েছেন যে, কোন ব্যক্তি দেউলিয়া হলে অথবা মারা গেলে,  
ঋণদাতা তার মাল অবিকল তার নিকট বিদ্যমান পেলে সে-ই হবে তার অগ্রগণ্য প্রাপক।

২৩৬১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَصِيِّ ثَنَا  
الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنِي الزُّبَيْدِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي

سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّمَا أَمْرِيءٍ مَاتَ وَعِنْدَهُ مَالٌ أَمْرِيءٍ بِعَيْنِهِ أَقْتَضَى مِنْهُ شَيْئًا أَوْ لَمْ يَقْتَضِ فَهُوَ أَسْوَأُ لِلْفَرَمَاءِ .

২৩৬১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যদি কোন ব্যক্তি নিজ দখলে অপরের মাল অবিকল অবস্থায় রেখে মারা যায় এবং মালিক তার আংশিক মূল্য আদায় করে থাকুক বা না থাকুক, সে অন্যান্য পাওনাদারের অন্তর্ভুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ : ২৭

### بَابُ كَرَاهِيَةِ الشَّهَادَةِ لِمَنْ لَمْ يَشْهَدْ

কাউকে সাক্ষ্য দিতে না বললে স্বউদ্যোগে সাক্ষ্য দেয়া মাকরুহ।

২৩৬২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ سُنِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ قَالَ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَبْدُرُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ بِمِينِهِ وَبِمِينِهِ شَهَادَتُهُ .

২৩৬২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন ব্যক্তি উত্তম? তিনি বলেন : আমার 'যুগ', অতঃপর তার নিকটতর (পরবর্তী) যুগ, অতঃপর তার নিকটতর যুগ। অতঃপর এমন সব লোক আসবে যারা শপথের পূর্বে সাক্ষ্য দিবে এবং সাক্ষ্যের পূর্বে শপথ করবে।

২৩৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ خَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بِالْجَابِيَةِ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ فِينَا مِثْلَ مَقَامِي فِينَكُمْ فَقَالَ أَحْفَظُونِي فِي أَصْحَابِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَفْشُو الْكُذْبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَمَا يُسْتَشْهَدُ وَيَحْلِفُ وَمَا يُسْتَحْلَفُ .

২৩৬৩। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) আমাদের উদ্দেশে (দামিশকের) জাবিয়া নামক স্থানে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন,

তোমাদের সামনে আমি যেমন (ভাষণ দিতে) দাঁড়লাম, তদ্রূপ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন : তোমরা আমার সাহাবীদের (আমার সাহচর্য লাভের মর্যাদার) হেফাজত করবে, অতঃপর তাদের নিকটবর্তীদের (মর্যাদার) হেফাজত করবে, অতঃপর তাদের পরবর্তীদের। অতঃপর এমনভাবে মিথ্যার প্রসার ঘটবে যে, কারো কাছে সাক্ষ্য তলব না করতেই সে সাক্ষ্য দিবে এবং শপথ করতে না বলতেই শপথ করবে।<sup>২</sup>

অনুচ্ছেদ : ২৮

## بَابُ الرَّجُلِ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ لَا يَعْلَمُ بِهَا صَاحِبَهَا

(বিবদমান বিষয়ে জ্ঞাত) সাক্ষী সম্পর্কে বাদী অনবহিত থাকলে।

২৩৬৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَا ثَنَا زَيْدُ ابْنِ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ أَخْبَرَنِي أَبِيُّ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَمْرٍو بْنُ حَزْمٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانٍ حَدَّثَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ زَيْدَ بْنَ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ خَيْرُ الشُّهُودِ مَنْ أَدَّى شَهَادَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُسْتَلَهَا .

২৩৬৪। য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) বলেন, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : সাক্ষীগণের মধ্যে উত্তম সেই ব্যক্তি, যে তলব করার আগেই সাক্ষ্য দেয়।<sup>৩</sup>

২. অর্থার্থ মিথ্যাচারের এতেই প্রসার ঘটবে যে, তখনকার লোকেরা প্রকৃত সত্য গোপন করে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে। এদের কাউকে সাক্ষ্য দিতে আহ্বান না করা সত্ত্বেও অসৎ উদ্দেশ্যে সাক্ষ্য দিতে আসবে এবং নিজের বক্তব্যের প্রতি আস্থা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মিথ্যা শপথ করবে। হাদীসে উক্ত স্বভাবের সাক্ষীর সমালোচনা করা হয়েছে (অনুবাদক)।

৩. যথার্থ ঘটনা কোন ব্যক্তির জানা আছে, কিন্তু বাদী তার সম্পর্কে জ্ঞাত নয়। এই অবস্থায় সত্য ঘটনা উদঘাটন করার জন্য ঐ ব্যক্তির স্বেচ্ছায় আদালতে হাজির হয়ে সাক্ষ্য প্রদান করা কর্তব্য। অন্যথায় কোন ব্যক্তি সাক্ষীর অভাবে তার প্রাপ্য অধিকার বা স্বত্ব থেকে বঞ্চিত হতে পারে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রকৃতির সাক্ষীকে উত্তম সাক্ষী বলেছেন (অনুবাদক)।

## بَابُ الْأَشْهَادِ عَلَى الدِّيُونِ

দেনা সম্পর্কে সাক্ষ্য প্রদান।

২৩৬৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجَبْرِىُّ وَجَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِىُّ قَالَا  
ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِجْلِىُّ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي  
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى  
أَجَلٍ مُّسَمًّى) حَتَّى بَلَغَ (فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ) فَقَالَ هَذِهِ نَسَخَتْ مَا قَبْلَهَا.

২৩৬৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করলে  
(অনুবাদ) : “হে মুমিনগণ! তোমরা যখন একে অপরের সাথে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য ঋণের  
লেনদেন করো তখন তা লিপিবদ্ধ করে রাখো....” (২ঃ ২৮২)। তিনি তিলাওয়াত করতে  
করতে “তোমাদের একে অপরকে বিশ্বাস করলে, যাকে বিশ্বাস করা হয়, সে যেন আমানত  
প্রত্যর্পণ করে” (২ঃ ২৮৩) পর্যন্ত পৌছে বলেন, এই শেযোক্ত বিধান তার পূর্ববর্তী বিধানকে  
রহিত করেছে।

## بَابُ مَنْ لَا يَجُوزُ شَهَادَتُهُ

যেসব লোকের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২৩৬৬ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّقِىُّ ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ  
ابْنُ يَحْيَى ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَا ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا  
مَحْدُودٍ فِي الْإِسْلَامِ وَلَا ذِي غِمْرٍ عَلَى أَخِيهِ .

২৩৬৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে  
বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতারক  
(খেয়ানতকারী) নারী-পুরুষ, ইসলামী আইনের আওতায় হৃদের শাস্তি ভোগকারী এবং  
বিপক্ষের প্রতি শত্রুতা পোষণকারীর সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য নয়।

২৩৬৭- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ  
ابْنِ الْهَادِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ  
سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ بَدْوِيٍّ عَلَى صَاحِبِ قَرِيَةٍ .

২৩৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : নগরবাসীর পক্ষে গ্রামবাসীর সাক্ষ্য গ্রহণ যোগ্য নয়।

### অনুচ্ছেদ : ৩১

## بَابُ الْقَضَاءِ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ

একজন সাক্ষী এবং (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মীমাংসা করা।

২৩৬৮- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِينِيُّ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الزُّهْرِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ  
إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي  
عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

২৩৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।

২৩৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .

২৩৬৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষীর সাথে (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে মোকদ্দমার রায় দিয়েছেন।

২৩৭০- حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
ابْنُ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَكِّيُّ أَخْبَرَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ  
عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالشَّاهِدِ وَالْيَمِينِ .

২৩৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও (বাদীর) শপথের ভিত্তিতে ফয়সালা করেছেন।



২৩৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ  
 أَسْمَاءَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ عَنْ رَجُلٍ مِّنْ أَهْلِ مِصْرَ عَنْ سُرْقٍ أَنَّ  
 النَّبِيَّ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ وَبَيَّنَّ الطَّالِبِ .

২৩৭১। সুররাক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজন সাক্ষী ও  
 বাদীর শপথ (দ্বারা ফয়সালা করা) অনুমোদন করেছেন।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৩২

## بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ

মিথ্যা সাক্ষ্য প্রসঙ্গে।

২৩৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا سُفْيَانُ  
 الْعَصْفَرِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ النُّعْمَانَ الْأَسَدِيِّ عَنْ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكِ الْأَسَدِيِّ  
 قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الصُّبْحَ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا فَقَالَ عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ  
 بِالْإِشْرَاقِ بِاللَّهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ حُنْفَاءَ لِلَّهِ  
 غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ) .

২৩৭২। খুরাইম ইবনে ফাতিক আল-আসাদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী  
 সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায পড়লেন। নামাযশেষে তিনি সুস্থভাবে  
 দাঁড়িয়ে বলেন : মিথ্যা সাক্ষ্যদানকে আল্লাহর সাথে শরীক করার সমতুল্য (অপরাধ) গণ্য  
 করা হয়েছে। তিনি তিনবার একথা বলেন, অতঃপর এ আয়াত তিলাওয়াত করেন  
 (অনুবাদ) : “তোমরা মিথ্যা কথন থেকে দূরে থাকো আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে এবং  
 তাঁর সাথে কোন শরীক না করে” (২২ : ৩০-৩১)।

২৩৭৩- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقُرَاتِ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ  
 عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَنْ تَزُولَ قَدَمَا شَاهِدِ الزُّورِ حَتَّى يُوْجِبَ  
 اللَّهُ لَهُ النَّارَ .

২৩৭৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (কিয়ামতের দিন) মিথ্যা সাক্ষ্যদাতার জন্য আল্লাহ তাআলা জাহান্নামের ফয়সালা না দেয়া পর্যন্ত সে তার পদদ্বয় একটুও নাড়াতে পারবে না।

অনুচ্ছেদ : ৩৩

بَابُ شَهَادَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ

আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান।

২৩৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ عَامِرٍ  
عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَجَازَ شَهَادَةَ أَهْلِ الْكِتَابِ بَعْضُهُمْ  
عَلَى بَعْضٍ .

২৩৭৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের পরস্পরের পক্ষে-বিপক্ষে সাক্ষ্যদান অনুমোদন করেছেন।

## كِتَابُ الْهَبَاتِ

(হেবা)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ الرَّجُلِ يَنْحَلُّ وَكَدَّهُ

কোন ব্যক্তি এক সম্ভানকে দান করলে (এবং অন্যদের বঞ্চিত করলে)।

২৩৭৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ انْطَلَقَ بِهِ أَبُوهُ يَحْمِلُهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ اشْهَدْ أَيْ قَدْ نَحَلْتُ النُّعْمَانَ مِنْ مَالِي كَذَا وَكَذَا قَالَ فَكُلُّ بَنِيكَ نَحَلْتُ مِثْلَ الَّذِي نَحَلْتُ النُّعْمَانَ قَالَ لَا قَالَ فَاشْهَدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي قَالَ أَلَيْسَ يَسْرُكَ أَنْ يُكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً قَالَ بَلَى قَالَ فَلَا إِذَا .

২৩৭৫। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, তার পিতা তাকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি নোমানকে আমার অমুক অমুক মাল দান করলাম। তিনি বলেন : তুমি নোমানকে যেমন দান করেছো, তোমার অন্য সকল পুত্রকেও কি তদ্রূপ দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন : তাহলে এ ব্যাপারে আমাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে সাক্ষী বানাও। তিনি আরো বলেন : তাদের সকলে সমভাবে তোমার সাথে সহায়বহার করলে তা কি তোমাকে আনন্দিত করবে না? তিনি বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন : তাহলে এরূপ করো না।

২৩৭৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَخْبَرَاهُ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ أَنَّ أَبَاهُ

نَحَلَهُ غُلَامًا وَأَنَّهُ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يُشْهَدُهُ فَقَالَ أَكُلُّ وَكَذَلِكَ نَحَلْتُهُ قَالَ لَا  
قَالَ فَارْزُدْهُ .

২৩৭৬। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তাকে একটি গোলাম দান করার পর তার অনুকূলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাক্ষী করার জন্য তাঁর নিকট আসেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি তোমার সকল পুত্রকে দান করেছো? তিনি বলেন, না। তিনি বলেন : তাহলে তুমি তা ফেরত নাও।

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ مَنْ أَعْطَى وَكَدَّهُ ثُمَّ رَجَعَ فِيهِ

যে ব্যক্তি নিজ সম্বানকে কিছু দান করে পুনরায় তা ফেরত নিলো।

২৩৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا تَنَا ابْنُ أَبِي  
عَدِيٍّ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ  
عُمَرَ يَرْفَعَانِ الْحَدِيثَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ الْعَطِيَّةَ ثُمَّ  
يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطَى وَكَدَّهُ .

২৩৭৭। ইবনে আব্বাস ও ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিছু দান করার পর পুনরায় তা ফেরত নেয়া দানকারীর জন্য হালাল নয়। তবে পিতা তার পুত্রকে যা দান করে তা ফেরত নিতে পারে।

২৩৭৮- حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ تَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى تَنَا سَعِيدٌ عَنْ عَامِرِ الْأَحْوَلِ  
عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَرْجِعُ أَحَدُكُمْ فِي  
هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدَ مِنْ وَكَدَّهُ .

২৩৭৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন তার হেবাকৃত জিনিস (দান) ফেরত না নেয়, তবে পিতা পুত্রকে প্রদত্ত হেবা ফেরত নিতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ الْعُمْرِ

উমরা (জীবনস্বত্ব) ।

২৩৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا عُمْرَى فَمَنْ أَعْمَرَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ .

২৩৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জীবনস্বত্ব বলতে কিছু নেই। তবে কাউকে জীবনস্বত্ব দেয়া হলে সেটা তারই প্রাপ্য।

২৩৮০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْمَرَ رَجُلًا عُمْرَى لَهُ وَلِعَقْبِهِ فَقَدْ قَطَعَ قَوْلَهُ حَقَّهُ فِيهَا فَهِيَ لِمَنْ أَعْمَرَ وَلِعَقْبِهِ .

২৩৮০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে জীবনস্বত্ব দান করলে তা তার এবং তার ওয়ারিসদের। দানকারীর কথা তাতে তার অধিকার কর্তন (অবসান) করে দিয়েছে। অতএব যাকে জীবনস্বত্ব দান করা হয়েছে সেটা তার ও তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।

২৩৮১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ حُجْرٍ الْمَدْرِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ جَعَلَ الْعُمْرَى لِلْوَارِثِ .

২৩৮১। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবনস্বত্বকে (স্বত্বভোগীর) ওয়ারিসদের জন্য সাব্যস্ত করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ الرَّقْبَى

রুকবা।

২৩৮২- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا رَقْبَى

فَمَنْ أَرْقَبَ شَيْئًا فَهُوَ لَهُ حَيَاتُهُ وَمَمَاتُهُ . قَالَ وَالرُّقْبَى أَنْ يَقُولَ هُوَ لِلْآخِرِ مِنِّي وَمِنْكَ مَوْتًا .

২৩৮২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রুক্বা বলতে কিছু নেই। তবে কারো অনুকূলে কিছু রুক্বা (এক প্রকার দান) করা হলে তার জীবদশায় ও মৃত্যুর পরও সে তার মালিক হবে। রাবী বলেন, রুক্বা এই যে, দানকারী বললো, “আমার ও তোমার মধ্যে যে শেষে মরবে এটা তার”।

۲۳۸۳- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا ثَنَا دَاوُدُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعُمْرَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَعْمَرَهَا وَالرُّقْبَى جَائِزَةٌ لِمَنْ أَرْقَبَهَا .

২৩৮৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জীবনস্বত্ব (উমরা) এক প্রকারের দান, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার এবং রুক্বাও এক প্রকারের দান, যাকে দেয়া হয়েছে সেটা তার।

### অনুচ্ছেদ : ৫

## بَابُ الرُّجُوعِ فِي الْهِبَةِ

হেবা (দান) করে তা ফেরত নেয়া।

۲۳۸۴- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ خِلَاسٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ مَثَلَ الَّذِي يَعُودُ فِي عَطِيَّتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ فَآكَلَهُ .

২৩৮৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার দান ফেরত নেয় সে এমন কুকুরের সমতুল্য যে পেট ভরে খাওয়ার পর বমি করে, তারপর ফিরে এসে আবার তা গলাধঃকরণ করে।

۲۳۸۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَاذِدُ فِي هَيْبَتِهِ كَالْعَانِدِ فِي قَيْئِهِ .

২৩৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কিছু দান করে তা ফেরত নেয়, সে নিজ বমি ভক্ষণকারীর সমতুল্য।

২৩৮৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ الْعَرَعَرِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَكِيمٍ  
ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْعَائِدُ فِي هَبْتِهِ  
كَالْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ .

২৩৮৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি দান করে তা ফেরত নেয়, সে কুকুরের সমতুল্য, যে বমি করে পুনরায় তা ভক্ষণ করে।

#### অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ مَنْ وَهَبَ هِبَةً رَجَاءً ثَوَابِهَا

যে ব্যক্তি সওয়াবের আশায় হেবা (দান) করলো।

২৩৮৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا  
إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمَّعٍ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهَبْتِهِ مَا لَمْ يَشُبْ مِنْهَا .

২৩৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যতক্ষণ না দানের বিনিময় নেওয়া হয়, ততক্ষণ দানকারীই তার বেশী হকদার।

#### অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ عَطِيَّةِ الْمَرَأَةِ بِغَيْرِ اِذْنِ زَوْجِهَا

স্বামীর অনুমতি ব্যতীত স্ত্রীর দান করা।

২৩৮৮ - حَدَّثَنَا أَبُو يُونُسَ الرَّقِيُّ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الصَّيْدَلَانِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
سَلَمَةَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ

اللَّهُ ﷺ قَالَ فِي خُطْبَةٍ خَطَبَهَا لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ مَلِكٌ عَصَمَتْهَا .

২৩৮৮। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর প্রদত্ত এক খুতবায় বলেন : কোন নারীর জন্য তার স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নিজ সম্পদ হস্তান্তর করা জায়েয নয়। কেননা সে তার সম্মান-সম্মত রক্ষণে ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে দায়বদ্ধ।

২৩৮৯ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى (رَجُلٌ مِنْ وَكْدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ) عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ جَدَّتَهُ خَيْرَةَ امْرَأَةَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ آتَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِحُلِيِّ لَهَا فَقَالَتْ إِنِّي تَصَدَّقْتُ بِهَذَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَجُوزُ لِلْمَرَأَةِ فِي مَالِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا فَهَلِ اسْتَأْذَنْتِ كَعْبًا قَالَتْ نَعَمْ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ زَوْجِهَا فَقَالَ هَلِ أَذِنْتَ لِخَيْرَةَ أَنْ تَتَصَدَّقَ بِحُلِيِّهَا فَقَالَ نَعَمْ فَقَبِلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْهَا .

২৩৮৯। কাব ইবনে মালেক-এর বংশধর আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াহুইয়া-এর দাদা (রা) থেকে বর্ণিত যে, তার দাদী কাব ইবনে মালেক (রা)-এর স্ত্রী খায়রা (রা) নিজের গহনাপত্রসহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি এগুলি দান-খয়রাত করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : স্বামীর সম্মতি ব্যতীত নারীর জন্য তার নিজ সম্পদ দান করা জায়েয নয়। তুমি কি কাব-এর সম্মতি গ্রহণ করেছো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোক পাঠিয়ে কাব ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলেন : তুমি কি খায়রাকে তার গহনাপত্র দান করার অনুমতি দিয়েছো? তিনি বলেন, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অলঙ্কারপত্র গ্রহণ করেন।



## كِتَابُ الصَّدَقَاتِ (দান-খয়রাত)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ الرَّجُوعِ فِي الصَّدَقَةِ

দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়া।

২৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تَعُدُّ فِي صَدَقَتِكَ ۲৩৯০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি তোমার কৃত দান ফেরত নিও না।

২৩৯১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْعَبَّاسِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَثَلُ الَّذِي يَتَصَدَّقُ ثُمَّ يَرْجِعُ فِي صَدَقَتِهِ مَثَلُ الْكَلْبِ يَقِي ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ .

২৩৯১। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে কুকুরের সমতুল্য, যে বমি করে পুনরায় ফিরে এসে তা গলধঃকরণ করে।

অনুচ্ছেদ : ২

### بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَوَجَدَهَا تُبَاعُ هَلْ يَشْتَرِيهَا

কেউ কিছু দান করার পর তা বিক্রয় হতে দেখলে সে কি তা ক্রয় করতে পারে?

২৩৯২- حَدَّثَنَا تَمِيمٌ بْنُ الْمُنتَصِرِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ يَعْنِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عُمَرَ

أَنَّهُ تَصَدَّقَ بِفَرَسٍ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَبْصَرَ صَاحِبَهَا يَبِيعُهَا بِكَسْرِ  
فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ لَا تَبْتَغْ صَدَقَتَكَ .

২৩৯২। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি ঘোড়া দান করেছিলেন। তিনি তার মালিককে সেটি সস্তায় বিক্রয় করতে দেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার দান তুমি ক্রয় করো না।

২৩৯৩ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيُّ عَنْ  
أَبِي عَثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى  
فَرَسٍ يُقَالُ لَهُ عَمْرٌ أَوْ عَمْرَةٌ فَرَأَى مُهْرًا أَوْ مُهْرَةً مِنْ أَفْلَاحِهَا يُبَاعُ يُنْسَبُ إِلَى  
فَرَسِهِ فَنَهَى عَنْهَا .

২৩৯৩। যুবাইর ইবনুল আওয়াম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার গামর বা গামরা নামের একটি ঘোড়া দান করেন। তিনি তার সেই ঘোড়ার গর্ভজাত একটি নর বা মাদী ঘোড়া বিক্রয় হতে দেখলেন। তাকে তা ক্রয় করতে নিষেধ করা হলো।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ مَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ وَرَثَهَا

কেউ কোন জিনিস দান করার পর তার ওয়ারিস হলে।

২৩৯৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا  
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ وَأَنَّهَا مَاتَتْ فَقَالَ أَجْرَكَ اللَّهُ وَرَدَّ  
عَلَيْكَ الْمِيرَاثَ .

২৩৯৪। বুয়াদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার মাকে আমার একটি ক্রীতদাসী দান করার পর তিনি ইন্তিকাল করেন। আমি ছাড়া তার আর কোন ওয়ারিস নাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তোমাকে প্রতিদান দিবেন এবং তা ওয়ারিসী সূত্রে তোমাকে ফেরত দিয়েছেন।

২৩৯৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّقِيُّ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي أَعْطَيْتُ أُمَّيْ حَدِيثَةً لِي وَأَنْهَا مَاتَتْ وَلَمْ تَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرِي فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَجِبْتَ صَدَقَتَكَ وَرَجَعْتَ إِلَيْكَ حَدِيثُكَ .

২৩৯৫। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি আমার মাকে আমার একটি বাগান দান করেছিলাম। তিনি ইনতিকাল করেছেন এবং আমাকে ছাড়া আর কোন ওয়ারিস রেখে যাননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার দান পূর্ণরূপে আদায় হয়েছে এবং তোমার বাগান তোমার মালিকানায় ফেরত এসেছে।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ مَنْ وَقَفَ

যে ব্যক্তি ওয়াক্ফ করলো।

২৩৯৬- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَاتَى النَّبِيَّ ﷺ فَاسْتَأْمَرَهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ مَالًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ فَقَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَعَمِلَ بِهَا عُمَرُ عَلَى أَنْ لَا يُبَاعَ أَصْلُهَا وَلَا يُوهَبَ وَلَا يُورَثَ تَصَدَّقَ بِهَا لِلْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ .

২৩৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) খায়বারে এক ঋণ জমি পেলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁর নির্দেশ প্রার্থনা করে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি খায়বারে এক ঋণ সম্পত্তি লাভ করেছি। আমার মতে এতো উত্তম সম্পত্তি আমি আর কখনো অর্জন করিনি। এই সম্পত্তি সম্পর্কে আপনি আমাকে কি হুকুম করেন? তিনি বলেন : তুমি ইচ্ছা করলে মূল সম্পত্তি (তোমার মালিকানায়) বহাল রেখে তার আয় দান-খয়রাত করতে পারো। ইবনে উমার

(রা) বলেন, উমার (রা) নিম্নোক্ত শর্তযোগে তাই করলেন : “মূল সম্পত্তি বিক্রয় করা যাবে না, দান করা যাবে না, তাতে ওয়ারিসী স্বত্বও বর্তাবে না এবং তার আয় দরিদ্র, নিকটাত্মীয়, দাসমুক্তি, আল্লাহর রাস্তায় মুসাফির ও মেহমানদের আপ্যায়ন ইত্যাদি উদ্দেশ্যে দান করা হবে। যে তার মোতাওয়ালী হবে, সে তা থেকে ন্যায়সঙ্গতভাবে আহার করতে পারবে এবং তার বন্ধুদের আহার করাতে পারবে, কিন্তু জমা করতে পারবে না।

২৩৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ الْمَائَةَ سَهْمِ النَّبِيِّ بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهَا وَقَدْ أَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَحْبَسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا . قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ فَوَجَدْتُ هَذَا الْحَدِيثَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فِي كِتَابِي عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ عُمَرُ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৩৯৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাতাব (রা) বললেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! খায়বারের আমি যে এক শত অংশ জমি পেয়েছি, তার চেয়ে অধিক প্রিয় কোন সম্পত্তি আমি আর কখনো পাইনি। আমি তা দান-খয়রাত করার সংকল্প করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি মূল সম্পত্তি বহাল রেখে দাও এবং তার আয় দান করো। অধস্তন রাবী ইবনে আবু উমার (র) বলেন, আমি এ হাদীস আমার কিতাবের অন্য এক স্থানে নিম্নোক্ত সনদসূত্রে পেয়েছি : সুফিয়া-আবদুল্লাহ-নাফে-ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) বললেন, .... উক্ত হাদীসের অনুরূপ।

অনুচ্ছেদ : ৫

## بَابُ الْعَارِيَةِ

আরিয়া (অস্থাবর মাল ধার দেয়া)।<sup>১</sup>

২৩৯৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنَا شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ .

১. নগদ অর্থ ধার দেয়া হলে তাকে কর্জ বা দায়ন (ঋণ) বলে। আর অন্য কোন বস্তু বা প্রাণী ধার দেয়া হলে তাকে বলে আরিয়া। দুধপানের জন্য উষ্ট্রী, গাভী বা বকরী ধার দেয়া হলে উক্ত পশুকে বলে মানীহা (অনুবাদক)।

২৩৯৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আরিয়া পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধ পান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে।

২৩৯৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّانِ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَارِيَةُ مُؤَدَاةٌ وَالْمِنْحَةُ مَرْدُودَةٌ .

২৩৯৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আরিয়া (ধার) পরিশোধ করতে হবে এবং মানীহা (দুধপান করতে দেয়া পশু) ফেরত দিতে হবে।

২৪০০ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ تَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ جَمِيعًا عَنْ سَعِيدِ بْنِ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْيَدِ مَا أَخَذْتَ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ .

২৪০০। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি (ধারে) যা গ্রহণ করেছে তা ফেরত না দেয়া পর্যন্ত তার জন্য সে দায়ী থাকবে।<sup>২</sup>

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ الْوَدِيعَةِ

ওয়াদিয়া (নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য প্রদত্ত আমানত)।

২৪০১ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ تَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْمُثَنَّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَوْدِعَ وَدِيعَةً فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ .

২. তিরমিযী, বাংলা অনু., ২খ, নং ১২০৩।

২৪০১। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ কারো কাছে ওয়াদিয়া রাখলে (তা ধ্বংস হলে) তার কোন ক্ষতিপূরণ নাই।<sup>৩</sup>

### অনুচ্ছেদ : ৭

## بَابُ الْأَمِينِ يَتَجَرُّ فِيهِ فَيَرِيحُ

আমানত গ্রহণকারী আমানতের মাল দিয়ে ব্যবসা করে লাভবান হলে।

২৪.০২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ شَاةً فَاشْتَرَى لَهُ شَاتَيْنِ فَبَاعَ أَحَدَهُمَا بِدِينَارٍ فَآتَى النَّبِيَّ ﷺ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ فَدَعَا لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْبَرَكَاتِ . قَالَ فَكَانَ لَوْ اشْتَرَى التُّرَابَ لَرِيحَ فِيهِ .

২৪০২। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্য একটি ছাগল কেনার উদ্দেশ্যে তাকে একটি দীনার দেন। তিনি তাঁর জন্য দুটি ছাগল কিনে এর একটি এক দীনারে বিক্রয় করে একটি দীনার ও একটি ছাগল নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য বরকতের দোয়া করেন। রাবী বলেন, এরপর তিনি মাটি কিনলে তাতেও লাভবান হতেন।

২৪.০২(১) - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْخَرِيتِ عَنْ أَبِي لَيْسَدٍ لُمَاةَ بْنِ زُبَّارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَدِمَ جَلْبُ فَاَعْطَانِي النَّبِيُّ ﷺ دِينَارًا فَذَكَرْتُ نَحْوَهُ .

২৪০২(১)। উরওয়া ইবনে আবুল জাদ আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি বাণিজ্যিক কাফেলা পণ্যদ্রব্য নিয়ে আসলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে একটি দীনার দিলেন ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

৩. 'ওয়াদিয়া' শব্দটি বিশেষার্থক এবং 'আমানত' শব্দটি সাধারণ অর্থবোধক। মালিক তার মালের নিরাপদ হেফাজতের জন্য তা অপরের তত্ত্বাবধানে ন্যস্ত করলে এ ধরনের আমানতকে ওয়াদিয়া বলে (অনুবাদক)।

بَابُ الْحَوَالَةِ

হাওয়ালাত (ঋণের দায় হস্তান্তর)।<sup>৪</sup>

২৪.৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ وَإِذَا أَتَبِعَ أَحَدَكُمْ عَلَى مَلِيٍّ فَلْيَتَّبِعْ .

২৪০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ধনী ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা অন্যায। স্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমাদের কারো পাওনা থাকলে সে যেন তার পেছনে লেগে থাকে (শেষোক্ত বাক্যের আরো একটি অর্থ হতে পারে : তোমাদের কারো ঋণ পরিশোধ করার জন্য ঋণগ্রস্ত ব্যক্তি কোন সক্ষম ব্যক্তির উপর দায়িত্ব ন্যস্ত করলে তা অনুমোদন করা উচিত)।

২৪.৪ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَطْلُ الْغَنِيِّ ظَلْمٌ وَإِذَا أَحَلَّتْ عَلَى مَلِيٍّ فَاتَّبِعْهُ

২৪০৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : স্বচ্ছল ব্যক্তির ঋণ পরিশোধে গড়িমসি করা জুলুম। স্বচ্ছল ব্যক্তির নিকট তোমার পাওনা থাকলে তার পেছনে লেগে থাকো।<sup>৫</sup>

৪. ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব উপর ব্যক্তির উপর অর্পণ করাকে হাওয়ালাত (দায় সমর্পণ) বলে। যেমন যায়েদ সাবেতের নিকট টাকা পাবে এবং সাবেত দবিরের নিকট টাকা পাবে। সাবেত যায়েদকে বললো, তোমার পাওনা দবিরের নিকট থেকে বুঝে নাও। বিষয়টি এইরূপ (অনুবাদক)।

৫. পূর্বোক্ত ২৪০৩ নং হাদীসের ন্যায় অত্র হাদীসের শেষোক্ত বাক্যেরও দ্বিবিধ অর্থ হতে পারে (অনুবাদক)।

بَابُ الْكِفَالَةِ

যামিন হওয়া (কাফালা) ১৬

২৪.০৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَا تَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي شُرْحَبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الزَّعِيمُ غَارِمٌ وَالذَّيْنُ مَقْضَى .

২৪০৫। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যামিনদার দায়বদ্ধ এবং ঋণ অবশ্যই পরিশোধযোগ্য।

২৪.০৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّارُورِدِيُّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا لَزِمَ غَرِيمًا لَهُ بَعْشَرَةٌ دَتَانِيرَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ أُعْطِيكَهُ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ لَا أَقَارِقُكَ حَتَّى تَخْصِنِي أَوْ تَاتِبِنِي بِحَمِيلٍ فَجَرَّهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ كَمْ تَسْتَنْظِرُهُ فَقَالَ شَهْرًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَنَا أَحْمِلُ لَهُ فَبَاءَهُ فِي الْوَقْتِ الَّذِي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَيْنَ أَصَبْتَ هَذَا قَالَ مِنْ مَعْدِنٍ قَالَ لَا خَيْرَ فِيهَا وَقَضَاهَا عَنْهُ .

২৪০৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি তার দেনাদারের পেছনে লাগলো। সে তার নিকট দশ দীনার পাওনা ছিল। দেনাদার বললো, আমার নিকট তোমাকে দেয়ার মত কোন জিনিস নাই। পাওনাদার বললো, না, আশ্চর্য শপথ! আমার দেনা পরিশোধ না করা অথবা একজন যামিনদার উপস্থিত না করা পর্যন্ত আমি তোমাকে ছাড়ছি না। সে তাকে টেনে-হেঁচড়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে গেলো। তিনি পাওনাদারকে বলেন : তুমি তাকে

৬. 'কাফালা' অর্থ মিলানো বা যুক্ত করা। কোন বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ বা যামিন হওয়াকে কাফালা বলে। যেমন কোর্ট-কাজরীতে মামলা-মোকদ্দমায় একজনের জন্য অপরাধন যামিন হয় ইত্যাদি (অনুবাদক)।



কতো দিনের অবকাশ দিতে পারো? সে বললো, এক মাস। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলে আমিই তার যামিন। দেনাদার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে দেয়া সময়সীমার মধ্যে পাওনাসহ তাঁর নিকট উপস্থিত হলে তিনি তাকে বলেন : তুমি এগুলো কোথায় পেলো? সে বললো, খনিতো। তিনি বলেনঃ এতে কোন কল্যাণ নেই। অতঃপর তিনি নিজের পক্ষ থেকে ঋণদাতার পাওনা পরিশোধ করেন।

২৪.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ أَبُو عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِجَنَازَةٍ لِيُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَقَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَإِنَّ عَلَيْهِ دَيْنًا فَقَالَ أَبُو قَتَادَةَ أَنَا أَتَكْفُلُ بِهِ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ بِالْوَقَاءِ قَالَ بِالْوَقَاءِ وَكَانَ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَانِيَّةٌ عَشَرَ أَوْ تِسْعَةَ عَشَرَ دِرْهَمًا .

২৪০৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। জানাযার নামায পড়ার জন্য একটি লাশ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসা হলো। তিনি বলেন : তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ো। কেননা সে ঋণগ্রস্ত। আবু কাতাদা (রা) বলেন , আমি তার ঋণের যামিন হচ্ছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পরিশোধ করার জন্য তো? তিনি বলেন, পরিশোধ করার জন্য। তার ঋণের পরিমাণ ছিলো আঠার বা উনিশ দিরহাম।

### অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ مَنْ أَدَانَ دَيْنًا وَهُوَ يَنْوِي قَضَاءَهُ

যে ব্যক্তি পরিশোধ করার অঙ্গিপ্রায় নিয়ে ঋণ গ্রহণ করে।

২৪.৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ ابْنِ عَمْرٍو بْنِ هِنْدٍ عَنْ ابْنِ حُدَيْفَةَ (هُوَ عِمْرَانُ) عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ مَيْمُونَةَ قَالَتْ كَانَتْ تَدَانُ دَيْنًا فَقَالَ لَهَا بَعْضُ أَهْلِهَا لَا تَفْعَلِي وَإَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا قَالَتْ بَلَى إِنِّي سَمِعْتُ نَبِيَّ وَخَلِيلِي ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدَانُ دَيْنًا يَعْلَمُ اللَّهُ مِنْهُ أَنَّهُ يُرِيدُ آدَاءَهُ إِلَّا آدَاهُ اللَّهُ عَنْهُ فِي الدُّنْيَا .

২৪০৮। ইবনে হুয়ায়ফা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উম্মুল মুমিনীন মায়মূনা (রা) ধারকর্জ গ্রহণ করতেন। তার পরিবারের কেউ কেউ বললো, আপনি ধারকর্জ করবেন না এবং তার এ কাজকে তারা অপছন্দ করলো। তিনি বলেন, হাঁ আমি আমার নবী ও বন্ধু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে কোন মুসলমান ধারকর্জ গ্রহণ করে এবং আল্লাহ জানেন যে, তা পরিশোধ করার অভিপ্রায় তার রয়েছে, তাহলে দুনিয়াতেই আল্লাহ তার ঐ ধারকর্জ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দেন।

২৪০৯ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا اِبْنُ اَبِي فُدَيْكٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَفِيَانَ مَوْلَى الْاَسْلَمِيِّينَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ كَانَ اللّٰهُ مَعَ الدّٰئِنِ حَتّٰى يَفْضِيْ دَيْنَهُ مَا لَمْ يَكُنْ فَيَسْمَا يَكْرَهُ اللّٰهُ . قَالَ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ يَقُوْلُ لِخَازِنِهِ اِذْهَبْ فَخُذْ لِيْ بِدَيْنِ فَاِنِّيْ اَكْرَهُ اَنْ اَبِيْتْ لَيْلَةً اِلَّا وَاللّٰهُ مَعِيَ بَعْدَ الدّٰئِنِ سَمِعْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ .

২৪০৯। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঋণগ্রস্ত ব্যক্তির ঋণ পরিশোধ না করা পর্যন্ত আল্লাহ তার সাথে থাকেন, যদি না সে আল্লাহর অপছন্দনীয় উদ্দেশ্যে ঋণ গ্রহণ করে থাকে। রাবী বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) তার কোষাধ্যক্ষকে বলতেন, যাও, আমার জন্য ঋণ গ্রহণ করো। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যে হাদীস শুনেছি তারপর থেকে এক রাতও আল্লাহ আমার সঙ্গে থাকা ছাড়া কাটাতে অপছন্দ করি।

### অনুচ্ছেদ : ১১

## بَابُ مَنْ اَدَانَ دَيْنًا لَمْ يَتَوَقَّضْهُ

যে ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো কিন্তু তা পরিশোধের অভিপ্রায় তার নাই।

২৪১০ . حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا يُوْسُفُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبٍ الْخَيْرِ حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيْدِ بْنُ زِيَادٍ بْنِ صَيْفِيٍّ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ شُعَيْبِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنَا صُهَيْبُ الْخَيْرِ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ اَيُّمَا رَجُلٍ يَدِيْنُ دَيْنًا وَهُوَ مُجْمَعٌ اَنْ لَا يُوقِيَهُ اَيَّاهُ لَقِيَ اللّٰهُ سَارِقًا .

২৪১০। সুহাইব আল-খায়ের (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কোন ব্যক্তি ঋণ গ্রহণ করলো এবং তা পরিশোধ না করতে সংকল্পবদ্ধ, (কিয়ামতের দিন) সে আল্লাহর সাথে তস্কররূপে সাক্ষাত করবে।

২৪১০(১) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ بِنِ صَيْفِيٍّ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ صُهَيْبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ

২৪১০(১)। ইবরাহীম ইবনুল মুনযির আল-হিয়ামী-ইউসুফ ইবনে মুহাম্মাদ ইবনে সাইফী-আবদুল হামীদ ইবনে যিয়াদ-তার পিতা-তার দাদা সুহাইব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

২৪১১ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بِنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ زَيْدٍ الدِّبْلِيِّ عَنْ أَبِي الْغَيْثِ مَوْلَى ابْنِ مُطِيعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ اتِّلَاقَهَا اتَّلَفَهُ اللَّهُ .

২৪১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি মানুষের সম্পদ ধ্বংস করার অভিপ্রায়ে গ্রহণ করে, আল্লাহ তাকে ধ্বংস করবেন।

অনুচ্ছেদ : ১১২

بَابُ التَّشْدِيدِ فِي الدِّينِ

ঋণের ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

২৪১২ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ ابْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ الْجَسَدَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْ ثَلَاثٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ مِنَ الْكَبِيرِ وَالْغُلُولِ وَالدِّينِ .

২৪১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তিনটি দোষ থেকে মুক্ত অবস্থায় যার দেহ থেকে তার প্রাণবায়ু বের হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে : অহংকার, আত্মসাৎ ও ঋণ।

২৬১৩- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَفْسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ .

২৪১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুমিন ব্যক্তির রুহ তার ঋণের কারণে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে, যাবত না তা পরিশোধ করা হয়।

২৬১৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ ثَنَا عَمِيَّ مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ عَنْ مَطْرِ الْوَرَّاقِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُضِيَ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ .

২৪১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার যিম্মায় এক দীনার বা এক দিরহাম পরিমাণ ঋণ রেখে মারা গেলে (কিয়ামতের দিন) তার নেক আমলের দ্বারা তা পরিশোধ করা হবে। আর সেখানে কোন দীনারও থাকবে না, দিরহামও থাকবে না।

### অনুচ্ছেদ ৪ ১৩

بَابُ مَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَى اللَّهِ وَعَلَى رَسُولِهِ

কেউ ঋণ বা নাবালগ সন্তান রেখে মারা গেলে, তার দায়িত্ব আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের।

২৬১৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوْسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِذَا تَوَفَّى الْمُؤْمِنُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ الدَّيْنُ فَيَسْأَلُ هَلْ تَرَكَ لِدَيْنِهِ مِنْ قِضَاءٍ فَإِنْ قَالُوا نَعَمْ صَلَّى عَلَيْهِ وَإِنْ قَالُوا لَا قَالَ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيَّ رَسُولِهِ الْفَتْوحَ قَالَ أَنَا أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ فَمَنْ تَوَفَّى وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَعَلَى قِضَاؤُهُ وَمَنْ تَرَكَ مَالًا فَهُوَ لِوَرَثَتِهِ

২৪১৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন মুমিন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তিনি জিজ্ঞেস করতেন : সে কি তার ঋণ পরিশোধ করার মত কোন কিছু রেখে গেছে? লোকজন যদি বলতো, হ্যাঁ, তবে তিনি তার জানাযার নামায় পড়তেন। আর যদি তারা বলতো, না, তাহলে তিনি বলতেন : তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায় পড়ো। অতঃপর আল্লাহ তাঁর রাসূলকে (যুদ্ধে) অসংখ্য বিজয় দান করলে তিনি বলেন : আমিই মুমিনদের জন্য তাদের নিজেদের চেয়ে অধিক কল্যাণকামী। অতএব কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার। আর সে যে সম্পদ রেখে যাবে, তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য।<sup>৭</sup>

২৪১৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضِيَاعًا فَعَلَىٰ وَالِيٍّ وَأَنَا أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ .

২৪১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে মারা গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে মারা গেলে তা পরিশোধের দায়িত্ব আমার এবং তাদের লালন-পালনের দায়িত্বও আমার। আমিই মুমিনদের অধিক উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষক।

### অনুচ্ছেদ : ১৪

## بَابُ انْظَارِ الْمُعْسِرِ

অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দেয়া।

২৪১৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ يَسَّرَ عَلَىٰ مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

২৪১৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি অস্বচ্ছল (ঋণগ্রস্ত) ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, আল্লাহ দুনিয়াতে ও আখেরাতে তার সাথে সহজ ব্যবহার করবেন।

৭. তিরমিধী, বাংলা অনু., বি. আই. সি. সং. ২৪, নং ১০০৮।

২৪১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ نَفِيعِ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ وَمَنْ أَنْظَرَهُ بَعْدَ حِلِّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ .

১৪১৮। বুয়ায়দা আল-আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি (ঋণগ্রস্ত) অভাবী ব্যক্তিকে অবকাশ দিবে, সে দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে। আর যে ব্যক্তি ঋণ শোধের মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও সময় বাড়িয়ে দিবে সেও প্রতিদিন দান-খয়রাত করার সওয়াব পাবে।

২৪১৯ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي الْيَسْرِ صَاحِبِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُظْلَهُ اللَّهُ فِي ظِلِّهِ فَلْيَنْظُرْ مُعْسِرًا أَوْ لِيَضَعَ لَهُ .

২৪১৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবুল ইউসূর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চায় যে, আল্লাহ তাকে তাঁর ছায়ার নিচে স্থান দিন, সে যেন ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে অবকাশ দেয় অথবা তার দেনা মার্ফ করে দেয়।

২৪২০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ رِبْعِيَّ بْنَ حِرَاشٍ يُحَدِّثُ عَنْ حُدَيْفَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَجُلًا مَاتَ فَقِيلَ لَهُ مَا عَمِلْتَ (فَأَمَّا ذَكَرَ أَوْ ذُكِرَ) قَالَ إِنِّي كُنْتُ أَتَجَوَّزُ فِي السَّكَّةِ وَالنُّقْدِ وَأَنْظُرُ الْمُعْسِرَ فَعَفَّرَ اللَّهُ لَهُ . قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ إِنَّا قَدْ سَمِعْنَا هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৪২০। ছুয়ায়ফা (রা) থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী হিসাবে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মারা গেলে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, তুমি কি আমল করেছো? সে নিজের স্মৃতি থেকে অথবা তাকে স্মরণ করিয়ে দেয়া হলে বললো, আমি নগদ অর্থ ধার দিতাম এবং অভাবগ্রস্তকে (ঋণ পরিশোধে) অবকাশ দিতাম। এজন্য আল্লাহ তাকে ক্ষমা করে দেন। আবু মাসউদ (রা) বলেন, আমিও এ হাদীস রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি।

## بَابُ حَسَنِ الْمَطَالِبَةِ وَأَخْذِ الْحَقِّ فِي عَقَافٍ

উত্তম পছায় পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়া এবং বিনীতভাবে পাওনা গ্রহণ করা

২৪২১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ تَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ تَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ طَالَِبَ حَقًّا فَلْيَطْلُبْهُ فِي عَقَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ .

২৪২১। ইবনে উমার ও আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি পাওনা আদায়ের তাগাদা দিলে যেন বিনীতভাবেই তাগাদা দেয়, তাতে পাওনা আদায় হোক বা না হোক।

২৪২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْقَيْسِيُّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبِّبِ الْقُرَشِيِّ تَنَا سَعِيدُ بْنُ السَّائِبِ الطَّائِفِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَامِينٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ خُذْ حَقَّكَ فِي عَقَافٍ وَافٍ أَوْ غَيْرِ وَافٍ .

২৪২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক পাওনাদারকে বলেন : তুমি তোমার পাওনা উদ্র ও বিনীতভাবে গ্রহণ করো, তা পূর্ণরূপে আদায় হোক বা না হোক।

## بَابُ حَسَنِ الْقَضَاءِ

উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করা।

২৪২৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ تَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ سَمِعْتُ أَبَا سَلْمَةَ بْنَ

عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ خَيْرَكُمْ (أَمْ مِنْ خَيْرِكُمْ) أَحَاسِنُكُمْ قَضَاءً .

২৪২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে উত্তমরূপে ঋণ পরিশোধ করে। ৮

۲۴۲۴- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اسْتَلَفَ مِنْهُ حِينَ غَزَا حُنَيْنًا ثَلَاثِينَ أَوْ أَرْبَعِينَ أَلْفًا فَلَمَّا قَدِمَ قَضَاهَا أَيَّاهُ ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي أَهْلِكَ وَمَالِكَ إِنَّمَا جَزَاءُ السَّلْفِ الْوَفَاءُ وَالْحَمْدُ .

২৪২৪। আবদুল্লাহ ইবনে আবু রবীআ আল-মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনায়ন যুদ্ধের সময় তার কাছ থেকে তিরিশ অথবা চল্লিশ হাজার দিরহাম ধার নিয়েছিলেন। তিনি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তার পাওনা পরিশোধ করেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : আব্দুল্লাহ পাক তোমাকে তোমার পরিবার ও সম্পদে বরকত দান করুন। ধারের প্রতিদান হলো, তা পরিশোধ করা এবং প্রশংসা করা।

অনুচ্ছেদ : ১৭

## بَابُ لِصَاحِبِ الْحَقِّ سُلْطَانُ

পাওনাদারের কঠোর আচরণ করার অধিকার আছে।

۲۴۲۵- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يَطْلُبُ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ بَدِينٍ أَوْ بِحَقِّ فَتَكَلَّمُ بِبَعْضِ الْكَلَامِ فَهَمَّ صَحَابَةُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَهْ إِنَّ صَاحِبَ الدِّينِ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى صَاحِبِهِ حَتَّى يَقْضِيَهُ .



২৪২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি ঋণ বা পাওনা আদায়ের তাগাদা দেয়ার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো এবং কিছু কঠোর কথা বললো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ তাতে ক্রুদ্ধ হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বললেন : থামো! পাওনা পরিশোধ না করা পর্যন্ত ঋণদাতা তার দেনাদারকে কঠোরভাবে তাগাদা দেয়ার অধিকার রাখে।

২৬২৬ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَانَ اَبُو شَيْبَةَ ثَنَا اِبْنُ اَبِيْ عُبَيْدَةَ (اَطْنَهُ قَالَ) ثَنَا اَبِيْ عَنِ الْاَعْمَشِ عَنْ اَبِيْ صَالِحٍ عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ اِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَتَقَضَاهُ دَيْنًا كَانَ عَلَيْهِ فَاَسْتَدَّ عَلَيْهِ حَتَّى قَالَ لَهُ اَحْرِجْ عَلَيْكَ الْاَقْضِيْتَنِيْ فَاَنْتَصَرَهُ اَصْحَابُهُ وَقَالُوا وَيْحَكَ تَدْرِيْ مَنْ تَكَلَّمَ قَالَ اِنِّيْ اَطْلُبُ حَقِّيْ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هَلَا مَعَ صَاحِبِ الْحَقِّ كُنْتُمْ ثُمَّ ارْسَلَ اِلَى حَوْلَةَ بِنْتِ قَيْسٍ فَقَالَ لَهَا اِنْ كَانَ عِنْدَكَ تَمْرٌ فَاَقْرَضِيْنَا حَتَّى يَأْتِيْنَا تَمْرُنَا فَتَقْضِيَكِ فَقَالَتْ نَعَمْ يَا اَبِيْ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاَقْرَضْتَهُ فَقَضَى الْاَعْرَابِيْ وَاَطْعَمَهُ فَقَالَ اَوْقَيْتِ اَوْقَى اللّٰهُ لَكَ فَقَالَ اَوْلَيْتُكَ خِيَارُ النَّاسِ اِنَّهُ لَا فِدَسَتْ اُمَّةٌ يَّاخُذُ الضَّعِيْفُ فِيْهَا حَقَّهُ غَيْرَ مُتَعَتِعٍ .

২৪২৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তার ঋণ শোধের জন্য তাঁকে কঠোর ভাষায় তাগাদা দিলো, এমনকি সে তাঁকে বললো, আমার ঋণ পরিশোধ না করলে আমি আপনাকে নাজেহাল করবো। সাহাবীগণ তার উপর চড়াও হতে উদ্বৃত হয়ে বললেন, তোমার অনিষ্ট হোক! তুমি কি জানো কার সাথে কথা বলছো? সে বললো, আমি আমার পাওনা দাবি করছি। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কেন পাওনাদারের পক্ষ নিলে না? অতঃপর তিনি কায়েসের কন্যা খাওলা (রা)-এর নিকট লোক পাঠিয়ে তাকে বললেন, তোমার কাছে খেজুর থাকলে আমাকে ধার দাও। আমাদের খেজুর আসলে তোমার ধার পরিশোধ করবো। খাওলা (রা) বললেন, হাঁ, আমার পিতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক, ইয়া রাসূলুল্লাহ। রাবী বলেন, তিনি তাঁকে ধার দিলেন। তিনি বেদুঈনের পাওনা পরিশোধ করলেন এবং তাকে আহার করালেন। সে বললো, আপনি পূর্ণরূপে পরিশোধ করলেন, আল্লাহ আপনাকে পূর্ণরূপে দান করুন। তিনি বলেন : উত্তম লোকেরা এমনই হয়। যে জাতির দুর্বল লোকেরা জোর-জবরদস্তি ছাড়া তাদের পাওনা আদায় করতে পারে না সেই জাতি কখনো পবিত্র হতে পারে না।

## بَابُ الْحَبْسِ فِي الدِّينِ وَالْمَلَاذِمَةِ

দেনার কারণে আটক করা এবং পেছনে লেগে থাকা ।

২৪২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا وَبُرُّ  
ابْنُ أَبِي دَكَيْلَةَ الطَّائِفِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ بْنِ مُسَيْكَةَ (قَالَ وَكَيْعٌ وَأَثْنِي  
عَلَيْهِ خَيْرًا) عَنْ عَمْرٍو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِي الْوَاجِدُ  
يُحِلُّ عِرْضَهُ وَعَقُوبَتَهُ قَالَ عَلِيُّ الطَّنَافِسِيُّ يَعْنِي عِرْضَهُ شِكَايَتَهُ وَعَقُوبَتَهُ سِجْنَهُ.

২৪২৭। আমর ইবনুশ শারীদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে স্বচ্ছল ব্যক্তি দেনা পরিশোধ করতে গড়িমসি করে, তাকে অপমান করা ও শাস্তি দেয়া উভয়ই আমার জন্য হালাল। আলী আত-তানাকিসী (র) বলেন, অপমান করা অর্থ তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা এবং শাস্তি দেয়ার অর্থ তাকে জেলখানায় কয়েদ করা।

২৪২৮- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ تَنَا النُّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ تَنَا الْهَرْمَاسُ بْنُ  
حَبِيبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ آتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ بِغَرْنِمٍ لِي فَقَالَ لِي الزِّمُّ ثُمَّ مَرَّ  
بِي أُخِرَ النَّهَارِ فَقَالَ مَا فَعَلَ أَسِيرُكَ يَا أَخَا بَنِي تَمِيمٍ.

২৪২৮। হিরমাস ইবনে হাবীব (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক দেনাদারকে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি বলেন : এর পিছে লেগে থাকো। অতঃপর দিনের শেষে তিনি আমার নিকট দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন : হে তামীম গোত্রের ভাই ! তোমার কয়েদী কি করছে?

২৪২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ قَالَا تَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ  
أَبَانًا يُوَثُّسُ بْنُ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ  
تَقَاضَى ابْنُ أَبِي حَذْرَدٍ دَيْنًا لَهُ عَلَيْهِ فِي الْمَسْجِدِ حَتَّى ارْتَفَعَتْ أَصْوَاتُهُمَا  
حَتَّى سَمِعَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ فَخَرَجَ إِلَيْهِمَا فَنَادَى كَعْبًا فَقَالَ

لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ دَعَّ مِنْ دَيْنِكَ هَذَا وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الشُّطْرِ فَقَالَ قَدْ  
فَعَلْتُ قَالَ قُمْ فَأَقْضِهِ .

২৪২৯। আবদুল্লাহ ইবনে কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি ইবনে আবু হাদরাদকে তার দেয়া ঋণ ফেরত দানের জন্য মসজিদের মধ্যে তাগাদা দিলেন। এতে তাদের উভয়ের কণ্ঠস্বর চরমে উঠে এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘর থেকে তা শুনতে পান। তিনি তাদের নিকট বের হয়ে এসে কাব (রা)-কে ডাকলেন। কাব (রা) উত্তর দিলেন : আমি হাজির ইয়া রাসূলুল্লাহ! তিনি বলেনঃ তোমার পাওনা থেকে এই পরিমাণ ছেড়ে দাও এবং নিজের হাত দিয়ে ইশারা করে অর্ধেক ছেড়ে দিতে বলেন। কাব (রা) বললেন, আমি মাফ করে দিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দেনাদারকে বলেন : উঠে যাও এবং ওর ঋণ পরিশোধ করো।

অনুচ্ছেদ ৪ ১৯

## بَابُ الْقَرْضِ

করয দেয়া।

২৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا يَعْلَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يُسَيْرٍ  
عَنْ قَيْسِ ابْنِ رُوْمِيٍّ قَالَ كَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ عَدْنَانَ يُقْرِضُ عَلْقَمَةَ أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى  
عَطَانِهِ فَلَمَّا خَرَجَ عَطَاؤُهُ تَقَاضَاهَا مِنْهُ وَاشْتَدَّ عَلَيْهِ فَقَضَاهُ فَكَانَ عَلْقَمَةُ غَضِبَ  
فَمَكَثَ أَشْهُرًا ثُمَّ آتَاهُ فَقَالَ أَفْرِضْنِي أَلْفَ دِرْهَمٍ إِلَى عَطَانِي قَالَ نَعَمْ وَكَرَامَةً يَا  
أُمَّ عُتْبَةَ هَلِمِي تِلْكَ الْخَرِيْطَةَ الْمُخْتَوَمَةَ الَّتِي عِنْدَكَ فَجَاءَتْ بِهَا فَقَالَ أَمَا وَاللَّهِ  
إِنِّي لَدَرَاهِمُكَ الَّتِي قَضَيْتَنِي مَا حَرَكْتُ مِنْهَا دِرْهَمًا وَاحِدًا قَالَ فَلِلَّهِ أَبُوكَ مَا  
حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلْتَ بِي قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنْكَ قَالَ مَا سَمِعْتُ مِنِّي قَالَ سَمِعْتُكَ  
تَذَكَّرُ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا  
مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً . قَالَ كَذَلِكَ أَنبَأَنِي ابْنُ مَسْعُودٍ .

২৪৩০। কায়স ইবনে রুমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সুলায়মান ইবনে আদনান (র) আলকামা (র)-কে তার ভাতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক হাজার দিরহাম করয দিয়েছিলেন।

সুলায়মান তাকে কঠোরভাবে করয ফেরত দানের ভাগাদা দিলেন। আলকামা (র) তার কর্ষ ফেরত দিলেন এবং তার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। কয়েক মাস পর তিনি সুলায়মানের নিকট এসে বলেন, আমাকে আমার ভাতা প্রাপ্তি সাপেক্ষে এক হাজার দিরহাম করয দাও। সুলায়মান বলেন, হাঁ খুব ভালো কথা। হে উত্তবার মা! দয়া করে তোমার নিকট গচ্ছিত মোহর করা খলেটি নিয়ে এসো। সে তা নিয়ে এলে সুলায়মান (আলকামাকে) বলেন, আল্লাহর শপথ! দেখুন, এগুলো আপনার সেই দিরহাম যা আপনি আমাকে ফেরত দিয়েছিলেন। আমি তা থেকে একটি দিরহামও সরাইনি। আলকামা (র) বলেন, আল্লাহর জন্য তোমার পিতা উৎসর্গিত হোক! তবে কোন জিনিস তোমাকে আমার সাথে রুঢ় আচরণ করতে প্ররোচিত করেছিল? তিনি বলেন, আমি আপনার নিকট যে হাদীস শুনেছি তা। আলকামা (র) বলেন, তুমি আমার নিকট কি হাদীস শুনেছ? তিনি বলেন, আমি আপনাকে ইবনে মাসউদ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “কোন মুসলমান অপর মুসলমানকে দুইবার করয দিলে সে সেই পরিমাণ মাল একবার দান-খয়রাত করার সমান সওয়াব পায়”। আলকামা (র) বলেন, ইবনে মাসউদ (রা) আমাকে এভাবেই অবহিত করেছেন।

২৬৩১- حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ وَحَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي بِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةَ بِعَشْرِ امْثَالِهَا وَالْقَرْضَ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمَسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ .

২৪৩১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিরাজের রাতে আমি জান্নাতের একটি দরজায় লেখা দেখলাম, দান-খয়রাতে দশ গুণ সওয়াব এবং করযে আঠারো গুণ। আমি বললাম : হে জিবরাঈল! করয দান-খয়রাতের চেয়ে উত্তম হওয়ার কারণ কি? তিনি বলেন, ভিক্ষুক নিজের কাছে (সম্পদ) থাকতেও ভিক্ষা চায়, কিন্তু করযদার প্রয়োজনের তাগিদেই কর্ষ চায়।

২৬৩২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي عْتَبَةُ بْنُ حُمَيْدٍ الضَّبِّيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي اسْحَاقَ الْهَنَائِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ الرَّجُلِ مِنَّا

يُقْرِضُ أَخَاهُ الْمَالَ فَيُهْدِي لَهُ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أقرضَ أَحَدَكُمْ قَرْضًا فَاهْدِي لَهُ أَوْ حَمَلَهُ عَلَى الدَّابَّةِ فَلَا يَرْكَبْهَا وَلَا يَقْبَلْهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ جَرَى بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ قَبْلَ ذَلِكَ .

২৪৩২। ইয়াহুইয়া ইবনে আবু ইসহাক আল-হানাঈ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, আমাদের মধ্যে কেউ তার ভাইকে মাল করয দেয়, অতঃপর করযদার তাকে উপটোকন দেয়। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কেউ কোন জিনিস করয দেয়ার পর করযদার তাকে কিছু উপটোকন দিলে বা তার সওয়ারীতে আরোহণ করাতে চাইলে সে যেন তাতে আরোহণ না করে এবং উপটোকন গ্রহণ না করে। তবে তাদের মধ্যে আগে থেকেই এরূপ সৌজন্যমূলক বিনিময়ের প্রচলন থাকলে আপত্তি নেই।

অনুচ্ছেদ : ২০

## بَابُ آدَاءِ الدَّيْنِ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা।

২৪৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ أَبُو جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ الْأَطْوَلِ أَنَّ أَخَاهُ مَاتَ وَتَرَكَ ثَلَاثَ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَتَرَكَ عِيَالًا فَأَرَدْتُ أَنْ أَنْفِقَهَا عَلَى عِيَالِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنْ أَخَاكَ مُحْتَبَسٌ بَدِينِهِ فَاقْضِ عَنْهُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ آدَيْتُ عَنْهُ الْإِ دِينَارَيْنِ ادْعَتْهُمَا امْرَأَةٌ وَلَيْسَ لَهَا بَيْنَهُ قَالَ فَاعْطِهَا فَإِنَّهَا مُحِقَّةٌ .

২৪৩৩। সাদ ইবনুল আতওয়াল (রা) থেকে বর্ণিত। তার ভাই ইনতিকাল করেন এবং তিন শত দিরহাম ও কতক অসহায় সন্তান রেখে যান। আমি সেগুলো তার সন্তানদের জন্য খরচ করতে মনস্থ করলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার ভাই দেনার কারণে আটক রয়েছে। অতএব তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করো। সাদ (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি তার পক্ষ থেকে সব দেনা শোধ করেছি, কেবল এক মহিলার দাবিকৃত দু'টি দীনার বাকী আছে। কিন্তু তার কাছে কোন প্রমাণ নাই। তিনি বলেন : তা তাকে দিয়ে দাও, কারণ সে সত্যবাদিনী।

২৪৩৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ اِسْحَاقَ ثَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اَنْ اَبَاهُ تُوْفِيَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ ثَلَاثِينَ وَسَقًا لِرَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ فَاسْتَنْظَرَهُ جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَاَبَى اَنْ يُنْظَرَهُ فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِيَشْفَعَ لَدِ اَيْهِ فَجَاءَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَ الْيَهُودِيَّ لِيَاخُذَ ثَمَرَ نَخْلِهِ بِالَّذِي لَهُ عَلَيْهِ فَاَبَى عَلَيْهِ فَكَلَّمَهُ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ فَاَبَى اَنْ يُنْظَرَهُ فَدَخَلَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ النُّخْلَ فَمَشَى فِيهَا ثُمَّ قَالَ لِجَابِرٍ جُدُّ لَهُ فَاَوْفِهِ الَّذِي لَهُ فَجَدُّ لَهُ بَعْدَ مَا رَجَعَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثِينَ وَسَقًا وَفَضَلَ لَهُ اِثْنَا عَشَرَ وَسَقًا فَجَاءَ جَابِرٌ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ لِيُخْبِرَهُ بِالَّذِي كَانَ فَوَجَدَ رَسُوْلَ اللَّهِ ﷺ غَائِبًا فَلَمَّا اِنْصَرَفَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ جَاءَهُ فَاخْبَرَهُ اَنَّهُ قَدْ اَوْفَاهُ وَاخْبَرَهُ بِالْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ اَخْبِرْ بِذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَذَهَبَ جَابِرٌ اِلَى عُمَرَ فَاخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَقَدْ عَلِمْتُ حِيْنَ مَشَى فِيهِ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ لِيُبَارِكَنَّ اللَّهُ فِيهَا .

২৪৩৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তার পিতা তার দায়িত্বে তিরিশ ওয়াসাক (খাদ্যশস্য) dena রেখে মারা যান। এক ইহুদীর নিকট থেকে তা ধার নেয়া হয়েছিল। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) তার কাছে সময় চাইলে সে তাকে সময় দিতে রাযী হলো না। জাবির (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তার পক্ষে ইহুদীর নিকট সুপারিশ করার জন্য কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদীর কাছে এসে তার সাথে আলাপ করলেন যে, সে যেন তার করযের বিনিময়ে জাবিরের বাগানের খেজুর নিয়ে নেয়। ইহুদী তাতে সন্মত হলো না। পুনরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সময় দিতে বললে এবারও সে তাকে সময় দিতে রাজী হলো না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জাবিরের বাগানে প্রবেশ করে তার মধে; পায়চারি করলেন, তারপর জাবির (রা)-কে বললেন : খেজুর কেটে তার সম্পূর্ণ পাওনা তাকে ফেরত দাও। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রত্যাবর্তনের পর জাবির (রা) তা কাটলেন এবং তা থেকে ইহুদীকে তিরিশ ওয়াসাক দেয়ার পর আরো ১২ ওয়াসাক উদ্ধৃত হলো। অতএব জাবির (রা) এই খবর জানানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অনুপস্থিত পেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম ফিরে এলে তিনি তাঁর কাছে এসে জানান যে, তিনি ইহুদীর সম্পূর্ণ পাওনা পরিশোধ করেছেন এবং যা উদ্ধৃত হলো তার কথাও তাঁকে অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : খবরটি উমার ইবনুল খাত্তাবকেও পৌঁছিয়ে দাও। জাবির (রা) উমার (রা)-র কাছে গিয়ে তাকে খবরটি জানালে তিনি তাকে বলেন : আমি জানিতাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাগানের মধ্যে পায়চারি করেছেন তখন আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাতে বরকত দিবেন।

### অনুচ্ছেদ : ২১

## بَابُ ثَلَاثٍ مَنْ أَدَانَ فِيهِنَّ قَضَى اللَّهُ عَنْهُ

কেউ তিন কারণে দেনাদার হলে আল্লাহ তার পক্ষ থেকে তা পরিশোধ করে দিবেন।

২৪৩৫ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ وَأَبُو أُسَامَةَ وَجَفْرُ بْنُ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ أُنْعُمٍ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ وَحَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ ابْنِ أُنْعُمٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَعْفَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ الدَّيْنُ يُقْضَى مِنْ صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذَا مَاتَ الْأَمْنُ يَدِينُ فِي ثَلَاثٍ خِلَالَ الرَّجُلِ تَضَعُ قُوَّتُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَسْتَدِينُ يَتَّقُوهُ بِهِ لِعَدْوِ اللَّهِ وَعَدْوِهِ وَرَجُلٌ يَمُوتُ عِنْدَهُ مُسْلِمٌ لَا يَجِدُ مَا يُكْفِنُهُ وَيُؤَارِيهِ الْأَبْدَيْنَ وَرَجُلٌ خَافَ اللَّهَ عَلَى نَفْسِهِ الْعَزِيمَةِ فَيَنْكِحُ خَشِيَةً عَلَى دِينِهِ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْضِي عَنْ هَؤُلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৪৩৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি ঋণগ্রস্ত অবস্থায় মারা গেলে কিয়ামতের দিন তার থেকে ঋণ কর্তন করা হবে। কিন্তু তিন কারণে ঋণগ্রস্ত হলে ভিন্ন কথা। (এক) যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করতে করতে দুর্বল হয়ে পড়ার কারণে ঋণ করে, তার দ্বারা সে আল্লাহর দূশমন এবং নিজের দূশমনের বিরুদ্ধে শক্তি সঞ্চয় করে। (দুই) কোন ব্যক্তির নিকট কোন মুসলমান মারা গেলে তাকে দাফন করার জনল সে ঋণগ্রস্ত হলে। (তিন) যে ব্যক্তি অবিবাহিত দারিদ্র্যের কারণে আল্লাহর দীন থেকে বিপথগামী হওয়ার আশংকায় ঋণ করে বিবাহ করে। আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাদের পক্ষ থেকে তাদের ঋণ শোধ করবেন।





## كِتَابُ الرَّهُونِ

(বন্ধক)

২৪৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ  
ابْرَاهِيمَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا إِلَى  
أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعَهُ .

২৪৩৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ইহুদীর  
নিকট থেকে (বাকীতে) কিছু খাদ্যশস্য ক্রয় করেন এবং তার কাছে নিজের লৌহবর্মটি  
বন্ধক রাখেন।

২৪৩৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا هِشَامٌ عَنْ قَتَادَةَ  
عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ رَهَنَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِرْعَهُ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِالْمَدِينَةِ فَأَخَذَ لِأَهْلِهِ  
مِنْهُ شَعِيرًا .

২৪৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি  
ওয়াসাল্লাম মদীনার এক ইহুদীর নিকট তাঁর লৌহবর্মটি বন্ধক রেখে তার থেকে নিজ  
পরিবারের জন্য কিছু বালি ক্রয় করেন।

২৪৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ بَهْرَامَ عَنْ  
شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَفَّى وَدِرْعُهُ مَرهُوتَةٌ عِنْدَ  
يَهُودِيٍّ بِطَعَامٍ .

২৪৩৮। আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
ইনতিকাল করেন এবং তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইহুদীর নিকট কিছু খাদ্যশস্যের  
বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

২৪৩৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا هَلَالُ بْنُ حَبَابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَاتَ وَدِرْعُهُ رَهْنٌ عِنْدَ يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ .

২৪৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ইনতিকাল করেন, তখন তাঁর লৌহবর্মটি এক ইহুদীর নিকট তিরিশ সা বার্লির বিনিময়ে বন্ধক ছিল।

### অনুচ্ছেদ : ১

## بَابُ الرَّهْنِ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ

বন্ধকী জন্তুতে আরোহণ এবং তার দুধ পান করা।

২৪৪০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا وَعَلَى الَّذِي يُرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ .

২৪৪০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বন্ধকীকৃত পশুতে আরোহণ করা যাবে এবং বন্ধকী পশুর দুধও পান করা যাবে। তবে যে ব্যক্তি পশুটিকে বাহনরূপে ব্যবহার করবে বা তার দুধ পান করবে সে-ই তার আহার ও সেবাযত্নের ব্যবস্থা করবে।

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ

বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

২৪৪১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُخْتَارِ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ رَاشِدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ .

২৪৪১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বন্ধকী জিনিস বাজেয়াপ্ত করা যাবে না।

بَابُ أَجْرِ الْأَجْرَاءِ

শ্রমিকদের মজুরী সম্পর্কে।

২৪৪২- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَلِيمٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبَرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَآكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُؤْفِهِ أَجْرَهُ .

২৪৪২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন আমি তিন শ্রেণীর লোকের বিরুদ্ধে বাদী হবো। আর আমি যার বিরুদ্ধে বাদী হবো, তার বিরুদ্ধে জয়ী হবো। কিয়ামতের দিন আমি যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো তারা হলো : যে ব্যক্তি আমার নামে অঙ্গীকার করে, পরে সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করে, যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জনের জন্য স্বাধীন মানুষ বিক্রয় করে এবং যে ব্যক্তি শ্রমিক নিয়োগ করে তার থেকে পূর্ণরূপে কাজ আদায় করে নেয়, কিন্তু তার পূর্ণ মজুরী দেয় না।

২৪৪৩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةِ السُّكْمِيِّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يُجِفَّ عَرَقُهُ .

২৪৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শ্রমিকের দেহের ঘাম শুকাবার পূর্বে তোমরা তার মজুরী দাও।

بَابُ إِجَارَةِ الْأَجِيرِ عَلَى طَعَامِ بَطْنِهِ

পেটে-ভাতে শ্রমিক নিয়োগ।

২৪৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ مَسْلَمَةَ ابْنِ عَلِيٍّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ

سَمِعْتُ عْتَبَةَ بْنَ الْمُنْذِرِ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَرَأَ طَسَمَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ قِصَّةَ مُوسَى قَالَ إِنَّ مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ أَجَرَ نَفْسَهُ ثَمَانِي سِنِينَ أَوْ عَشْرًا عَلَى عِفَّةٍ فَرَجِهَ وَطَعَامِ بَطْنِهِ .

২৪৪৪। আলী ইবনে রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উতবা ইবনুল মুনযির (রা)-কে বলতে শুনেছি : আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি সূরা তা-সীন-মীম পাঠ করলেন। শেষে মূসা (আ)-এর ঘটনা পর্যন্ত পৌঁছে তিনি বলেন : মূসা (আ) আট অথবা দশ বছর যাবত নিজকে শ্রমিকরূপে নিয়োজিত রেখেছিলেন নিজের লজ্জাস্থান হেফাজতের (বিবাহ) ও পেটের আহারের বিনিময়ে।

٢٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عَمْرٍو ثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثنا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانٍ سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ نَشَأْتُ يَتِيمًا وَهَاجَرْتُ مَسْكِينًا وَكُنْتُ أَجِيرًا لِابْنَةِ عَزْوَانَ بِطَعَامِ بَطْنِي وَعَقْبَةَ رَجُلِي أَحْطَبُ لَهُمْ إِذَا نَزَلُوا وَأَحْذُوا لَهُمْ إِذَا رَكِبُوا فَالْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ الدِّينَ قَوْمًا وَجَعَلَ أَبَا هُرَيْرَةَ إِمَامًا .

২৪৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইয়াতীমরূপে লালিত-পালিত হয়েছি এবং মিসকীনরূপে হিজরত করেছি। আমার পেটের আহার ও পালাক্রমে বাহনে আরোহণের শর্তে আমি গায়ওয়ান-কন্যার শ্রমিকরূপে নিয়োজিত হই। আমি লোকদের জন্য কাঠ সংগ্রহ করতাম। তারা জন্তুয়ানে থেকে অবতরণ করলে আমি আরোহণ করতাম এবং তারা জন্তুয়ানে আরোহণ করলে আমি তা হাঁকিয়ে নিতাম। সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি তাঁর দীনকে শক্তিশালী করেছেন এবং আবু হুরায়রাকে ইমাম (শাসক) বানিয়েছেন।

### অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ الرَّجُلِ بَسْتَفَى كُلِّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَبَشْتَرِطُ جَلْدَةٍ

এক একটি খেজুরের বিনিময়ে এক বালতি করে পানি উত্তোলন এবং উত্তম খেজুরের শর্তারোপ।

٢٤٤٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ ثنا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَصَابَ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ خِصَاصَةٌ

فَبَلَغَ ذَلِكَ عَلِيًّا فَخَرَجَ يَلْتَمِسُ عَمَلًا يُصِيبُ فِيهِ شَيْئًا لِيُقِيمَتَ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
فَأَتَى بُسْتَانًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْيَهُودِ فَاسْتَقَى لَهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دَلْوًا كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ  
فَخَيْرَهُ الْيَهُودِيُّ مِنْ تَمْرِهِ سَبْعَ عَشْرَةَ عَجْوَةً فَجَاءَ بِهَا إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ .

২৪৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাদ্যাভাবে পতিত হলেন। আলী (রা) তা জানতে পেরে কাজের সন্ধানে বের হলেন, যাতে কিছু রোজগার করে রাসূলুদ্বাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদ্যাভাব দূর করতে পারেন। তিনি এক ইহুদীর খেজুর বাগানে পৌছে প্রতি বালতি পানির বিনিময়ে একটি করে খেজুরের শর্তে (কূপ থেকে) সতের বালতি পানি উঠালেন। ইহুদী তাকে সাতেরটি উত্তম খেজুর বেছে নেয়ার অখতিয়ার দিলো। তিনি খেজুরসহ নবী সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন।

٢٤٤٧- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ  
عَنْ أَبِي حَيَّةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كُنْتُ أَدْلُو الدَّلْوِ بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ أَنَهَا جَلْدَةٌ .

২৪৪৭। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক একটি উত্তম খেজুর প্রদানের শর্তে (কূপ থেকে) এক বালতি করে পানি উত্তোলন করেছি।

٢٤٤٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ  
عَنْ جَدِّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا لِي  
أَرَى لَوْنَكَ مُنْكَفِنًا قَالَ الْخَمْصُ فَانْطَلَقَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى رَحْلِهِ فَلَمْ يَجِدْ فِي رَحْلِهِ  
شَيْئًا فَخَرَجَ يَطْلُبُ فَإِذَا هُوَ بِيَهُودِيٍّ يَسْقِي نَخْلًا فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ لِيَهُودِيٍّ  
أَسْقِي نَخْلَكَ قَالَ نَعَمْ قَالَ كُلُّ دَلْوٍ بِتَمْرَةٍ وَأَشْتَرِطُ الْأَنْصَارِيُّ أَنْ لَا يَأْخُذَ حَدِرَةً  
وَلَا تَارِزَةً وَلَا حَشْفَةً وَلَا يَأْخُذُ إِلَّا جَلْدَةً فَاسْتَقَى بِنَحْوِ مِئَةِ صَاعِينَ فَجَاءَ بِهِ إِلَى  
النَّبِيِّ ﷺ .

২৪৪৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আনসার সম্প্রদায়ের এক সাহাবী এসে বলেন, ইয়া রাসূলুদ্বাহ! কি ব্যাপার, আমি আপনাকে বিবর্ণ দেখছি। তিনি বলেন : ক্ষুধার কারণে। অতএব আনসারী নিজ বাড়িতে ফিরে গেলেন, কিন্তু বাড়িতে কিছু না পেয়ে

কাজের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। তিনি এক ইহুদীকে খেজুর বাগানে পানি সেচ করতে দেখলেন। আনসারী ইহুদীকে বললেন, আমি কি তোমার বাগানে পানি সিঁচে দিবো? সে বললো, হাঁ। তিনি বললেন, প্রতি বালতির বিনিময়ে একটি করে খেজুর। আনসারী আরও শর্ত লাগান যে, কালো খেজুর, শুক খেজুর ও নিকৃষ্ট খেজুর নিবো না, বরং উত্তম খেজুর নিবো। অতঃপর তিনি পানি সেচ করে দুই সা' পরিমাণ খেজুর পেলেন এবং তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে হাযির হলেন।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৬

## بَابُ الْمَزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশের চুক্তিতে ভাগচাষ।

২৪৪৯ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمَزَابِنَةِ وَقَالَ إِنَّمَا يَزْرَعُ ثَلَاثَةَ رَجُلٍ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ يَزْرَعُهَا وَرَجُلٌ مَنَحَ أَرْضًا فَهُوَ يَزْرَعُ مَا مَنَحَ وَرَجُلٌ اسْتَكْرَى أَرْضًا بَذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ .

২৪৪৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকলা ও মুযাবানা পদ্ধতির লেনদেন করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তিন ব্যক্তি জমি চাষাবাদ করবে। (১) যার জমি আছে সে তা চাষাবাদ করবে, (২) যাকে ধারে জমি দান করা হয়েছে সে তা চাষাবাদ করবে এবং (৩) যে ব্যক্তি নগদ অর্থে জমি ভাড়া নেয়।

২৪৫০ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ كُنَّا نَخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى سَمِعْنَا رَافِعَ ابْنَ خَدِيجٍ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْهُ فَتَرَكْنَاهُ لِقَوْلِهِ .

২৪৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা মুখাবারা (ভাগচাষ) করতাম এবং তা দৃশ্যীয় মনে করতাম না। এক পর্যায়ে আমরা রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে বলতে শুনলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষেধ করেছেন। তখন আমরা তার কথায় এটা ত্যাগ করলাম।

২৫৫১- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كَانَتْ لِرِجَالٍ مِنَّا فُضُولٌ أَرْضِينَ يُؤَاجِرُونَهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولٌ أَرْضِينَ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .

২৪৫১। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যে কতক লোকের উদ্বৃত্ত জমি ছিল। তারা তা এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসলের চুক্তিতে বর্গা দিতো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যার উদ্বৃত্ত জমি আছে সে যেন নিজে তা চাষাবাদ করে অথবা তার ভাইকে চাষাবাদ করতে দেয়। সে তাতে সম্মত না হলে তার জমি আটক রাখুক।

২৫৫২- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا أَبُو تَوْبَةَ الرَّبِيعُ بْنُ نَافِعٍ ثَنَا مَعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيُزْرِعْهَا أَوْ لِيَمْتَحْهَا أَخَاهُ فَإِنْ أَبِي فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ .

২৪৫২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা তার অপর ভাইকে কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই চাষাবাদ করতে দেয়। সে তাতে সম্মত না হলে তার জমি আটক রাখুক।

### অনুচ্ছেদ : ৯

## بَابُ كِرَاءِ الْأَرْضِ

জমি ভাড়া নেয়া।

২৫৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (أَوْ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ) عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُكْرِي أَرْضًا لَهُ مَزَارِعًا فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ فَأَخْبَرَهُ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ وَذَهَبَتْ مَعَهُ حَتَّى أَتَاهُ بِالْبِلَاطِ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَأَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الْمَزَارِعِ فَتَرَكَ عَبْدُ اللَّهِ كِرَاءَهَا .

২৪৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তার জমি বর্ণা পদ্ধতিতে ভাড়া দিতেন। তার নিকট এক ব্যক্তি এসে তাকে রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-এর বরাতে বললো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জমি বর্ণা দিতে নিষেধ করেছেন। তখন ইবনে উমার (রা) তার কাছে গেলেন এবং আমিও তার সাথে গেলাম। বালাত নামক স্থানে তিনি তার সাক্ষাত পেয়ে এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি তাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বর্ণাচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। অতঃপর আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) জমি বর্ণা দেয়া ত্যাগ করেন।

২৪৫৪ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمَاصِيِّ ثَنَا ضَمْرَةَ بْنِ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرِعْهَا أَوْ لِيَزْرِعْهَا وَلَا يُؤَاجِرْهَا .

২৪৫৪। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন এবং বললেন : যার জমি আছে সে যেন তা নিজে চাষাবাদ করে অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে ধার দেয়, কিন্তু যেন ইজারা (বর্ণা) না দেয়।

২৪৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُطْرِفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ مَوْلَى ابْنِ أَبِي أَحْمَدَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ اسْتِكْرَاءُ الْأَرْضِ .

২৪৫৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুহাকালার নিষিদ্ধ করেছেন। মুহাকালার হলো : জমি কেরায়া (বর্ণা) দেয়া।

### অনুচ্ছেদ : ৮

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ

খালি জমি নগদ বিক্রয় করা অনুমোদিত।

২৪৫৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمَّا سَمِعَ

১. মসজিদে নববী ও বাজারের মধ্যবর্তী একটি স্থান (অনু.)।



اَكْثَرَ النَّاسِ فِي كِرَاءِ الْأَرْضِ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْإِ  
مْنَحَهَا أَحَدَكُمْ أَخَاهُ وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَائِهَا .

২৪৫৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বহু লোককে জমি কেয়া দেয়া সম্পর্কে সমালোচনা করতে শুনে বলতেন : সুবহানাল্লাহ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো বলেছেন : তোমাদের যে কেউ তার জমি তার অপর ভাইকে বিনা লাভে কেন চাষাবাদ করতে দেয় না? তিনি তা কেয়া (বর্ণা) দিতে নিষেধ করেননি।

٢٤٥٧- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا مَعْمَرٌ عَنْ  
ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّ يُمْنَحَ أَحَدَكُمْ  
أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا كَذَا وَكَذَا لِشَيْءٍ مَعْلُومٍ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ  
هُوَ الْحَقْلُ وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلَةُ .

২৪৫৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে বিনা লাভে চাষাবাদ করতে দেয়া, এই এই পরিমাণ নির্ধারিত কিছু গ্রহণ করে চাষাবাদ করতে দেয়ার চাইতে তার জন্য অধিক কল্যাণকর। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, এটাই হলো হাক্কল এবং আনসারদের ভাষায় তা হলো মুহাকাল্লা (বর্ণাচাষ)।

٢٤٥٨- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
عَنْ حَنْظَلَةَ ابْنِ قَيْسٍ قَالَ سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ عَلَى أَنْ  
لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَكَلِي مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ فَتُهَيْبُنَا أَنْ نُكْرِيهَا بِمَا أَخْرَجَتْ وَلَمْ تَنْهَ  
أَنْ نُكْرِي الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ .

২৪৫৮। হানজালা ইবনে কায়েস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমরা এই শর্তে জমি বর্ণা দিতাম যে, এই জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা তোমার এবং এই জমিতে যা উৎপন্ন হবে তা আমার। অতঃপর আমাদেরকে উৎপন্ন শস্যের অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে জমি বর্ণা দিতে নিষেধ করা হয়। অবশ্য আমাদেরকে নগদ অর্থে জমি ইজারা দিতে নিষেধ করা হয়নি।

## بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْمَزَارَعَةِ

ভাগচাষে যা অপছন্দনীয়।

২৫৫৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَّاشِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمِّهِ ظَهْرٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا رَافِعًا فَقُلْتُ مَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَهُوَ حَقٌّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ قُلْنَا نُوَاجِرُهَا عَلَى الثُّلُثِ وَالرَّبِيعِ وَالْأَوْصُقِ مِنَ الثِّبْرِ وَالشَّعِيرِ فَقَالَ فَلَا تَفْعَلُوا أَزْرَعُوهَا أَوْ أَزْرَعُوهَا

২৫৫৯। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে তার চাচা জুহায়ের (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেন, যা ছিল আমাদের জন্য উপকারী। আমি বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছেন সেটাই যথার্থ। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা তোমাদের জমি চাষাবাদের ব্যাপারে কি করো? আমরা বললাম, আমরা তা এক-তৃতীয়াংশ, এক-চতুর্থাংশ শস্য বা কয়েক ওয়াসাক যব বা গমের বিনিময়ে বর্গা দেই। তিনি বলেন : তোমরা তা করো না। হয় তোমরা নিজেরা তা চাষাবাদ করো অথবা অন্যকে চাষাবাদ করতে (ধার) দাও।

২৫৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظَهْرٍ ابْنِ أَخِي رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالرَّبِيعِ وَالنِّصْفِ وَاسْتَرْطَ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقَى الرَّبِيعُ وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللَّهُ وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنَفَعَةٌ فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَاكُمْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعًا وَطَاعَةَ اللَّهِ وَطَاعَةَ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ وَيَقُولُ مَنْ اسْتَغْنَىٰ عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدْعَ .

২৪৬০। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের কেউ তার জমির মুখাপেক্ষী না হলে সে তা এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ বা অর্ধেক ফসলের শর্তে বর্গা দিতো এবং তিনটি নালায় শর্ত করতো (এভাবে যে, সেখানকার ফসল আমি নেবো), আরও শর্ত লাগাতো ভূমি এবং বসন্তকালের পানি থেকে উৎপাদিত ফসল নেয়ার। তখনকার জীবনযাত্রা ছিল খুবই কষ্টকর। তখন জমিতে চাষাবাদ করা হতো লোহা এবং আল্লাহর মর্জিতে অন্যান্য জিনিস দিয়ে, অতঃপর তা থেকে লাভ আসতো। অতঃপর রাফে ইবনে খাদীজ (রা) আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের এমন একটি কাজ থেকে বিরত থাকতে বলেছেন যা ছিল তোমাদের জন্য উপকারী। অবশ্য আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য তোমাদের জন্য অধিক উপকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাদের জন্য ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন এবং বলেছেন : যে ব্যক্তি তার জমির মুখাপেক্ষী নয়, সে যেন তা তার ভাইকে চাষাবাদ করতে ধার দেয় অন্যথায় তা আটক রাখে।

২৪৬১- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ تَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ عَنِ الْوَلِيدِ ابْنِ أَبِي الْوَلِيدِ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَغْفِرُ اللَّهُ لِرَافِعِ ابْنِ خَدِيجٍ أَنَا وَاللَّهِ أَعْلَمُ بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَّمَا أَتَى رَجُلَانِ النَّبِيَّ ﷺ وَقَدْ اقْتَتَلَا فَقَالَ إِنْ كَانَ هَذَا شَأْنَكُمْ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ قَوْلَهُ فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ .

২৪৬১। উরওয়া ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) বললেন, আল্লাহ রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-কে ক্ষমা করুন। আল্লাহর শপথ! সেই হাদীসটি সম্পর্কে আমি তার চেয়ে বেশি অবগত। একদা দুই ব্যক্তি ঝগড়া করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে উপস্থি হলো। তখন তিনি বললেন : এই যদি হয় তোমাদের অবস্থা, তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিও না। রাফে (রা) তার কথার শুধু এটুকুই শুনলেন : “তাহলে তোমরা জমি বর্গা দিও না”।

অনুচ্ছেদ : ১০

## بَابُ الرُّخْصَةِ فِي الْمَزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبْعِ

এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ ফসলের শর্তে জমি বর্গা দেয়া জায়েয।

২৪৬২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَانَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ قُلْتُ لِطَاوُسٍ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ لَوْ تَرَكْتَ هَذِهِ الْمَخَابِرَةَ فَاِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْهُ فَقَالَ أَيْ عَمَرُوا أَيْ أَعِينَهُمْ وَأَعْطِيَهُمْ وَإِنْ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَا عِنْدَنَا وَإِنْ أَعْلَمَهُمْ (بِعْنَى ابْنِ عَبَّاسٍ) أَخْبَرَنِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا وَلَكِنْ قَالَ لِأَنَّ يُمْنَعَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا .

২৪৬২। আমর ইবনে দীনার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি তাউস (র)-কে বললাম, হে আবু আবদুর রহমান! আপনি যদি জমি বর্গা দেয়া ত্যাগ করতেন। কারণ লোকেরা বলাবলি করে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, হে আমর! আমি লোকদের সাহায্য করি এবং তাদের দান করি। মুআয ইবনে জাবাল (রা) আমাদের উপস্থিতিতে লোকদের সাথে একরূপ লেনদেন করেছেন। তাদের মধ্যকার সবচাইতে বড় আলেম অর্থাৎ ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাগচাষ নিষেধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন : তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে বিনা লাভে জমি দিতো তবে সেটা তার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ বিনিময় গ্রহণ করে দেয়ার চাইতে অধিক কল্যাণকর হতো।

۲۴۶۳- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَن مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثُّلُثِ وَالرُّبْعِ فَهُوَ يَعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا .

২৪৬৩। তাউস (র) থেকে বর্ণিত। মুআয ইবনে জাবাল (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এবং আবু বাকর (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-এর যুগে এক-তৃতীয়াংশ ও এক-চতুর্থাংশ ফসল প্রদানের শর্তে জমি বর্গা দিতেন এবং তোমার এই কালেও তিনি তাই করছেন।

۲۴۶۴- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِأَنَّ يُمْنَعَ أَحَدَكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَّاجًا مَعْلُومًا .

২৪৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যই বলেছেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদের জন্য জমি দান করলে সেটা নির্দিষ্ট পরিমাণ উৎপাদিত ফসল প্রদানের শর্তে দেয়ার চাইতে তার জন্য অধিক কল্যাণকর।

## بَابُ اسْتِكْرَاءِ الْأَرْضِ بِالطَّعَامِ

খাদ্যশস্যের বিনিময়ে জমি বর্গা দেয়া।

২৪৬৫- حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا نُحَاقِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَزَعْنَا أَنْ بَعْضَ عُمُومَتِهِ أَتَاهُمْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلَا يُكْرِئُهَا بِطَّعَامٍ مُسَمًّى .

২৪৬৫। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে জমি বর্গাচাষে দিতাম। আমার কোন এক চাচা আমাদের নিকট এসে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার জমি আছে, সে যেন তা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য (উৎপন্ন ফসল) প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে না দেয়।

## بَابُ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ اذْنِهِمْ

কেউ বিনা অনুমতিতে অপরের জমি চাষাবাদ করলে।

২৪৬৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنُ زُرَّارَةَ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضٍ قَوْمٍ بغيرِ اذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفَقَتُهُ .

২৪৬৬। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি অন্য সম্প্রদায়ের জমি তাদের অনুমতি ছাড়া চাষাবাদ করলে সে উৎপন্ন ফসলের কিছুই পাবে না, তবে সে তার চাষাবাদের খরচপত্র ফেরত পাবে।

## بَابُ مُعَامَلَةِ النَّخْلِ وَالكَرْمِ

উৎপন্ন খেজুর ও আঙ্গুরের ভাগ দেয়ার শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়া।

২৪৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالُوا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشُّطْرِ مِمَّا يَخْرُجُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ .

২৪৬৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বারবাসীদেরকে উৎপন্ন ফল বা ফসলের অর্ধেক প্রদানের শর্তে তথাকার বাগানের কাজে নিয়োজিত করেন।

২৪৬৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ تُوَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلِهَا عَلَى النِّصْفِ نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا .

২৪৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার-এর খেজুর বাগান ও জমি তথাকার বাসিন্দাদের (উৎপন্ন খেজুর ও শস্যের) অর্ধেক প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে দেন।

২৪৬৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خَيْبَرَ أَعْطَاهَا عَلَى النِّصْفِ .

২৪৬৯। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার এলাকা জয় করার পর তা উৎপন্ন শস্যের অর্ধেক প্রদানের শর্তে চাষাবাদ করতে দেন।<sup>১</sup>

১. ভাগচাষ সম্পর্কিত অধ্যায় হাদীস শাস্ত্রের একটি অন্যতম কঠিন অধ্যায়। কেননা এই অধ্যায়ে আমরা পাশাপাশি দুই ধরনের অভিমত দেখতে পাই। একদিকে আমরা দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কৃষিযোগ্য ভূমি বা ফলের বাগান বর্গা দিতে নিষেধ করেছেন। অপরদিকে দেখা যাচ্ছে, তিনি ভাগচাষের অনুমতি দিচ্ছেন। আমরা কখনো এটা কল্পনা করতে পারি না যে, রাসূলুল্লাহ

সান্নাফ্লাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম একই ব্যাপারে দুই বিপরীত নির্দেশ দিতে পারেন। অতএব বিষয়টি গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার। মূল বিষয়ের আলোচনার পূর্বে এর সাথে সম্পর্কিত কয়েকটি পরিভাষার উপর আলোকপাত করা দরকার :

‘মুযারাআ’ (المزارعة) ও মুখাবারা (المخابرة) : শব্দ দুটি সমার্থবোধক। এর অর্থ, উৎপাদিত শস্যের একটি নির্দিষ্ট অংশ প্রদানের চুক্তিতে অন্যকে নিজের জমি চাষাবাদ করতে দেয়া। স্থানীয় পরিভাষায় এটাকে বলা হয় ভাগচাষ বা বর্গাচাষ (কোন কোন এলাকায় বলা হয় আধি)। মুযারাআ ও মুখাবারার ক্ষেত্রে বর্গাচাষী বীজ সরবরাহ করে। মুসাকাত (المساقاة) শব্দটিও মুযারাআ শব্দের সমার্থবোধক। শুধু পার্থক্য এই যে, কৃষি জমি বর্গা দেয়াকে মুযারাআ বলে, আর ফলের বাগান বর্গা দেয়াকে মুসাকাত বলে। বাগানের ক্ষেত্রে চাষাবাদের প্রয়োজন হয় না, শুধু পানি সরবরাহ করতে হয়। শব্দটির আভিধানিক অর্থ পানি সরবরাহ করা। আর মুযারাআ শব্দটির অর্থ ফসল উৎপন্ন করা।

মুহাকাল (المحاولة) : এই শব্দটি হাদীস শরীফে পৃথক পৃথক তিনটি অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ‘ক্ষেতের ফসল পাকার পূর্বেই বিক্রি করা’, ‘জমি বর্গা দেয়া’ এবং ‘জমি ইজারা দেয়া’।

কিরাউল আরদ (كراء الارض) : শব্দটি ‘নগদ মূল্যে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য কৃষি জমি বিক্রি করা’ এবং ‘জমির উৎপাদিত ফসলের অংশ দেয়ার শর্তে অন্যকে তা চাষাবাদ করতে দেয়া’-এই দুটি অর্থেই ব্যবহৃত হয়।

যেসব হাদীসে ভাগচাষ নিষিদ্ধ উল্লেখ আছে তার রাবীগণ হচ্ছেন রাফে ইবনে খাদীজ (রা), জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) এবং সাবিত ইবনে দাহুহাক (রা)। হাফেজ ইবনুল কায়্যিম (র) তার ‘যাদুল মাআদ’ গ্রন্থে এসব হাদীস নিয়ে ব্যাপক আলোচনা করেছেন এবং বর্গাচাষ প্রথা নিষিদ্ধ হওয়ার পেছনে যেসব শোষণমূলক কারণ বিদ্যমান রয়েছে তিনি তা নির্দেশ করেছেন। এর মধ্যে রয়েছে উৎপাদিত ফসলে চাষী ও মালিকের অংশ নির্দিষ্ট না করা, চাষীকে দিয়ে বিনা পারিশ্রমিকে জোরপূর্বক অতিরিক্ত কাজ করিয়ে নেয়া অথবা তাদের কাছ থেকে অগ্রিম কোন সুবিধা গ্রহণ করা (যেমন এতো পরিমাণ টাকা ধার দিলে আমি তোমাদেরকে আমার জমি চাষাবাদ করতে দিবো ইত্যাদি)। এসব কারণেই আদ্বাহর রাসূল (স) ভাগচাষ নিষিদ্ধ করেছেন। কিন্তু এই প্রথা যদি চূড়ান্তরূপেই নিষিদ্ধ হতো তবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবদ্দশায় এবং চারজন মহান ও সংপথপ্রাপ্ত খলীফার জীবদ্দশায় ভাগচাষের প্রচলন দেখা যেতো না। এমনকি আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-এর মত আদ্বাহভীর সাহাবীও আমীর মুআবিয়ার রাজত্বের শেষভাগ পর্যন্ত এই প্রথাকে অশ্রান্ত মনে করতেন না। কিন্তু পরবর্তী কালে তিনি রাফে ইবনে খাদীজ (রা)-র কাছে এর অবৈধতা সম্পর্কে জানতে পারলেন এবং তা পরিত্যাগ করলেন। তবে তিনি এই প্রথাকে হারাম মনে করে পরিত্যাগ করেননি, বরং তাকওয়া ও পবিত্রতার অনুভূতিই তাকে এটা পরিত্যাগ করতে বাধ্য করে।

আদ্বামা হাফেজ ইবনে হায়ম (র)-ও তাঁর ‘আল-মুহাল্লা’ গ্রন্থে (৮ম খণ্ড) ভাগচাষ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর যেসব সাহাবী নিজেদের জমি অন্যদের ভাগচাষে দিতেন তিনি তাদের নামও উল্লেখ করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবু বাকর (রা), উমার (রা), খাব্বাব (রা) ও হুযায়ফা (রা)। অতএব বর্গাচাষ সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হলে এই মহান সাহাবীগণ তা অবশ্যই পরিহার করতেন।

দ্বিতীয় লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ (স) কোন ভংগীতে এই নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। অর্থাৎ তাঁর বক্তব্যের ধরন থেকে বুঝা যায়, তিনি চূড়ান্তভাবে বর্ণাপ্রথা নিষিদ্ধ করেননি। বরং ভাগচাষের নির্দিষ্ট কতগুলো পন্থাকে তিনি অপছন্দ করেছেন এবং সাহাবীদের মনে অন্যদের জন্য নিঃস্বার্থ ত্যাগের ভাবধারা জাগ্রত করতে চেয়েছেন। যেমন তিনি বলেছেন : “কোন ব্যক্তি যদি নিজের জমি তার মুসলিম ভাইকে কোন বিনিময় ছাড়া নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়, তবে তা খুবই উত্তম কাজ।” ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বর্ণা প্রথা সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করেননি। বরং তিনি বলেছেন, তোমাদের কারো জমি তার ভাইকে নিঃস্বার্থভাবে চাষাবাদ করতে দেয়াটা উৎপাদিত ফসলে অংশীদারিত্বের শর্তে চাষাবাদ করতে দেয়ার চেয়ে অধিক উত্তম” (মুসলিম)। এ ধরনের উদারতা, মহানুভবতা ও সফলদায়িত্ব সর্বাবস্থায়ই প্রশংসনীয়। মুহাজিরগণ যখন মদীনায়ে এসে উপস্থিত হলেন, তখন তাদের খুবই দুর্দিন যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) এই দুঃসময় উপরোক্ত উপদেশ বাণী দান করেন। এটা কোন আইনের নির্দেশ ছিলো না, বরং মুসলিম ভাইদের সাথে সদয় ব্যবহার করার উপদেশ দেয়া হয়েছিল (আল-মাবসূত, খণ্ড ২৩, পৃ. ১৩)।

অপরদিকে ভাগচাষ বৈধ হওয়ার সপক্ষেও হাদীস রয়েছে। তাতে দেখা যায়, রাসূলুল্লাহ (স) ভাগচাষের অনুমতি দিয়েছেন, যদি তা চাষীর জন্য উপকারী হয় এবং শোষণের উপাদান উপস্থিত না থাকে। মূলত ভাগচাষকে নিষিদ্ধ করা হয়নি, বরং এর মধ্যকার কতগুলো অন্যায়ে আচরণকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বর্ণা প্রথা যদি অসহায় চাষীদের শোষণ করার হাতিয়ারে পরিণত না হয়, তবে তা ক্ষতিকর নয়। যদি উৎপাদিত শস্যে উভয়ের অংশ নির্দিষ্ট করে নেয়া হয় এবং চাষীর কাছে কোন অতিরিক্ত এবং অবৈধ সুযোগ-সুবিধা দাবি না করা হয়, তবে শরীআতের দৃষ্টিকোণ থেকে এই প্রথা অবৈধ হওয়ার কোন কারণ থাকতে পারে না।

এখানে আরো একটি কথা মনে রাখা দরকার যে, মুযারাআ (ভাগচাষ) মুদারাবারাই (المضاربة) (লাভ-লোকসানের ভাগী হওয়ার শর্তে একত্রে ব্যবসা করা) অনুরূপ। ইমাম খাতাবী তার আবু দাউদের শরহ ‘মাআলিমুস সুনান’ গ্রন্থে (৩য় খণ্ড, পৃ. ৯৪) লিখেছেন, মুযারাআর ভিত্তি তো মুদারাবার মধ্যেই নিহিত। এখন মুদারাবা পদ্ধতি যদি জায়েয হয়, তবে মুযারাআ নাজায়েয হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে? ইমাম আবু ইউসুফ (র) তার ‘কিতাবুল খারাজ’ গ্রন্থে এই একই কথা বলেছেন এবং মুযারাআ ও মুদারাবাকে একই স্তরে রেখেছেন (পৃ. ৯১)। অতএব মুযারাআ যদি সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ হতো, তবে মুদারাবাকে বৈধ বলার কারণ থাকতে পারে না। কিন্তু ফিক্‌হবিদগণ এ ব্যাপারে একমত যে, ইসলামী শরীআতে মুদারাবা পদ্ধতিতে ব্যবসা-বাণিজ্য করা জায়েয। সুতরাং মুযারাআকে অবৈধ বলার পক্ষে কোন যুক্তি থাকতে পারে না। মুযারাআ সম্পর্কে আল্লামা শাওকানীও ব্যাপক আলোচনা করেছেন (নাইলুল আওতার, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৭২-৮১ দ্রষ্টব্য)।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, ফিক্‌হ-এর প্রখ্যাত চার ইমামের মধ্যে ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ ইবনে হাম্বল এবং ইমাম আবু হানীফার দুই প্রখ্যাত ছাত্র ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ শায়বানীর মতে মুযারাআ সম্পূর্ণরূপে হারাম নয়। ইমাম আবু হানীফা যদিও মুযারাআকে নিষিদ্ধ বলেছেন, কিন্তু কতগুলো শর্ত সাপেক্ষে তিনিও এই প্রথাকে জায়েয মনে করেন। তার মতে জমির মালিক যদি জমি ভাগচাষে দেয়ার সময় বীজ ও চাষাবাদের যত্নপাতি সরবরাহ করে এবং লাভ-ক্ষতিতে অংশগ্রহণ করে তবে মুযারাআ প্রথায় কোন দোষ নেই। (কিস্তারিত জানার জন্য আবদুর রহমান আল-জায়রীর কিতাবুল ফিক্‌হ আলাল মাযাহিবিল আরবাআ, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩-২৫ দ্রষ্টব্য)।



## بَابُ تَلْقِيحِ النَّخْلِ

খেজুর গাছে (পুরুষ ও মাদীর মধ্যে) সংযোগ লাগানো ।

২৬৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنَ عُبَيْدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ مَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي نَخْلٍ رَأَى قَوْمًا يُلْقِحُونَ النَّخْلَ فَقَالَ مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاءِ قَالُوا يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِي الْأُنْثَى قَالَ مَا أَظُنُّ ذَلِكَ يُغْنِي شَيْئًا فَبَلَّغَهُمْ فَتَرَكَوهُ فَتَزَلُّوا عَنْهَا فَبَلَّغَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّمَا هُوَ الظَّنُّ إِنْ كَانَ يُغْنِي شَيْئًا فَاصْنَعُوهُ فَإِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلَكُمْ وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُ وَيُصِيبُ وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ قَالَ اللَّهُ فَلَئِنْ أَكْذَبَ عَلَى اللَّهِ .

১৪৭০। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি খেজুর বাগান অতিক্রম করছিলাম। তিনি লোকদেরকে দেখলেন যে, তারা নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি লোকদের জিজ্ঞাসা করলেন : এরা কি করছে? তালহা (রা) বলেন, তারা নর গাছের কেশর নিয়ে মাদী গাছের কেশরের সাথে সংযোজন করছে। তিনি বলেন : এটা কোন উপকারে আসবে বলে মনে হয় না। লোকজন তাঁর মন্তব্য অবহিত হয়ে উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। ফলে খেজুরের উৎপাদন হ্রাস পেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি অবহিত হয়ে বলেন : এটা তো ছিল একটা ধারণা মাত্র। ঐ প্রক্রিয়ায় কোন উপকার হলে তোমরা তা করো। আমি (এ বিষয়ে) তোমাদের মতই একজন মানুষ। ধারণা কখনো ভুলও হয়, কখনো ঠিকও হয়। কিন্তু আমি তোমাদের এভাবে যা বলি “আল্লাহ বলেছেন”, সেক্ষেত্রে আমি কখনো আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করবো না।

২৬৭১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَادٌ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَهَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سَمِعَ أَصْوَاتًا فَقَالَ مَا هَذَا الصَّوْتُ قَالُوا النَّخْلُ يُؤَبِّرُونَهَا فَقَالَ لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ فَلَمْ يُؤَبِّرُوا

عَامَتْذِ فَصَارَ شَيْصًا فَذَكَرُوا لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنْ كَانَ شَيْئًا مِّنْ أَمْرِ دُنْيَاكُمْ فَشَأْنِكُمْ بِهِ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُورِ دِينِكُمْ فَالِيٌّ .

২৪৭১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু শোরগোল শুনতে পেয়ে জিজ্ঞেস করেন : এটা কিসের শোরগোল? সাহাবীগণ বলেন, লোকজন নর খেজুর গাছের কেশর মাদী খেজুর গাছের কেশরের সাথে সংযোগ করছে। তিনি বলেন : তারা এরূপ না করলেই ঠিক হতো। অতএব তারা সে বছর উক্ত প্রক্রিয়া ত্যাগ করলো। এতে খেজুরের ফলন হ্রাস পেলো। তারা বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালে তিনি বলেন : তোমাদের একান্তই পার্থিব কোন বিষয় হলে সেটা তোমাদের নিজস্ব ব্যাপার এবং তোমাদের দীনের কোন বিষয় হলে তা আমার কাছে রুজু করবে।

অনুচ্ছেদ : ১৫

بَابُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ

মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার।

٢٤٧٢- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنِ حَوْشَبٍ الشَّيْبَانِيُّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ وَتَمْنُهُ حَرَامٌ . قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ .

২৪৭২। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানগণ তিনটি বিষয়ে যৌথ অংশীদার—পানি, ঘাস ও আগুন, এগুলোর মূল্য নেয়া হারাম। আবু সাঈদ (র) বলেন, অর্থাৎ প্রবহমান পানি।

٢٤٧٣- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعَنَّ الْمَاءُ وَالْكَلِّ وَالنَّارُ .

২৪৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তিনটি জিনিস সংগ্রহে (কাউকে) বাধা দেয়া যাবে না—পানি, ঘাস ও আগুন।

২৬৭৪- حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مِنْهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بِالْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرِبَهُ مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا .

২৪৭৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমন কি জিনিস আছে যা সংগ্রহে বাধা দেয়া হালাল নয়? তিনি বলেন : পানি, লবণ ও আগুন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই পানি সম্পর্কে তো আমরা জানি কিছু লবণ ও আগুনের ব্যাপারে কেন বাধা দেয়া যাবে না? তিনি বলেন : হে ছমায়রা! যে ব্যক্তি আগুন দান করলো, সে যেন ঐ আগুন দিয়ে রান্না করা যাবতীয় খাদ্যই দান করলো। যে ব্যক্তি লবণ দান করলো, ঐ লবণে খাদ্য যতোটা সুস্বাদু হলো তা সবই যেন সে দান করলো। যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা সহজলভ্য, সে যেন একটি গোলামকে দাসত্বমুক্ত করলো এবং যে ব্যক্তি কোন মুসলমানকে এমন স্থানে পানি পান করালো, যেখানে তা দুশ্রাপ্য, সে যেন তাকে জীবন দান করলো।

অনুচ্ছেদ : ১৬

## بَابُ اِقْطَاعِ الْأَنْهَارِ وَالْعِيُونِ

সরকারীভাবে নদী-নালা ও পানির প্রস্রবণ জায়গিররূপে দান করা।

২৬৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا فَرَجُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَلْقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ حَدَّثَنِي عَمِّي ثَابِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ عَنْ أَبِيهِ سَعِيدِ بْنِ أَبِيضَ بْنِ حَمَّالٍ أَنَّهُ اسْتَقَطَعَ الْمِلْحَ الَّذِي يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سَدِّ

مَا رَبِّ فَأَقْطَعَهُ لَهُ ثُمَّ إِنَّ الْأَقْرَعَ ابْنَ حَابِسِ التَّمِيمِيِّ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بَارِضٌ لَيْسَ بِهَا مَاءٌ وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعَدِيِّ فَاسْتَقَالَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَبِيضَ بْنَ حَمَّالٍ فِي قَطِيعَتِهِ فِي الْمِلْحِ فَقَالَ قَدْ أَقْلَتُكَ مِنْهُ عَلَيَّ أَنْ تَجْعَلَهُ مِنِّي صِدْقَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هُوَ مِنْكَ صِدْقَةٌ وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعَدِيِّ مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ .

২৪৭৫। আব্বাদ ইবনে হাম্মাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি সাদ্দ মা'রিব নামক লবণ খনিটি জায়গিররূপে প্রার্থনা করলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সেটি জায়গিররূপে দান করলেন। অতঃপর আকরা ইবনে হাবিস আত-তামীমী (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! জাহিলী যুগে আমি লবণের খনিটিতে গিয়েছিলাম। ঐ এলাকায় কোন পানি নাই। যে ব্যক্তিই সেখানে যায় সে-ই কিছু লবণ সংগ্রহ করে নেয়। তা প্রবাহিত পানির মতই পর্যাপ্ত। (এ কথা শুনে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাদ ইবনে হাম্মালের নিকট লবণের খনির এ জায়গিরের চুক্তি রদ প্রার্থনা করলেন। আব্বাদ ইবনে হাম্মাল বলেন, আমি আপনার সাথে চুক্তিরদ করতে প্রস্তুত এই শর্তে যে, সেটিকে আপনি আমার পক্ষ থেকে দানরূপে গণ্য করবেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তা তোমার পক্ষ থেকে দান হিসাবেই গণ্য হবে। আর তা প্রবহমান পানির ন্যায়, যে-ই সেখানে যাবে তা নিতে পারবে।

অধস্তন রাবী ফারাজ ইবনে সাঈদ (র) বলেন, সেটা বর্তমানেও সেভাবেই আছে। যে-ই সেখানে যায়, সে তা থেকে সংগ্রহ করে। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে এটি ফেরত নেয়ার বিনিময়ে তাকে জুরুফ মুরাদ নামক স্থানের এক খণ্ড কৃষিভূমি ও একটি খেজুর বাগান জায়গিররূপে দান করেন।

অনুচ্ছেদ : ১৭

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الْمَاءِ

পানি বিক্রয় করা নিষেধ।

٢٤٧٦ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْمُنْذِرِ وَرَأَى نَاسًا يَبِيعُونَ الْمَاءَ فَقَالَ لَا تَبِيعُوا الْمَاءَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُبَاعَ الْمَاءُ .

২৪৭৬। আবুল মিনহাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ইয়াস ইবনে আবদুল মুযানী (রা) থেকে শুনেছেন যে, তিনি কিছু লোককে পানি বিক্রয় করতে দেখে বলেন, তোমরা পানি বিক্রয় করো না। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করতে শুনেছি।

২৪৭৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا  
ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ  
২৪৭৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উদ্ভূত পানি বিক্রয় করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ النَّهْيِ عَنْ مَنَعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءَ

চতুশ্পদ জম্বুরে ঘাস খেতে বাধা দেয়ার উদ্দেশ্যে উদ্ভূত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া নিষেধ।

২৪৭৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي  
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَمْنَعُ أَحَدُكُمْ فَضْلَ مَاءٍ لِيَمْنَعَ بِهِ الْكَلَاءَ

২৪৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ যেন (অপরকে) উদ্ভূত পানি ব্যবহারে বাধা না দেয়, যাতে চতুশ্পদ জম্বুর ঘাস খাওয়া বন্ধ হয়ে যায়।

২৪৭৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ تَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَارِثَةَ عَنْ عَمْرَةَ  
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَمْنَعُ فَضْلَ الْمَاءِ وَلَا يَمْنَعُ فَعْفُ الْبِئْرِ .

২৪৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উদ্ভূত পানি ব্যবহারে বাধা দেয়া যাবে না এবং কূপের উদ্ভূত পানি ব্যবহারেও বাধা দেয়া যাবে না।

## بَابُ الشَّرْبِ مِنَ الْأُودِيَةِ وَمِقْدَارِ حَبْسِ الْمَاءِ

উপত্যকা থেকে পানিসেচ এবং যে পরিমাণ পানি আটকে রাখা যাবে।

২৬৪০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَيْبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ ابْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَاصِمَ الزُّبَيْرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي شِرَاجِ الْحَرَّةِ الَّتِي يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ سَرِحَ الْمَاءُ يَمْرُ فَابَى عَلَيْهِ فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْقِ يَا زُبَيْرُ ثُمَّ أَرْسَلَ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ كَانَ ابْنُ عَمَّتِكَ فَتَلَوْنَ وَجْهَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ثُمَّ قَالَ يَا زُبَيْرُ اسْقِ ثُمَّ أَحْبَسِ الْمَاءَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ قَالَ فَقَالَ الزُّبَيْرُ وَاللَّهِ إِنِّي لَأَحْسِبُ هَذِهِ الْآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ (فَلَا وَرَيْكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا) .

২৪৮০। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। হাররা থেকে প্রবাহিত নালায় পানি বন্টনকে কেন্দ্র করে এক আনসারী ব্যক্তি যুবাইর (রা)-এর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ দায়ের করে। এ নালায় পানি তারা খেজুর বাগানে সিঞ্চন করতো। আনসারী বললো, পানি প্রবাহিত হতে দাও। কিন্তু যুবাইর (রা) তা অস্বীকার করেন। তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এই বিবাদ পেশ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, অতঃপর তোমার প্রতিবেশীর ক্ষেতে তা প্রবাহিত হতে দাও। আনসারী এতে ক্রোধান্বিত হয়ে বলে, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার ফুফাতো ভাই তো! এ কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা রক্তিমাম্ব হয়ে গেলো। তিনি বলেন : হে যুবাইর! তোমার ক্ষেতে পানি দাও, তারপর তা আটকে রাখো যাতে আইল পর্যন্ত উঠতে পারে। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমার ধারণামতে এই সম্পর্কেই নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) :

“হে মুহাম্মাদ! তোমার প্রতিপালকের শপথ! এরা কিছুতেই মুমিন হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারসমূহে তোমাকে বিচারকরূপে মেনে না নিবে,

অতঃপর ভূমি যে ফয়সালা করবে, সেই সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কিছুমাত্র কুষ্ঠাবোধ করবে না। বলং এর সামনে নিজেদের পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দিবে” (সূরা নিসাঃ ৬৫; বু, মু, তিরমিযী ১৩০১)।

২৬৪১- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِرَامِيُّ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ بْنِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِي مَالِكٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ اَبِي مَالِكٍ عَنْ عَمِّهِ ثَعْلَبَةَ بْنِ اَبِي مَالِكٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ فِي سَبِيلِ مَهْزُورِ الْاَعْلَى فَوْقَ الْاَسْفَلِ يَسْتَقِي الْاَعْلَى اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْهُ .

২৪৮১। ছালাবা ইবনে আবু মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযুর নামক উপত্যকার পানি প্রবাহ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, উঁচু ভূমি নিচু ভূমির উপর অগ্রাধিকার পাবে। উঁচু ভূমিতে পানি জমে তা পায়ের গোছা পর্যন্ত পৌছার পর তা নিচু ভূমির দিকে ছেড়ে দিতে হবে।

২৬৪২- حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اَنْبَاةَ الْمُغِيْرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنِي اَبِي عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِي سَبِيلِ مَهْزُورٍ اَنْ يُمَسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلِ الْمَاءُ .

২৪৮২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাহযুর উপত্যকার পানি প্রবাহ সম্পর্কে ফয়সালা দেন যে, পানি পায়ের গোছা পরিমাণ না জমা পর্যন্ত আটকে রাখা যাবে, অতঃপর (তার নিম্নের জমিতে) ছেড়ে দিতে হবে।

২৬৪৩- حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ اِسْحَاقَ ابْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلَيْدِ عَنْ عَبْدِ اَبَاةَ بْنِ الصَّامِتِ اَنْ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ قَضَى فِي شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّبِيلِ اَنْ الْاَعْلَى فَاَلْاَعْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْاَسْفَلِ وَيُشْرِكُ الْمَاءُ اِلَى الْكَعْبَيْنِ ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءُ اِلَى الْاَسْفَلِ الَّذِي يَلِيهِ وَكَذَلِكَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْحَوَائِطُ اَوْ يَفْنَى الْمَاءُ .

২৪৮৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নালা থেকে খেজুর বাগানে পানিসেচ সম্পর্কে কয়সালা দেন যে, নিম্নভূমির আগে উচ্চভূমি পানিসেচে অগ্রাধিকার পাবে, যাবত না গোছা পর্যন্ত পানি জমে। তারপর পূর্বোক্ত নিয়মে সংলগ্ন নিচু ভূমির দিকে পানি ছেড়ে দিতে হবে। বাগানসমূহের বিলুপ্তি অথবা পানি নিঃশেষ না হওয়া পর্যন্ত এভাবে চলবে।

অনুচ্ছেদ : ২০

## بَابُ قِسْمَةِ الْمَاءِ

পানি বন্টন।

২৪৮৪ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ اَنْبَاثًا اَبُو الْجَعْدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ كَثِيْرٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفِ الْمُرْنِيِّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ يَبْدَأُ بِالْخَيْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا .

২৪৮৪। আমর ইবনে আওফ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : গবাদি পশুর পানি পান করানোর দিন প্রথমে ঘোড়াকে পানি পান করতে দিতে হবে।

২৪৮৫ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ الطَّائِفِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِيْنََارٍ عَنْ اَبِي الشَّعْثَاءِ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ قَسْمٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَيَّ مَا قُسِمَ وَكُلُّ قَسْمٍ اُدْرَكَهُ الْاِسْلَامُ فَهُوَ عَلَيَّ قَسْمِ الْاِسْلَامِ .

২৪৮৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : জাহিলী যুগে যে জিনিস যেভাবে ভাগ-বাটোয়ারা হয়েছিল, তা সেভাবেই বহাল থাকবে। আর যেসব জিনিসের ভাগ-বাটোয়ারা ইসলামী যুগে পড়েছে তা ইসলামের বন্টন নীতি অনুসারে ভাগ-বাটোয়ারা হবে।



بَابُ حَرِيمِ الْبَيْتِ

কূপের সীমানা ।

২৪৮৬- حَدَّثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَكِينِ بْنِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ الْوَصَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّيُّ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَفَرَ بَيْتًا فَلَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطْنَا لِمَاشِيَتِهِ .

২৪৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি কূপ খনন করেছে সে তার গবাদি পশুর পানি পান করানোর সুবিধার্থে কূপের চারপাশে চল্লিশ হাত জায়গা পাবে।

২৪৮৭- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الصَّفْدِيِّ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعِ أَبِي غَالِبٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ الْبَيْتِ مَدُّ رِشَائِهَا .

২৪৮৭। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কূপের চতুঃসীমা হবে, কূপ থেকে পানি তোলায় রশির দৈর্ঘ্যের সমপরিমাণ।

بَابُ حَرِيمِ الشَّجَرِ

গাছের সীমানা ।

২৪৮৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَبِّهِ بْنِ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ ثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ أَخْبَرَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَكِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى فِي النَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ لِلرَّجُلِ فِي

النَّخْلِ فَيَخْتَلِفُونَ فِي حُقُوقِ ذَلِكَ فَقَضَى أَنْ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِّنْ أَوْلِيكَ مِنَ الْأَسْفَلِ  
مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا .

২৪৮৮। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন যে, একটি, দুইটি বা তিনটি খেজুর গাছের স্বত্ব নিয়ে লোকদের মধ্যে মতবিরোধ হলে, প্রতিটি গাছের ডালপালা যতদূর বিস্তৃত, ততোটা হবে এর সীমা।

২৪৮৯- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي الْسُّغْدِيِّ ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ ثَنَا ثَابِتُ بْنُ  
مُحَمَّدٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا .

২৪৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খেজুর গাছের শাখা চারদিকে যতদূর বিস্তৃত হবে ততদূর তার সীমা।

### অনুচ্ছেদ : ২৩

## بَابُ مَنْ بَاعَ عِقَارًا وَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ

কোন ব্যক্তি বাড়ি-ঘর ও জায়গা-জমির বিক্রয়লব্দ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পদ  
ক্রয় না করলে।

২৪৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ  
مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ يَقُولُ مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عِقَارًا فَلَمْ يَجْعَلْ ثَمَنَهُ فِي مِثْلِهِ كَانَ قَمِنًا أَنْ لَا  
يُبَارَكَ فِيهِ .

২৪৯০। সাঈদ ইবনে হুরাইছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি বাড়িঘর অথবা স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয় করার পর তার বিক্রয়লব্দ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে কখনো তাতে বরকত দান করা হয় না।

২৪৯০(১) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ حَدَّثَنِي  
 إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ  
 عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

২৪৯০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে বাশশার-উবায়দুল্লাহ ইবনে আবদুল মজীদ-ইসমাঈল ইবনে ইবরাহীম-আবদুল মালেক ইবনে উমায়র-আমর ইবনে হুরাইছ-তার ভাই সাঈদ ইবনে হুরাইছ (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৪৯১ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ قَالَا ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا  
 أَبُو مَالِكٍ النَّخَعِيُّ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ  
 حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَاعَ دَارًا وَكَمْ يَجْعَلُ ثَمَنَهَا فِي  
 مِثْلِهَا لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهَا .

২৪৯১। হুযায়ফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি বাড়ির বিক্রয় করার পর তার বিক্রয়লব্ধ মূল্য দ্বারা অনুরূপ সম্পত্তি ক্রয় না করলে তাকে কখনো তাতে বরকত দান করা হয় না।



অধ্যায় : ১৭

## كِتَابُ الشُّفْعَةِ

(অগ্র-ক্রয়শিকার)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا فَلْيُؤَدِّنْ شَرِيكَهُ

কেউ বাড়ি বা জমি বিক্রয় করার পূর্বে যেন তার অংশীদারকে অবহিত করে।

২৪৯২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضٌ فَلَا يَبِيعُهَا حَتَّى يَبْعُرِضَهَا عَلَى شَرِيكِهِ .

২৪৯২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো খেজুর বাগান বা কৃষিভূমি থাকলে সে যেন তার শরীককে তা ক্রয়ের প্রস্তাব না করা পর্যন্ত বিক্রয় না করে।

২৪৯৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍَ وَالْعَلَاءُ بْنُ سَالِمٍ قَالَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا شَرِيكَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ يَبِيعَهَا فَلْيَبْعُرِضَهَا عَلَى جَارِهِ .

২৪৯৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কারো জমাজমি থাকলে এবং সে তা বিক্রয় করতে চাইলে প্রথমে তার প্রতিবেশীকে (তা ক্রয়ের) প্রস্তাব দিবে।

## بَابُ الشُّفْعَةِ بِالْجَوَارِ

প্রতিবেশীর শুফআর অধিকার ।

২৪৯৪ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا هُشَيْمٌ ثَنَا أَنبَانَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ  
عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْجَارُ أَحَقُّ بِشُفْعَةِ جَارِهِ يَنْتَظِرُ بِهَا وَإِنْ كَانَ  
غَائِبًا إِذَا كَانَ طَرِيقَهُمَا وَاحِدًا .

২৪৯৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : প্রতিবেশী তার প্রতিবেশীর শুফআর অধিক হকদার। তাদের উভয়ের যাতায়াতের একই পথ হলে তার অনুপস্থিতিতে তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে।

২৪৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عِيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ  
قَالَ الْجَارُ أَحَقُّ بِسُقْبِهِ .

২৪৯৫। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশী (শুফআর) অধিক হকদার।

২৪৯৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ الْمَعْلَمِ عَنْ  
عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ شَرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ قَالَ  
قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَا لِأَحَدٍ قِسْمٌ وَلَا شِرْكٌ إِلَّا الْجَوَارُ قَالَ الْجَارُ  
أَحَقُّ بِسُقْبِهِ .

২৪৯৬। শারীদ ইবনে সুওয়াইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এক খণ্ড জমি যাতে কারো অংশও নেই এবং কোন শরীকও নেই, কিন্তু প্রতিবেশী আছে। তিনি বলেন : নৈকট্যের কারণে প্রতিবেশীই তার অধিক হকদার।

## بَابُ إِذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ

সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না।

২৪৯৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عُمَرَ قَالَا ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلْمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيمَا لَمْ يُقَسَمْ فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ .

২৪৯৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এজমালী সম্পত্তিতে শুফআর ফয়সালা দিয়েছেন। সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে শুফআর অধিকার থাকে না।

২৪৯৭(১)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمَّادٍ الطِّهْرَانِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مَالِكٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ مُرْسَلٌ وَأَبُو سَلْمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ .

২৪৯৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে হাম্মাদ আত-তিহুরানী-আবু আসেম-মালেক-যুহরী-সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাব-আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা)-নবী সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। আবু আসেম (র) বলেন, সাইদ ইবনুল মুসাইয়্যাবের রিওয়ায়াতটি মুরসাল এবং আবু সালামা-আবু হুরায়রা (রা) সূত্রের রিওয়ায়াতটি মুস্তাসিল।

২৪৯৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّرَيْكُ أَحَقُّ بِسَقْبِهِ مَا كَانَ .

২৪৯৮। আবু রাফে (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শরীক নিকটতর হওয়ার কারণে শুফআর দাবিতে অগ্রগণ্য।

২৪৯৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ إِنَّمَا جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةَ فِي كُلِّ مَا لَمْ يُقَسَمْ فَاذَا وَقَعَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّقَتِ الطَّرِيقُ فَلَا شُفْعَةَ .

২৪৯৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রত্যেক এজমালী সম্পত্তিতে শুফআর (ক্রয়ে অগ্রাধিকার থাকার) ব্যবস্থা করেছেন। (বস্টনের পর প্রত্যেকের) সীমানা নির্ধারিত হয়ে গেলে এবং রাস্তা হয়ে গেলে আর শুফআর অধিকার থাকে না।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ طَلْبِ الشُّفْعَةِ

শুফআর দাবি উত্থাপন।

২৫০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الشُّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَالِ .

২৫০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শুফআ হলো উটের বাঁধন খুলে দেয়ার সমতুল্য।<sup>১</sup>

২৫০১- حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْبَيْلَمَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا شُفْعَةَ لِشَرِيكَ عَلَى شَرِيكِ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ وَلَا لِصَغِيرٍ وَلَا لِغَائِبٍ .

২৫০১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন শরীক অপার শরীকের আগে ক্রয় করলে সেই ক্ষেত্রে শুফআর দাবি করা যাবে না এবং নাবালেগ ও অনুপস্থিত ব্যক্তির অনুকূলে শুফআর দাবি বর্তায় না।<sup>২</sup>

১. উটের বাঁধন খুলে দেয়ার সাথে সাথে তা যেমন তৎক্ষণাৎ উঠে দাঁড়ায়, তদ্রূপ বিক্রয়ের খবর শোনার সাথে সাথে শুফআর দাবি করতে হয়। অন্যথায় বিলয়ের কারণে এ অধিকার বাতিল হয়ে যায় (জাওয়াহিরুল ফাতওয়া)।

২. অংশীদার, অনুপস্থিত ব্যক্তি এবং অভিভাবকহীন নাবালেগ শুফআর দাবি করতে পারে। অবশ্য শরীক উপস্থিত এবং বিক্রয়ের কথা জ্ঞাত থেকেও তাৎক্ষণিকভাবে শুফআ দাবি না করলে তার এতদসংশ্লিষ্ট অধিকার রহিত হয়ে যায়। তাছাড়া এ হাদীসের এক রাবী আবদুর রহমান ইবনুল বায়লামানী হাদীসশাস্ত্রে দুর্বল (অনু.)।



## كِتَابُ اللَّقْطَةِ (হারানো প্রাপ্তি)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ ضَالَّةِ الْأَبْلِ وَالْبَقْرِ وَالْغَنَمِ

হারানো উট, গরু, ছাগল ইত্যাদি গবাদি পশু প্রাপ্তি সম্পর্কে।

২৫.২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمِيدِ الطَّوِيلِ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مُطْرِفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ضَالَّةُ الْمُسْلِمِ حَرَقُ النَّارِ .

২৫০২। আবদুল্লাহ ইবনুশ-শিখখীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমানের হারানো বস্তু (অপরের জন্য) দোযখের আগুন।

২৫.৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو حَيَّانَ التَّمِيمِيُّ ثَنَا الضُّحَّاكُ خَالَ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي بِالْيَوْزِجِ فَرَأَتْ الْبَقْرُ فَرَأَى بَقْرَةً أَنْكَرَهَا فَقَالَ مَا هَذِهِ قَالُوا بَقْرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقْرِ قَالَ فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ ثُمَّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يُؤْوَى الضَّالَّةَ إِلَّا ضَالٌّ .

২৫০৩। আল-মুনযির ইবনে জারীর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-ইয়াওয়াজীহ নামক স্থানে আমার পিতার সাথে ছিলাম। সন্ধ্যাবেলা গরুর পাল ফিরে এলে তার সাথে তিনি একটি অপরিচিত গাভী দেখে বলেন : এটা কাদের গাভী? লোকেরা বললো, এই গাভীটি আমাদের গরুর সাথে চলে এসেছে। রাবী বলেন, তিনি গাভীটি সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী সেটিকে তাড়িয়ে দেয়া হলো, শেষে তা দৃষ্টির আড়ালে চলে গেলো। অতঃপর তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কেবল পথভ্রষ্ট ব্যক্তিই হারানো জন্তুকে আশ্রয় দেয়।

২৫০৪ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَيْلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُتَّبِعِثِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ فَلَقَيْتُ رَبِيعَةَ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ حَدَّثَنِي يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ سُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْأَيْلِ فَعَضِبَ وَاحْمَرَّتْ وَجَنَّتَاهُ فَقَالَ مَا لَكَ وَلَهَا مَعَهَا الْحَذَاءُ وَالسِّقَاءُ تَرِدُ الْمَاءَ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ حَتَّى يَلْقَاهَا رَبُّهَا وَسُئِلَ عَنْ ضَالَّةِ الْغَنَمِ فَقَالَ خُذْهَا فَإِنَّمَا هِيَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّبِّ وَسُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ أَعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا وَعَرِفْهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتَرَفَتْ وَإِلَّا فَاخْلُطْهَا بِمَالِكَ .

২৫০৪। য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাদ্বান্নাহ্ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামকে পথ ভোলা উট সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি অসন্তুষ্ট হন, এমনকি তাঁর গণ্ডদেশ বা মুখমণ্ডল রক্তিমাত হয়ে যায়। তিনি বলেন : তাতে তোমার কি? ওর সাথে জুতা (খুর) ও মশক (পেট) রয়েছে। সে পানির উৎসে পৌঁছে তা পান করতে থাকবে এবং গাছপাতা খেতে থাকবে, শেষে তার মালিক তাকে পেয়ে যাবে। তাঁকে হারানো মেষ-বকরী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তাকে ধরে রাখো। হয় এটা তোমার অথবা তোমার ভাইয়ের অথবা নেকড়ে বাঘের জন্য। তাঁকে হারানো বস্তু সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন : তার থলে ও চামড়ার বাল্ল এবং মুখ বাঁধার রশি উত্তমরূপে চিনে রাখো এবং এক বছর ধরে তার ঘোষণা দিতে থাকো। যদি তার মালিক পাওয়া যায় তো ভালো, অন্যথায় তা তোমার মালের সাথে যোগ করো।

### অনুচ্ছেদ : ২

### بَابُ اللَّقْطَةِ

হারানো বস্তু (লুকতা) খাণ্ডির বিধান।

২৫০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مُطْرِفٍ عَنْ عِيَّاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَجَدَ لَقْطَةً فَلْيُشْهَدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوِي عَدْلٍ ثُمَّ لَا يُعِيرَهُ وَلَا يَكْتُمُ فَإِنِ جَاءَ رَبُّهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ .

২৫০৫। ইয়াদ ইবনে হিমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ কারো হারানো বস্তু পেলে যেন একজন অথবা দুইজন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখে, অতঃপর তা পরিবর্তনও না করে এবং গোপনও না করে। যদি তার মালিক এসে যায় তবে সে-ই তার যথার্থ প্রাপক, অন্যথায় তা আল্লাহর সম্পদ, যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।

২৫.৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوْحَانَ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُدَيْبِ التَّقَطُّتُ سَوْطًا فَقَالَ لِي الْقَهْ فَأَبَيْتُ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْتُ أَبِي بْنَ كَعْبٍ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ أَصَبْتَ التَّقَطُّتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَلَيَّ عَهْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتَهَا سَنَةً فَعَرَفْتُهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَرَفْتَهَا فَلَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهَا فَقَالَ أَعْرِفْ وَعِائَهَا وَوَكِائَهَا وَعَدَدَهَا ثُمَّ عَرَفْتَهَا سَنَةً فَإِنْ جَاءَ مَنْ يَعْرِفُهَا وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ .

২৫০৬। সুওয়াইদ ইবনে গাফলা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি য়ায়েদ ইবনে সুহান ও সালমান ইবনে রাবীআর সাথে সফরে বের হলাম। আমরা উযায়ব নামক স্থানে পৌঁছে আমি একটি চাবুক কুড়িয়ে পেলাম। তারা উভয়ে আমাকে বলেন, এটা ফেলে দাও, কিন্তু আমি তা অস্বীকার করলাম। অতঃপর আমরা মদীনায ফিরে এসে আমি উবাই ইবনে কাব (র)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে তাকে বিষয়টি জানালাম। তিনি বলেন, তুমি ঠিকই করেছো। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক শত দীনার কুড়িয়ে পেয়েছিলাম। আমি তাঁকে (এর বিধান) জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : এক বছর পর্যন্ত এর ঘোষণা দিতে থাকো। আমি ঘোষণা দিতে থাকলাম, কিন্তু তার শনাক্তকারী কাউকে পেলাম না। পুনরায় আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন : ঘোষণা দিতে থাকো। আমি ঘোষণা দিতে থাকলাম, কিন্তু তার শনাক্তকারী পেলাম না। অতঃপর তিনি বলেন : তুমি তার খেলে ও মুখ বাঁধার রশি এবং মুদ্রার সংখ্যা চিনে রাখো এবং আরো এক বছর ঘোষণা দাও। যদি তার শনাক্তকারী আসে তো ভালো, অন্যথায় তা তোমার সম্পদতুল্য।

২৫.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَا ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ عِثْمَانَ الْقُرَشِيُّ حَدَّثَنِي سَالِمُ أَبُو النَّضْرِ عَنْ بَشْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سِئِلَ

عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَالَ عَرَفَهَا سَنَةً فَإِنِ اعْتَرَفْتَ فَأَدِّهَا فَإِنِ لَمْ تُعْتَرَفْ فَأَعْرِفْ  
عِفَاصَهَا وَوَعَائَهَا ثُمَّ كُلِّهَا فَإِنِ جَاءَ صَاحِبُهَا فَأَدِّهَا إِلَيْهِ .

২৫০৭। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হারানো বস্তু (সুকতা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেনঃ এক বছর পর্যন্ত তার ঘোষণা দিতে থাকো। যদি তার মালিক পাও, তবে তাকে তা ফেরত দাও। আর যদি তার মালিক না পাও তবে তার খলে এবং মুখ বাঁধার রশি চিনে রাখো। তারপর তুমি তা ব্যবহার করো। এরপর যদি তার মালিক এসে যায়, তবে তাকে তা ফেরত দাও।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ التَّقَاطِطِ مَا أَخْرَجَ الْجُرْدُ

গর্ভ থেকে ইঁদুর বা বের করে দেয়, তার বিধান।

২৫০৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ حَدَّثَنِي مُوسَى  
ابْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ حَدَّثَنِي عَمَتِي قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ أُمَّهَا كَرِيمَةَ بِنْتَ  
الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَخْبَرَتْهَا عَنْ ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ  
خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى الْبَقِيعِ وَهُوَ الْمَقْبَرَةُ لِحَاجَتِهِ وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِي  
حَاجَتِهِ إِلَّا فِي الْيَوْمَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَإِنَّمَا يَبْعَرُ كَمَا تَبْعَرُ الْإِبِلُ ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً  
فَبَيْنَمَا هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ إِذْ رَأَى جُرْدًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرِ دِينَارًا ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ  
أَخْرَحَتْهُ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَارًا ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ حَمْرَاءَ . قَالَ الْمِقْدَادُ  
فَسَلَّتُ الْخِرْقَةَ فَوَجَدْتُ فِيهَا دِينَارًا فَتَمَّتْ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ دِينَارًا فَخَرَجْتُ بِهَا  
حَتَّى آتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَا فَقُلْتُ خُذْ صَدَقَتَهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ  
قَالَ ارْجِعْ بِهَا لَا صَدَقَةٌ فِيهَا بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا ثُمَّ قَالَ لَعَلَّكَ أَتَبَعْتَ يَدَكَ فِي  
الْجُحْرِ قُلْتُ لَا وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ . قَالَ فَلَمْ يَفْنِ أَخْرَهَا حَتَّى مَاتَ .

২৫০৮। মিকদাদ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। প্রাকৃতিক প্রয়োজনে তিনি একদিন আল-বাকী নামক কবরস্থানে যান। তৎকালে লোকেরা দুই-তিন দিন পরপর প্রাকৃতিক প্রয়োজন সারতো। তারা উটের বিষ্ঠা সদৃশ মল ত্যাগ করতো। অতঃপর তিনি একটি বিরান ঘরে প্রবেশ করেন। তিনি বসে প্রয়োজন সারছিলেন, হঠাৎ দেখলেন যে, একটি ইঁদুর তার গর্ত থেকে একটি দীনার বের করলো। তারপর সে গর্তে প্রবেশ করে আর একটি দীনার বের করলো। ইঁদুরটি এভাবে পরপর সতেরটি দীনার বের করলো, অতঃপর একটি লাল কাপড়ের টুকরা টেনে বের করলো। মিকদাদ (রা) বলেন, আমি আস্তে আস্তে কাপড়ের টুকরাটি টেনে উঠালাম এবং তার মধ্যেও একটি দীনার পেলাম। এভাবে মোট আঠারটি দীনার হলো। আমি সেগুলো নিয়ে সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট চলে এলাম এবং বিষয়টি তাঁকে জানালাম। আমি আরো বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এর যাকাত গ্রহণ করুন। তিনি বলেন : তুমি এগুলো নিয়ে যাও এবং এর কোন যাকাত নেই। আদ্বাহ এগুলোতে তোমায় বরকত দান করুন। অতঃপর তিনি বলেন : মনে হয় তুমি গর্তের মধ্যে তোমার হাত ঢুকিয়েছিলে। আমি বললাম, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দ্বারা মর্যাদাবান করেছেন! আমি গর্তে হাত ঢুকাইনি। রাবী বলেন, এর শেষ দীনারটি তার ইনতিকাল পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিলো।

অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ مَنْ أَصَابَ رِكَازًا

কেউ খনিজ সম্পদ পেলে।

২৫০৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَكِّيُّ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .

২৫০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের) প্রাপ্য।

২৫১০ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ تَنَا أَبُو أَحْمَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ .

২৫১০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : খনিজ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ (রাষ্ট্রের) প্রাপ্য।

۲۵۱۱- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ اسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ  
 ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ  
 كَانَ فَيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عِقَارًا فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ  
 اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ وَلَمْ اشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ فَقَالَ الرَّجُلُ إِنَّمَا بَعْتُكَ الْأَرْضَ بِمَا  
 فِيهَا فَتَحَاكَمَا إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ الْكُفْمَا وَكَذَّ فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِي غُلَامٌ وَقَالَ الْآخَرُ لِي  
 جَارِيَةٌ قَالَ فَانْكَحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ وَلِيْنْفَقَا عَلَى أَنْفُسِهِمَا مِنْهُ وَلِيْتَصَدَّقَا .

২৫১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :  
 তোমাদের পূর্বকালে এক ব্যক্তি এক খণ্ড জমি ক্রয় করে তার মধ্যে সোনাভর্তি একটি  
 কলস পায়। সে (বিক্রেতাকে) বললো, আমি তো তোমার থেকে জমি ক্রয় করেছি, সোনা  
 কিনিনি। বিক্রেতা বললো, আমি তোমার নিকট জমি এবং তার মধ্যকার সবকিছু বিক্রয়  
 করেছি। অতঃপর তারা বিষয়টির মীমাংসার জন্য এক ব্যক্তির নিকট উপস্থিত হলো।  
 লোকটি বললো, তোমাদের দুইজনের কি সন্তান-সন্তুতি আছে? একজন বললো, আমার  
 একটি পুত্র সন্তান আছে। অপরজন বললো, আমার একটি কন্যা সন্তান আছে। লোকটি  
 বললো, তাহলে তোমরা ছেলেটির সাথে মেয়েটির বিবাহ দাও এবং এই সোনা তাদেরকে  
 দাও, যাতে তারা এটা নিজেদের প্রয়োজনে খরচ করতে পারে এবং দান-খয়রাতও  
 করতে পারে।

অধ্যায় : ১৯

## كِتَابُ الْعِتْقِ

(দাসমুক্তি)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ الْمُدَبَّرِ

মুদাব্বার (প্রতিশ্রুতিভুক্ত দাস) সম্পর্কে।

২৫১২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَاعَ الْمُدَبَّرَ .

২৫১২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুদাব্বার গোলাম বিক্রয় করেছেন।<sup>১</sup>

২৫১৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ دَبَّرَ رَجُلٌ مِّنَّا غُلَامًا وَكَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ فَبَاعَهُ النَّبِيُّ ﷺ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ رَجُلٌ مِّنْ بَنِي عَدِيٍّ .

২৫১৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি একটি দাসকে মুদাব্বার বানাতে। এই দাসটি ছাড়া তার আর কোন সম্পত্তি ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা বিক্রয় করেন এবং আদী গোত্রের ইবনুন নাহ্‌হাম তা কিনে নেন।

১. যে ক্রীতদাসকে এই প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছে যে, সে মালিকের মৃত্যুর সাথে সাথে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে তাকে 'মুদাব্বার' বলে (অনুবাদক)।

২৫১৪- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْمُدْبِرُ مِنَ الثُّلْثِ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي شَيْبَةَ يَقُولُ هَذَا خَطَأً يَعْنِي حَدِيثَ الْمُدْبِرِ مِنَ الثُّلْثِ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ .

২৫১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুদাব্বার (মৃতের) সম্পদের এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত।<sup>২</sup> ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি উছমান ইবনে আবু শায়বা (র)-কে বলতে শুনেছি যে, “মুদাব্বার মৃতের (সম্পদের) এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত” শীর্ষক হাদীছটি ভুল। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, এ হাদীসের কোন ভিত্তি নেই।

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ

উম্মু ওয়ালাদ সম্পর্কে।<sup>৩</sup>

২৫১৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا شَرِيكُ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا رَجُلٍ وَكَدَّتْ أُمَّتُهُ مِنْهُ فَهِيَ مُعْتَقَةٌ عَنْ دُبْرِ مَنْهُ .

২৫১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির গুঁরসে তার বাঁদীর গর্ভে সন্তান হলে, সে বাঁদী তার (মালিকের) মৃত্যুর পর স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

২৫১৬- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ يَعْنِي النَّهْشَلِيَّ عَنْ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ذَكَرْتُ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَعْتَقَهَا وَكَدَّهَا .

২. মৃতের এক-তৃতীয়াংশ সম্পদ থেকে তার ওসিয়াত ইত্যাদি পূর্ণ করতে হয়, অবশিষ্ট সম্পত্তি ওয়ারিসদের মধ্যে বন্টিত হয়। মুদাব্বার এই এক-তৃতীয়াংশের অন্তর্ভুক্ত হবে (অনুবাদক)।

৩. ক্রীতদাসীর গর্ভে তার মনিবের গুঁরসজাত সন্তান হলে ঐ ক্রীতদাসীকে ‘উম্মু ওয়ালাদ’ বলে (অনুবাদক)।



২৫১৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (তাঁর পুত্র) ইবরাহীমের মায়ের (মারিয়া কিবতিয়া) কথা উত্থাপিত হলে তিনি বলেন : তার সন্তান তাকে দাসত্বমুক্ত করেছে।

২৫১৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا نَبِيعُ سَرَارِنَا وَأُمَّهَاتِ أَوْلَادِنَا وَالنَّبِيَّ ﷺ فِينَا حَىٰ لَا نَرَىٰ بِذَلِكَ بَأْسًا .

২৫১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে জীবিত থাকা অবস্থায় আমরা আমাদের যুদ্ধবন্দি ক্রীতদাসী ও উম্মু ওয়ালাদ বিক্রয় করতাম। আমরা এটাকে দৃষ্ণীয় মনে করতাম না।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ الْمَكَاتِبِ

মুকাতাব (চুক্তিবদ্ধ দাস) সম্পর্কে।<sup>৪</sup>

২৫১৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَوْنُهُ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَكَاتِبُ الَّذِينَ يُرِيدُ الْأَدَاءَ وَالنَّائِحُ الَّذِي يُرِيدُ التَّعْفُفَ .

২৫১৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের প্রত্যেককে সাহায্য করা আল্লাহর কর্তব্য (যদিও কোন কাজ তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়) : আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী, মুকাতাব দাস যে তাঁর চুক্তিকৃত অর্থ পরিশোধ করতে সংকল্পবদ্ধ এবং যে বিবাহকারী পূত-পবিত্র থাকতে ইচ্ছুক।

৪. নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ প্রদানের বিনিময়ে যে দাস দাসত্বমুক্ত হতে তার মনিবের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তাকে 'মুকাতাব' দাস বলে (অনুবাদক)।

২৫১৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ حَجَّاجٍ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا عَبْدٍ كُوتِبَ  
عَلَى مِائَةِ أُوقِيَةٍ فَأَدَّأَهَا إِلَّا عَشْرَ أُوقِيَّاتٍ فَهُوَ رَقِيقٌ .

২৫১৯। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে গোলাম এক শত উকিয়ার বিনিময়ে মুক্তিলাভ করতে চুক্তিবদ্ধ, দশ উকিয়া ব্যতীত বাকিটা পরিশোধ করতে পারলে সে আযাদ।<sup>৫</sup>

২৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ  
نُبَهَانَ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا كَانَ  
لِأَحَدَاكُنَّ مَكَاتِبٌ وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ .

২৫২০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের (মহিলাদের) কারো মালিকানায় মুকাতাব দাস থাকলে এবং তার নিকট চুক্তিকৃত অর্থের সম-পরিমাণ সম্পদ থাকলে তার থেকে তোমাদের পর্দা করা উচিত।

২৫২১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ  
هَشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَا وَهِيَ مَكَاتِبَةٌ  
قَدْ كَاتَبَهَا أَهْلُهَا عَلَى تِسْعِ أَوَاقٍ فَقَالَتْ لَهَا إِنْ شَاءَ أَهْلُكَ عَدَدْتُ لَهُمْ عِدَّةً  
وَاحِدَةً وَكَانَ الْوَلَاءُ لِي قَالَتْ فَاتَتْ أَهْلَهَا فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَهُمْ فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِي  
الْوَلَاءَ لَهُمْ فَذَكَرَتْ عَائِشَةَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَفْعَلِي قَالَتْ فَقَامَ النَّبِيُّ ﷺ  
فَخَطَبَ النَّاسَ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ مَا بَالَ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا  
لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللَّهِ كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً  
شَرْطٍ كِتَابُ اللَّهِ أَحَقُّ وَشَرَطُ اللَّهِ أَوْثَقُ وَالْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ .

৫. তৎকালে আরবে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা বা পদার্থের একক “উকিয়া” নামে অভিহিত ছিল (অনুবাদক)।

২১২১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। বারীরা (রা) তার নিকট এলেন, তিনি ছিলেন মুকাতাবা। তিনি তার মালিকের সাথে নয় উকিয়া পরিশোধে চুক্তিবদ্ধ হয়েছিলেন। আয়েশা (রা) তাকে বলেন, তোমার মালিক চাইলে আমি এককালীন তাদেরকে তা পরিশোধ করে দিতে পারি এই শর্তে যে, ওয়ালার মালিক হবো আমি। রাবী বলেন, বারীরা তার মালিকের নিকট এসে একথা জানালে তারা এতে অসম্মতি জানায় এবং ওয়ালার মালিকানা তাদের থাকার শর্ত আরোপ করে। আয়েশা (রা) বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন : তুমি তাকে ক্রয় করো। রাবী বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকদের উদ্দেশে দাঁড়িয়ে খুতবা দিলেন। তিনি প্রথমে আন্বাহর প্রশংসা ও গুণগান করেন, তারপর বলেন : লোকদের কি হলো যে, তারা এমন সব শর্ত আরোপ করে, যা আন্বাহর কিতাবে নাই। যেসব শর্ত আন্বাহর কিতাবে নেই তা বাতিল, যদিও তা সংখ্যায় এক শত হয়। আন্বাহর কিতাবই যথার্থ এবং আন্বাহর শর্তই অধিক মজবুত। ওয়ালার মালিক হবে আযাদকারী।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ الْعِتْقِ

দাসত্বমুক্ত করা।

২৫২২ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ شَرْحِبِيلِ بْنِ السَّمْطِ قَالَ قُلْتُ لِكَعْبِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَحْذَرُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ أَعْتَقَ امْرَأً مُسْلِمًا كَانَ فِكَاهَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى كُلُّ عَظْمٍ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْمٍ مِنْهُ وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ كَانَتَا فِكَاهَهُ مِنَ النَّارِ يُجْزَى بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَا عَظْمٌ مِنْهُ.

২৫২২। শুরাহবীল ইবনুস সিম্ত (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কাব (রা)-কে বললাম, হে কাব ইবনে মুররা! আমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীস বর্ণনা করুন এবং সাবধানতা অবলম্বন করুন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি একটি মুসলমান গোলাম আযাদ করলো, সে তার জন্য দোষখ থেকে মুক্তিলাভের বিনিময় হবে। আজাদকৃত দাসের প্রতিটি হাড় তার হাড়ের প্রতিদান হবে। যে ব্যক্তি দু'জন মুসলিম দাসীকে আযাদ করবে

তারা তার জন্য জাহান্নাম থেকে মুক্তিলাভের বিনিময় হবে। তাদের দু'টি হাড় তার একটি হাড়ের প্রতিদান হবে।

২৫২৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ بْنِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الرِّقَابِ أَفْضَلُ قَالَ أَنْفُسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا وَأَغْلَاهَا ثَمَنًا .

২৫২৩। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! কোন গোলাম আযাদ করা অধিক উত্তম? তিনি বলেন : যে গোলাম তার মনিবের বেশি পছন্দনীয় এবং বেশি মূল্যবান।

#### অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ

কেউ রক্ত সম্পর্কের বন্ধনযুক্ত গোলামের মালিক হলে সে স্বয়ং দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

২৫২৪- حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرِمٍ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَاصِمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

২৫২৪। সামুরা ইবনে জুন্দুব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কেউ নিজের সাথে রক্তের সম্পর্কযুক্ত দাসের মালিক হলে সে স্বয়ং আযাদ হয়ে যাবে।

২৫২৫- حَدَّثَنَا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِيِّ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَا تَنَا ضَمْرَةُ ابْنُ رَيْبَعَةَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ فَهُوَ حُرٌّ .

২৫২৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলান্নাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ নিজের সাথে রক্তের সম্পর্কযুক্ত দাসের মালিক হলে, সে আপনা আপনি আযাদ হয়ে যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَاشْتَرَطَ خِدْمَتَهُ

কেউ গোলাম আযাদ করলো এবং তার সেবা লাভের শর্ত আরোপ করলো ।

২৫২৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ جُمَهَانَ بْنِ سَفِينَةَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ أَعْتَقْتَنِي أُمُّ سَلْمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيَّ أَنْ أَخْدُمَ النَّبِيَّ ﷺ مَا عَاشَ .

২৫২৬। আবু আবদুর রহমান সাঈদ ইবনে জুমহান ইবনে সাফীনা (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমাকে উম্মু সালামা (রা) দাসত্বমুক্ত করেন এবং এই শর্ত আরোপ করেন যে, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমত করবো, যাবত তিনি জীবিত থাকেন ।

অনুচ্ছেদ : ৭

بَابُ مَنْ أَعْتَقَ شَرُكًا لَهُ فِي عَبْدٍ

কোন ব্যক্তি যৌথ মালিকানাভুক্ত গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে ।

২৫২৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهَيْكٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ أَوْ شِقْصًا فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَيْمَتِهِ غَيْرَ مَشْفُوقٍ عَلَيْهِ .

২৫২৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মালদার ব্যক্তি এজমালি গোলামের নিজ অংশ আযাদ করলে তার বাকী অংশও নিজের মাল দিয়ে আযাদ করে দেয়া উচিত । সে মালদার না হলে উক্ত গোলামকে (অবশিষ্ট মূল্য পরিশোধের জন্য) তার সামর্থ্য অনুযায়ী আয়াশসাধ্য কাজে মজুরী খাটাবে ।

২৫২৮- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ شِرْكَاءَ لَهُ فِي عَبْدٍ أُقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيَمَةِ عَدْلٍ فَأَعْطَى شِرْكَاءَهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ وَالْأَقْدَقُ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ .

২৫২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি এজ্জমালি গোলামের তার নিজ অংশ আযাদ করে দিলে সে তার ন্যায়সংগত মূল্য নির্ধারণপূর্বক তার মাল দ্বারা অন্যান্য শরীকের অংশের মূল্যও পরিশোধ করবে। অন্যথায় যতটুকু আযাদ করা হয়েছে সে ততটুকুই আযাদ গণ্য হবে।

### অনুচ্ছেদ ৪৮

## بَابُ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَكَهَ مَالٌ

কেউ মালদার গোলাম আযাদ করলে।

২৫২৯- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشْجِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَكَهَ مَالٌ فَمَالَ الْعَبْدُ لَهُ إِلَّا أَنْ يُشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ فَيَكُونُ لَهُ وَقَالَ ابْنُ لَهَيْعَةَ إِلَّا أَنْ يُسْتَثْنِيَهُ السَّيِّدُ .

২৫২৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি মালদার গোলাম আযাদ করলে গোলামই উক্ত মালের মালিক। তবে মনিব নিজের জন্য তার মালের জন্য শর্ত যুক্ত করলে তা তারই হবে। ইবনে লাহীআ (র)-এর রিওয়ায়াতে আছে : তবে মনিব যদি সেই মাল (নিজের জন্য) নির্দিষ্ট করে নেয়।

২৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَدِّهِ عُمَيْرٍ وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ

قَالَ لَهُ يَا عُمَيْرُ إِنِّي أَعْتَقْتُكَ عِتْقًا هَنِيئًا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَيُّمَا رَجُلٍ أَعْتَقَ غُلَامًا وَكَمْ يُسَمِّ مَالَهُ فَالْمَالُ لَهُ فَأَخْبِرْنِي مَا مَالُكَ .

২৫৩০। ইবনে মাসউদ (রা)-এর আযাদকৃত দাস উমাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) তাকে বললেন, হে উমাইর! আমি তোমাকে সন্তোষের সাথে আযাদ করতে চাই। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কোন ব্যক্তি নিজের গোলাম তার মালের বিষয় উল্লেখ না করে আযাদ করলে, উক্ত মাল তারই। অতএব আমাকে বলো, তোমার কি মাল আছে?

২৫৩১-(১)- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لِجَدِّي فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৫৩০(১)। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে নুমাইর-মুত্তালিব ইবনে যিয়াদ-ইসহাক ইবনে ইবরাহীম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) আমার দাদা (উমায়র)-কে বললেন ...পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

### অনুচ্ছেদ : ৯

## بَابُ عِتْقِ وَكْدِ الزَّانَا

জারজ সন্তান আযাদ করা।

২৫৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دَكَيْنٍ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الضَّنْبِيِّ عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ سَعْدِ مَوْلَاةِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سئِلَ عَنْ وَكْدِ الزَّانَا فَقَالَ نَعْلَانِ أَجَاهِدُ فِيهِمَا خَيْرٌ مِنْ أَنْ أُعْتِقَ وَكْدَ الزَّانَا .

২৫৩১। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাসী মায়মূনা বিনতে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জারজ সন্তান আযাদ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বলেন : আমি যে জুতাজোড়া পরে জিহাদ করি তা, আমা কর্তৃক জারজ সন্তান আযাদ করার তুলনায় অধিক উত্তম।

## بَابُ مَنْ أَرَادَ عِتْقَ رَجُلٍ وَأَمْرَاتِهِ فَلْيَبْدَأْ بِالرَّجُلِ

কোন ব্যক্তি তার দাস-দাসী দম্পতিকে আযাদ করতে চাইলে, প্রথমে যেন পুরুষ লোকটিকে আযাদ করে।

২৫৩২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ الْعَسْقَلَانِيِّ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَوْهَبٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا كَانَتْ لَهَا غُلَامٌ وَجَارِيَةٌ زَوْجٌ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْتَقْتَهُمَا فَأَبْدئي بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ .

২৫৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তার একজোড়া দাস-দাসী দম্পতি ছিল। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এদের দু'জনকেই আযাদ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাব্বানাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি ওদের উভয়কে আযাদ করতে চাইলে স্ত্রী লোকটির পূর্বে পুরুষ লোকটিকে আযাদ করো।



## كِتَابُ الْحُدُودِ

(হদ্দ)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ

তিনটি কারণ ব্যতীত কোন মুসলমানের রক্তপাত বৈধ নয়।

২৫৩৩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنْبَاءَ حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ ابْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ عُمَانَ بْنَ عُرْفَانَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُونِي بِالْقَتْلِ فَلِمَ يَقْتُلُونِي وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِيٍّ مُسْلِمٍ إِلَّا فِي إِحْدَى ثَلَاثٍ رَجُلٌ زَنَى وَهُوَ مُحْصَنٌ فَرَجِمَ أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ رَجُلٌ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ فَوَاللَّهِ مَا زَنَيْتُ فِي جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِي إِسْلَامٍ وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً وَلَا ارْتَدَدْتُ مُنْذُ أَسَلَّمْتُ .

২৫৩৩। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুнайফ (রা) থেকে বর্ণিত। উসমান ইবনে আফফান (রা) (ছাদের) উপর থেকে বিদ্রোহীদের প্রতি তাকালেন। তিনি তাদেরকে হত্যার আলোচনা করতে শুনে বললেন : তারা আমাকে হত্যার সংকল্প করছে। কেন তারা আমাকে হত্যা করবে? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ তিনটি কারণের কোন একটি বিদ্যমান না থাকলে কোন মুসলমানকে হত্যা করা বৈধ নয়। বিবাহিত ব্যক্তি যেনা করলে, তাকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা অথবা যে ব্যক্তি

১. ইসলামী আইনে নির্দিষ্ট কতিপয় অপরাধ ও তার জন্য নির্দিষ্ট শাস্তির ব্যবস্থাকে 'হদ্দ' বলে। যেমন মদ্যপের শাস্তি বেত্রদণ্ড, চুরির শাস্তি হস্তকর্তন, যেনার শাস্তি ক্ষেত্রভেদে বেত্রাঘাত বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা ইত্যাদি (অনুবাদক)।

কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা করে অথবা যে ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণের পর মুরতাদ হয়ে যায়। আদ্বাহর শপথ! আমি জাহিলী যুগেও কখনো যেনা করিনি এবং ইসলামী যুগেও না, আমি কোন মুসলমানকে হত্যা করিনি এবং আমি ইসলাম গ্রহণ করার পর থেকে মুরতাদ হইনি।

২৫৩৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ نَفَرِ النَّفْسِ بِالنَّفْسِ وَالشَّيْبِ الزَّانِي وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمَفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ .

২৫৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, “আদ্বাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই এবং আমি আদ্বাহর রাসূল” তার রক্তপাত বৈধ নয়। কিন্তু তিন শ্রেণীর লোক হত্যার যোগ্য : জানের (হত্যার) বদলে জান (হত্যা), বিবাহিত যেনাকারী এবং মুসলিম জামাআত থেকে পৃথক হয়ে দীন ত্যাগকারী।

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ الْمُرْتَدِّ عَنْ دِينِهِ

যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে মুরতাদ হয়।

২৫৩৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَتْبَانًا سَفْيَانُ بْنُ عَيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ .

২৫৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে (মুসলমান) ব্যক্তি নিজের দীন পরিবর্তন করে, তাকে তোমরা হত্যা করো।

২৫৩৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ مُشْرِكٍ أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ عَمَلًا حَتَّى يُفَارِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ .

৩৫৩৬। বাহু ইবনে হাকীম (র) থেকে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করার পর মুশরিক হয়ে শেরেকে লিপ্ত হলে আল্লাহ তার কোন আমলই গ্রহণ করেন না, যাবত না সে মুশরিকদের থেকে পৃথক হয়ে মুসলমানদের মধ্যে প্রত্যাবর্তন করে।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ

হৃদ কার্যকর করা।

২৫৩৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ أَبِي شَجْرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِقَامَةُ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً فِي بِلَادِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .

২৫৩৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আল্লাহর নির্ধারিত হৃদসমূহের মধ্য থেকে কোন হৃদ কার্যকর করা, চল্লিশ রাত মহান আল্লাহর কোন জনপদে বৃষ্টিপাত হওয়ার চেয়ে উত্তম।

২৫৩৮- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَنْبَأَنَا عَيْسَى بْنُ يَزِيدَ (أُظْنُهُ عَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدَ) عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَدٌّ يُعْمَلُ بِهِ فِي الْأَرْضِ خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمَطَّرُوا أَرْبَعِينَ صَبَاحًا .

২৫৩৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন জনপদে একটি হৃদ কার্যকর করা সেই জনপদে চল্লিশ দিন বৃষ্টিপাত হওয়ার তুলনায় উত্তম।

২৫৩৯- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا الْحَكَمُ بْنُ إِبَانَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَحَدَ آيَةَ مِنَ الْقُرْآنِ فَقَدْ حَلَّ ضَرْبَ عُنُقِهِ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا فَيُقَامَ عَلَيْهِ .

২৫৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কুরআনের একটি আয়াতও অস্বীকার করে তাকে হত্যা করা বৈধ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি বলে, “আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই এবং মুহাম্মাদ তাঁর বান্দা ও রাসূল,” তার উপর হৃদ্ব কার্যকর করার কোন পথ থাকে না। কিন্তু সে হৃদ্বযোগ্য অপরাধ করলে তা তার উপর কার্যকর হবে।

২৫৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمٍ الْمَقْلُوجُ ثَنَا عُبَيْدَةُ بْنُ الْأَسْوَدِ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ أَبِي صَادِقٍ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَقِيمُوا حُدُودَ اللَّهِ فِي الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَاتِمِر .

২৫৪০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কাছের ও দূরের সকলের উপর আল্লাহ নির্ধারিত হৃদ্ব কার্যকর করো।<sup>২</sup> আল্লাহর কাজে কোন সমালোচকের সমালোচনা যেন তোমাদেরকে বিব্রত না করে।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ مَنْ لَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحُدُّ

যার উপর হৃদ্ব বাধ্যকর হয় না।

২৫৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيَّ يَقُولُ عَرْضْنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ قَرْيَةَ فَكَانَ مَنْ أَتَيْتَ قَتَلَ وَمَنْ لَمْ يَنْبِتْ خَلَى سَبِيلَهُ فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يَنْبِتْ فَخَلَى سَبِيلِي .

২৫৪১। আতিয়া আল-কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু কুরায়জাকে হত্যার দিন আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হলো। যার (লজ্জাস্থানের) লোম গজিয়েছিল, তাকে হত্যা করা হলো এবং যার লোম গজায়নি

২. ‘দূরের ও কাছের’ বলতে ধনী-গরীব, প্রভাবশালী-প্রভাবহীনও হতে পারে আবার নিকটাত্মীয় ও দূরাত্মীয়ও হতে পারে, আবার দেশের আনাচে-কানাচে সর্বত্রও হতে পারে (অনুবাদক)।

তাকে রেহাই দেয়া হলো। আমি ছিলাম লোম না গজানোদের অন্তর্ভুক্ত, তাই আমাকে রেহাই দেয়া হয়।

২৫৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرْظِيَّ يَقُولُ فَهَذَا أَنَا ذَا بَيْنَ أَظْهَرِكُمْ .

২৫৪২। আভিয়া আল-কুরাজী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তখন থেকেই আমি তোমাদের সামনে আছি।

২৫৪৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ قَالُوا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ وَنَا ابْنُ أَرْبَعٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجْزِنِي وَعَرَضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خُمْسٍ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي خِلَافَتِهِ فَقَالَ هَذَا فَصَلُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ .

২৫৪৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে উহুদের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করা হলো, তখন আমি চৌদ্দ বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (জিহাদে শরীক হতে) অনুমতি দেননি। পরে খন্দকের যুদ্ধের দিন আমাকে তাঁর সামনে পেশ করা হয়। তখন আমি পনের বছরের তরুণ। তিনি আমাকে (যুদ্ধে যোগদানের) অনুমতি দেন। নাফে (র) বলেন, আমি এ হাদীস উমার ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর খেলাফত আমলে তার নিকট বর্ণনা করলে তিনি বলেন, এটাই নাবালগ ও বালগের মধ্যে পার্থক্যবিন্দু।

#### অনুচ্ছেদ ৪৫

### بَابُ السِّتْرِ عَلَى الْمُؤْمِنِ وَرَفْعِ الْحُدُودِ بِالشُّبُهَاتِ

মুমিন ব্যক্তির দোষ গোপন রাখা এবং সন্দেহের ভিত্তিতে হুম মওকুফ করা।

২৫৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ .

২৫৪৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের দোষ গোপন রাখবে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখেরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন।

২৫৪৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ادْفَعُوا الْحُدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفَعًا .

২৫৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা হদ্দ প্রতিরোধ করবে, যাবত তা প্রতিরোধের কোন অজুহাত পাও।

২৫৪৬ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْجُمَحِيُّ ثَنَا الْحَكَمُ ابْنُ أَبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ سَتَرَهُ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَشَفَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى يَفْضَحَهُ بِهَا فِي بَيْتِهِ .

২৫৪৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার গুপ্ত (অপরাধের) বিষয় গোপন রাখবেন। আর যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবে, আল্লাহ তার গোপন বিষয় ফাঁস করে দিবেন, এমনকি এই কারণে তাকে তার ঘরে পর্যন্ত অপদস্থ করবেন।

### অনুচ্ছেদ : ৬

## بَابُ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُودِ

হদ্দের ব্যাপারে সুপারিশ।

২৫৪৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قُرَيْشًا أَهْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالُوا وَمَنْ يَجْتَرِي عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

حِبُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَكَلَّمَهُ أَسَامَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اتَّشَفَعُ فِي حَدِّ مَنْ  
 حَدُّهُ اللَّهُ ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ  
 أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ  
 الْحَدَّ وَآيَمُ اللَّهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ  
 سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ قَدْ أَعَاذَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ وَكُلُّ مُسْلِمٍ  
 يَنْفِي لَهُ أَنْ يَقُولَ هَذَا .

২৫৪৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। মাখযুম গোত্রের এক নারী চুরি করে ধরা পড়লে তার বিষয়টি কুরায়শদেরকে অত্যন্ত বিচলিত করে তোলে। তারা বলাবলি করলো, বিষয়টি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে কথা বলতে পারে? তারা বলাবলি করলো, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রিয়পাত্র উসামা ইবনে যয়েদ ছাড়া আর কেউ এমন দুঃসাহস করতে পারবে না। অতঃপর উসামা (রা) তাঁর সঙ্গে বিষয়টি নিয়ে আলাপ করলে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি কি আদ্বাহ নির্ধারিত হৃদের ব্যাপারে সুপারিশ করছো? অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে খুস্তবা দিলেন এবং বলেন : হে জনগণ! তোমাদের পূর্ববর্তীরা এ কারণে ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যকার কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তারা তাকে ছেড়ে দিতো এবং কোন দুর্বল অসহায় ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিতো। আদ্বাহর শপথ! মুহাম্মাদের কস্যা কান্তেমাও যদি চুরি করতো, তাহলে অবশ্যই আমি তার হাতও কেটে দিতাম। রাবী মুহাম্মাদ ইবনুন্নুর রুম্হ (র) বলেন, আমি লাইছ ইবনে সাদকে বলতে শুনেছি, আদ্বাহ তাআলা তাকে (হযরত ফাতিমাকে) চুরি করা থেকে হেফাজত করেছেন। প্রত্যেক মুসলমানেরই এরূপ বলা উচিত।

২৫৪৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ  
 اسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بْنِ الْأَسْوَدِ  
 عَنْ أَبِيهَا قَالَ لَمَّا سَرَقَتِ الْمَرْأَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ بَيْتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَعْظَمْنَا  
 ذَلِكَ وَكَانَتْ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ فَجِئْنَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ نُكَلِّمُهُ وَقُلْنَا نَحْنُ نَفْدِيهَا  
 بِأَرْبَعِينَ أَوْقِيَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَطَهَّرْ خَيْرٌ لَهَا فَلَمَّا سَمِعْنَا لَيْثَ قَوْلِ رَسُولِ

اللَّهُ ﷺ اتَيْنَا أُسَامَةَ فَقُلْنَا كَلِمَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا رَأَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ذَلِكَ قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ مَا أَكْثَرَكُمْ عَلَىٰ فِي حَدٍّ مِّنْ حُدُودِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَقَعَ عَلَىٰ أُمَّةٍ مِّنْ أُمَّةِ اللَّهِ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللَّهِ تَزَلَّتْ بِالذِّئْبِ نَزَلَتْ بِهِ لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا .

২৫৪৮। মাসউদ ইবনুল আসওয়াদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সেই নারী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘর থেকে সেই চাদরটি চুরি করলে তা আমাদেরকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে। সে ছিল কুরায়শ বংশীয়া। অতঃপর আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ব্যাপারটি নিয়ে আলোচনা করতে এলাম। আমরা বললাম, আমরা তার পক্ষ থেকে চল্লিশ উকিয়া ফিদয়া দিচ্ছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে পবিত্র হোক, এটাই তার জন্য উত্তম। আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নরম সুর শুনে উসামার কাছে এসে বললাম, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে আলোচনা করো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পরিস্থিতি আঁচ করে খুতবা দিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। তিনি বলেন : তোমাদের কি হয়েছে যে, তোমরা আমার কাছে আল্লাহ নির্ধারিত হৃদয়ের ব্যাপারে সুপারিশ করছো, যা তাঁর কোন এক বান্দীর উপর প্রযোজ্য হচ্ছে। সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ। যদি আল্লাহর রাসূলের কন্যা ফাতিমাও ঐ নারীর স্তরে উপনীত হতো, তবে অবশ্যই মুহাম্মাদ তার হাত কেটে দিতো।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ حَدِّ الزَّوْنِ

যেনার হদ্দ।

২৫৪৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالُوا ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ انشُدْكَ اللَّهُ لِمَا قَضَيْتَ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ خَصْمُهُ وَكَانَ أَفْقَهُ مِنْهُ أَفْضُ بَيْنَنَا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَثْنَنَ لِي حَتَّى أَقُولَ قَالَ قُلْ قَالَ إِنْ ابْنِي كَانَ عَسِيفًا عَلَىٰ



هَذَا وَانَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ فَأَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِمِائَةِ شَاةٍ وَخَادِمٍ فَسَأَلْتُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فَأَخْبَرْتُ أَنَّ عَلَى ابْنِي جَلْدَ مِائَةٍ وَتَغْرِيبَ عَامٍ وَأَنَّ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا الرَّجْمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ الْمِائَةَ الشَّاةُ وَالْخَادِمُ رَدٌّ عَلَيْكَ وَعَلَى ابْنِكَ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ عَامٍ وَاغْدُ يَا أُتَيْسُ عَلَى امْرَأَةِ هَذَا فَإِنَّ اعْتَرَفْتَ فَارْجُمَهَا . قَالَ هِشَامٌ فَعَدَا عَلَيْهَا فَأَعْتَرَفَتْ فَرَجَمَهَا .

২৫৪৯। আবু হুরায়রা, য়ায়েদ ইবনে খালিদ ও শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে বললো, আমি আপনাকে আল্লাহর শপথ করে বলছি যে, আমাদের মধ্যে কিতাবুল্লাহর বিধান অনুযায়ী মীমাংসা করে দিন। তার তুলনায় অধিক বিচক্ষণ তার প্রতিপক্ষ বললো, হাঁ আমাদের মাঝে আল্লাহর কিতাব অনুসারে ফয়সালা করে দিন এবং আমাকে বজ্রব্যা পেশের অনুমতি দিন। তিনি বলেনঃ বলা। লোকটি বললো, আমার পুত্র এই ব্যক্তির শ্রমিক ছিল, সে তার স্ত্রীর সাথে যেনা করেছে। আমি তার পক্ষ থেকে এক শত বকরী এবং একটি গোলাম পরিশোধ করেছি। অতঃপর আমি কতক বিজ্ঞ লোককে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে আমাকে বলা হয় যে, আমার পুত্রকে এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে এবং এক বছরের নির্বাসন দিতে হবে, আর এই ব্যক্তির স্ত্রীকে রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) কুরতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই সত্তার শপথ, যার হাতে আমার প্রাণ! আমি অবশ্যই তোমাদের দু'জনের মধ্যে আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী ফয়সালা করবো। তুমি তোমার এক শত বকরী ও গোলাম ফেরত লও এবং তোমার পুত্রকে এক বছরের নির্বাসনসহ এক শত বেত্রাঘাত করা হবে। আর হে উনাইস! তুমি আগামী কাল সকালে তার স্ত্রী নিকট যাবে। সে যদি স্বীকারোক্তি করে তবে তাকে রজম করবে। অধস্তন রাবী হিশাম বলেন, উনাইস (রা) পরদিন সকালে তার নিকট গেলো এবং সে স্বীকারোক্তি করলে তিনি তাকে রজম করেন।

২৫৫ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ حِطَّانِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ خُذُوا عَنِّي قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ سَنَةٍ وَالثَّيْبُ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ .

২৫৫০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা আমার কাছ থেকে (দীনের বিধান) শিখে নাও। আল্লাহ তাদের (মহিলাদের) জন্য একটি পথ করে দিয়েছেন। যদি অবিবাহিত পুরুষ অবিবাহিত নারীর সাথে যেনা করে তবে তাদের প্রত্যেককে এক বছরের নির্বাসনসহ এক শত বেত্রাঘাত করতে হবে। আর যদি বিবাহিত পুরুষ বিবাহিত নারীর সাথে যেনা করে তবে তাদের প্রত্যেককে এক শত বেত্রাঘাত এবং রজম করতে হবে।

### অনুচ্ছেদ : ৮

## بَابُ مَنْ وَقَعَ عَلَى جَارِيَةِ امْرَأَتِهِ

কেউ নিজ স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করলে।

২৫৫১ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ قَالَ أَتَى النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ بِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَقَالَ لَا أَقْضِي فِيهَا إِلَّا بِقِضَاءِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ كَانَتْ أَحْلَتْهَا لَهُ جَلَدْتُهُ مِائَةً وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ رَجَمْتُهُ .

২৫৫১। হাবীব ইবনে সালেম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নোমান ইবনে বাশীর (রা)-এর নিকট এক ব্যক্তিকে হাযির করা হলো, যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করেছিল। তিনি বলেন, আমি এ ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালার অনুরূপ ফয়সালাই করবো। তিনি বলেন, যদি তার স্ত্রী ক্রীতদাসীকে তার জন্য হালাল করে দিয়ে থাকে, তবে এ যেনাকারীকে এক শত বেত্রাঘাত করবো। আর যদি তার স্ত্রী তাকে অনুমতি না দিয়ে থাকে, তবে তাকে আমি রজম করবো।

২৫৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَفَعَ إِلَيْهِ رَجُلًا وَطِئَ جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ فَلَمْ يَحْدُهُ .

২৫৫২। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হলো, যে তার স্ত্রীর ক্রীতদাসীর সাথে যেনা করেছিল। তিনি তার উপর হৃদ কার্যকর করেননি।

## بَابُ الرَّجْمِ

রজম করা ।

২৫৫৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَيَضْلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللَّهِ الْآ وَانَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أَحْصَنَ الرَّجُلُ وَقَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوْ اعْتِرَافٌ وَقَدْ قَرَأْتَهَا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنِيَا فَأَرْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ) رَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَرَجَمْنَا بَعْدَهُ .

২৫৫৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, আমি আশঙ্কা করছি যে, দীর্ঘকাল অতিবাহিত হওয়ার পর কেউ বলে বসবে, আমি আল্লাহর কিতাবে রজমের কথা পাচ্ছি না। ফলে সে আল্লাহর ফরযসমূহের মধ্যকার একটি ফরয ত্যাগ করার কারণে পথভ্রষ্ট হবে। সাবধান! রজম (প্রস্তরাঘাতে হত্যা) করা বাধ্যতামূলক- অপরাধী বিবাহিত হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া গেলে অথবা গর্ভসঞ্চারণ হলে অথবা স্বীকারোক্তি করলে। অতঃপর আমি রজমের এ আয়াত পাঠ করি : “বৃদ্ধ ও বৃদ্ধা যেনায় লিগু হলে তোমরা তাদের উভয়কে রজম করো”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রজম করেছেন এবং তাঁর পরে আমরাও রজম করেছি।

২৫৫৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبَادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ مَاعِزُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ إِنِّي زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ قَالَ قَدْ زَنَيْتُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حَتَّى أَقْرَأَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ فَلَمَّا أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لِحْيٌ جَمَلٍ فَضْرَبَهُ فَصْرَعَهُ فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فِرَارَهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ قَالَ فَهَلَّا تَرَكْتُمُوهُ .

২৫৫৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মাইয ইবনে মালেক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো : আমি যেনা করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আবার সে বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি এবারও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললো, আমি যেনা করেছি। এবারও তিনি তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। সে আবার বললো, আমি যেনা করেছি। তিনি তার থেকে আবারও মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এমনভাবে সে চারবার স্বীকারোক্তি করলো। অতঃপর তিনি তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। তার দেহে পাথর নিক্ষেপ হতে থাকলে সে দ্রুত পালাতে তৎপর হলো। এক ব্যক্তি তার নাগাল পেয়ে গেলো। তার হাতে ছিলো উটের চোয়ালের হাড়। সে তাকে আঘাত করে ভূপাতিত করলো। তার গায়ে পাথর নিক্ষেপ হওয়ায় তার পলায়নের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : তোমরা কেন তাকে ছেড়ে দিলে না!

২৫৫৫ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ أَنَّ الْوَكِيدَ بْنَ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ امْرَأَةً اتَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَأَعْتَرَفَتْ بِالزِّنَا فَأَمَرَ بِهَا فَشُكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ رَجَمَهَا ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا .

২৫৫৫। ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক নারী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে যেনার স্বীকারোক্তি করলো। তিনি তার দেহে তার পরিধেয় বস্ত্র শক্ত করে পেঁচিয়ে তাকে রজম করার নির্দেশ দিলেন। অতঃপর তিনি তার জানাযার নামায পড়লেন।

### অনুচ্ছেদ ৪ ১০

## بَابُ رَجْمِ الْيَهُودِيِّ وَالْيَهُودِيَّةِ

ইহুদী পুরুষ ও নারীকে রজম করা।

২৫৫৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيَيْنِ أَنَا فِيمَنْ رَجَمَهُمَا فَقَدْ رَأَيْتُهُ وَأَنْتَ يَسْتَرُهَا مِنَ الْحِجَارَةِ .

২৫৫৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই ইয়াহুদীকে রজম করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। আমিও রজমকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। আমি পুরুষ লোকটিকে দেখেছি যে, সে নারীটিকে পাথর থেকে আড়াল করছে।

২৫৫৭- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَجَمَ يَهُودِيًّا وَيَهُودِيَّةً .

২৫৫৭। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একজোড়া ইহুদী নারী-পুরুষকে রজম করেছিলেন।

২৫৫৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِيَهُودِيٍّ مُحَمَّمٍ مَجْلُودٍ فَدَعَاهُمْ فَقَالَ هَكَذَا تَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِي قَالُوا نَعَمْ فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَائِهِمْ فَقَالَ أَنْشُدْكَ بِاللَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَةَ عَلَى مُوسَى أَهَكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِي قَالَ لَا وَلَوْ لَا أَتُكَ نَشَدْتَنِي لَمْ أَخْبِرْكَ نَجِدُ حَدَّ الزَّانِي فِي كِتَابِنَا الرَّجْمَ وَلَكِنَّهُ كَثُرَ فِي أَشْرَافِنَا الرَّجْمَ فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الشَّرِيفَ تَرَكْنَاهُ وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَا الضَّعِيفَ أَقَمْنَا عَلَيْهِ الْحَدَّ فَقُلْنَا تَعَالَوْا فَلْتَجْتَمِعَ عَلَيَّ شَيْءٌ نُقِيمُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ فَاجْتَمَعْنَا عَلَى التُّحْمِيمِ وَالْجَلْدِ مَكَانَ الرَّجْمِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اللَّهُمَّ إِنِّي أَوْلَى مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ إِذَا أَمَاتُوهُ وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ .

২৫৫৮। বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন এক ইহুদীকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন, যার মুখে কালি মাখিয়ে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। তিনি তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি তোমাদের কিতাবে যেনাকারীর এরূপ শাস্তি পেয়েছো? তারা বললো, হ্যাঁ। তিনি তাদের আলেমদের মধ্যকার একজনকে ডেকে বলেন : আমি তোমাকে সেই সত্তার শপথ দিয়ে বলছি, যিনি মুসা (আ)-এর উপর তাওরাত কিতাব নাযিল করেছেন! তোমরা কি যেনাকারীর এরূপ শাস্তিই পেয়েছো? সে বললো, না। আপনি যদি আমাকে শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস না করতেন তবে আমি আপনাকে এ কথা বলতাম না। আমরা আমাদের কিতাবে যেনাকারীর শাস্তি পেয়েছি রজম করা। কিন্তু আমাদের সত্ত্বাস্ত লোকদের মধ্যে রজমের (যেনার) অপরাধ

বেড়ে গেলো। এমতাবস্থায় আমরা সম্ভ্রান্ত লোককে (এ অপরাধে) শ্রেষ্ঠার করলে তাকে ছেড়ে দিতাম এবং আমাদের দুর্বল ও অসহায় লোককে (একইরূপ অপরাধে) শ্রেষ্ঠার করলে তার উপর হৃদয় কার্যকর করতাম। (এক পর্যায়ে) আমরা বললাম, এসো আমরা একটা বিষয়ে একমত হই, যা আমরা সম্ভ্রান্ত ও দুর্বল সকলের উপর কার্যকর করতে পারি। তখন থেকে আমরা (শাস্তি লাঘব করে) রজমের পরিবর্তে মুখমণ্ডলে কালি মেখে বেত্রাঘাতের শাস্তি কার্যকর করতে একমত হই। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ ইয়া আব্বাহ! আমিই প্রথম ব্যক্তি, যে তাদের ধ্বংস করা তোমার হুকুমকে জীবিত করেছে। অতঃপর তাঁর নির্দেশে ঐ ইহুদীকে রজম করা হয়।<sup>৩</sup>

### অনুচ্ছেদ : ১১

## بَابُ مَنْ أَظْهَرَ الْفَاحِشَةَ

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে অশ্লীল কর্ম (যেনা) করে।

২৫৫৯- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا زَيْدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدٍ ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ فَلَانَةَ فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَا الرِّبِّيَّةُ فِي مَنْطِقِهَا وَهَيْئَتِهَا وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا .

২৫৫৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়া রজম করতাম, তবে অবশ্যই অমুক নারীকে রজম করতাম। কেননা তার কথাবার্তায় ও দৈহিক বেশভূষায় এবং যারা তার কাছে যাতায়াত করে তাদের থেকে অশ্লীলতা প্রকাশ পেয়েছে।

২৫৬০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ الْمُتَلَاعِنِينَ فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ هِيَ الَّتِي قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُهَا فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ تِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنْتُ .

৩. বাইবেলের লেবীয় পুস্তক, ২০ : ১০; দ্বিতীয় বিবরণ, ২২ : ২২-২৬; যোহন, ৮ : ১-১১ ইত্যাদি স্থানসমূহ দেখা যেতে পারে, যেখানে যেনার উক্তরূপ শাস্তি উল্লিখিত আছে (অনুবাদক)।

২৫৬০। কাসিম ইবনে মুহাম্মাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা) দুই লিআনকারীর কথা উল্লেখ করলেন।<sup>৪</sup> ইবনে শাম্মাদ (রা) তাকে বললেন, এই সেই নারী যার সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন : আমি যদি কাউকে সাক্ষ্য-প্রমাণ ছাড়াই রজম করতাম, তবে অবশ্যই তাকে রজম করতাম। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সেই নারী তো প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজ করেছে।

### অনুবাদ : ১২

## بَابُ مَنْ عَمَلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ

যে ব্যক্তি লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হয়।

২৫৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ فَاقْتُلُوهُ الْفَاعِلُ وَالْمَفْعُولُ بِهِ .

২৫৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা কাউকে লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত পেলে তাকে এবং যার সাথে তা করা হয় তাকে হত্যা করো।

২৫৬২- حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنِي عَاصِمُ ابْنُ عُمَرَ بْنِ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الَّذِي يَعْمَلُ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ قَالَ أَرْجُمُوا الْأَعْلَى وَالْأَسْفَلَ أَرْجُمُوهُمَا جَمِيعًا .

২৫৬২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লূত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি সম্পর্কে বলেন : তোমরা উপরের এবং নিচের ব্যক্তিকে অর্থাৎ উভয়কে প্রস্তরাঘাতে হত্যা করো।

২৫৬৩- حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ ثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ أَخَوْفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ .

৪. স্বামী স্ত্রীর বিরুদ্ধে যেনার অভিযোগ উত্থাপন করলে এবং কোন সাক্ষ্য-প্রমাণ না থাকলে উভয়কে বিচারকের সামনে বিশেষ পদ্ধতিতে অভিশাপযুক্ত শপথ করতে হয়। এই শপথকে আইনের পরিভাষায় লিআন বলে (অনুবাদক)।

২৫৬৩। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি আমার উম্মাতের ব্যাপারে লৃত জাতির অনুরূপ অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার সর্বাধিক আশঙ্কা করি।

### অনুচ্ছেদ : ১৩

## بَابُ مَنْ أَتَى ذَاتَ مَحْرَمٍ وَمَنْ أَتَى بِهِيمَةً

যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে এবং যে ব্যক্তি পত্তর সাথে যৌনাচার করে।

২৫৬৪ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتِ مَحْرَمٍ فَاقْتُلُوهُ وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بِهِيمَةٍ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبِهِيمَةَ .

২৫৬৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মাহরাম আত্মীয়ের সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকে হত্যা করো এবং যে ব্যক্তি পত্তর সাথে সঙ্গম করে তোমরা তাকেও হত্যা করো এবং পত্তটিও হত্যা করো।

### অনুচ্ছেদ : ১৪

## بَابُ إِقَامَةِ الْحُدُودِ عَلَى الْأِمَاءِ

ক্রীতদাসীর উপর হদ্দ কার্যকর করা।

২৫৬৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشَيْلٍ قَالُوا كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْنِي قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ فَقَالَ اجْلِدْهَا فَإِنْ زَنَتْ فَاجْلِدْهَا ثُمَّ قَالَ فِي الثَّلَاثَةِ أَوْ فِي الرَّابِعَةِ فَبِعْهَا وَكُوِّ بِحَبْلِ مِّنْ شَعْرٍ .

২৫৬৫। আবু হুরায়রা, য়য়েদ ইবনে খালিদ ও শিবল (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি



তাঁকে অবিবাহিত ক্রীতদাসীর যেনায় লিগু হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। নবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে বেত্রাঘাত করো। যদি সে পুনরায় যেনা করে তবে আবার তাকে বেত্রাঘাত করো। তৃতীয় বা চতুর্থবারে তিনি বলেন : চুলের একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।

২৫৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَمَارِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَتْهُ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا زَنَّتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَّتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَّتْ فَاجْلِدُوهَا فَإِنْ زَنَّتْ فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ يَبْعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ وَالضَّفِيرُ الْحَبْلُ .

২৫৬৬। আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রীতদাসী যেনায় লিগু হলে তাকে বেত্রাঘাত করো। সে আবার যেনায় লিগু হলে আবার তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনায় লিগু হলে আবারও তাকে বেত্রাঘাত করো, আবার যেনায় লিগু হলে আবারও তাকে বেত্রাঘাত করো। অতঃপর একটি রশির বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।

অনুচ্ছেদ : ১৫

## بَابُ حَدِّ الْقَذْفِ

যেনার মিথ্যা অপবাদ (কাফর) আরোপের শাস্তি।

২৫৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمَّا نَزَلَ عَذْرَى قَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى الْمَنْبَرِ فَذَكَرَ ذَلِكَ وَتَلَا الْقُرْآنَ فَلَمَّا نَزَلَ أَمَرَ بِرَجُلَيْنِ وَأَمْرَاءَ فَضْرَبُوا حَدَّهُمْ .

২৫৬৭। আরেশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার বিরুদ্ধে উত্থাপিত মিথ্যা অপবাদ খণ্ডন করে কুরআনের আয়াত নাখিল হলে পর রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মিন্বারে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি বিষয়টি উল্লেখ করে কুরআন (সেই আয়াত) তিলাওয়াত করেন, অতঃপর মিন্বার থেকে অবতরণ করে দুইজন পুরুষ ও একজন নারী সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তাদের উপর হৃদ কার্যকর করা হয়।

২৫৬৮ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ثَنَا اِبْنُ اَبِي قُدَيْكٍ حَدَّثَنِى اِبْنُ اَبِي حَبِيْبَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ اِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا مُخَنَّثُ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِيْنَ وَاِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ يَا لُوْطِيْ فَاجْلِدُوهُ عِشْرِيْنَ .

২৫৬৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে “হে মুখান্নাস” (নপুংসক) বললে তাকে বিশটি বেত্রাঘাত করো এবং কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে “হে লুতী” (সমকামী) বললে তাকেও বিশটি বেত্রাঘাত করো।

অনুচ্ছেদ : ১৬

بَابُ حَدِّ السُّكْرَانِ

মদ্যপের শাস্তি।

২৫৬৯ - حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ اَبِي حُصَيْنٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ثَنَا مُطْرِفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ مَا كُنْتُ اَدِيْ مَنْ اَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ اِلَّا شَارِبَ الْخَمْرِ فَاِنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَمْ يَسْنُ فِيْهِ شَيْئًا اِنَّمَا هُوَ شَيْءٌ جَعَلْنَاهُ نَحْنُ .

২৫৬৯। উমাইর ইবনে সাঈদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আলী ইবনে আবু তালিব (রা) বলেছেন, মদ্যপ ব্যতীত অপর কোন অপরাধী আমার নির্দেশে হৃদ্য কার্যকর করার কারণে নিহত হলে আমি তার দিয়াত পরিশোধ করবো না। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপের হৃদ্য নির্ধারণ করেননি। আমরা নিজেদের পক্ষ থেকে মদ্যপের হৃদ্য নির্ধারণ করেছি (তাই তার দিয়াত পরিশোধ করবো)।

২৫৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ ثَنَا سَعِيْدٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ جَمِيْعًا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَضْرِبُ فِي الْخَمْرِ بِالنِّعَالِ وَالْجَرِيْدِ .

২৫৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদ্যপকে জুতা ও লাঠি দ্বারা প্রহার করতেন।

২৫৭১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ عَلِيَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدَّانَاجِ سَمِعْتُ حُصَيْنَ بْنَ الْمُنْذِرِ الرَّقَاشِيَّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَاجِ قَالَ حَدَّثَنِي حُصَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ قَالَ لَمَّا جِيءَ بِالْوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَانَ قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ قَالَ لِعَلِيٍّ دُونَكَ ابْنُ عَمِّكَ فَأَقِمَّ عَلَيْهِ الْحَدَّ فَجَلَدَهُ عَلِيٌّ وَقَالَ جَلَدَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ أَبُو بَكْرٍ أَرْبَعِينَ وَجَلَدَ عُمَرُ ثَمَانِينَ وَكُلُّ سَنَةٍ .

২৫৭১। হুসাইন ইবনুল মুনযির (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ওয়ালাদ ইবনে উক্বাকে উসমান (রা)-এর আদালতে আনা হলে এবং সাক্ষ্য-প্রমাণে তার (মদ্যপানের) অপরাধ প্রমাণিত হলে তিনি আলী (রা)-কে বলেন, এই নিন আপনার চাচাতো ভাইকে এবং তার উপর হৃদ কার্যকর করুন। আলী (রা) তাকে বেত্রাঘাত করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মদ্যপকে) চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন, আবু বাক্বর (রা)-ও চল্লিশ বেত্রাঘাত করেছেন এবং উমার (রা) আশি বেত্রাঘাত করেছেন। এ সবই সূনাত।

### অনুচ্ছেদ : ১৭

## بَابُ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ مَرَارًا

কোন ব্যক্তি বারবার মাদক সেবনে লিপ্ত হলে।

২৫৭২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَكَرَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ ثُمَّ قَالَ فِي الرَّابِعَةِ فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ .

২৫৭২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কেউ মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক

গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো, সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে বেত্রাঘাত করো। চতুর্থবারে তিনি বলেন : সে পুনরায় মাদক গ্রহণ করলে তাকে হত্যা করো।

২৫৭৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ عَنْ ذُكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِذَا شَرِبُوا الْخَمْرَ فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاقْتُلُوهُمْ .

২৫৭৩। মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকেরা মদপান করলে তোমরা তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় মদপান করলে তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, আবার মদপান করলে আবার তাদেরকে বেত্রাঘাত করো, পুনরায় (চতুর্থবার) মদপান করলে তাদেরকে হত্যা করো।

#### অনুচ্ছেদ : ১৮

### بَابُ الْكَبِيرِ وَالْمَرِيضِ يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ

বৃদ্ধ ও রোগীর উপর হাদ্দ বাধ্যকর হলে।

২৫৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ قَالَ كَانَ بَيْنَ آيَاتِنَا رَجُلٌ مُخْذَجٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أُمَّةٍ مِّنْ أُمَّةِ الدَّارِ يَخْبُثُ بِهَا فَرَفَعَ شَأْنَهُ سَعْدُ بْنُ عَبَادَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِ سَوْطٍ قَالُوا يَا نَبِيَّ اللَّهِ هُوَ أضعفُ مِنْ ذَلِكَ لَوْ ضَرَبْتَاهُ مِائَةَ سَوْطٍ مَاتَ قَالَ فَخَذُوا لَهُ عِشْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاحٍ فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً .

২৫৭৪। সাঈদ ইবনে সাদ ইবনে উবাদা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদের বাড়িতে একটি বিকলাঙ্গ ও দুর্বল লোক বাস করতো। লোকেরা তার ব্যাপারে কোন আশঙ্কা করতো না। কিন্তু একদা বাড়ির এক ক্রীতদাসীর সাথে সে যেনায় লিঙ্গ হলে লোকেরা তাচ্ছব বনে যায়। সাদ ইবনে উবাদা (রা) তার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলেন। তিনি বলেন : তাকে এক শত বেত্রাঘাত করো। লোকজন বললো, হে আল্লাহর নবী! সে এই শাস্তি সহ্য করতে (স্বাস্থ্যগতভাবে) দুর্বল (অক্ষম)। তাকে যদি আমরা এক শত বেত্রাঘাত করি তবে সে মারা যেতে পারে। তিনি বলেন : তাহলে তোমরা এক শত শাখাবিশিষ্ট একটি গাছের ডাল লও এবং তা দ্বারা তাকে একবার প্রহার করো (আহমাদ, ৫/২২২)।

২৫৭৪(১) - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ وَكَيْعٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৫৭৪(১)। সুফিয়ান ইবনে ওয়াকী-আল-মুহারিবী-মুহাম্মাদ ইবনে ইসহাক-ইয়াকুব ইবনে আবদুল্লাহ-আবু উমামা ইবনে সাহল-সাদ ইবনে উবাদা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ১৯

## بَابُ مَنْ شَهَرَ السِّلَاحَ

যে ব্যক্তি (মুসলমানদের বিরুদ্ধে) অস্ত্রধারণ করে।

২৫৭৫ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَحَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ عَنْ مَعْشَرَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوسَى بْنِ يَسَّارٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৫৭৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

২৫৭৬ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرٍ بْنِ الْبَرَادِ بْنِ يُونُسَ بْنِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ ابْنِ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৫৭৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অস্ত্রভুক্ত নয়।

২৫৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْبَرَادِ قَالُوا ثَنَا أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا .

২৫৭৭। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের অস্ত্রভুক্ত নয়।

### অনুচ্ছেদ : ২০

## بَابُ مَنْ حَارَبَ وَسَعَى فِي الْأَرْضِ فَسَادًا

যে ব্যক্তি রাহাজানি ও লুটতরাজ করে এবং জনজীবনে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

২৫৭৮ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أَنَسًا مِنْ عُرَيْنَةَ قَدِمُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَاجْتَوَوْا الْمَدِينَةَ فَقَالَ لَوْ خَرَجْتُمْ إِلَى ذُوْدٍ لَنَا فَشَرِيْتُمْ مِنَ الْبَانِيهَا وَأَبْوَالِهَا فَفَعَلُوا فَارْتَدُّوا عَنِ الْإِسْلَامِ وَقَتَلُوا رَاعِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَسْتَأْفُوا ذُوْدَةَ فَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي طَلَبِهِمْ فَجِيءَ بِهِمْ فَقَطَعَ أَيْدِيَهُمْ وَأَرْجُلَهُمْ وَسَمَرَ أَعْيُنَهُمْ وَتَرَكَهُمْ بِالْحَرَّةِ حَتَّى مَاتُوا .

২৫৭৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। উরায়না গোত্রের কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে (মদীনায়) আগমন করে। কিন্তু মদীনার আবহাওয়া তাদের স্বাস্থ্যের অনুকূল হলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা যদি আমাদের উটের চারণভূমিতে যেতে এবং তার দুধ ও পেশাব পান করতে (তাহলে হয়তো নিরাময় লাভ করতে)। তারা তাই করলো (এবং রোগমুক্ত

হলো)। অতঃপর তারা দীন ইসলাম ত্যাগ করলো (মুরতাদ হয়ে গেল), রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাখালকে হত্যা করলো এবং তাঁর উটের পাল লুট করে নিয়ে গেলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এদের পিছু ধাওয়া করতে লোক পাঠালেন। তাদেরকে গ্রেফতার করে নিয়ে আসা হলে তিনি তাদের হাত-পা কেটে এবং তাদের চোখে লৌহ শলাকা বিদ্ধ করে তাদেরকে উত্তণ্ড বালুর উপর ফেলে রাখলেন। অবশেষে তারা মারা গেলো।<sup>৫</sup>

২৫৭৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا تَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ تَنَا الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ قَوْمًا اغَارُوا عَلَى لِقَاحِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ اَيْدِيَهُمْ وَارْجُلَهُمْ وَسَمَلَ اَعْيُنَهُمْ .

২৫৭৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক সম্প্রদায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উটের পাল লুট করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের হাত-পা কেটে দিলেন এবং তাদের চোখে লৌহশলাকা বিদ্ধ করলেন।

### অনুবাদ : ২১

## بَابُ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

২৫৮০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ فَضِيلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ .

২৫৮০। সাঈদ ইবনে য়ায়েদ ইবনে আমর ইবনে নুফাইল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি নিজের ধন-সম্পদ রক্ষার্থে নিহত হয় সে শহীদ।

৫. মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জীবনে একবার মাত্র উক্তরূপ শাস্তি দান করেন। রাহাজানির (ডাকাতি) দণ্ড সংক্রান্ত আয়াত (সূরা মাইদার ৩৩ নম্বর আয়াত) নাযিল হলে উক্তরূপ শাস্তি রহিত হয়ে যায় (অনুবাদক)

২৫৮১- حَدَّثَنَا الْخَلِيلُ بْنُ عَمْرٍو ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ سِنَانِ الْجَزْرِيُّ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَتَى عِنْدَ مَالِهِ فَقَاتَلَ فَقَاتَلَ فَقَاتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ .

২৫৮১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির ধন-সম্পদ লুট করতে চাইলো। সে তাতে বাধা দিতে গিয়ে তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হয়।

২৫৮২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرِيدَ مَالَهُ ظَلَمًا فَتَقَاتَلَ فَهُوَ شَهِيدٌ .

২৫৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কারো ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে দখল করার চেষ্টা করা হলে এবং সে তা রক্ষা করতে গিয়ে নিহত হলে শহীদ গণ্য হয়।

### অনুচ্ছেদ ৪ ২২

## بَابُ حَدِّ السَّارِقِ

চোরের শাস্তি।

২৫৮৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ فَتَقَطُّعُ يَدَهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتَقَطُّعُ يَدَهُ .

২৫৮৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : চোরের প্রতি আল্লাহর অভিসম্পাত, ডিম চুরির অপরাধে যার হাত কাটা যায় এবং রশি চুরির অপরাধে যার হাত কাটা যায়।

২৫৮৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَطَعَ النَّبِيُّ ﷺ فِي مِجَنِّ قِيمَتُهُ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمٍ .



২৫৮৪। ইবনে উমারা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিন দিরহাম মূল্যের একটি ঢাল চুরির অপরাধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হস্ত কর্তনের নির্দেশ দেন।

২৫৮৫ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ عَمْرَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَقْطَعُ الْيَدَ إِلَّا فِي رِيعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا .

২৫৮৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক দীনারের এক-চতুর্থাংশ অথবা তার অধিক পরিমাণ ছাড়া (চোরের) হাত কাটা যাবে না।

২৫৮৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو هِشَامٍ الْمَخْزُومِيُّ ثَنَا وَهَيْبٌ ثَنَا أَبُو وَقْدٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَقْطَعُ يَدَ السَّارِقِ فِي ثَمَنِ الْمَجْنِّ .

২৫৮৬। সাদ ইবনে আবু ওয়াসাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একটি ঢালের সম-পরিমাণ চুরির বেলায় চোরের হাত কাটা হবে।

### অনুবাদ : ২৩

## بَابُ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ

কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া।

২৫৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو بَشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو سَلَمَةَ الْجُوْبَارِيُّ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ قَالُوا ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَطَاءِ بْنِ مُقَدَّمٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ ابْنِ مُحَيْرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ فَضَالَهَ بْنَ عُبَيْدٍ عَنْ تَعْلِيقِ الْيَدِ فِي الْعُنُقِ فَقَالَ السُّنَّةُ قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ عَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ .

২৫৮৭। ইবনে মুহাইরীয (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ফাদালা ইবনে উবাইদ (রা)-কে কর্তিত হাত কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দেয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, এটাই নিয়ম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাত কেটে তা তার কাঁধের সাথে ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

## بَابُ السَّارِقِ يَعْتَرِفُ

চোর স্বীকারোক্তি করলে।

২৫৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ اثْبَاتًا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِيهِ أَنْ عَمَرُو بَنَ سَمْرَةَ ابْنِ حَبِيبٍ بِنِ عَبْدِ شَمْسٍ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي سَرَقْتُ جَمَلًا لِبَنِي فُلَانٍ فَطَهَّرَنِي فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالُوا إِنَّا افْتَقَدْنَا جَمَلًا لَنَا فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ فَقَطَعَتْ يَدُهُ . قَالَ ثَعْلَبَةُ أَنَا أَنْظَرُ إِلَيْهِ حِينَ وَقَعَتْ يَدُهُ وَهُوَ يَقُولُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي طَهَّرَنِي مِنْكَ أَرَدْتَ أَنْ تُدْخِلِي جَسَدِي النَّارَ .

২৫৮৮। ছালাবা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। আমার ইবনে সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি অমুক গোত্রের একটি উট চুরি করেছি। অতএব আমাকে পবিত্র করুন। নবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সেই গোত্রের নিকট লোক পাঠালে তারা বললো, আমরা আমাদের একটি উট হারিয়েছি। অতঃপর নবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দিলে তার হাত কতন করা হয়। ছালাবা (রা) বলেন, আমি লক্ষ্য করছিলাম, যখন তার হাতটি (কেটে) পড়ে গেলো তখন সে বললো, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি তোমার থেকে আমাকে পবিত্র করেছেন। তুমি আমার দেহটাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাতে চেয়েছিলে।

## بَابُ الْعَبْدِ يَسْرِقُ

ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে।

২৫৪৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِيعُوهُ وَكُلُو بَنَشٍ .

২৫৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ক্রীতদাস চুরির অপরাধ করলে বিশ দিরহামের বিনিময়ে হলেও তাকে বিক্রয় করে দাও।

২৫৯০ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ تَمِيمٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَارَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدًا مِنْ رَقِيقِ الْخُمْسِ سَرَقَ مِنَ الْخُمْسِ فَرَفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَقْطَعْهُ وَقَالَ مَا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا .

২৫৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুদ্ধলব্ধ মাল (গানীমাত) থেকে প্রাপ্ত একটি যুদ্ধবন্দী দাস যুদ্ধলব্ধ মালের রাষ্ট্রের প্রাপ্য অংশ থেকে চুরি করলে তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলো। কিন্তু তিনি তার হাত কর্তনের নির্দেশ দেননি। তিনি বলেন : মহামহিম আল্লাহর সম্পদের একাংশ অপরাংশ চুরি করেছে।

#### অনুচ্ছেদ : ২৬

### بَابُ الْخَائِنِ وَالْمُنْتَهَبِ وَالْمُخْتَلِسِ

আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারী।

২৫৯১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَقْطَعُ الْخَائِنُ وَلَا الْمُنْتَهَبُ وَلَا الْمُخْتَلِسُ .

২৫৯১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আত্মসাৎকারী, লুণ্ঠনকারী ও ছিনতাইকারীর হাত কর্তন করা হবে না।

২৫৯২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَاصِمٍ بْنِ جَعْفَرِ الْمِصْرِيِّ ثَنَا الْمُفْضَلُ بْنُ فَضَالَةَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ عَلَى الْمُخْتَلِسِ قَطْعٌ .

২৫৯২। আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : ছিনতাইকারীর হাত কঠন করা যাবে না।<sup>৬</sup>

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ لَا يَقْطَعُ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ

ফল এবং গাছের মাথি চুরির অপরাধে হাত কঠন করা যাবে না।

২৫৯৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ بْنِ حَبَّانَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ .

২৫৯৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফল ও মাথি (নারিকেল, খেজুর, তাল ইত্যাদি গাছের মাথার মূল কচি অংশ) চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।

২৫৯৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُقْبِرِيُّ عَنْ أَخِيهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَطْعَ فِي ثَمَرٍ وَلَا كَثْرٍ .

২৫৯৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ফল ও মাথি চুরির অপরাধে হাত কাটা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ২৮

بَابُ مَنْ سَرَقَ مِنَ الْحِرْزِ

যে ব্যক্তি নিরাপদ হেফাজত থেকে চুরি করে।

২৫৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ نَامَ فِي الْمَسْجِدِ وَتَوَسَّدَ رِدَاءَهُ

৬. বর্তমান কালে শহরে-বন্দরে যেসব সশস্ত্র ছিনতাই হচ্ছে তা হিরাবার (ডাকাতির) আওতাভুক্ত, হাদীসে উক্ত ছিনতাইয়ের আওতাভুক্ত নয়। হাদীসে উক্ত ছিনতাই একটি মামুলি প্রকৃতির অপরাধ এবং সশস্ত্র ছিনতাই একটি দুঃসাহসিক মারাত্মক অপরাধ। এই ধরনের অপরাধীর ক্ষেত্রে ডাকাতির শাস্তি প্রযোজ্য হবে (অনুবাদক)।

فَأَخَذَ مِنْ تَحْتِ رَأْسِهِ فَجَاءَ بِسَارِقِهِ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُقَطَعَ  
فَقَالَ صَفْوَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَمْ أُرِدْ هَذَا رِدَائِي عَلَيْهِ صَدَقَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
فَهَلَّا قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَنِي بِهِ .

২৫৯৫। সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নিজের চাদরকে বালিশবৎ বানিয়ে তা মাথার নিচে রেখে মসজিদে ঘুমিয়েছিলেন। চোর তার মাথার নিচ থেকে তা চুরি করলো। তিনি তাকে ধ্রোণ্ডার করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। সাফওয়ান (রা) বলেন, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি তো এটা চাইনি! আমার চাদর আমি তাকে দান করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তাহলে তাকে আমার কাছে আনার আগে কেন তা করলে না?

২৫৯৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَكِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو  
ابْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الثَّمَارِ فَقَالَ  
مَا أَخَذَ فِي أَكْمَامِهِ فَاحْتَمَلَ فَثَمَنُهُ وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَمَا كَانَ مِنَ الْجَرِينِ فَفِيهِ الْقَطْعُ  
إِذَا بَلَغَ ثَمَنَ الْمَجْنِيِّ وَإِنْ أَكَلَ وَلَمْ يَأْخُذْ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَالَ الشَّاهُ الْحَرِيسَةُ مِنْهُمْ  
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ ثَمَنُهَا وَمِثْلُهُ مَعَهُ وَالنَّكَالُ وَمَا كَانَ فِي الْمَرَاحِ فَفِيهِ الْقَطْعُ  
إِذَا كَانَ مَا يَأْخُذُ مِنْ ذَلِكَ ثَمَنَ الْمَجْنِيِّ .

২৫৯৬। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মুযায়না গোত্রের এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ফল (চুরির অপরাধ) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন : (গাছের মাথার) গুচ্ছ থেকে নিলে তার মূল্য এবং তার সাথে তার সমপরিমাণ দিতে হবে। আর খলিয়ান থেকে নিলে এবং তার মূল্য একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হলে হাত কাটা যাবে। আর যদি শুধু খায়, নিয়ে না যায় তবে তার উপর কিছুই (জরিমানা) ধার্য হবে না। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! চারণভূমি থেকে বকরী নিয়ে গেলে? তিনি বলেন : তার মূল্য ও সাথে তার সমপরিমাণ দিতে হবে এবং দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিও হবে। আর বাথান থেকে চুরি করলে তার মূল্য যদি একটি ঢালের মূল্যের সমপরিমাণ হয় তবে হাত কাটা যাবে।

## بَابُ تَلْقِينِ السَّارِقِ

চোরকে ভালকীন দেয়া ।<sup>৭</sup>

২৫৯৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ  
اسْحَاقَ ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ سَمِعْتُ أَبَا الْمُنْذِرِ مَوْلَى أَبِي ذَرٍّ يَذْكُرُ أَنَّ أَبَا أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ  
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بَلِيصٍ فَأَعْتَرَفَ اعْتِرَافًا وَكَمْ يُوْجَدُ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَخَالَكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى ثُمَّ قَالَ مَا أَخَالَكَ سَرَقْتَ قَالَ بَلَى  
فَأَمَرَ بِهِ فَقُطِعَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ قُلْ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ  
وَأَتُوبُ إِلَيْهِ قَالَ اللَّهُمَّ تَبَّ عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ .

২৫৯৭। আবু উমাইয়া (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এক চোরকে উপস্থিত করা হলে সে তার অপরাধের স্বীকারোক্তি করলো। কিন্তু তার কাছে চুরিকৃত মাল পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। তিনি আবার বললেন : মনে হয় তুমি চুরি করোনি। সে বললো, হাঁ (চুরি করেছি)। অতঃপর তিনি হুকুম দিলে তার হাত কেটে দেয়া হয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (লোকটিকে) বললেন : তুমি বলো, আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি। সে বললো : “আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং তাঁর কাছে তওবা করছি”। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “হে আল্লাহ ! তুমি তার তওবা কবুল করো”। তিনি দুইবার এ কথা বলেন।

## بَابُ الْمُسْتَكْرَه

বল প্রয়োগে যাকে কিছু করতে বাধ্য করা হয়।

২৫৯৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ وَأَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَزَّانُ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ  
سَعِيدٍ قَالُوا ثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَأَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ

৭. অর্থাৎ শাস্তি ভোগের পর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে উদ্বুদ্ধ করা (অনুবাদক)।

وَأَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ اسْتَكْرَهَتْ امْرَأَةٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَدَرَا عَنْهَا الْحَدُّ  
وَأَقَامَهُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهَا وَكَمْ يَذْكُرُ أَنَّهُ جَعَلَ لَهَا مَهْرًا .

২৫৯৮। ওয়াইল ইবনে হুজর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক মহিলাকে জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোনরূপ শাস্তি দেননি, তবে ধর্ষণকারীকে হৃদের শাস্তি দেন। তিনি মহিলার জন্য মোহরের ব্যবস্থা করেছিলেন কিনা তা রাবী উল্লেখ করেননি।

### অনুচ্ছেদ ৩১

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسْجِدِ

মসজিদে হৃদ কার্যকর করা নিষেধ।

২৫৯৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ  
عَرْفَةَ ثَنَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَارُ جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ  
عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا تُقَامُ الْحُدُودُ فِي الْمَسَاجِدِ

২৫৯৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মসজিদের মধ্যে হৃদ কার্যকর করা যাবে না।

২৬০০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَبَانًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ  
أَنَّهُ سَمِعَ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ  
إِقَامَةِ الْحُدُودِ فِي الْمَسَاجِدِ .

২৬০০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের মধ্যে হৃদ কার্যকর করতে নিষেধ করেছেন।

بَابُ التَّعْزِيرِ

তায়ীর প্রসঙ্গ ১৮

২৬০১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَّجِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نَيْرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ لَا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشْرِ جَلْدَاتٍ إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ .

২৬০১। আবু বুরদা ইবনে নিয়ার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : আল্লাহর নির্ধারিত হুদের আওতাভুক্ত অপরাধ ব্যতীত অপর কোন অপরাধে অপরাধীকে দশের অধিক বেত্রাঘাত করা যাবে না।

২৬০২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ يَحْيَى ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُعْزَرُوا فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ .

২৬০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা দশটি বেত্রাঘাতের অধিক তায়ীর (শাস্তি) নির্ধারণ করো না।

بَابُ الْحَدِّ كَفَّارَةً

হদ (শাস্তি) হলো (ওনাহের) কাফফারা।

২৬০৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ

৮. যেসব অপরাধের জন্য শরীআতে কোন সুনির্দিষ্ট শাস্তি ধার্য করে দেয়া হয়নি, বরং রাষ্ট্র বা বিচার বিভাগের সুবিবেচনার উপর বিষয়টি ছেড়ে দেয়া হয়েছে, সেইসব অপরাধ ও তার শাস্তিকে তায়ীর বলে (অনুবাদক)।



رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ حَدًّا فَعَجَلَتْ لَهُ عُقُوبَتُهُ فَهُوَ كَفَّارَتُهُ وَإِلَّا فَاَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ .

২৬০৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি শাস্তিযোগ্য অপরাধ করে, অতঃপর সে যত সত্বর শাস্তি ভোগ করে, সেটাই তার অপরাধের কাফফারা অন্যথায় তার বিষয়টি আল্লাহর নিকট সোপর্দ হয়।

২৬০৪ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَصَابَ فِي الدُّنْيَا ذَنْبًا فَعُوقِبَ بِهِ فَاللَّهُ أَعْدَلُ مِنْ أَنْ يَثْنَى عُقُوبَتَهُ عَلَى عَبْدِهِ وَمَنْ أَذْنَبَ ذَنْبًا فِي الدُّنْيَا فَسَتَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ يَعُودَ فِي شَيْءٍ قَدْ عَفَا عَنْهُ .

২৬০৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন পাপকাজ করার পর সেজন্য সে শাস্তি ভোগ করলে আল্লাহ তাআলা তার সেই বান্দাকে পুনর্বীর (একই অপরাধের) শাস্তি দেয়ার বিষয়ে অধিক ন্যায়পরায়ণ। কোন ব্যক্তি দুনিয়াতে পাপকাজ করার পর আল্লাহ তা গোপন করে রাখলেন। আল্লাহ একবার যা উপেক্ষা করেছেন তার জন্য পুনরায় শ্রেফতার করার ব্যাপারে অধিক দয়াপরবশ।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا

কেউ নিজের স্ত্রীর সাথে বেগানা পুরুষ লোককে পেলে।

২৬০৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَدِينِيُّ أَبُو عُبَيْدٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّوَرْدِيُّ عَنْ سَهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ الْأَنْصَارِيَّ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ

رَجُلًا أَيَقْتُلُهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَالَ سَعْدُ بَلَى وَالَّذِي أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ فَقَالَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمِعُوا مَا يَقُولُ سَيَدُّكُمْ .

২৬০৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। সাদ ইবনে উবাদা আল-আনসারী (রা) বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কোন ব্যক্তি বেগানা পুরুষ লোককে তার স্ত্রীর সাথে (অবৈধ কাজে লিপ্ত) পেলে সে কি তাকে হত্যা করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : না। সাদ (রা) বলেন : হ্যাঁ, সেই সত্তার শপথ যিনি আপনাকে সত্য দীন দান করে সম্মানিত করেছেন (সে তাকে অবশ্যই হত্যা করবে)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের নেতা যা বলেন তা শোনো।

২৬.৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ  
قَبِيصَةَ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ قَالَ قِيلَ لِأَبِي ثَابِتٍ سَعْدِ بْنِ عَبَادَةَ  
حِينَ نَزَلَتْ آيَةُ الْحُدُودِ وَكَانَ رَجُلًا غَيُورًا أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّكَ وَجَدْتَ مَعَ امْرَأَتِكَ رَجُلًا  
أَيُّ شَيْءٍ كُنْتَ تَصْنَعُ قَالَ كُنْتُ ضَارِبُهُمَا بِالسَّيْفِ أَنْتَظِرُ حَتَّى آجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ  
إِلَى مَا ذَاكَ قَدْ قَضَى حَاجَتَهُ وَذَهَبَ أَوْ أَقُولُ رَأَيْتُ كَذَا وَكَذَا فَتَضْرِبُونِي الْحَدَّ  
وَلَا تَقْبَلُوا لِي شَهَادَةَ أَبَدًا قَالَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَفَى بِالسَّيْفِ  
شَاهِدًا ثُمَّ قَالَ لَا أَنِّي أَخَافُ أَنْ يَتَتَابِعَ فِي ذَلِكَ السُّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ . قَالَ أَبُو  
عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مَاجَةَ سَمِعْتُ أَبَا زُرْعَةَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثُ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ  
الطَّنَافِسِيِّ وَقَاتَنِي مِنْهُ .

২৬০৬। সালামা ইবনুল মুহাব্বিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হৃদ সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে তীক্ষ্ণ আত্মমর্যাদাবোধের অধিকারী আবু সাবিত সাদ ইবনে উবাদা (রা)-কে বলা হলো, তোমার স্ত্রীর সাথে বেগানা কোন পুরুষ লোককে পেলে তুমি কি করবে? তিনি বলেন, আমি তাদের উভয়কে তরবারির আঘাতে হত্যা করবো। আমার দ্বারা এটা সম্ভব হবে না যে, আমি এই অপকর্মের চারজন সাক্ষী ঠালাশ করবো এবং সাক্ষী নিয়ে আসতে আসতে সে তার অপকর্ম শেষ করবে অথবা আমি তোমাদের সামনে এসে বলবো যে, আমি এরূপ এরূপ দেখেছি এবং তোমরা আমাকে যেনার অপবাদের শাস্তি দিবে এবং আর কখনো আমার সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। রাবী বলেন, বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আলোচনা করা হলে তিনি বলেন : তরবারিই সাক্ষী

হিসাবে যথেষ্ট, অতঃপর তিনি বলেন : না (এই অনুমতি দেয়া যায় না)। আমি আশঙ্কা করছি যে, উন্বাদ ও আত্মমর্খাদাবোধসম্পন্ন ব্যক্তি তাই করে বসবে। ইমাম আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আবু যুরআ (র)-কে বলতে শুনেছি যে, এটা হলো আলী ইবনে মুহাম্মাদ আত-তানাফিসী বর্ণিত হাদীস, যার অংশবিশেষ আমার স্মরণ নাই।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

بَابُ مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ

কোন ব্যক্তি পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করলে।

২৬.৭ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا حَفْصُ ابْنِ غِيَاثٍ جَمِيعًا عَنْ أَشْعَثَ عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ مَرَّ بِي خَالِي (سَمَاءُ هُشَيْمٍ فِي حَدِيثِهِ الْحَارِثُ بْنُ عَمْرٍو) وَقَدْ عَقَدَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ لَوَاءً فَقُلْتُ لَهُ أَيْنَ تُرِيدُ فَقَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ مِنْ بَعْدِهِ فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ .

২৬০৭। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার মামা আমাকে অতিক্রম করে যাচ্ছিলেন। অধস্তন রাবী হুশাইম তার রিওয়ায়াতে তার নাম হারিস ইবনে আমর উল্লেখ করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য একটি পতাকা তৈরি করে দিয়েছিলেন। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, কোথায় যাচ্ছেন? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে এক ব্যক্তির কাছে পাঠিয়েছেন, যে তার পিতার মৃত্যুর পর তার স্ত্রীকে বিবাহ করেছে। তিনি আমাকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমি যেন তাকে হত্যা করি।<sup>৯</sup>

২৬.৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ أَخِي الْحُسَيْنِ الْجُعْفِيِّ ثَنَا يُونُسُ ابْنُ مَنَازِلِ الثَّمِيمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اذْرَيْسَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي كَرِيمَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ ابْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً أَبِيهِ أَنْ أَضْرِبَ عَنْقَهُ وَأُصْفَى مَالَهُ .

৯. কুরআন মজীদে নির্দেশ দেয়া হয়েছে : “নারীদের মধ্যে যাদেরকে তোমাদের পিতৃপুরুষ বিবাহ করেছে, তোমরা তাদের বিবাহ করো না” (সূরা নিসা : ২২)। সুতরাং সত্থা মাহুরাম নারীদের অন্তর্ভুক্ত যাদের বিবাহ করা চিরন্তনভাবে হারাম (অনুবাদক)।

২৬০৮। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার পিতার স্ত্রীকে বিবাহ করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার জন্য এবং তার সমস্ত মালপত্র নিয়ে নেয়ার জন্য আমাকে পাঠান।

অনুচ্ছেদ : ৩৬

بَابُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ

কোন ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যকে পিতা বলে পরিচয় দিলে এবং নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বলে পরিচয় দিলে।

২৬০৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشْرِ بْنُ بُكَيْرٍ بْنُ خَلْفِ بْنِ أَبِي الضَّيْفِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اتَّسَبَ إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ .

২৬০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের পিতা ব্যতীত অন্যের সাথে জন্মসূত্র স্থাপন করে অথবা নিজের মনিব ব্যতীত অন্যকে মনিব বানায়, তার উপর আল্লাহ, ফেরেশতাকুল ও সকল মানুষের অভিসম্পাত।

২৬১০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعْدًا وَآبَا بَكْرَةَ وَكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يَقُولُ سَمِعْتُ أَدْنَى وَوَعَى قَلْبِي مُحَمَّدًا ﷺ يَقُولُ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غَيْرُ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ .

২৬১০। আবু উসমান আন-নাহ্দী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাদ (রা) ও আবু বাকরা (রা)-কে বলতে শুনেছি এবং তাদের প্রত্যেকেই বলেছেন, আমার উভয় কান শুনেছে এবং আমার অন্তর মুখস্থ রেখেছে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি সজ্ঞানে নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অন্য লোককে বাপ বলে পরিচয় দেয়, জান্নাত তার জন্য হারাম।

২৬১১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنْبَاءَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ  
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ لَمْ يَرُحْ  
رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لِيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ خَمْسِ مِائَةِ عَامٍ .

২৬১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি নিজের পিতাকে বাদ দিয়ে অপর ব্যক্তিকে বাপ বলে পরিচয় দেয়, সে জান্নাতের সুবাসটুকুও পাবে না। অথচ পাঁচ শত বছরের দূরত্ব থেকে জান্নাতের সুবাস পাওয়া যাবে।

অনুবাদ : ৩৭

بَابُ مَنْ نَفَى رَجُلًا مِنْ قَبِيلَتِهِ

কেউ কাউকে নিজের গোত্র থেকে খারিজ করলে।

২৬১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ ح  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَيَّانَ أَنْبَاءَنَا  
عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ الْمُغِيرَةِ قَالَ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ عَقِيلِ بْنِ طَلْحَةَ السَّلْمِيِّ  
عَنْ مُسْلِمِ بْنِ هَيْصَمٍ عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ. أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي وَفْدِ  
كِنْدَةَ وَلَا يَرُونِي إِلَّا أَفْضَلَهُمْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَسْتُمْ مِنَّا فَقَالَ نَحْنُ بَنُو  
النُّضْرِ بْنِ كِنَانَةَ لَا نَقْفُو أُمَّنَا وَلَا تَنْتَفِي مِنْ أَبِيْنَا قَالَ فَكَانَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ  
يَقُولُ لَا أُوتِي بِرَجُلٍ نَفَى رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ مِنَ النُّضْرِ ابْنِ كِنَانَةَ إِلَّا جَلَدْتُهُ الْحَدَّ .

২৬১২। আশআছ ইবনে কয়েস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি কিন্দা গোত্রের প্রতিনিধি দলের সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তারা (কিন্দা গোত্র) আমাকে তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করতো। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনারা কি আমাদের অন্তর্ভুক্ত নন? তিনি বলেন : আমরা বানু নাদর ইবনে কিনানার বংশধর। আমরা আমাদের মাতার প্রতি অপবাদ আরোপ করি না এবং আমাদের পিতৃপুরুষ থেকেও পৃথক হই না। রাবী বলেন, (এরপর থেকে) আশআছ ইবনে কয়েস (রা) বলতেন, যে ব্যক্তি কুরায়শ গোত্রের কোন লোককে নাদর ইবনে কিনানা গোত্রভুক্ত নয় বলে দাবি করবে, আমি অবশ্যই তাকে কাযাফ-এর শাস্তি দিবো।

بَابُ الْمُخَنَّثِينَ

নপুংসকদের বিধান ।

২৬১৩- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ الْجُرْجَانِيُّ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي  
يَحْيَى ابْنُ الْعَلَاءِ أَنَّهُ سَمِعَ بِشْرَ بْنَ نُمَيْرٍ أَنَّهُ سَمِعَ مَكْحُولًا يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيدَ بْنَ  
عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ صَفْوَانَ بْنَ أُمَيَّةَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَجَاءَ عَمْرُو بْنُ  
مُرَّةٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَتَبَ عَلَيَّ الشَّقْوَةَ فَمَا أُرِزُّكَ إِلَّا مِنْ  
دُقْمِي بِكَفِّي فَأَذِنَ لِي فِي الْغِنَاءِ فِي غَيْرِ فَاحِشَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَذِنُ  
لَكَ وَلَا كِرَامَةً وَلَا نِعْمَةً عَيْنٍ كَذَبْتَ أَيُّ عَدُوِّ اللَّهِ لَقَدْ رَزَقَكَ اللَّهُ طَيْبًا حَلَالًا  
فَاخْتَرْتَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْكَ مِنْ رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَكَ مِنْ حَلَالِهِ  
وَلَوْ كُنْتَ تَقَدَّمْتُ إِلَيْكَ لَفَعَلْتُ بِكَ وَفَعَلْتُ قُمْ عَنِّي وَتُبْ إِلَى اللَّهِ أَمَا إِنَّكَ إِنْ  
فَعَلْتَ بَعْدَ التَّقَدُّمَةِ إِلَيْكَ ضَرَبْتُكَ ضَرْبًا وَجِيعًا وَحَلَقْتُ رَأْسَكَ مِثْلَهُ وَنَفَيْتُكَ مِنْ  
أَهْلِكَ وَأَحَلَّلْتُ سَلْبِكَ نَهْبَةً لِفَتَيَانِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ فَقَامَ عَمْرُو وَبِهِ مِنَ الشَّرِّ وَالْخِزْيِ  
مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهُ فَلَمَّا وُلِّي قَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ لِأَيِّ الْعِصَاةِ مَنْ مَاتَ مِنْهُمْ  
بِغَيْرِ تَوْبَةٍ حَشَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا كَانَ فِي الدُّنْيَا مُخَنَّثًا عُرْيَانًا لَا  
يَسْتَتِرُ مِنَ النَّاسِ بِهَيْبَةٍ كُلَّمَا قَامَ صُرِعَ .

২৬১৩। সাফওয়ান ইবনে উমায়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকতেই তাঁর নিকট আমার ইবনে মুররা (রা) এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহ আমার কপালে দুর্ভাগ্য লিখে দিয়েছেন। আমি আমার হাতের এই দফ (ঢোল) বাজানো ছাড়া আমার রিযিক প্রাপ্তির আর কোন পথ দেখি না। অতএব আপনি আমাকে নির্দোষ সঙ্গীতের অনুমতি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাকে অনুমতিও দিবো না এবং তোমাকে সম্মানিত করে তোমার চোখও শীতল করবো না। হে আল্লাহর দূশমন! তুমি মিথ্যা বলেছো। আল্লাহ তোমাকে পবিত্র ও হালাল রিযিক দান করেছেন। কিন্তু আল্লাহ তোমাকে

যে হালাল রিযিক দিয়েছেন তার পরিবর্তে আল্লাহ তোমার জন্য যে রিযিক হারাম করেছেন তুমি তাই গ্রহণ করেছে। আমি যদি তোমাকে ইতিপূর্বে নিষেধ করে থাকতাম তবে অবশ্যই তোমাকে শাস্তি দিতাম। আমার এখন থেকে উঠে যাও এবং আল্লাহর নিকট তওবা করো। সাবধান! তোমাকে নিষেধ করার পরও যদি তুমি এ কাজ করো তবে আমি অবশ্যই তোমাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবো, তোমার মাথা মুগ্ধ করিয়ে বিকৃত করে দিবো, তোমার পরিবার থেকে তোমাকে নির্বাসিত করবো এবং তোমার সহায়-সম্পত্তি লুণ্ঠন করা মদীনার যুবকদের জন্য হালাল করে দিবো। এ কথায় আমার উঠে দাঁড়ায় এবং সে নিজেকে এতোটা লাজ্জিত ও অপমানিত বোধ করে যা আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। সে উঠে চলে গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এইসব লোক পাপাচারী। এদের কেউ তওবা না করে মারা গেলে আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন তাকে নপুংসক ও বিবন্ধ অবস্থায় উত্থিত করবেন, যেকুপ সে দুনিয়াতে ছিল। সে এক টুকরা কাপড় দিয়েও মানুষের সামনে নিজের লজ্জা নিবারণ করবে না এবং যখনই সে দাঁড়াবে সাথে সাথে আছাড় খেয়ে পড়ে যাবে।

২৬১৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أُمِّ سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَسَمِعَ مُخْتَصِمًا  
وَهُوَ يَقُولُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ إِنَّ يَفْتَحَ اللَّهُ الطَّائِفَ غَدًا دَلَّتْكَ عَلَى امْرَأَةٍ  
تُقْبَلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَخْرِجُوهُمْ مِنْ بَيْوتِكُمْ .

২৬১৪। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার ঘরে প্রবেশ করলেন। তিনি এক নপুংসককে আবদুল্লাহ ইবনে আবু উমাইয়্যাকে বলতে শুনলেন, আল্লাহ যদি আগামীতে তায়েফ বিজয় দান করেন তবে আমি তোমাকে এমন এক নারীকে দেখাবো, যে চার ভাঁজে সামনে আসে এবং আট ভাঁজে পিছনে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : এদেরকে তোমাদের ঘর থেকে বের করে দাও।





## كِتَابُ الدِّيَاتِ

(রক্তপণ)

অনুচ্ছেদ ৪১

### بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

অন্যায়ভাবে কোন মুসলমানকে হত্যা করার ব্যাপারে কঠোর হুঁশিয়ারি।

২৬১৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالُوا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .

২৬১৫। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের (অপরাধের) মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।

২৬১৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا عَيْسَى بْنُ يُوْنُسَ تَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةٍ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُقْتَلُ نَفْسٌ ظُلْمًا إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ الْأَوَّلِ كِفْلٌ مِّنْ دَمِهَا لِأَنَّهُ أَوْلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ .

২৬১৬। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মানুষ অন্যায়ভাবে নিহত হলেই তার পাপের একটি অংশ আদম (আ)-এর প্রথম সন্তানের (কাবীলের) আমলনামায় যোগ হয়। কারণ সে-ই সর্বপ্রথম নরহত্যার প্রচলন করেছিল।

২৬১৭- حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِيُّ تَنَا اسْحَاقُ بْنُ يُوْسُفَ الْأَزْرَقِ عَنْ شَرِيكَ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْلُ مَا يُقْضَى بَيْنَ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الدِّمَاءِ .

২৬১৭। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন মানুষের মধ্যে সর্বপ্রথম নরহত্যার (অপরাধের) বিচার করা হবে।

২৬১৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ  
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِدٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
مَنْ لَقِيَ اللَّهَ لَا يَشْرِكُ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَتَنَدَّ بِدَمٍ حَرَامٍ دَخَلَ الْجَنَّةَ .

২৬১৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, সে আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করেনি এবং অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করেনি, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

২৬১৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ جَنَاحٍ عَنْ  
أَبِي الْجَهْمِ الْجَوْزَجَانِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَزَوَالِ الدُّنْيَا  
أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِغَيْرِ حَقٍّ .

২৬১৯। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : একজন ঈমানদার ব্যক্তির অন্যায়ভাবে নিহত হওয়ার চেয়ে গোটা পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাওয়া আল্লাহর নিকট অধিক সহজ ও সাধারণ ব্যাপার।

২৬২০- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ  
الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَعَانَ  
عَلَى قَتْلِ مُؤْمِنٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ أَيْسٌ مِنْ  
رَحْمَةِ اللَّهِ .

২৬২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি একজন মুমিনকে হত্যার ব্যাপারে সামান্য একটু কথার দ্বারাও সহায়তা করবে, সে মহান আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার দুই চোখের মাঝখানে (কপালে) লেখা থাকবে : “আল্লাহর রহমাত থেকে বঞ্চিত”।

## بَابُ هَلْ لِقَاتِلِ مُؤْمِنٍ تَوْبَةٌ

ঈমানদার মুসলমানের হত্যাকারীর তওবা কবুল হবে কি?

২৬২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمَارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ عَمَّنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا ثُمَّ تَابَ وَأَمَّنْ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى قَالَ وَيَحَهُ وَأَنْتَى لَهُ الْهُدَى سَمِعْتُ نَبِيَّكُمْ ﷺ يَقُولُ يَجِيءُ الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُتَعَلِّقٌ بِرَأْسِ صَاحِبِهِ يَقُولُ رَبِّ سَلْ هَذَا لِمَ قَتَلْتَنِي وَاللَّهِ لَقَدْ أَنْزَلَهَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيَّ نَبِيِّكُمْ ثُمَّ مَا نَسَخَهَا بَعْدَ أَنْزَلَهَا .

২৬২১। সালিম ইবনে আবুল জাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে আব্বাস (রা)-কে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে কোন ঈমানদার মুসলমানকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলো, অতঃপর তওবা করলো, ঈমান আনলো (ইসলাম গ্রহণ করলো), সৎকাজ করলো, অতঃপর হেদায়াতমত চললো। তিনি বলেন, আফসোস তার জন্য! কোথায় তার জন্য হেদায়াত? আমি তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : কিয়ামতের দিন হত্যাকারী তার মাথার সাথে নিহত ব্যক্তির মাথা লটকানো অবস্থায় উপস্থিত হবে। নিহত ব্যক্তি বলবে, হে প্রভু! তাকে জিজ্ঞেস করুন, সে কেন আমাকে হত্যা করেছে? আল্লাহর শপথ! অবশ্যি আল্লাহ তাআলা তোমাদের নবীর উপর এই কথা নাযিল করেছেন এবং অতঃপর এমন কিছু নাযিল করেননি যা উক্ত কথাকে রহিত করতে পারে।

২৬২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ فِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُهُ أَذْنًا وَيَوَعَاهُ قَلْبِي إِنْ عَبْدًا قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ فَسَالَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلَّ عَلَى رَجُلٍ فَاتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ بَعْدَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا قَالَ فَانْتَضَى سَيْفَهُ فَاقْتَلَهُ فَاكْمَلَ بِهِ الْمِائَةَ ثُمَّ عَرَضَتْ لَهُ التَّوْبَةُ

فَسَالَ عَنْ أَعْلَمَ أَهْلِ الْأَرْضِ فَدُلُّ عَلَى رَجُلٍ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنِّي قَتَلْتُ مِائَةَ نَفْسٍ  
 فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ قَالَ فَقَالَ وَيْحَكَ وَمَنْ يَحْوُلُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ أَخْرَجُ مِنْ  
 الْقَرْيَةِ الْخَبِيثَةِ الَّتِي أَنْتَ فِيهَا إِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ قَرِيبَةً كَذَا وَكَذَا فَاعْبُدْ رَبَّكَ  
 فِيهَا فَخَرَجَ يُرِيدُ الْقَرْيَةَ الصَّالِحَةَ فَعَرَضَ لَهُ أَجَلُهُ فِي الطَّرِيقِ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ  
 مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ قَالَ ابْلِيسُ أَنَا أَوْلَى بِهِ إِنَّهُ لَمْ يَعْصِنِي سَاعَةً  
 قَطُّ قَالَ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ إِنَّهُ خَرَجَ تَائِبًا قَالَ هَمَّامٌ فَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ الطَّوِيلُ  
 عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ قَالَ فَبَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَلَكًا فَاخْتَصَمُوا  
 إِلَيْهِ ثُمَّ رَجَعُوا فَقَالَ انظُرُوا أَيُّ الْقَرْيَتَيْنِ كَانَتْ أَقْرَبَ فَالْحَقُّوهُ بِأَهْلِهَا قَالَ قَتَادَةُ  
 فَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ قَالَ لَمَّا حَضَرَهُ الْمَوْتُ احْتَفَنَ بِنَفْسِهِ فَقَرَّبَ مِنَ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ  
 وَبَاعَدَ مِنْهُ الْقَرْيَةَ الْخَبِيثَةَ فَالْحَقُّوهُ بِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ .

২৬২২। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখে শুনেছি এবং যা আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর যা সংরক্ষণ করেছে তা কি তোমাদেরকে অবহিত করবো না? এক বান্দা নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছিল। এরপর তার তওবা করার খেয়াল হলে সে জ্ঞানতে চাইলো যে, পৃথিবীতে সবচেয়ে বড় আলেম কে? তাকে একটি লোক সম্পর্কে অবহিত করা হলো। সে তার কাছে এসে বললো, আমি নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন সুযোগ আছে? লোকটি বললো, নিরানব্বই ব্যক্তিকে হত্যা করার পর (এখন আবার তওবা)! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন সে তার তরবারি কোষমুক্ত করে তাকে হত্যা করলো এবং তার দ্বারা এক শতজন পূর্ণ করলো। পুনরায় তার তওবার খেয়াল হলে সে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় আলেম ব্যক্তি সম্পর্কে জ্ঞানতে চাইলো। তাকে এক লোক সম্পর্কে বলা হলে সে তার নিকট গিয়ে বললো, আমি এক শত ব্যক্তিকে হত্যা করেছি, আমার জন্য কি তওবার কোন সুযোগ আছে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই লোকটি বললো, তোমার জন্য আফসোস! তোমার এবং তওবার মধ্যে কে প্রতিবন্ধক হতে পারে? তুমি যে নিকৃষ্ট জনপদে আছো সেখান থেকে রওয়ানা হয়ে উত্তম জনপদে, অমুক অমুক জনপদে যাও। সেখানে গিয়ে তোমার রবের ইবাদত করো। অতঃপর সে সেই উত্তম জনপদের উদ্দেশে যাত্রা করলো। পশ্চিমধ্যে তার মৃত্যু এসে উপস্থিত হলো। তখন তার ব্যাপারে রহমাতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতা বিবাদে লিপ্ত হলো। ইবলীস বললো, আমিই তার

উপযুক্ত হকদার। সে মুহূর্তের জন্যও আমার অবাধ্য হয়নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রহমাতের ফেরেশতা বললেন, সে অনুতপ্ত হয়ে যাত্রা করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তখন মহামহিম আল্লাহ একজন ফেরেশতা পাঠান। উভয় ফেরেশতা তার কাছে মামলা রুজু করলেন। মীমাংসাকারী ফেরেশতা বললেন, তোমরা দেখো, উভয় জনপদের যেটি তার নিকটবর্তী তাকে সেই জনপদের অন্তর্ভুক্ত করো। কাতাদা (র) বলেন, হাসান (র) আমাদের নিকট একথাও বর্ণনা করেছেন যে, তার মৃত্যু এসে গেলে সে হামাশুড়ি দিয়ে উত্তম জনপদের নিকটবর্তী হয়ে গেলো এবং নিকট জনপদ থেকে দূরে সরে গেলো। তাই ফেরেশতাগণ তাকে উত্তম জনপদের বাসিন্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেন।

۲۶۲۲(۱) - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْبَغْدَادِيُّ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا هَمَّامٌ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৬২২(১)। আবুল আব্বাস ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ইসমাইল আল-বাগদাদী-আফ্ফান-হাম্মাম (র) সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

### অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَحَدَى ثَلَاثٍ

নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের তিনটি বিকল্প ব্যবস্থার যে-কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার থাকবে।

۲۶۲۳ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ وَعُثْمَانُ ابْنَا أَبِي شَيْبَةَ قَالَا ثَنَا جَرِيرٌ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ جَمِيعًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ فُضَيْلٍ (أُظْنُهُ عَنْ ابْنِ أَبِي الْعَوَّجَاءِ وَأَسْمُهُ سَفْيَانُ) عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخَزَاعِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أُصِيبَ بِدَمٍ أَوْ حَبْلٍ (وَالْحَبْلُ الْجُرْحُ) فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَحَدَى ثَلَاثٍ فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ فَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَنْ يُقْتَلَ أَوْ يَعْفُو أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ فَمَنْ فَعَلَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ فَعَادَ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا مُخَلَّدًا فِيهَا أَبَدًا .

২৬২৩। আবু শুরায়হ আল-খুযায়ঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার কেউ নিহত হয় অথবা যাকে আহত করা হয় তার

তিনটি বিকল্প বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার এখতিয়ার আছে। সে চতুর্থটি গ্রহণ করতে চাইলে তোমরা তার উভয় হাত ধরে রাখো (তাকে বাধা দাও)। সে হত্যাকারীকে হয় হত্যা করবে অথবা ক্ষমা করবে অথবা দিয়াত (আর্থিক ক্ষতিপূরণ) গ্রহণ করবে। যে ব্যক্তি এই (তিনটি বিকল্পের) কোন একটি গ্রহণ করার পর আরও কিছু (অতিরিক্ত) দাবি করবে তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন, সেখানে সে স্থায়ী হবে।

২৬২৪- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ لَهُ قَتِيلٌ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ إِمَّا أَنْ يَقْتُلَ وَإِمَّا أَنْ يُفْدَى .

২৬২৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার কেউ নিহত হয় তার দুইটি বিকল্প ব্যবস্থার যে কোন একটি গ্রহণের এখতিয়ার রয়েছে। (হত্যাকারীকে কিসাসস্বরূপ) হত্যা করা হবে অথবা ফিদয়া (দিয়াত) আদায় করা হবে।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَرَضُوا بِالِدِّيَّةِ

যাকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা হয়েছে তার ওয়ারিসগণ দিয়াত গ্রহণে সম্মত হলে।

২৬২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ضَمَيْرَةَ حَدَّثَنِي أَبِي وَعَمِّي وَكَانَا شَهِدَا حُنَيْنًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ ﷺ الظُّهْرَ ثُمَّ جَلَسَ تَحْتَ شَجَرَةٍ فَقَامَ إِلَيْهِ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَهُوَ سَيِّدُ خَنْدِفٍ يَرُدُّ عَنْ دَمِ مُحَلِّمِ بْنِ جِثَامَةَ وَقَامَ عُبَيْتَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبُ بَدْمَ عَامِرِ بْنِ الْأَضْبَطِ وَكَانَ أَشْجَعِيًّا فَقَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ ﷺ تَقْبَلُونَ الدِّيَّةَ فَأَبَوْا فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي لَيْثٍ يُقَالُ لَهُ مُكَيْتِلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُ هَذَا الْقَتِيلَ فِي غُرَّةِ الْإِسْلَامِ إِلَّا كَغَنَمٍ وَرَدَّتْ فَرُمِيَتْ فَفَنَفَرْنَا خِرْهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ خَمْسُونَ فِي سَفَرِنَا وَخَمْسُونَ إِذَا رَجَعْنَا فَاقْبَلُوا الدِّيَّةَ .

২৬২৫। য়ায়েদ ইবনে দুমায়রা (র) থেকে বর্ণিত। আমার পিতা ও আমার চাচা আমাকে হাদীস শুনিয়েছেন এবং তারা উভয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে

হুনাইনের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুহরের নামায পড়ার পর একটি গাছের নিচে বসলেন। তখন আকরা ইবনে হাবিস তাঁর সামনে দাঁড়ালেন। তিনি ছিলেন খিনদিফ গোত্রের নেতা। তিনি (নিহত) মুহাঞ্জিম ইবনে জাসসামার কিসাসের দাবি উত্থাপন করলেন। অপরদিকে উয়াইনা ইবনে হিসনও দাঁড়িয়ে আমের ইবনে আদবাত আল-আশজাস্টীর কিসাসের দাবি উত্থাপন করেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা দিয়াত গ্রহণ করো। তারা তা অস্বীকার করলো। তখন লাইছ গোত্রের মুকাইতিল নামক এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ, ইসলামের বিজয় যুগে এই হত্যার দৃষ্টান্ত হলো সেই মেঘ পালের মতো যা পানি পান করতে আসলে তার প্রতি তীর নিক্ষিপ্ত হলো এবং ভয়ে শেষের মেঘটি পর্যন্ত পলায়ন করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাদের সফরে থাকা অবস্থায় (এখানে) তোমরা পঞ্চাশটি উট পাবে এবং (মদীনায়) প্রত্যাবর্তনের পর পঞ্চাশটি উট পাবে। অতএব তারা দিয়াত গ্রহণ করলো।

২৬২৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا أَبِي ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دَفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ فَمَا شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلْفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صَوْلِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .

২৬২৬। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি (কাউকে) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে তাকে নিহত ব্যক্তির অভিভাবকদের নিকট সোপর্দ করা হবে। তারা ইচ্ছা করলে তাকে হত্যা করবে অথবা ইচ্ছা করলে দিয়াত গ্রহণ করবে। আর দিয়াত হলো তিরিশটি হিক্বা (চার বছরের উট), তিরিশটি জাযাআ (পাঁচ বছরের উট) এবং চল্লিশটি খালিফা (গর্ভধারী উষ্ট্র)। এটাই হলো ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার দিয়াত। উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা (সোলেহ)-ও হতে পারে। আর এটা হলো কঠোর দিয়াত।

#### অনুচ্ছেদ ৪৫

### بَابُ دِيَةِ شِبِّهِ الْعَمْدِ مَغْلَظَةً

কতলে শিবহে আম্দ-এর ক্ষেত্রেও কঠোর দিয়াত প্রযোজ্য।

২৬২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَيُّوبَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ رَبِيعَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ

النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَتِيلُ الْخَطَاءِ شِبْهُ الْعَمْدِ قَتِيلُ السُّوْطِ وَالْعَصَاءِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ أَرْبَعُونَ مِنْهَا خَلْفَةٌ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا .

২৬২৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ভুলবশত হত্যা (কাতলে খাতা) হলো শিবহে আম্দ-এর অন্তর্ভুক্ত। যেমন চাবুক বা লাঠির আঘাতে মৃত্যু। এতে এক শত উট (দিয়াতস্বরূপ) দিতে হবে। তার মধ্যে চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী।<sup>১</sup>

٢٦٢٧(١) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ عَنْ الْقَاسِمِ ابْنِ رَبِيعَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৬২৭(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া-সুলায়মান ইবনে হারব-হাম্মাদ ইবনে যায়েদ-খালিদ আল-হায্বা-কাসিম ইবনে রাবীআ-উকবা ইবনে আওস-আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

٢٦٢٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ جَدْعَانَ سَمِعَهُ مِنَ الْقَاسِمِ بْنِ رَبِيعَةَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَهُوَ عَلَى دَرَجِ الْكَعْبَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحَدَّثَهُ أَلَّا أَنْ قَتِيلَ الْخَطَاءِ قَتِيلَ السُّوْطِ وَالْعَصَا فِيهِ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ مِنْهَا أَرْبَعُونَ خَلْفَةٌ فِي بَطُونِهَا أَوْلَادُهَا أَلَّا أَنْ كُلُّ مَائَةٍ كَانَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَدَمٌ تَحْتَ قَدَمِي هَاتَيْنِ الْأَمَا كَانَ مِنْ سِدَائَةِ الْبَيْتِ وَسِقَايَةِ الْحَاجِّ أَلَّا أَنِّي قَدْ أَمْضَيْتُهُمَا لِأَهْلِهِمَا كَمَا كَانَا .

২৬২৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরের সিঁড়ির উপর দাঁড়িয়ে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করলেন,

১. হত্যা তিন প্রকার : (১) ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করা, যা “কতলে আম্দ” নামে পরিচিত। (২) ইচ্ছাকৃত হত্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ হত্যা অর্থাৎ কতলে শিবহে আম্দ, যেসব অন্ত্র দিয়ে সাধারণত মানুষ হত্যা করা হয় না, এমন কিছু দিয়ে আঘাত করার ফলে নিহত। (৩) কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা), অন্য কিছু শিকার করার ইচ্ছায় আঘাত করা হলে এবং তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে মানুষ নিহত হলে এটা কতলে খাতা (অনুবাদক)।



অতঃপর বললেন : সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিজ প্রতিশ্রুতি সত্যে পরিণত করেছেন, তাঁর বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সম্মিলিত বাহিনীকে পরাভূত করেছেন। জেনে রাখো, চাবুক বা লাঠির আঘাতে নিহত হলে তা কতলে খাতা (ভুলবশত হত্যা)। এর দিয়াত এক শত উষ্ট্রী, যার চল্লিশটি হতে হবে গর্ভবতী। জেনে রাখো, জাহিলী যুগের সকল রীতিনীতি এবং রক্তপাত (হত্যার প্রতিশোধ) আমার এই দুই পায়ের নিচে। তবে বায়তুল্লাহর সেবা এবং হাজ্জীদের পানি পান করানোর যে প্রথা প্রচলিত ছিল তা বহাল থাকবে। জেনে রাখো, এই দুইটি বিষয়কে আমি পূর্ববৎ তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের দায়িত্বে বহাল রাখলাম।

### অনুচ্ছেদ : ৬

## بَابُ دِيَةِ الْخَطَا

কতলে খাতার দিয়াত।

২৬২৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ تَنَا مُعَاذُ بْنُ هَانِيٍّ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا .

২৬২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম “বারো হাজার দিরহাম” দিয়াত নির্ধারণ করেছেন।

২৬৩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمُرُوزِيُّ أَنبَانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَانَا مُحَمَّدُ ابْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِنَ الْإِبِلِ ثَلَاثُونَ بِنْتِ مَخَاضٍ وَثَلَاثُونَ ابْنَةَ لُبُونٍ وَثَلَاثُونَ حِقَّةً وَعَشْرَةٌ بَنِي لُبُونٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُومُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ وَيُقُومُهَا عَلَى أَرْزَمَانَ الْإِبِلِ إِذَا غَلَّتْ رَقَعَتْ ثَمَنَهَا وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا عَلَى نَحْوِ الزَّمَانِ مَا كَانَ فَبَلَغَ قِيمَتُهَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِ مِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِ مِائَةِ دِينَارٍ أَوْ عَدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةَ أَلْفٍ دِرْهَمٍ وَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ

فِي الْبَقْرِ عَلَى أَهْلِ الْبَقْرِ مَائَتِيْ بَقْرَةٌ وَمَنْ كَانَ عَقْلُهُ فِي الشَّاءِ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ  
الْفَى شَاةٌ .

২৬৩০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি ভুলবশত নিহত হলো তার দিয়াত ৩০টি বিনতে মাখাদ (এক বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি বিনতে লাবুন (দুই বছরের উষ্ট্রী), ৩০টি হিক্কা (চার বছরের উষ্ট্রী) এবং দশটি ইবনে লাবুন (দুই বছরের উট)। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গ্রামবাসীদের বেলায় এগুলোর মূল্য নির্ধারণ করেন চার শত দীনার অথবা তার সমতুল্য রৌপ্য মুদ্রা। তিনি দিয়াতের নগদ মূল্য নির্ধারণ করতেন উটের বাজার দর অনুসারে। উটের বাজার দর বৃদ্ধি পেলে দিয়াতের পরিমাণও বেড়ে যেতো এবং উটের বাজার দর হ্রাস পেলে দিয়াতের পরিমাণও হ্রাস পেতো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এর মূল্য চার শত দীনার থেকে আট শত দীনার পর্যন্ত অথবা এর সমমূল্যের (রৌপ্য) মুদ্রায় আট হাজার দিরহাম পর্যন্ত পৌছেছিল। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সিদ্ধান্তও দিয়েছিলেন যে, গরুর মালিক গরুর দ্বারা তাদের দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দুই শত গরু এবং বকরীর মালিক বকরী দ্বারা দিয়াত পরিশোধ করতে চাইলে দুই হাজার বকরী দিতে হবে।

٢٦٣١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا الصَّبَّاحُ بْنُ مُحَارِبٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاءَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ عَنْ خِشْفِ بْنِ مَالِكِ الطَّائِنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي دِيَةِ الْخَطَا عِشْرُونَ حِقَّةً وَعِشْرُونَ جَذَعَةً وَعِشْرُونَ بِنْتٍ مَخَاضٍ وَعِشْرُونَ بِنْتٍ لَبُونٍ وَعِشْرُونَ بِنْتٍ مَخَاضٍ ذُكُورٌ .

২৬৩১। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কতলে খাতার (ভুলবশত হত্যার) দিয়াত বিশটি হিক্কা, বিশটি জায়াআ, বিশটি বিনতে মাখাদ, বিশটি বিনতে লাবুন এবং বিশটি ইবনে মাখাদ।

٢٦٣٢ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ جَعَلَ الدِّيَةَ اثْنَيْ عَشَرَ أَلْفًا قَالَ وَذَلِكَ قَوْلُهُ (وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ) قَالَ بِأَخْذِهِمُ الدِّيَةَ .

২৬৩২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়াত নির্ধারণ করেছেন বার হাজার (দিরহাম)। আল্লাহর বাণী : “আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিজ কৃপায় তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন বলেই তারা বিরোধিতা করেছিল” (সূরা তওবা : ৭৪), এই আয়াতের তাৎপর্য তাই অর্থাৎ দিয়াত গ্রহণের দ্বারা (তাদের অভাবমুক্ত করেছিলেন)।

### অনুচ্ছেদ : ৭

## بَابُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَاقِلَةً فَفِي بَيْتِ الْمَالِ

দিয়াত আকিলার উপর ধার্য হবে।<sup>২</sup> আকিলা না থাকলে তা রাষ্ট্রীয় তহবিল থেকে পরিশোধযোগ্য হবে।

২৬৩৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا أَبِي عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْدِ بْنِ نَضْلَةَ عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالِدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ .

২৬৩৩। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকিলার উপর দিয়াত ধার্য করেছেন।

২৬৩৪- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ دُرُسْتَ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُوزَنِيِّ عَنِ الْمُقْدَامِ الشَّامِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنَا وَارِثُ مَنْ لَأَ وَارِثُ لَهُ أَعْقَلُ عَنْهُ وَارِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَأَ وَارِثُ لَهُ يَعْقَلُ عَنْهُ وَيَرِثُهُ .

২৬৩৪। মিকদাম আশ-শামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার ওয়ারিস নাই আমি তার ওয়ারিস। আমি তার দিয়াতও পরিশোধ করবো এবং তার পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিসও হবো। যার কোন ওয়ারিস নাই (তার) মামা তার ওয়ারিস। সে তার পক্ষ থেকে দিয়াতও পরিশোধ করবে এবং তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির ওয়ারিসও হবে।

২. হত্যাকারীর নিজ গোত্র বা বংশের পুরুষ সদস্যগণকে আকিলা বলে। হত্যাকারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াত হত্যাকারীসহ তার গোত্রীয় বা বংশীয় আত্মীয়গণও পরিশোধ করতে দায়বদ্ধ (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ : ৮

بَابُ مَنْ حَالَ بَيْنَ وَكَلِيِّ الْمَقْتُولِ وَبَيْنَ الْقَوْدِ أَوْ الدِّيَةِ

যে ব্যক্তি নিহতের ওয়ারিসগণকে কিসাস অথবা দিয়াতের মধ্যে যে কোন একটি গ্রহণে বাধা দেয়।

২৬৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ كَثِيرٍ عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ فِي عَمِيَّةٍ أَوْ عَصَبِيَّةٍ بِحَجَرٍ أَوْ سَوْطٍ أَوْ عَصَاً فَعَلَيْهِ عَقْلُ الْخَطَا وَمَنْ قَتَلَ عَمْدًا فَهُوَ قَوْدٌ وَمَنْ حَالَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ .

২৬৩৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি অন্ধ বিদ্বেষ অথবা গোত্রীয় বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে পাথর, চাবুক অথবা লাঠির আঘাতে হত্যাকাণ্ড ঘটায় তার উপর কতলে খাতার দিয়াত ধার্য হবে। আর যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করবে তার উপর কিসাস বাধ্যকর হবে। আর যে ব্যক্তি হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তির ওয়ারিসগণের মধ্যে প্রতিবন্ধক হবে তার উপর আত্মাহুঁর, ফেরেশতাকুলের এবং মানবজাতির অভিসম্পাত। তার নফল অথবা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৯

بَابُ مَا لَا قُودَ فِيهِ

যেসব অপরাধের ক্ষেত্রে কিসাস বাধ্যকর হয় না।

২৬৩৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَعَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ دَهْتَمِ بْنِ قُرَّانٍ حَدَّثَنِي نُمْرَانُ بْنُ جَابِيَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا ضَرَبَ رَجُلًا عَلَى سَاعِدِهِ بِالسَّيْفِ فَقَطَعَهَا مِنْ غَيْرِ مَقْدَرٍ فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ لَهُ بِالِدِّيَةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْقِصَاصَ فَقَالَ خُذِ الدِّيَةَ بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِيهَا وَلَمْ يَقْضِ لَهُ بِالْقِصَاصِ .

২৬৩৬। নিমরান ইবনে জারিয়া (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির বাহুতে তরবারি দ্বারা আঘাত করে তা গ্রহণের বাইরে থেকে কেটে ফেলে। আহত ব্যক্তি তার বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মামলা রুজু করলো। তিনি তাকে দিয়াত প্রদানের নির্দেশ দিলেন। সে বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি কিসাস দাবি করছি। তিনি বলেন : তুমি দিয়াত গ্রহণ করো, আল্লাহ এতে তোমায় বরকত দান করুন। তিনি তার পক্ষে কিসাসের রায় দেননি।

২৬৩৭ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا رِشْدَيْنُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ مُعَاذِ ابْنِ مُحَمَّدِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ابْنِ صُهَبَانَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا قَوْدَ فِي الْمَأْمُومَةِ وَلَا الْجَائِفَةِ وَلَا الْمُنْقَلَةِ .

২৬৩৭। আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মস্তিষ্কের মূলে (আঘাত) না পৌঁছলে, পেটের অভ্যন্তরে (আঘাত) না পৌঁছলে এবং হাঁড় ভেঙ্গে স্থানচ্যুত না হলে তাতে কিসাস নেই।

অনুচ্ছেদ : ১০

## بَابُ الْجَارِحِ يَفْتَدِي بِالْقَوْدِ

জখমকারী কিসাসের পরিবর্তে কিদ্বা দিলে।

২৬৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَاتًا مَعْمَرُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ أَبَا جَهْمَ بْنَ حُذَيْفَةَ مُصَدِّقًا فَلَاجَهُ رَجُلٌ فِي صَدَقَتِهِ فَضْرَبَهُ أَبُو جَهْمٍ فَشَجَّهُ فَاتَوَا النَّبِيَّ ﷺ فَقَالُوا الْقَوْدَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَلَمْ يَرْضُوا فَقَالَ لَكُمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَائِكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ فَقَالَ إِنَّ هَؤُلَاءِ اللَّيْثِيِّينَ آتَوْنِي يُرِيدُونَ الْقَوْدَ فَعَرَضْتُ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا وَكَذَا وَكَذَا فَرَضْتُمْ قَالُوا لَا فَهَمَّ بِهِمُ الْمُهَاجِرُونَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُكْفُوا فَكُفُوا ثُمَّ دَعَاهُمْ فَزَادَهُمْ فَقَالَ أَرْضَيْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ إِنِّي خَاطِبٌ عَلَى النَّاسِ وَمُخْبِرُهُمْ

بِرِضَاكُمْ قَالُوا نَعَمْ فَخَطَبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ أَرْضَيْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ  
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ تَفَرَّدَ بِهَذَا مَعْمَرٌ لَا أَعْلَمُ رَوَاهُ غَيْرُهُ .

২৬৩৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু জাহম ইবনে হুযায়ফা (রা)-কে যাকাত আদায়কারী নিয়োগ করে পাঠান। এক ব্যক্তি তার যাকাতের ব্যাপারে তার সাথে বিবাদে লিপ্ত হয়। আবু জাহম (রা) তাকে আশ্বত করলে তার মাথা ফেটে যায়। সেই গোত্রের লোকজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কিসাস দাবি করছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা এতো এতো পরিমাণ মাল পাবে। কিন্তু তারা তাতে রাজী হলো না। তিনি বলেন : তোমরা এতো এতো পরিমাণ মাল পাবে। এবার তারা রাযী হয়ে গেলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি কি লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তোমাদের রাযী হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবো? তারা বললো, হাঁ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দেন এবং বলেন : এই লাইস গোত্রের লোকজন আমার নিকট কিসাসের দাবি নিয়ে এসেছে। আমি তাদেরকে এতো এতো পরিমাণ মাল প্রদানের প্রস্তাব করে জিজ্ঞেস করলাম : তোমরা কি সম্মত হলে? তারা বললো, না। এতে মুহাজিরগণ ক্ষিপ্ত হয়ে তাদেরকে শাস্তি দিতে উদ্যত হলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে বিরত হতে নির্দেশ দিলে তারা বিরত হন। তিনি মালের পরিমাণ আরো বাড়িয়ে তাদেরকে পুনরায় প্রস্তাব দিয়ে বলেন : তোমরা কি সম্মত হলে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন : আমি কি লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে তাদেরকে তোমাদের সম্মত হওয়ার বিষয়টি জানিয়ে দিবো? তারা বললো, হাঁ। অতএব নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণ দিলেন, অতঃপর জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কি সম্মত হয়েছে? তারা বললো, হাঁ। ইমাম ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া (র)-কে বলতে শুনেছি, এ হাদীসটি বর্ণনার ক্ষেত্রে আমার নিঃসঙ্গ। তিনি ছাড়া অপর কেউ এটি রিওয়ায়াত করেছেন কিনা তা আমার জানা নেই।

অনুচ্ছেদ : ১১

بَابُ دِيَةِ الْجَنِينِ

গর্ভস্থ ফ্রণের দিয়াত।

۲۶۳۹ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو  
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بَغْرَةَ عَبْدٍ

أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ الَّذِي قُضِيَ عَلَيْهِ أَنْعَقِلْ مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَ  
وَمِثْلُ ذَلِكَ يُطَلُّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ هَذَا لَيَقُولُ بِقَوْلِ شَاعِرٍ فِيهِ غُرَّةٌ  
عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ .

২৬৩৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গর্ভস্থ স্রুণের দিয়াত বাবত একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী নির্ধারণ করেন। তিনি যার উপর দিয়াত ধার্য করেন সে বললো, আমরা কি এমন মানুষের দিয়াত দিবো যে না পান করেছে, না চীৎকার করেছে আর না শব্দ করে কেঁদেছে? এর রক্ত (দিয়াত) তো বাতিল, অর্থহীন! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : লোকটি তো কবি সুলভ কথা বলছে। স্রুণের জন্য একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী দিয়াতস্বরূপ দিতে হবে।

২৬৪০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ  
ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ اسْتَشَارَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ  
فِي أَمْلَاصِ الْمَرْأَةِ يَعْنِي سِقْطَهَا فَقَالَ الْمُغْبِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
قُضِيَ فِيهِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ فَقَالَ عُمَرُ أَتَنِي بِمَنْ يَشْهَدُ مَعَكَ فَشَهِدَ مَعَهُ مُحَمَّدُ  
بْنُ مَسْلَمَةَ .

২৬৪০। মিসওয়াল ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আঘাতের কারণে কোন নারীর গর্ভপাত হলে তার ব্যাপারে উমার ইবনুল খাতাব (রা) লোকজনের পরামর্শ তলব করলেন। মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি এই ক্ষেত্রে একটি ক্রীতদাস অথবা একটি ক্রীতদাসী দিয়াতস্বরূপ ধার্য করেছেন। উমার (রা) বলেন, তোমার কথার একজন সমর্থক উপস্থিত করো। তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা (রা) তার কথা সমর্থন করলেন।

২৬৪১- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ تَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنِي بِنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي  
عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ نَشَدَ  
النَّاسَ قَضَاءَ النَّبِيِّ ﷺ فِي ذَلِكَ يَعْنِي فِي الْجَنِينِ فَقَامَ حَمْلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ  
النَّابِغَةَ فَقَالَ كُنْتُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لِي فَضَرَبْتُ أَحَدَهُمَا الْأُخْرَى بِمِسْطَحٍ فَقَتَلْتَهَا  
وَقَتَلْتُ جَنِينَهَا فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ عَبْدٍ وَأَنْ تُقْتَلَ بِهَا .

২৬৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) লোকজনের নিকট গর্ভস্থ ফ্রণের (দিয়াতের) ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফয়সালা জানতে চাইলেন। তখন হামল ইবনে মালেক ইবনে নাবিগা (রা) উঠে দাঁড়িয়ে বলেন, আমি আমার দুই স্ত্রীর মাঝখানে ছিলাম। তাদের একজন তাঁবুর কিলক দ্বারা অপরজনকে আঘাত করে তার গর্ভস্থ ফ্রণসহ তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে হত্যা করার এবং গর্ভস্থ ফ্রণের দিয়াতস্বরূপ একটি স্ত্রীতদাস প্রদানের নির্দেশ দেন।

### অনুচ্ছেদ ৪১২

## بَابُ الْمِيرَاثِ مِنَ الدِّيَةِ

দিয়াতে উত্তরাধিকার স্বত্ব বর্তাবে।

২৬৪২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ ابْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ الدِّيَةُ لِلْعَاقِلَةِ وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا شَيْئًا حَتَّى كَتَبَ إِلَيْهِ الضُّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ وَرَثَ امْرَأَةَ أَشِيمِ الضَّبَّابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا .

২৬৪২। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) বলতেন, দিয়াত আকিলার<sup>৩</sup> প্রাপ্য এবং স্ত্রী উত্তরাধিকারসূত্রে তার স্বামীর দিয়াত থেকে কিছুই পাবে না। (তার এই রায়ের কথা জানতে পেরে) আদ-দাহ্হাক ইবনে সুফিয়ান (রা) তাকে লিখে পাঠান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আশ্শ্যাম আদ-দিবাবীর স্ত্রীকে তার স্বামীর দিয়াত থেকে উত্তরাধিকার স্বত্ব দান করেছেন।

২৬৪৩ - حَدَّثَنَا عَبْدُ رَيْهِ بْنِ خَالِدِ التَّمِيمِيُّ ثَنَا الْفَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَكِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَى لِحَمَلِ بْنِ مَالِكِ الْهُذَلِيِّ اللَّحْيَانِيِّ بِمِيرَاثِهِ مِنْ امْرَأَتِهِ الَّتِي قَتَلَتْهَا امْرَأَتُهُ الْأُخْرَى .

৩. হত্যাকারীর দিয়াতের দায় বহনকারী পুরুষ আত্মীয়গণকে “আকিলা” বলে। শব্দটি “দিয়াত” বঝাতেও ব্যবহৃত হয় (অনুবাদক)।



২৬৪৩। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হামল ইবনে মালেক আল-ছযালী আল-লিহ্মানীকে তার স্ত্রীর দিয়াত থেকে ওয়ারিসী স্বত্ব দান করেন, যাকে তার অপর স্ত্রী হত্যা করেছিল।

অনুচ্ছেদ : ১৩

## بَابُ دِيَةِ الْكَافِرِ

কাফের-এর দিয়াত।

২৬৪৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَضَى أَنْ عَقَلَ الْكِتَابَيْنِ نِصْفُ عَقْلِ الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى .

২৬৪৪। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দেন যে, দুই আহলে কিতাব সম্প্রদায় অর্থাৎ ইহুদী ও নাসারাদের দিয়াত হবে মুসলমানদের দিয়াতের অর্ধেক।<sup>৪</sup>

অনুচ্ছেদ : ১৪

## بَابُ الْقَاتِلِ لَا يَرِثُ

হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না।

২৬৪৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ ابْنِ أَبِي قُرُوءَةَ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

২৬৪৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হত্যাকারী (নিহতের) ওয়ারিস হবে না।

৪. হানাফী মাযহাবমতে আদম সন্তান হিসাবে মুসলমান ও কাফেরের জীবন ও রক্তের মূল্য (দিয়াত) সমান। ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরবর্তী চার খলীফার যুগে মুসলমান ও কাফেরের দিয়াত একই সমান ছিল। অবশ্য হাযলী মাযহাবমতে কাফেরের দিয়াত মুসলমানের দিয়াতের অর্ধেক। আশিআতুল লুমআত গ্রন্থে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা দেখা যেতে পারে (অনুবাদক)।

২৬৪৬- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ الْكِنْدِيُّ قَالَا تَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ أَنَّ أَبَا قَتَادَةَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي مُدَلِجٍ قَتَلَ ابْنَهُ فَأَخَذَ مِنْهُ عَمْرٌ مَائَةٌ مِنَ الْأَيْلِ ثَلَاثِينَ حَقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ حَلْفَةً فَقَالَ أَيْنَ أَخُو الْمَقْتُولِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ لَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ .

২৬৪৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে বর্ণিত। মুদলিজ গোত্রীয় আবু কাতাদা নামক এক ব্যক্তি নিজ পুত্রকে হত্যা করে। উমার (রা) তার থেকে এক শত উট আদায় করেন, যার মধ্যে ছিল তিরিশটি হিक्কা, তিরিশটি জাযাআ এবং চল্লিশটি গর্ভবতী উষ্ট্রী। অতঃপর তিনি বললেন, নিহতের ভাই কোথায়? আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : হত্যাকারীর জন্য (নিহতের) উত্তরাধিকার স্বত্ব নাই।

### অনুচ্ছেদ : ১৫

## بَابُ عَقْلِ الْمَرْأَةِ عَلَى عَصَبَتِهَا وَمِيرَاثِهَا لَوْلَدِهَا

নারীর দিয়াত পরিশোধ করবে তার আসাবাগণ এবং তার মীরাস পাবে তার সন্তানগণ।

২৬৪৭- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَتْبَانَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْقَلَ الْمَرْأَةُ عَصَبَتِهَا مَنْ كَانُوا وَلَا يَرْتُوا مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا مَا فَضَلَ عَنْ وَرَثَتِهَا وَإِنْ قَتَلَتْ فَعَقَلَهَا بَيْنَ وَرَثَتِهَا فَهُمْ يَقْتُلُونَ قَاتِلَهَا .

২৬৪৭। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়েক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে, কোন নারীর উপর দিয়াত বাধ্যকর হলে তা তার বিদ্যমান (বংশীয়) আত্মীয়গণ পরিশোধ করবে। কিন্তু তার দিয়াত বাধ্যকর হবে না। তবে তার ওয়ারিসদের প্রদানের পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে তা তারা পেতে পারে। কোন নারী নিহত হলে তার দিয়াত পাবে তার ওয়ারিসগণ। তারাই হত্যাকারীকে (কিসাসস্বরূপ) হত্যা করার অধিকারী।

২৬৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ تَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ تَنَا مُجَالِدٌ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الدِّيَةَ عَلَى

عَاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ فَقَالَتْ عَاقِلَةُ الْمُقْتُولَةِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مِيرَاثُهَا لَنَا قَالَ لَا مِيرَاثُهَا  
لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا .

২৬৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হত্যাকারী নারীর উপর ধার্যকৃত দিয়াত প্রদানের দায় তার বংশীয় আত্মীয়গণের উপর আরোপ করেন। তখন নিহত নারীর বংশীয় আত্মীয়রা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তার মীরাহ কি আমরা পাবো? তিনি বলেন : না, তার মীরাহ তার স্বামী তার সন্তানের প্রাপ্য।

অনুচ্ছেদ : ১৬

## بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ

দাঁতের কিসাস।

২৬৪৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ وَابْنُ أَبِي  
عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَسَرَتِ الرَّبِيعُ عَمَةً أَنَسٍ ثَنِيَّةً جَارِيَةً فَطَلَبُوا الْعَفْوَ  
فَأَبَوْا فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْآرْشَ فَأَبَوْا فَاتَرَأَى النَّبِيُّ ﷺ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسُ  
ابْنُ النَّضْرِ يَا رَسُولَ اللَّهِ تُكْسِرُ ثَنِيَّةَ الرَّبِيعِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسِرُ فَقَالَ  
النَّبِيُّ ﷺ يَا أَنَسُ كِتَابُ اللَّهِ الْقِصَاصُ قَالَ فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا فَقَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ .

২৬৪৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার ফুফু রুবাযিয়্যি একটি বালিকার সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলেছিল। অপরাধীর গোত্র ক্ষমা প্রার্থনা করলে আহতের গোত্র তা অস্বীকার করে। তারা দিয়াত প্রদানের প্রস্তাব দিলে তাও তারা প্রত্যাখ্যান করে। অতঃপর তারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে, তিনি কিসাস গ্রহণের নির্দেশ দেন। তখন আনাস ইবনুন নাদর (রা) বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! রুবাযিয়্যির সামনের পাটির দাঁত ভেঙ্গে ফেলা হবে! সেই সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্য দীনসহ প্রেরণ করেছেন, তার দাঁত ভাঙ্গা যাবে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আনাস! আল্লাহর কিতাবের বিধান হলো কিসাস। রাবী বলেন, তখন আহত মেয়েটির গোত্র সম্মত হয়ে (কিসাস) ক্ষমা করে দেয়। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে এমন লোকও আছে, যে আল্লাহর নামে শপথ করলে আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করার ব্যবস্থা করেন।

## بَابُ دِيَةِ الْأَسْنَانِ

দাঁতের দিয়াত ।

২৬৫০- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنِي شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَسْنَانُ سَوَاءٌ الثَّنِيَّةُ وَالضَّرْسُ سَوَاءٌ .

২৬৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সব দাঁতের মূল্য ও মর্যাদা সমান। সামনের দাঁত ও মাড়ির দাঁত (দিয়াতের ক্ষেত্রে) এক সমান।

২৬৫১- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَالِسِيُّ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْخَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ ثَنَا أَبُو حَمْرَةَ الْمَرُوزِيُّ ثَنَا يَزِيدُ النَّحْوِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَضَى فِي السِّنِّ خَمْسًا مِنَ الْإِبِلِ .

২৬৫১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতিটি দাঁতের দিয়াত পাঁচটি উট নির্ধারণ করেছেন।

## بَابُ دِيَةِ الْأَصَابِعِ

আঙ্গুলসমূহের দিয়াত ।

২৬৫২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ هَذِهِ سَوَاءٌ يَعْنِي الْخِنْصَرَ وَالْبِنْصَرَ وَالْأَبْهَامَ .

২৬৫২। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন :  
এটা এবং এটা অর্থাৎ কনিষ্ঠা, অনামিকা ও বৃদ্ধাঙ্গুলি (দিয়াত) সমান।

২৬৫৩ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَتَكِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ مَطْرِ  
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ  
كُلُّهُنَّ فِيهِنَّ عَشْرٌ عَشْرٌ مِنَ الْأَيْلِ .

২৬৫৩। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে  
বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সবগুলো আঙ্গুল (দিয়াত)  
সমান। প্রতিটি আঙ্গুলের দিয়াত দশটি করে উট।

২৬৫৪ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرْجَى السَّمْرَقَنْدِيُّ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ثَنَا سَعِيدٌ  
ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ غَالِبِ التَّمَارِ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ أَوْسٍ عَنْ  
أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ .

২৬৫৪। আবু মুসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সব আঙ্গুল  
(দিয়াত) সমান।

### অনুচ্ছেদ : ১৯

## بَابُ الْمَوْضِحَةِ

হাঁড় উনুজ্জকারী যখম (মাওদিহা)।

২৬৫৫ - حَدَّثَنَا جَمِيلُ بْنُ الْحَسَنِ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدٌ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ  
عَنْ مَطْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ فِي  
الْمَوَاضِحِ خَمْسٌ خَمْسٌ مِنَ الْأَيْلِ .

২৬৫৫। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে  
বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হাঁড় উনুজ্জকারী প্রতিটি যখমের  
দিয়াত পাঁচটি করে উট।

## بَابُ مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَزَعَ تَنَايَاهُ

কোন ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাত কামড়ে ধরলে এবং সে তার হাত টান দেয়ার ফলে প্রথমোক্ত ব্যক্তির সামনের দাঁত পড়ে গেলে।

২৬৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَمِيهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ بَنَى أُمَيَّةَ قَالَا خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرٌ وَتَحَنُّنٌ بِالطَّرِيقِ قَالَ فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعْمِدُ أَحَدَكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعِضُهُ كِعِضَاضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا قَالَ فَابْطَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৬৫৬। উমায়্যার পুত্রদ্বয় ইয়ালা ও সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুক যুদ্ধে রওয়ানা করলাম। আমাদের সাথে আমাদের এক সাথীও ছিল। পথিমধ্যে সে এবং অপর এক ব্যক্তি বিবাদে লিপ্ত হয়। রাবী বলেন, আমাদের লোকটি তার প্রতিপক্ষের হাত কামড়ে ধরলো। সে তার মুখ থেকে নিজের হাত ছুঁড় করার জন্য সজোরে টান দিলো। এতে তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে পড়ে গেলে। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তার দাঁতের দিয়াত দাবি করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের কেউ তার ভাইকে ঘাঁড়ের মত কামড়ে ধরে, অতঃপর এসে দিয়াত দাবি করে। এর কোন দিয়াত নেই। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দাঁতের দিয়াতের দাবি নাকচ করে দিলেন।

২৬৫৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَرَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَابْطَلَهَا وَقَالَ يَقْضَمُ أَحَدَكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

২৬৫৭। ইমরান ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির হাতের বাহু কামড়ে ধরলে, লোকটি তার হাত টান দিলো। এতে তার সামনের পাটির দাঁত উপড়ে পড়ে গেলো। সে বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলে তিনি তার দাবি নাকচ করে দেন এবং বলেন : তোমাদের একজন অপরজনকে ঘাঁড়ের মত কামড়ায়!

অনুচ্ছেদ : ২১

بَابُ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

কাফের ব্যক্তিকে হত্যার দায়ে মুসলিম ব্যক্তিকে হত্যা করা যাবে না।

২৬৫৮ - حَدَّثَنَا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرٍو الدَّارِمِيُّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ مُطْرِفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ مِّنَ الْعِلْمِ لَيْسَ عِنْدَ النَّاسِ قَالَ لَا وَاللَّهِ مَا عِنْدَ النَّاسِ إِلَّا أَنْ يَرْزُقَ اللَّهُ رَجُلًا فَهَمَّا فِي الْقُرْآنِ أَوْ مَا فِي هَذِهِ الصَّحِيفَةِ فِيهَا الدِّيَّاتُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

২৬৫৮। আবু জুহাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আলী ইবনে আবু তালিব (রা)-কে বললাম, আপনাদের নিকট এমন কোন জ্ঞান আছে কি যা অন্যদের অজ্ঞাত? তিনি বলেন, না, আল্লাহর শপথ! লোকদের নিকট যে জ্ঞান আছে তা ব্যতীত বিশেষ কোন জ্ঞান আমাদের নিকট নাই। তবে আল্লাহ যদি কাউকে কুরআন বুঝবার জ্ঞান দান করেন এবং এই সহীফার মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে দিয়াত ইত্যাদি প্রসঙ্গে যা আছে (তাহলে স্বতন্ত্র কথা)। এই সহীফার মধ্যে আরো আছে : কোন মুসলমানকে কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না।

২৬৫৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ .

২৬৫৯। আমর ইবনে শুআইল (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মুসলমানকে কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না।

২৬৬০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ ثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلَا ذُو عَهْدٍ فِي عَهْدِهِ .

২৬৬০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন কাফেরকে হত্যার অপরাধে কোন মুসলমানকে হত্যা করা যাবে না এবং চুক্তিভুক্ত কোন যিশীকেও তার চুক্তি বহাল থাকা অবস্থায় হত্যা করা যাবে না।<sup>৫</sup>

অনুচ্ছেদ : ২২

### بَابُ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِوَلَدِهِ

সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

২৬৬১- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يُقْتَلُ بِالْوَالِدِ الْوَالِدُ .

২৬৬১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সন্তানকে হত্যার অপরাধে পিতাকে হত্যা করা যাবে না।

৫. হানাফী মাযহাবমতে কোন মুসলমান একই রাষ্ট্রে বসবাসকারী কোন কাফেরকে হত্যা করলে দণ্ডস্বরূপ তাকেও হত্যা করা হবে। হাদীসে উক্ত 'কাফের' অর্থ অমুসলিম শত্রুরাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিক, যাকে আইনের পরিভাষায় "হরবী" (যুদ্ধরত শত্রু) বলা হয়। কোন মুসলমান তাকে হত্যা করলে দণ্ডস্বরূপ তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না। তবে ইসলামী আদালত শাস্তি দেয়া প্রয়োজন মনে করলে অপরাধীকে মৃত্যুদণ্ড ব্যতীত ভিন্নতর শাস্তি দিতে পারে। যিশীকে হত্যা করতে হাদীসেই নিষেধ করা হয়েছে। মুসলিম রাষ্ট্রের অমুসলিম নাগরিকদেরকে 'যিশী' বলা হয়। শব্দটির অর্থ যাদের জান-মাল, ইচ্ছত-আক্রমণের নিরাপত্তার দায়িত্ব মুসলমানদের উপর বর্তায়। অতএব তাদেরকে হত্যা করা মুসলমানদের জন্য জায়েয হতে পারে না। অমুসলিম রাষ্ট্রের কোন অমুসলিম নাগরিক মুসলিম রাষ্ট্রের অনুমতি গ্রহণ করে মুসলিম রাষ্ট্রে প্রবেশ করলে তাকে বলে "মুসতামান" (নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি প্রাপ্ত)। তাকে যত দিন মুসলিম রাষ্ট্রে অবস্থানের অনুমতি প্রদান করা হয় তত দিন সে-ও অনেকটা যিশীর অধিকার ভোগ করে। কুরআন মজীদে বলা হয়েছে : "হে ঈমানদারগণ! নিহতের ব্যাপারে তোমাদের জন্য কিসাসের বিধান দেয়া হয়েছে..." (সূরা বাকারা : ১৭৮)। অত্র আয়াতে মুসলিম ও অমুসলিমের জানের নিরাপত্তার ব্যাপারে কোন পার্থক্য করা হয়নি (অনুবাদক)।



২৬৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ  
عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ يَقُولُ لَا يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ .

২৬৬২। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পিতাকে সন্তান হত্যার অপরাধে হত্যা করা যাবে না।<sup>৬</sup>

অনুচ্ছেদ : ২৩

### بَابُ هَلْ يُقْتَلُ الْحُرُّ بِالْعَبْدِ

স্বাধীন ব্যক্তিকে ক্রীতদাস হত্যার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে কি?

২৬৬৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ  
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ عَبْدَهُ قَتَلْنَاهُ  
وَمَنْ جَدَعَهُ جَدَعْنَاهُ .

২৬৬৩। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে হত্যা করলে আমরা তাকে হত্যা করবো এবং কেউ তার দেহের কোন অঙ্গ কর্তন করলে আমরা তার দেহের অঙ্গ কর্তন করবো।

২৬৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ  
إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قُرُوءَةَ عَنْ أَبِيهِمْ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ عَلِيٍّ وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدَهُ عَمْدًا  
مُتَبَعِدًا فَجَلَدَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةً وَنَفَاهُ سَنَةً وَمَحَا سَهْمَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ .

২৬৬৪। আলী (রা) থেকে এবং আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তারা বলেন, এক ব্যক্তি তার ক্রীতদাসকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা

৬. হাদীসের অর্থ এই যে, তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া যাবে না, তবে ইসলামী আদালতের সুবিবেচনামতে অন্যরূপ শাস্তি দেয়া যাবে (অনুবাদক)।

করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক শত বেত্রাঘাত করেন, এক বছরের নির্বাসন দেন এবং মুসলমানদের (জায়গীর, ভাতা ইত্যাদি) প্রাপ্য অংশের মধ্য থেকে তার অংশ বিলোপ করেন।

অনুচ্ছেদ : ২৪

## بَابُ يُقْتَادُ مِنَ الْقَاتِلِ كَمَا قُتِلَ

হত্যাকারী যেভাবে হত্যা করবে, তাকেও সেভাবেই হত্যা করা হবে।

২৬৬৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هَمَامِ بْنِ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَخَ رَأْسَ امْرَأَةٍ بَيْنَ حَجْرَيْنِ فَقَتَلَهَا فَرَضَخَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَأْسَهُ بَيْنَ حَجْرَيْنِ .

২৬৬৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী দু'টি পাথরের মাঝখানে এক মহিলার মাথা রেখে তা পিষ্ট করে তাকে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'টি পাথরের মাঝখানে অপরাধীর মাথা রেখে তা পিষ্ট করে তাকে হত্যা করান।

২৬৬৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ يَهُودِيًّا قَتَلَ جَارِيَةً عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا فَقَالَ لَهَا أَقْتَلِكِ فَلَاذَنْ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمَّ سَأَلَهَا الثَّانِيَةَ فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ لَا تُمَّ سَأَلَهَا فَأَشَارَتْ بِرَأْسِهَا أَنْ نَعَمْ فَقَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ حَجْرَيْنِ .

২৬৬৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ইহুদী একটি বালিকাকে তার অলঙ্কারপত্রের লোভে হত্যা করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুমূর্ষু বালিকাকে (একজনের নামোল্লেখ করে) জিজ্ঞেস করলেন : তোমাকে কি অমুকে আঘাত করেছে? সে তার মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি আবার (অন্য একজনের নামোল্লেখ করে) তাকে জিজ্ঞেস করলে সে তার মাথার ইশারায় বললো, না। তিনি তাকে (ইহুদীর নামোল্লেখ করে) আবার জিজ্ঞেস করলে সে মাথার ইশারায় বললো, হ্যাঁ। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উক্ত ইহুদীর মাথা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষ্ট করে হত্যা করান।

بَابُ لَا قَوْلَ الْإِسْئِيفِ

তরবারির আঘাতে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

২৬৬৭ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ الْعُرُوْقِيُّ ثَنَا اَبُو عَاصِمٍ عَنْ سُوْفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ اَبِيْ عَازِبٍ عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيْرٍ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا قَوْلَ الْاِسْئِيفِ .

২৬৬৭। নোমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

২৬৬৮ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُسْتَمِرِّ ثَنَا الْحُرُّ بْنُ مَالِكِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا مِبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ اَبِيْ بَكْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا قَوْلَ الْاِسْئِيفِ

২৬৬৮। আবু বাকরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তরবারির আঘাতেই মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করতে হবে।

بَابُ لَا يُجْنَى اَحَدٌ عَلٰى اَحَدٍ

একজনের অপরাধে অপরজনকে অপরাধী সাব্যস্ত করা যাবে না।

২৬৬৯ - حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ بْنُ اَبِيْ شَيْبَةَ ثَنَا اَبُو الْاَحْوَصِ عَنْ شَبِيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْاَحْوَصِ عَنْ اَبِيْهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ فِيْ حَجَّةِ الْوُدَاعِ اِلَّا لَا يُجْنَى جَانٍ اِلَّا عَلٰى نَفْسِهِ لَا يُجْنَى وَاَلِدٌ عَلٰى وَاَلِدِهِ وَلَا مَوْلُوْدٌ عَلٰى وَاَلِدِهِ .

২৬৬৯। আমর ইবনুল আহুওয়াস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন বলতে শুনেছি : সাবধান! অপরাধী

তার অপরাধের দ্বারা নিজেকেই দায়বদ্ধ করে। পিতার অপরাধে পুত্রকে এবং পুত্রের অপরাধে পিতাকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।

২৬৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ ثَنَا جَامِعُ بْنُ شَدَّادٍ عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْتُ بَيَاضَ ابْطِينِهِ أَلَّا لَا تَجْنِي أُمَّ عَلَى وَلَا تَجْنِي أُمَّ عَلَى وَكَلْدٍ

২৬৭০। তারিক আল-মুহারিবী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর হস্তদ্বয় এতো উপরে তুলে বলতে শুনেছি যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে : সাবধান! সন্তানের অপরাধে মাকে অভিযুক্ত করা যাবে না। সাবধান! সন্তানের অপরাধে মাকে অভিযুক্ত করা যাবে না।

২৬৭১- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُوْنُسَ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ أَبِي الْحُرِّ عَنِ الْخَشْخَاشِ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ وَمَعِيَ ابْنِي فَقَالَ لَا تَجْنِي عَلَيْهِ وَلَا يَجْنِي عَلَيْكَ .

২৬৭১। খাশখাশ আল-আনবারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আমার এক পুত্রসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলাম। তিনি বলেন : তোমার অপরাধের প্রতিশোধ তার থেকে নেয়া যাবে না এবং তার অপরাধের প্রতিশোধ তোমার থেকে নেয়া যাবে না।

২৬৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ الْقَطَّانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيكَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَجْنِي نَفْسٌ عَلَى أُخْرَى .

২৬৭২। উসামা ইবনে শরীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : একজনের অপরাধের জন্য অপরজনকে দায়বদ্ধ করা যাবে না।

## بَابُ الْجُبَارِ

যেসব অপরাধের প্রতিবিধান নেই।

২৬৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ وَالْبِئْرُ جُبَارٌ .

২৬৭৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : পশুর আঘাতে দণ্ড নেই, খনিতে দণ্ড নেই এবং কূপে পড়াতে দণ্ড নেই।

২৬৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ عَنِ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْعَجْمَاءُ جَرَحُهَا جُبَارٌ وَالْمَعْدَنُ جُبَارٌ .

২৬৭৪। আমার ইবনে আওফ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পশুর আঘাতে দণ্ড নেই এবং খনিতে দণ্ড নেই।

২৬৭৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ رَيْهِ بْنِ خَالِدِ النَّمَيْرِيُّ ثَنَا فَضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَقَبَةَ حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ الْمَعْدَنَ جُبَارٌ وَالْبِئْرَ جُبَارٌ وَالْعَجْمَاءَ جَرَحُهَا جُبَارٌ . وَالْبَيْهِيْمَةُ مِنَ الْأَنْعَامِ وَغَيْرِهَا وَالْجُبَارُ هُوَ الْهَدْرُ الَّذِي لَا يُغْرَمُ .

২৬৭৫। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা করেছেন যে, খনিতে দণ্ড নেই, কূপে পতিত হওয়ায় দণ্ড নেই, পশুর আঘাতে দণ্ড নেই। পশু বলতে গৃহপালিত গবাদি পশু ইত্যাদি বুঝায়। ‘ দণ্ড নেই’ অর্থাৎ ক্ষতিপূরণ আদায় করা যাবে না।

২৬৭৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ النَّارُ جُبَارٌ وَالْبَيْتُ جُبَارٌ .

২৬৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আগুনে পতিত হওয়ায় দণ্ড নেই এবং কূপে পতিত হওয়ায়ও দণ্ড নেই।<sup>৭</sup>

৭. ‘আজমা’ (العجما) বলতে মানুষ ব্যতীত যে কোন প্রাণীকে বুঝায়। ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, যে গবাদি পশুকে চরে বেড়ানোর জন্য ছেড়ে দেয়া হয় এবং যা কোন ব্যক্তিকে আহত করে বা শিং দ্বারা গুঁতা মারে তাকে “আজমা” বলে। ইমাম তিরমিযী (র) বলেন, একদল আলেম বলেছেন : যে পশু মালিকের হাত থেকে ছুটে গিয়ে পলায়ন করে এবং দৌড়ে যাওয়ার সময় কাউকে আহত করে সেই পশুকেই ‘আজমা’ বলে। পশুর এরূপ অপরাধের জন্য মালিক দায়ী নয়। ইমাম শাফিঈ (র)-এর মতে, পশুটি যদি হিংস্র স্বভাবের হয় এবং মালিক প্রয়োজনীয় সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ না করে থাকে তবে পশুর অপরাধের জন্য মালিক দায়ী হবে। তবে সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণের পরও ঘটনাক্রমে পশুর দ্বারা সংঘটিত অপরাধের জন্য মালিক দায়ী নয়।

‘জুব্বার’ শব্দের অর্থ ‘বৃথা’, ‘মূল্যহীন’। হাদীসে শব্দটি “দণ্ড নেই” অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। ইমাম নববী (র) বলেন, পশুর সাথে তার মালিক বা তার প্রতিনিধি বা ভাড়ায় গ্রহণকারী বা অপহরণকারী (গাসিব) থাকে এবং এই অবস্থায় তা মানুষের মারাত্মক ধরনের ক্ষতি সাধন করলে মালিক ও তার গোষ্ঠীভুক্তরা আকিলা (দিয়াত) দিতে বাধ্য। আর ছোটখাটো ক্ষতি হলে বা মালের ক্ষতি করলে মালিক তার ক্ষতিপূরণ করবে।

যেসব এলাকায় দিনের বেলা পশু ছেড়ে দেয়ার প্রচলন আছে সেখানে দিনের বেলা ফসল পাহারা দেয়ার দায়িত্ব ফসলের মালিকের। সুতরাং রাখাল বা মালিক সাথে না থাকা অবস্থায় দিনের বেলা পশু অপরের ফসলের ক্ষতিসাধন করলে তার জন্য কোন ক্ষতিপূরণ নাই। আবার রাতের বেলা পশু বেঁধে রাখার দায়িত্ব পশুর মালিকের। অতএব পশু রাতে ফসলের ক্ষতিসাধন করলে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে (মালিকী ও শাফিঈ মাযহাবের এই মত)। হানাফী মাযহাবমতে মালিক বা তার প্রতিনিধি সাথে না থাকা অবস্থায় পশু দিনে বা রাতে ফসলের ক্ষতি করলে তাতে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে না।

“খনিতে দণ্ড নেই বা কূপে দণ্ড নেই” অর্থাৎ কেউ নিজ সম্পত্তিতে খনিজ সম্পদ উত্তোলনের জন্য গর্ত খনন করলে বা কূপ খনন করলে এবং তাতে পতিত হয়ে মানুষ মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেজন্য মালিক দায়ী হবে না। অদ্রুপ একই উদ্দেশ্যে গর্ত বা কূপ খনন করার সময় প্রয়োজনীয় সতর্ক ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও তাতে চাপা পড়ে কেউ মারা গেলে বা ক্ষতিগ্রস্ত হলে সেজন্য মালিক দায়ী হবে না। তবে কেউ মানুষের যাতায়াতের পথিপার্শ্বে অথবা অপরের ভূমিতে মালিকের বিনা অনুমতিতে কূপ খনন করলে এবং তাতে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হলে খননকারী অবশ্যই সেজন্য দায়ী হবে (অনুবাদক)।

بَابُ الْقِسَامَةِ

কাসামা (গণ-শপথ) ১৮

২৬৭৭- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ سَمِعْتُ مَالِكَ بْنَ أَنَسٍ حَدَّثَنِي أَبُو لَيْلَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَشْمَةَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ عَنْ رِجَالٍ مِنْ كُبَرَاءِ قَوْمِهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةَ خَرَجَا إِلَى خَيْبَرَ مِنْ جَهْدِ أَصَابِهِمْ فَاتَى مُحَيِّصَةَ فَأَخْبَرَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَهْلٍ قَدْ قُتِلَ وَالْقَى فِي فَقِيرٍ أَوْ عَيْنٍ بِخَيْبَرَ فَاتَى يَهُودَ فَقَالَ أَنْتُمْ وَاللَّهِ قَتَلْتُمُوهُ قَالُوا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ثُمَّ أَقْبَلَ حَتَّى قَدِمَ عَلَى قَوْمِهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُمْ ثُمَّ أَقْبَلَ هُوَ وَأَخُوهُ حُوَيْصَةُ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَهْلٍ فَذَهَبَ مُحَيِّصَةُ يَتَكَلَّمُ وَهُوَ الَّذِي كَانَ بِخَيْبَرَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِمُحَيِّصَةَ كَبِيرٌ كَبِيرٌ يُرِيدُ السِّنَّ فَتَكَلَّمْ حُوَيْصَةُ ثُمَّ تَكَلَّمْ مُحَيِّصَةُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ وَإِنِّي أَنْ يُؤْذِنُوا بِحَرْبٍ فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي ذَلِكَ فَكَتَبُوا أَنَا وَاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِحُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ تَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ دَمَ صَاحِبِكُمْ قَالُوا لَا قَالَ فَتَحْلِفْ لَكُمْ يَهُودُ قَالُوا لَيْسُوا بِمُسْلِمِينَ فَوَدَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِائَةَ نَاقَةٍ حَتَّى أُدْخِلَتْ عَلَيْهِمُ الدَّارَ فَقَالَ سَهْلٌ فَلَقَدْ رَكَّضْتَنِي مِنْهَا نَاقَةً حَمْرًا .

৮. কোন মহল্লায় বা পাড়ায় কোন ব্যক্তিকে নিহত অবস্থায় পাওয়া গেলে এবং তার হত্যাকারী অজ্ঞাত থাকলে সংশ্লিষ্ট মহল্লা বা পাড়ার বাছাই করা পঞ্চাশজন লোককে পৃথক পৃথকভাবে আল্লাহর নামে শপথ করে বলতে হয় যে, তারা উক্ত ব্যক্তিকে হত্যা করেনি এবং তার হত্যাকারী সম্পর্কেও তারা জ্ঞাত নয়, তাদের একরূপ শপথকে আইনের পরিভাষায় “কাসামা” বলে। সম্ভাব্য সকল উপায়ে অনুসন্ধান করার পরও হত্যাকারীকে শনাক্ত করা না গেলেই কাসামা পদ্ধতি অনুসৃত হবে (অনুবাদক)।

২৬৭৭। সাহল ইবনে আবু হাসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে তার কওমের কয়েকজন সন্ত্রাস্ত লোক জানিয়েছেন যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল এবং মুহাইয়্যাসা দুর্ভিক্ষের শিকার হয়ে খায়বার এলাকায় গেলেন। অতঃপর মুহাইয়্যাসার নিকট লোক মারফত খবর পৌঁছলো যে, আবদুল্লাহ ইবনে সাহলকে হত্যা করে তার লাশ খায়বারের একটি গর্তে অথবা একটি কূপে নিক্ষেপ করা হয়েছে। মুহাইয়্যাসা (রা) ইহুদীদের নিকট গিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তোমরাই তাকে হত্যা করেছো। তারা বললো, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। অতঃপর তিনি তার গোত্রের ফিরে এসে তাদের নিকট এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। তিনি ও তার বড় ভাই হুয়াইয়্যাসা এবং আবদুর রহমান ইবনে সাহল (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। খায়বারের ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী মুহাইয়্যাসা (রা) কথা বলতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : জ্যেষ্ঠকে, জ্যেষ্ঠকে অগ্রাধিকার দাও। তিনি বয়সে বড় বুঝতে চাচ্ছিলেন। হুওয়াইয়্যাসা কথা বললেন, তারপর মুহাইয়্যাসা কথা বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ইহুদীরা হয় তোমাদের সঙ্গীর দিয়াত প্রদান করবে অথবা যুদ্ধের ঘোষণা দিবে। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষয়টি সম্পর্কে পত্র লিখলে ইহুদীরা প্রতিউত্তরে লিখে পাঠায়, আল্লাহর শপথ! আমরা তাকে হত্যা করিনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুওয়াইয়্যাসা, মুহাইয়্যাসা ও আবদুর রহমান (রা)-কে বললেন : তোমরা কি শপথ করে তোমাদের সঙ্গীর খুনের বদলা দাবি করতে পারো? তারা বললো, (আমরা শপথ করবো) না। তিনি বলেনঃ তাহলে ইহুদীরা তোমাদের (দাবি থেকে মুক্ত হওয়ার) জন্য শপথ করবে। তারা বলেন, তারা তো মুসলমান নয় (মিথ্যা শপথ করবে)। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের (রাষ্ট্রের) পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের নিকট এক শত উষ্ট্রী পাঠান এবং সেগুলি তাদের বসতিতে পৌঁছে গেলো। সাহল (রা) বলেন, সেগুলির মধ্যকার একটি লাল উষ্ট্রী আমাকে লাগি মেরেছিল।

২৬৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ حُوَيْصَةَ وَمُحَيِّصَةَ ابْنَيْ مَسْعُودٍ وَعَبْدَ اللَّهِ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَيْ سَهْلٍ خَرَجُوا يَمْتَارُونَ بِخَيْبَرَ فَعُدِيَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ فَقُتِلَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ تَقْسِمُونَ وَتَسْتَحِقُّونَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نَقْسِمُ وَكَمْ نَشْهَدُ قَالَ فَتَبْرِئُكُمْ يَهُودُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا تَقْتُلْنَا قَالَ فَوَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ عِنْدِهِ .



২৬৭৮। আমরা ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। মাসউদের দুই পত্র ছয়াইয়াসা ও মুহাইয়াসা এবং সাহলের দুই পুত্র আবদুল্লাহ ও আবদুর রহমান কাজের সন্ধানে খায়বারের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লেন। আবদুল্লাহ শত্রুতার শিকার হয়ে নিহত হলে বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলো। তিনি বলেন : তোমরা কি শপথ করে দিয়াতের অধিকারী হবে? তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলাম না, আমরা কিভাবে শপথ করবো? তিনি বলেন : তাহলে ইহুদীরা (শপথ করে) তোমাদের থেকে দায়মুক্ত হয়ে যাবে। তারা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে তারা তো আমাদের ধ্বংস করে ফেলবে! রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পক্ষ থেকে তার দিয়াত পরিশোধ করেন।

অনুচ্ছেদ : ২৯

بَابُ مَنْ مَثَلَ بَعْدَهُ فَهُوَ حُرٌّ

মাণিকের দ্বারা গোলামের অঙ্গহানি হলে সে দাসত্বমুক্ত হয়ে যাবে।

২৬৭৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ ثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ رَوْحِ بْنِ زَيْبَاعٍ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ خَضَى غُلَامًا لَهُ فَأَعْتَقَهُ النَّبِيُّ ﷺ بِالْمَثَلَةِ .

২৬৭৯। সালামা ইবনে রাওহ্ ইবনে যিনবা (র) থেকে তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি তার এক গোলামকে নিবীর্ষ করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এই অঙ্গহানির কারণে দাসত্বমুক্ত করে দিলেন।

২৬৮০ - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ الْمُرَجَّى السَّمَرَقَنْدِيُّ ثَنَا النُّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ ثَنَا أَبُو حَمْرَةَ الصَّيْرَفِيُّ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ صَارِحًا فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا لَكَ قَالَ سَيِّدِي رَأَيْتُ أُقْبِلُ جَارِيَةً لَهُ فَجَبَّ مَذَاكِبِي فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى بِالرَّجُلِ فَطَلَبَ فَلَمْ يُقَدِرْ عَلَيْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذْهَبْ فَإِنَّتَ حُرٌّ قَالَ عَلَى مَنْ نُصِرْتِي يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يَقُولُ أَرَأَيْتَ إِنْ اسْتَرْقَنِي مَوْلَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى كُلِّ مُؤْمِنٍ أَوْ مُسْلِمٍ .

২৬৮০। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি চীৎকার করতে করতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করেনঃ তোমার কি হয়েছে? সে বললো, আমার মনিব আমাকে তার এক দাসীকে চুমা দিতে দেখে আমার পুরুষাঙ্গ কেটে ফেলেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ লোকটিকে আমার নিকট নিয়ে এসো। কিন্তু তাকে অনুসন্ধান করে পাওয়া গেলো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যাও, তুমি স্বাধীন। সে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কে আমাকে সাহায্য করবে? রাবী বলেন, সে বলছিল, আপকি মনে করেন, আমার মনিব যদি আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে আবার গোলাম বানায়? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তোমাকে সাহায্য করা প্রত্যেক মুমিন মুসলমানের কর্তব্য।

### অনুচ্ছেদ : ৩০

## بَابُ أَعْفِ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلِ الْإِيمَانِ

মানুষের মধ্যে ঈমানদার হত্যাকারীগণই উত্তম।

২৬৮১- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ مِنْ أَعْفِ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلِ الْإِيمَانِ .

২৬৮১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ হত্যাকারীদের মধ্যে ঈমানদার হত্যাকারীগণ অপেক্ষাকৃত উত্তম।

২৬৮২- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ شِبَاكِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هُنَيْ بْنِ نُورَةَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ أَعْفِ النَّاسِ قِتْلَةَ أَهْلِ الْإِيمَانِ .

২৬৮২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মানুষের মধ্যে অপেক্ষাকৃত নিরপরাধ হত্যাকারী হলো ঈমানদারগণ।<sup>৯</sup>

৯. ঈমানদার ব্যক্তি অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করতে পারে না। সে কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুবাহিনী হত্যা করতে পারে অথবা আইনত যাকে হত্যা করা জরুরী হয়ে পড়ে কেবল তাকেই হত্যা করে। এই হত্যাকারীদেরই শ্রেষ্ঠ বা নিরপরাধ হত্যাকারী বলা হয়েছে (অনু.)।

## بَابُ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ

মুসলমানদের জীবনের মূল্য একসমান ।

২৬৮৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصُّنْعَانِيُّ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَنْشٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى أَقْصَاهُمْ .

২৬৮৩ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমানদের জীবনের মূল্য একসমান । তারা বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ (একতাবদ্ধ) । তাদের একজন সাধারণ লোকও অপরকে তাদের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দিতে পারে । তাদের দূরবর্তী ব্যক্তিও গনীমাতে শরীক হবে (সেনানায়ক যদি তাকে অন্যত্র কোন প্রয়োজনে পাঠিয়ে থাকে) ।

২৬৮৪ - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ أَبُو حَمَزَةَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ أَبِي الْجُنُوبِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُسْلِمُونَ يَدُّ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ وَتَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ .

২৬৮৪ । মাকেল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: মুসলমানগণ অন্যদের (বিজাতীয় শত্রুর) বিরুদ্ধে একটি হাতস্বরূপ । তাদের জীবনের মূল্য একসমান ।

২৬৮৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِيَّاشٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ وَيُجِيرُ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَدْنَاهُمْ وَيُرَدُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ أَقْصَاهُمْ .

২৬৮৫ । আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সকল

মুসলমান তাদের বিজাতীয় শত্রুর বিরুদ্ধে এক হাতস্বরূপ ঐক্যবদ্ধ। তাদের সকলের জান ও মাল সমান মর্যাদাসম্পন্ন। মুসলিম সমাজের একজন সাধারণ লোকও (তাদের পক্ষ থেকে) অন্যকে আশ্রয় দিতে পারে। মুসলমানদের দূরবর্তী ব্যক্তিও তাদের গনীমাতে শরীক হবে।<sup>১০</sup>

অনুচ্ছেদ : ৩২

بَابُ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا

কেউ চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিশ্মীকে হত্যা করলে।

২৬৮৬ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنْ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا .

২৬৮৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি চুক্তিবদ্ধ অমুসলিম যিশ্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের স্রাণও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধ অবশ্যই চল্লিশ বছরের দূরত্ব থেকেও পাওয়া যাবে।

২৬৮৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مَعْدِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنْبَانَا ابْنُ عَجْلَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَرِيحُهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ سَبْعِينَ عَامًا .

২৬৮৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নিরাপত্তা লাভকারী কোন যিশ্মীকে হত্যা করবে সে জান্নাতের সুগন্ধও পাবে না। অথচ সত্তর বছরের দূরত্ব থেকেও অবশ্যই তার সুগন্ধ পাওয়া যাবে।

১০. সেনাপ্রধান যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কিছু সংখ্যক মুজাহিদকে অন্যত্র কোন ক্ষুদ্র অভিযানে প্রেরণ করলে এবং তারা মূল যুদ্ধে অংশগ্রহণ না করলেও অর্জিত গনীমাতের অংশ পাবে (অনুবাদক)।

## بَابُ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ

কোন ব্যক্তি কারো জীবনের নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দেয়ার পর তাকে হত্যা করলে ।

২৬৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ شَدَادٍ الْقَتَبَانِيِّ قَالَ لَوْ لَا كَلِمَةٌ سَمِعْتُهَا مِنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ الْخَزَاعِيِّ لَمَشَيْتُ فِيمَا بَيْنَ رَأْسِ الْمُخْتَارِ وَجَسَدِهِ سَمِعْتُهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمِنَ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ لِرِوَاءِ غَدْرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৬৮৮। রিফাআ ইবনে শাদ্দাদ আল-কিতবানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার ইবনুল হামিক আল-খুযাঈ (রা)-র নিকট আমি যে বাক্যটি শুনেছি তা না থাকলে আমি মুখতারের মাথা ও দেহের মাঝখান দিয়ে হাঁটাচলা করতাম (তাকে হত্যা করতাম)। আমি তাকে বলতে শুনিছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন লোকের জ্ঞানের নিরাপত্তা দেয়ার পর তাকে হত্যা করলো সে কিয়ামতের দিন বিশ্বাসঘাতকতার ঝাঞ্জ বয়ে বেড়াবে।

২৬৮৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا أَبُو لَيْلَى عَنْ أَبِي عُرْكَاشَةَ عَنْ رِفَاعَةَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْمُخْتَارِ فِي قَصْرِهِ فَقَالَ قَامَ جِبْرَائِيلُ مِنْ عِنْدِي السَّاعَةَ فَمَا مَنَعَنِي مِنْ ضَرْبِ عُنُقِهِ إِلَّا حَدِيثُ سَمِعْتُهُ مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ إِذَا أَمِنَكَ الرَّجُلُ عَلَى دَمِهِ فَلَا تَقْتُلْهُ فَذَلِكَ الَّذِي مَنَعَنِي مِنْهُ .

২৬৮৯। রিফাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মুখতারের প্রাসাদে প্রবেশ করে তার নিকট উপস্থিত হলাম। সে বললো, এই মুহূর্তে জিবরাঈল (আ) আমার নিকট থেকে উঠে চলে গেলেন। তখন তার গর্দানে সজ্জারে আঘাত হানা থেকে একটি হাদীসই আমাকে বিরত রেখেছে। আমি সুলায়মান ইবনে সুরাদ (রা)-কে বর্ণনা করতে শুনেছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “তোমার থেকে কেউ তার জীবনের নিরাপত্তা লাভ করলে তুমি তাকে হত্যা করো না”। এ হাদীসই তাকে হত্যা করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে।

## بَابُ الْعَفْوِ عَنِ الْقَاتِلِ

হত্যাকারীর প্রতি ক্ষমা প্রদর্শন ।

২৬৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ أَبِي صَالِحٍ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَتَلَ رَجُلٌ عَلِيَّ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَرَفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَدَفَعَهُ إِلَيَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ فَقَالَ الْقَاتِلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرَّجُلِ أَمَا إِنَّهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا ثُمَّ قَتَلْتَهُ دَخَلْتَ النَّارَ قَالَ فَخَلِي سَبِيلَهُ قَالَ وَكَانَ مَكْتُوفًا بِنِسْعَةٍ فَخَرَجَ يَجْرُ نِسْعَتَهُ فَسُمِّيَ ذَا النِّسْعَةِ .

২৬৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি হত্যার অপরাধ করলো। বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করা হলে তিনি তাকে (হস্তাকে) নিহতের অভিভাবকের নিকট সোপর্দ করলেন। হত্যাকারী বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আল্লাহর শপথ! তাকে হত্যা করার ইচ্ছা আমার ছিলো না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিহতের অভিভাবককে বললেন : সে সত্যবাদী হয়ে থাকলে এবং তারপরও তুমি তাকে হত্যা করলে তুমি জাহান্নামে যাবে। রাবী বলেন, তারা তাকে তার পথে ছেড়ে দিলো। সে একটি রশি দ্বারা পিঠমোড়া দিয়ে বাঁধা ছিল। সে তার রশি মাটির সাথে টানতে টানতে বেরিয়ে চলে গেলো। সেই থেকে তার নাম হলো ‘রশিধারী’।

২৬৯১- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ وَعَيْسَى بْنُ يُوْسُفَ وَالْحُسَيْنُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالُوا تَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيعَةَ عَنِ ابْنِ شَوْذَبٍ عَنِ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَتَى رَجُلٌ بِقَاتِلٍ وَلِيَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اعْفُ فَايَ فَقَالَ خُذْ أَرْشَكَ فَايَ قَالَ أَذْهَبَ فَاقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ قَالَ فَلَحِقَ بِهِ فَقَبِلَ لَهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدْ قَالَ أَقْتُلْهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ فَخَلِي سَبِيلَهُ قَالَ فَرَوَى يَجْرُ نِسْعَتَهُ ذَاهِبًا إِلَى أَهْلِهِ قَالَ كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ أَوْثَقَهُ قَالَ أَبُو

عُمَيْرٍ فِي حَدِيثِهِ قَالَ ابْنُ شَرَدَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ فَلَيْسَ لِأَحَدٍ بَعْدَ النَّبِيِّ ﷺ أَنْ يَقُولَ أُقْتُلُهُ فَإِنَّكَ مِثْلُهُ . قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيثُ الرُّمَلِيِّ لَيْسَ الْأَعْنَدُهُمْ .

২৬৯১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি তার অভিভাবকের হত্যাকারীকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : তুমি ক্ষমা করে দাও। সে অস্বীকার করলো। তিনি বলেন : তাহলে তুমি দিয়াত গ্রহণ করো। সে তাও অস্বীকার করলো। তিনি বলেন : তাহলে যাও, তাকে হত্যা করো। কেননা তুমি তার মতই হবে। রাবী বলেন, তার নিকট গিয়ে তাকে বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবশ্যি বলেছেন : তাকে হত্যা করো, তুমিও তার মতই হবে। অতঃপর সে তাকে তার পথে ছেড়ে দিলো। রাবী বলেন, তাকে তার রশি টানতে টানতে তার পরিবারের দিকে চলে যেতে দেখা গেলো। সম্ভবত নিহতের দাবিদারগণ তাকে রশি দিয়ে বেঁধেছিল। রাবী আবু উমাইর (র) তার হাদীসে বলেন, ইবনে শাওযাব (র) আবদুর রহমান ইবনুল কাসিম (র) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কারো পক্ষে এরূপ বলা জায়েয নয় যে, “তাকে হত্যা করো, তুমিও তার মতই হবে”। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা হলো রামলাবাসীদের বর্ণিত হাদীস, যা তাদের ছাড়া আর কারো কাছে নেই।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

## بَابُ الْعَفْوِ فِي الْقِصَاصِ

কিসাস ক্ষমা করা।

২৬৯২ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنبَأَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ الْمُرَزِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ (قَالَ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ) قَالَ مَا رُفِعَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ شَيْءٌ فِيهِ الْقِصَاصُ إِلَّا أَمَرَ فِيهِ بِالْعَفْوِ .

২৬৯২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কিসাস সংক্রান্ত কোন মোকদ্দমা উত্থাপিত হলেই তিনি তা ক্ষমা করে দেয়ার আহ্বান জানাতেন (বাদীর প্রতি)।

২৬৭৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي السُّفْرِ قَالَ قَالَ أَبُو الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ رَجُلٍ يُصَابُ بِشَيْءٍ مِنْ جَسَدِهِ فَيَتَصَدَّقُ بِهِ إِلَّا رَفَعَهُ اللَّهُ بِهِ دَرَجَةً أَوْ حَطَّ عَنْهُ بِهِ حَطِيئَةٌ سَمِعْتُهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي .

২৬৯৩। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছিঃ যার দেহের কোন স্থান আঘাতপ্রাপ্ত হলো, অতঃপর সে তা সদাকা করে দিলো (অপরাধীকে ক্ষমা করে দিলো)? আল্লাহ এর বিনিময়ে তার এক ধাপ মর্যাদা বৃদ্ধি করবেন এবং তার একটি গুনাহ মার্ফ করবেন। এ কথা আমার দুই কান শুনেছে এবং আমার অন্তর তা হেফাজত করেছে।

#### অনুচ্ছেদ ৪ ৩৬

### بَابُ الْحَامِلِ يَجِبُ عَلَيْهَا الْقَوْدُ

গর্ভবতী নারী মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলে।

২৬৭৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو صَالِحٍ عَنْ ابْنِ لَهَيْعَةَ عَنْ ابْنِ أَنْعَمٍ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَأَبُو عَبِيدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ وَعَبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ وَشَدَّادُ بْنُ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْمَرْأَةُ إِذَا قَتَلَتْ عَمْدًا لَا تُقْتَلُ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا إِنْ كَانَتْ حَامِلًا وَحَتَّى تُكْفَلَ وَلَدَهَا وَإِنْ زَنَتْ لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا وَحَتَّى تُكْفَلَ وَلَدَهَا .

২৬৯৪। মুআয ইবনে জাবাল, আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ, উবাদা ইবনুস সামিত ও শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন নারী ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যার অপরাধ করলে বা যেনা করলে এবং গর্ভবতী হয়ে থাকলে, সন্তান প্রসব না করা পর্যন্ত এবং তার বাচ্চার লালন-পালন (দুখপানের মেয়াদ) শেষ না করা পর্যন্ত তাকে হত্যা বা রজম করা যাবে না।



মুসলমানদের কিভাবে ওসিয়াতের নির্দেশ দিলেন? তিনি বলেন, তিনি আব্দুল্লাহর কিভাবে অনুসারে ওসিয়াত করেছেন। হুয়াইল ইবনে শুরাহ্বীল বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওসিয়াতকৃত ব্যক্তির (ওসী) উপর কর্তৃত্ব করার ক্ষমতা আবু বাক্‌র (রা)-র ছিলো না। আবু বাক্‌র (রা)-র অবস্থা এই ছিল যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পেলে অনুগত উটের ন্যায় নাকে তার লাগাম পরে নিতেন।

২৬৯৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمِقْدَامِ ثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَتْ عَامَةً وَصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ وَهُوَ يُغْرَعِرُ بِنَفْسِهِ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

২৬৯৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তিম মুহূর্তে তাঁর শ্বাসকষ্ট শুরু হলে তার ওসিয়াত এই ছিল যে, “নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সন্যবহার করবে”।

২৬৯৮- حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ أَمِّ مُوسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ آخِرُ كَلَامِ النَّبِيِّ ﷺ الصَّلَاةَ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ .

২৬৯৮। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শেষ কথা ছিল : “নামায পড়বে এবং তোমাদের দাস-দাসীর সাথে সদাচার করবে”।

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ الْحَثِّ عَلَى الْوَصِيَّةِ

ওসিয়াত করতে উৎসাহিত করা।

২৬৯৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ أَنْ يَبِيْتَ لِبَلَّتَيْنِ وَكَهْ شَيْءٌ يُوصَى فِيهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

২৬৯৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াত করার মত জিনিস থাকলে তার

অধ্যায় ৪ ২২

## كِتَابُ الْوَصَايَا

(ওসিয়াত)

অনুচ্ছেদ ৪ ১

بَابُ هَلْ أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়াত করেছিলেন?

২৬৯৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ (قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ) عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا وَلَا أَوْصَى بِشَيْءٍ .

২৬৯৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দীনার-দিরহাম (নগদ অর্থ) বা উট-ছাগল কিছুই রেখে যাননি এবং তিনি কোন কিছুর ওসিয়াতও করেননি।

২৬৯৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مِصْرَفٍ قَالَ قُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى أَوْصَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَيْءٍ قَالَ لَا قُلْتُ فَكَيْفَ أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ بِالْوَصِيَّةِ قَالَ أَوْصَى بِكِتَابِ اللَّهِ . قَالَ مَالِكٌ وَقَالَ طَلْحَةُ بْنُ مِصْرَفٍ قَالَ الْهَزْبِيُّ بْنُ شَرْحِبِيلَ أَبُو بَكْرٍ كَانَ يَتَأَمَّرُ عَلِيَّ وَصِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَدَّ أَبُو بَكْرٍ أَنَّهُ وَجَدَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَهْدًا فَخَزَمَ أَنْفَهُ بِخِزَامٍ .

২৬৯৬। তালহা ইবনে মুসাররিফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি ওসিয়াত করেছিলেন? তিনি বলেন, না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে তিনি

ওসিয়াতনামা তার নিকট লিপিবদ্ধ আকারে না রেখে দু'টি রাতও অতিবাহিত করা তার জন্য বৈধ নয়।

২৭০০- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا دُرُسْتُ بْنُ زِيَادٍ ثَنَا يَزِيدُ الرَّقَاشِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمَحْرُومُ مِنْ حُرْمٍ وَصِيَّتُهُ

২৭০০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ বঞ্চিত সেই ব্যক্তি যে ওসিয়াত করা থেকে বঞ্চিত থাকে।

২৭০১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحَمَصِيُّ ثَنَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ مَاتَ عَلَيَّ وَصِيَّةٍ مَاتَ عَلَيَّ سَبِيلٍ وَسُنَّةٍ وَمَاتَ عَلَيَّ تَقَى وَشَهَادَةَ وَمَاتَ مَغْفُورًا لَهُ

২৭০১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি ওসিয়াত করে মারা গেলো সে সঠিক পথে ও সুন্নাতের উপরই মারা গেলো, তাকওয়া ও শহীদী দরজা পেয়ে মারা গেলো এবং গুনাহ মাফ পেয়ে মারা গেলো।

২৭০২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عَوْفٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَا حَقُّ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَبِيْتُ لَيْلَتَيْنِ وَلَهُ شَيْءٌ يُوصِي بِهِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِنْدَهُ .

২৭০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ কোন মুসলমানের নিকট ওসিয়াতযোগ্য জিনিস থাকা সত্ত্বেও তার ওয়াসিয়াতনামা তার কাছে লিখিত আকারে না রেখে দু'টি রাতও অতিবাহিত করার অধিকার তার নাই।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ الْحَيْفِ فِي الْوَصِيَّةِ

ওসিয়াতের মধ্যে জুলুম করা।

২৭০৩- حَدَّثَنَا سُؤدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ فَرَّ مِنْ مِيرَاثٍ وَأَرْتَهُ قَطَعَ اللَّهُ مِيرَاثَهُ مِنَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৭০৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি তার ওয়ারিসকে মীরাস দেয়া থেকে পশ্চাদপসরণ করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে জান্নাতের অংশীদার হওয়া থেকে বঞ্চিত করবেন।

২৭. ৪ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِيِّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ أَتَيْنَا مَعْمَرَ عَنِ  
أَشْعَثَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ  
فَيُخْتَمُ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ النَّارَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ  
سَنَةً فَيَعْدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ . قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ  
وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ إِلَى قَوْلِهِ عَذَابٌ مُهِينٌ) .

২৭০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি একাধারে সত্তর বছর যাবত উত্তম কাজ করলো, অতঃপর ওসিয়াতের মাধ্যমে যুলুম করলো, ফলে খারাপ কাজের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি হলো, সে জাহান্নামে যাবে। আবার কোন লোক একাধারে সত্তর বছর ধরে খারাপ কাজ করলো, অতঃপর ওসিয়াতের মাধ্যমে ন্যায়সঙ্গত কাজ করলো, ফলে ভালো কাজের দ্বারা তার জীবনের সমাপ্তি হলো, সে জান্নাতে যাবে।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, তোমরা ইচ্ছা করলে (কুরআনের এ আয়াত) পড়তে পারো (অনুবাদ) : “এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে নদী প্রবাহিত। সেখানে তারা স্থায়ী হবে। এটা এক মহাসাক্ষ্য। আর কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হলে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লংঘন করলে তিনি তাকে দোযখে নিক্ষেপ করবেন। সেখানে সে স্থায়ী হবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি” (সূরা নিসা ৪ ১৩-১৪)।

২৭. ৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ كَثِيرٍ بْنِ دِينَارٍ الْحِمَاصِيُّ ثَنَا  
بَقِيَّةُ عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ عَنْ خَلِيدِ بْنِ أَبِي خَلِيدٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ  
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَضَرَتْهُ الْوَفَاءُ فَأَوْصَى وَكَانَتْ وَصِيَّتُهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ  
كَانَتْ كَفَّارَةً لِمَا تَرَكَ مِنْ زَكَاتِهِ فِي حَيَاتِهِ .

২৭০৫। মুআবিয়া ইবনে কুররা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কেউ তার অস্তিমকালে আদ্বাহর কিভাবে অনুযায়ী ওসিয়াত করলে, সে তার জীবনে যে যাকাত দেয়নি এটা তার কাফফারারূপ।

### অনুচ্ছেদ : ৪৪

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْأَمْسَاكِ فِي الْحَيَاةِ وَالتَّبْدِيرِ عِنْدَ الْمَوْتِ

জীবিতকালে কৃপণতা এবং মরণকালে অযাচিত অপব্যয় নিষিদ্ধ।

২৭০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَرِيكَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ شُبْرُمَةَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبَيْتُنِي مَا حَقَّ النَّاسِ مِنِّي بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ فَقَالَ نَعَمْ وَأَبِيكَ لَتُبَيَّنَّ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ أُمَّكَ قَالَ تَبَيْتُنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ عَنْ مَالِي كَيْفَ أَتَصَدَّقُ فِيهِ قَالَ نَعَمْ وَاللَّهِ لَتُبَيَّنَّ أَنْ تَصَدَّقَ وَأَنْتَ صَحِيحٌ شَحِيحٌ تَأْمَلُ الْعَيْشَ وَتَخَافُ الْفَقْرَ وَلَا تُمْهِلُ حَتَّى إِذَا بَلَغْتَ نَفْسَكَ هَهُنَا قُلْتَ مَالِي لِفُلَانٍ وَمَالِي لِفُلَانٍ وَهُوَ لَهُمْ وَإِنْ كَرِهْتَ .

২৭০৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, লোকের মধ্যে কে আমার উত্তম সাহচর্যের অধিক দাবিদার। তিনি বলেনঃ হাঁ, তোমার পিতার শপথ! তোমাকে অবশ্যই অবহিত করা হবে, তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার মা। সে বললো, তারপর কে? তিনি বলেনঃ তারপর তোমার পিতা। লোকটি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে অবহিত করুন যে, আমার মাল থেকে আমি কিভাবে দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেনঃ হাঁ, আদ্বাহর শপথ! তোমাকে অবশ্যই বলা হবে। তুমি সুস্থ অবস্থায়, সম্পদের প্রতি তোমার আকর্ষণ থাকতে, উত্তমরূপে জীবন যাপনের আশা রেখে এবং দারিদ্র্যের আশঙ্কা জাগ্রত রেখে দান-খয়রাত করো, কিন্তু বিলম্ব করো না। শেষে যখন তোমার জ্ঞান এখানে (কর্তনালীতে) এসে পৌছবে তখন তুমি বলবে, আমার এই মাল অমুকের জন্য, আমার এই মাল অমুকের জন্য। অথচ তখন তা তাদের (ওয়ালিসদের) জন্য হয়েই গেছে, যদিও তুমি তা অপছন্দ করো।

২৭.৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا حَرِيزُ بْنُ عَثْمَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَيْسِرَةَ عَنْ جَبْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ بُسْرِ بْنِ جِحَاشِ الْقُرَشِيِّ قَالَ بَزَقَ النَّبِيُّ ﷺ فِي كَفِّهِ ثُمَّ وَضَعَ اصْبُعَهُ السَّبَابَةَ وَقَالَ يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ائْتِي تُعْجِزُنِي ابْنِ آدَمَ وَقَدْ خَلَقْتِكَ مِنْ مِثْلِ هَذِهِ فَإِذَا بَلَغْتَ نَفْسُكَ إِلَى هَذِهِ (وَأَشَارَ إِلَى حَلْقِهِ) قُلْتَ أَتَصَدَّقُ وَأَتَى أَوْ أَنَّ الصَّدَقَةَ .

২৭০৭। বুসর ইবনে জাহ্বাশ আল-কুরাশী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের তালুতে থুথু ফেলে তার উপর তাঁর শাহাদাত আঙ্গুল রেখে বলেন : মহামহিম আল্লাহ বলেন, আদম-সন্তান আমাকে কিভাবে অক্ষম করবে, অথচ আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি এর অনুরূপ জিনিস থেকে। অতঃপর তোমার জ্ঞান যখন এ পর্যন্ত পৌঁছবে, তিনি তাঁর কণ্ঠনালীর দিকে ইশারা করলেন, তখন তুমি বলবে, আমি দান করবো। অথচ তখন দান-খয়রাত করার সুযোগ কোথায়?

অনুচ্ছেদ : ৫

### بَابُ الْوَصِيَّةِ بِالثُّلُثِ

এক-তৃতীয়াংশ সম্পদে ওসিয়াত করা।

২৭.৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَالْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَرْزُوقِيُّ وَسَهْلٌ قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ أَبِيهِ قَالَ مَرَضْتُ عَامَ الْفَتْحِ حَتَّى أَشْفَيْتُ عَلَى الْمَوْتِ فَعَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ إِنْ لِي مَالٌ كَثِيرٌ وَلَيْسَ يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَةٌ لِي أَفَاتَصَدَّقُ بِثُلُثِي مَالِي قَالَ لَا قُلْتُ فَالْشُّطْرُ قَالَ لَا قُلْتُ فَالثُّلُثُ قَالَ الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ .

২৭০৮। আমের ইবনে সাদ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (সাদ) বলেন, মক্কা বিজয়ের বছর আমি অসুস্থ হয়ে পড়লাম, এমনকি আমি মুম্বু অবস্থায় উপনীত হলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে এলে আমি বললাম; ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রচুর মাল আছে। একটি মাত্র কন্যা ব্যতীত আমার আর কোন

ওয়ারিস নেই। আমি কি আমার দুই-তৃতীয়াংশ সম্পদ দান-খয়রাত করবো? তিনি বলেন : না। আমি বললাম, তাহলে অর্ধেক? তিনি বলেন : না। আমি বললাম, তাহলে এক-তৃতীয়াংশ? তিনি বলেন : এক-তৃতীয়াংশ করতে পারো, তবে এক-তৃতীয়াংশও অধিক। তুমি তোমার ওয়ারিসদেরকে স্বচ্ছল অবস্থায় রেখে যাবে, সেটা তাদেরকে মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ানোর মত নিঃস্ব অবস্থায় রেখে যাওয়ার তুলনায় অধিক উত্তম।

২৭০৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ اللَّهَ تَصَدَّقَ عَلَيْكُمْ عِنْدَ وَقَاتِكُمْ بِثُلُثِ أَمْوَالِكُمْ زِيَادَةً لَكُمْ فِي أَعْمَالِكُمْ .

২৭০৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মৃত্যুর সময়ও তোমাদের মাল থেকে আদ্বাহ তাআলা এক-তৃতীয়াংশ ওসিয়াত করার অধিকার প্রদান করে তোমাদের নেক আমলের পরিমাণ আরো বাড়ানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

২৭১০ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى اثْبَاتًا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا ابْنَ آدَمَ اثْنَتَانِ لَمْ تَكُنْ لَكَ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا جَعَلْتُ لَكَ نَصِيبًا مِنْ مَالِكَ حِينَ أَخَذْتُ بِكَظْمِكَ لِأَطْهَرِكَ بِهِ وَأَزْكِيكَ وَصَلَاةَ عِبَادِي عَلَيْكَ بَعْدَ انْقِضَاءِ أَجَلِكَ .

২৭১০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আদ্বাহ তাআলা বলেন, হে আদম-সন্তান! দুটি জিনিস তোমার পাণ্ডনা ছিলো না। তার একটি এই যে, তোমার মৃত্যুর সময় তোমার মাল থেকে একটি অংশ (দান-খয়রাতের জন্য) নির্দিষ্ট করে দিয়েছি, যাতে তুমি (গুনাহ থেকে) পাকসাক্ষ হতে পারো। আর অপরটি হলো, তোমার মৃত্যুর পর তোমার জন্য আমার বান্দাদের দোয়া।

২৭১১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ وَدِدْتُ أَنْ النَّاسَ غَضُّوا مِنْ الثُّلُثِ إِلَى الرَّبِيعِ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الثُّلُثُ كَبِيرٌ (أَوْ كَثِيرٌ) .

২৭১১। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আশা করি যে, লোকেরা (তাদের ওসিয়াতের পরিমাণ) এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশে কমিয়ে আনুক। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এক-তৃতীয়াংশও বেশি বা পর্যাপ্ত হয়ে যায়।

অনুচ্ছেদ : ৬

## بَابُ لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ

ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।

২৭১২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ غَنَمٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَطَبَهُمْ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ وَإِنْ رَاحِلَتُهُ لَتَفْصَعُ بِجِرَّتِهَا وَإِنْ لَغَابَهَا لَيْسِيلُ بَيْنَ كَتْفَيْهِ قَالَ إِنْ اللَّهُ قَسَمَ لِكُلِّ وَارِثٍ نَصِيبَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ فَلَا يَجُوزُ لَوَارِثٍ وَصِيَّةٌ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ وَمَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَّى غَيْرَ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ (أَوْ قَالَ عَدْلٌ وَلَا صَرْفٌ) .

২৭১২। আমার ইবনে খারিজা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর জন্তুয়ানে আরোহিত অবস্থায় তাদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। জন্তুটি তখন জাবর কাটছিল এবং এর মুখের লালা আমার উভয় কাঁধের মাঝখানে দিয়ে পড়ছিল। তিনি বলেন : আল্লাহ তাআলা (মৃতের) পরিত্যক্ত মালে প্রত্যেক ওয়ারিসের অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। তাই কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা জায়েয নয়। সন্তান যার অধীন সন্তানের মালিকানা তার, যেনাকারীর জন্য রয়েছে পাথর। যে ব্যক্তি তার পিতাকে বাদ দিয়ে অন্যের সন্তান বলে পরিচয় দেয় অথবা নিজের মনিবকে ত্যাগ করে অপরকে মনিব বলে পরিচয় দেয়, তার উপর আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল এবং সকল মানুষের অভিশাপ। তার নফল বা ফরয কোন ইবাদতই কবুল করা হবে না।

২৭১৩ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا شَرْحِبِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَوْلَانِيُّ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ فِي حُطْبَتِهِ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ إِنْ اللَّهُ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ



২৭১৩। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের দিন তাঁর খুতবায় বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। অতএব কোন ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।

২৭১৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ يَزِيدَ ابْنِ جَابِرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ أَنِّي لَتَحْتَ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَسِيلُ عَلَيَّ لِعَابُهَا فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْطَى كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ إِلَّا لِأَوْصِيَاءِ لِيُؤْتُوا .

২৭১৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্বীর নিচে ছিলাম এবং এর মুখের লালা আমার গায়ে পড়ছিল। এমতাবস্থায় আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নিশ্চয় আল্লাহ প্রত্যেক প্রাপকের প্রাপ্য অংশ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন। সাবধান! ওয়ারিসের অনুকূলে ওসিয়াত করা যাবে না।

### অনুচ্ছেদ : ৯

## بَابُ الدِّينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ

ওসিয়াত পূরণের আগে ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

২৭১৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْدينِ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ وَأَنْتُمْ تَقْرَوْنَهَا (مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دِينٍ) وَإِنْ أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ لِيَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ .

২৭১৫। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওসিয়াতের পূর্বে ঋণ পরিশোধের ফয়সালা দিয়েছেন। তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাকো (অনুবাদ) : “যা ওসিয়াত করা হয় তা দেয়ার এবং ঋণ পরিশোধ করার পর” (সূরা নিসা : ১২)। সহোদর ভাই ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই ওয়ারিস হবে না।

بَابُ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يُوصِ هَلْ يَتَصَدَّقُ عَنْهُ

কেউ ওসিয়াত না করে মারা গেলে, তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করা যাবে কি?

২৭১৬- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ أَبِي مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَلَمْ يُوصِ فَهَلْ يُكْفَرُ عَنْهُ أَنْ تَصَدَّقْتَ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ .

২৭১৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, আমার পিতা ধন-সম্পদ রেখে মারা গেছেন কিন্তু ওসিয়াত করে যাননি। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি তবে তা কি তার কাফফারা হবে? তিনি বলেন : হাঁ।

২৭১৭- حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ إِنْ أُمِّي افْتَلَتَتْ نَفْسَهَا وَلَمْ تُوصِ وَإِنِّي أَظْنُهَا لَوْ تَكَلَّمْتُ لَتَصَدَّقْتُ فَلَهَا أَجْرٌ أَنْ تَصَدَّقْتُ عَنْهَا وَكَلِمَةً فَقَالَ نَعَمْ

২৭১৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমার মায়ের আকস্মিক মৃত্যু হয়েছে, তিনি ওসিয়াত করে যেতে পারেননি। তার সম্পর্কে আমার ধারণা এই যে, তিনি কথা বলতে পারলে অবশ্যই দান-খয়রাত করতেন। আমি যদি তার পক্ষ থেকে দান-খয়রাত করি, তবে তিনি ও আমি কি সওয়াবের অধিকারী হবো? তিনি বলেন : হাঁ।

بَابُ قَوْلِهِ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلْ بِالْمَعْرُوفِ

আল্লাহর বাণী : যে বিস্বহীন, সে যেন ন্যায্যসঙ্গতভাবে ভোগ করে।

২৭১৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ ثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ثَنَا حُسَيْنُ الْمَعْلَمِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا أَجِدُ

شَيْئًا وَكَيْسَ لِي مَالٌ وَلِي يَتِيمٌ لَهُ مَالٌ قَالَ كُلُّ مَنْ مَالٍ يَتِيمِكَ غَيْرَ مُسْرِفٍ وَلَا  
مُتَأْتِلٍ مَالًا قَالَ وَأَحْسِبُهُ قَالَ وَلَا تَقَى مَالِكَ بِمَالِهِ .

২৭১৮। আমার ইবনে শূআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাদ্দাহুদ্দাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি কিছুই যোগাড় করতে পারছি না এবং আমার ধন-সম্পদও নেই। তবে আমার অধীন এক সম্পদশালী ইয়াতীম আছে। তিনি বলেন : তুমি তোমার ইয়াতীমের মাল থেকে ভোগ করো অপচয় না করে এবং নিজের জন্য সঞ্চয় না করে। রাবী বলেন, আমার মনে হয় তিনি এও বলেছেন : তার মালকে তোমার মাল খরচ না করার উপায় বানিও না।



## كِتَابُ الْفَرَائِضِ

(ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ الْحِثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ

ফারায়েষ শিখতে উৎসাহিত করা।

২৭১৭- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبِي الْعَطَافِ ثَنَا أَبُو الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِّمُواهَا فَإِنَّهُ نِصْفُ الْعِلْمِ وَهُوَ يَنْسَى وَهُوَ أَوْلُ شَيْءٍ يُنْزَعُ مِنْ أُمَّتِي .

২৭১৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আবু হুরায়রা! ফারায়েষ শিক্ষা করো এবং (অন্যদের) তা শিক্ষা দাও। কেননা তা জ্ঞানের অর্ধেক। আর এটা ভুলিয়ে দেয়া হবে এবং এটাই প্রথম জিনিস যা আমার উম্মাত থেকে (শেষ যুগে) ছিনিয়ে নেয়া হবে।

অনুচ্ছেদ : ২

### بَابُ فَرَائِضِ الصَّلْبِ

ঔরসজাত সন্তানের ওয়ারিসী স্বত্ব।

২৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ جَاءَتْ امْرَأَةٌ سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ بِابْنَتِي سَعْدٍ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدٍ قُتِلَ مَعَكَ

يَوْمَ أَحَدٍ وَإِنْ عَمَّتُهُمَا أَخَذَ جَمِيعَ مَا تَرَكَ أَبُوهُمَا وَإِنَّ الْمَرْأَةَ لَا تُنْكِحُ إِلَّا عَلَى مَالِهَا فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَنْزَلَتْ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِدَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَخَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ فَقَالَ أَعْطِ ابْنَتِي سَعْدٌ ثَلَاثِي مَالِهِ وَأَعْطِ امْرَأَتَهُ الثُّمْنَ وَخُذْ أَنْتَ مَا بَقِيَ .

২৭২০। জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাদ ইবনুর রাবী (রা)-এর স্ত্রী সাদের দুই কন্যাসহ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা দু'জন সাদ (রা)-র কন্যা, যিনি আপনার সাথে উহুদের যুদ্ধে শরীক হয়ে শহীদ হয়েছেন। এদের পিতার পরিত্যক্ত সমস্ত মাল এদের চাচা দখল করে নিয়েছে। মেয়েদের সম্পদ না থাকলে তাদের বিবাহ দেয়া যায় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ করে রইলেন। শেষে উত্তরাধিকার স্বত্ব সংক্রান্ত আয়াত নাযিল হলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাদ ইবনুর রাবীর ভাইকে ডেকে এনে বলেন : সাদের কন্যাঘরকে তার সম্পদের দুই-তৃতীয়াংশ দাও, তার স্ত্রীকে এক-অষ্টমাংশ দাও অবশিষ্ট যা থাকে তা তুমি নাও।

২৭২১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سَفْيَانٌ عَنْ أَبِي قَيْسِ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهَزْبَلِيِّ ابْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلَّمَ بِنِ رَيْبَعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأَخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ وَأَنْتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيَتَابِعُنَا فَاتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَّتْ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلَكِنِّي سَأَفْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلْإِبْنَةِ النِّصْفُ وَالْإِبْنَةُ الْإِبْنِ السُّدُسُ تَكْمَلَةُ الثَّلَاثِينَ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَخْتِ .

২৭২১। হুযাইল ইবনে গুরাহ্বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আবু মুসা আশআরী ও সালমান ইবনে রাবীআ আল-বাহিলী (রা)-এর কাছে এসে এক কন্যা, এক পৌত্রী ও এক সহোদর বোনের ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলো। তারা বলেন, কন্যা পাবে অর্ধেক এবং যা অবশিষ্ট থাকবে তা পাবে বোন। তুমি ইবনে মাসউদের নিকট যাও। তিনিও হয়তো আমাদের সাথে একমত হবেন। অতঃপর লোকটি ইবনে মাসউদ (রা)-এর নিকট গিয়ে জিজ্ঞাসা করলো এবং তারা যা বলেছিলেন তাও তাকে অবহিত

করলো। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেন, তাহলে আমি পঞ্চত্রিংশ হয়ে যাবো এবং হেদায়াতপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত থাকবো না। এ ব্যাপারে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ ফায়সালাই দিবো। কন্যা পাবে অর্ধাংশ এবং পৌত্রী পাবে এক-ষষ্ঠাংশ। এভাবে উভয়ের অংশ মিলে দুই-তৃতীয়াংশ পূর্ণ হবে। অবশিষ্ট যা থাকবে তা পাবে বোন।

অনুচ্ছেদ ৪৩

بَابُ فَرَائِضِ الْجَدِّ

দাদার ওয়ারিসী স্বত্ব।

২৭২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ الْمَزْنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ أَتَى بِفَرِيضَةٍ فِيهَا جَدٌّ فَأَعْطَاهُ ثُلُثًا أَوْ سُدُسًا .

২৭২২। মাকিল ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি যে, একটি ফারায়ের বিষয় উত্থাপিত হলো, যাতে দাদাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দাদাকে এক-তৃতীয়াংশ বা এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন।

২৭২৩- حَدَّثَنَا أَبُو خَاتِمٍ ثَنَا ابْنُ الطَّبَّاعِ ثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَدِّ كَانَ فِينَا بِالسُّدُسِ .

২৭২৩। মাকিল ইবনে ইয়াসার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মধ্যকার দাদাকে এক-ষষ্ঠাংশে ওয়ারিসী স্বত্ব প্রদানের নির্দেশ দিলেন।

অনুচ্ছেদ ৪৪

بَابُ مِيرَاثِ الْجَدَّةِ

দাদী-নানীর ওয়ারিসী স্বত্ব।

২৭২৪- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوئَبِحٍ وَحَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ

سَعِيدِ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ اسْحَاقَ بْنِ خَرَشَةَ  
عَنِ ابْنِ ذُوَيْبٍ قَالَ جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ لَهَا  
أَبُو بَكْرٍ مَا لَكَ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا عَلِمْتُ لَكَ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
شَيْئًا فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ فَسَأَلَ النَّاسَ فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ حَضَرْتُ  
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهَا السُّدُسَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ  
مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ ثُمَّ  
جَاءَتِ الْجَدَّةُ الْأُخْرَى مِنْ قِبَلِ الْأَبِ إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا فَقَالَ مَا لَكَ فِي  
كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ وَمَا كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قُضِيَ بِهِ إِلَّا لغيرِكَ وَمَا أَنَا بِزَائِدٍ فِي  
الْفَرَائِضِ شَيْئًا وَلَكِنْ هُوَ ذَاكَ السُّدُسُ فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فِيهِ فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَابْتَكُمَا  
خَلَّتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا .

২৭২৪। কাবীসা ইবনে যুওয়াইব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দাদী বা নানী আবু বাকুর সিদ্দীক (রা)-এর নিকট এসে তার ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। আবু বাকুর (রা) তাকে বলেন, তোমার জন্য আদ্বাহর কিতাবে কিছু নির্ধারিত নেই। আর রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদীসেও তোমার জন্য কিছু নির্ধারিত আছে বলে আমি জানি না। তুমি ফিরে যাও, আমি লোকজনকে জিজ্ঞেস করে জেনে নেই। অতঃপর তিনি লোকজনের নিকট জিজ্ঞেস করলে মুগীরা ইবনে শোবা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত থাকা অবস্থায় তিনি তাকে এক-ষষ্ঠাংশ দিয়েছেন। আবু বাকুর (রা) জিজ্ঞেস করেন, তুমি ছাড়া তোমার সাথে আরো কেউ উপস্থিত ছিল কি? তখন মুহাম্মাদ ইবনে মাসলামা আল-আনসারী (রা) দাঁড়ালেন এবং মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র অনুরূপ একই কথা বললেন। আবু বাকুর (রা) তার জন্য এ হুকুম জারী করে দিলেন। এরপর উম্মার (রা)-এর নিকট এক দাদী বা নানী এসে তার ওয়ারিসী স্বত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলো। তিনি বলেন, তোমার জন্য আদ্বাহর কিতাবে কোন স্বত্ব নির্ধারিত নেই এবং ইতিপূর্বেকার যে ফয়সালা, তা ছিল তুমি ছাড়া ভিন্নজনের ব্যাপারে। আমি ফারায়েযে অতিরিক্ত কিছু যোগ করতে প্রস্তুত নই, বরং সেই এক-ষষ্ঠাংশই নির্ধারিত থাকবে। যদি দাদী-নানী দু'জনেই একত্র হয় তবে ঐ এক-ষষ্ঠাংশ স্বত্ব তোমাদের দু'জনের মধ্যে সমানভাগে বন্টিত হবে। আর তোমাদের দু'জনের মধ্যে যদি একজন জীবিত থাকে তবে সে একাই এই স্বত্ব পাবে।



২৭২৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ عَنْ شَرِيكَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَرَثَ جَدَّةٍ سُدُسًا .

২৭২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দাদীকে এক-ষষ্ঠাংশ ওয়ারিসী স্বত্ব দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

## بَابُ الْكَلَالَةِ

কালানা (পিড়-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি)।

২৭২৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْيَعْمُرِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَامَ حَطِيبًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَوْ حَطَبُهُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ إِنِّي وَاللَّهِ مَا أَدَعُ بَعْدِي شَيْئًا هُوَ أَهَمُّ إِلَيَّ مِنْ أَمْرِ الْكَلَالَةِ وَقَدْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَمَا أَغْلَظَ لِي فِي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لِي فِيهَا حَتَّى طَعَنَ بِإِصْبَعِهِ فِي جَنْبِي أَوْ فِي صَدْرِي ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ تَكْفِيكَ آيَةُ الصِّبْفِ الَّتِي نَزَلَتْ فِي آخِرِ سُورَةِ النَّسَاءِ .

২৭২৬। মাদান ইবনে আবু তালহা আল-ইয়ামুরী (র) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) জুমুআর দিন তাদের উদ্দেশে খুতবা দিতে দাঁড়ালেন এবং খুতবা দিলেন। তিনি আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি আমার পরে কালানার চেয়ে গুরুতর কোন বিষয় রেখে যাচ্ছি না। বিষয়টি সম্পর্কে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলে তিনি আমাকে এতো কঠোর জবাব দেন যে, অন্য কোন বিষয়ে ততো কঠোর জবাব আমাকে দেননি। এমনকি তিনি তাঁর আঙ্গুল দিয়ে আমার উভয় পার্শ্বদেশে অথবা আমার বুকে ঝাঁচা মারেন, অতঃপর বললেন : হে উমার! তোমার জন্য গ্রীষ্মকালে নাযিলকৃত সূরা নিসার শেষ ভাগের আয়াতটিই (৪ : ১৭৬) যথেষ্ট।

২৭২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا سُفْيَانُ تَنَا عَمْرُو بْنُ مُرَّةَ عَنْ مُرَّةَ بْنِ شَرَّاحِيلَ قَالَ قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ ثَلَاثٌ لَأَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَهُنَّ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا الْكَلَالَةُ وَالرِّبَا وَالْخِلَافَةُ .

২৭২৭। মুররা ইবনে শুরাহ্বীল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বললেন, তিনটি বিষয় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দিলে তা আমার জন্য দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে প্রিয়তর হতো। তা হলো : কালারা, সূদ এবং খিলাফত।

২৭২৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ جَابِرَ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ مَرِضْتُ فَأَتَانِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَعُودُنِي هُوَ وَأَبُو بَكْرٍ مَعَهُ وَهُمَا مَاشِيَانِ وَقَدْ أُغْمِيَ عَلَيَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَبَّ عَلَيَّ مِنْ وَضُوئِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ كَيْفَ أَقْضِي فِي مَالِي حَتَّى تَزِلَّ آيَةُ الْمِيرَاثِ فِي آخِرِ النِّسَاءِ (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً) الْآيَةَ (وَيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ الْآيَةَ) .

২৭২৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি অসুস্থ হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাকর (রা)-কে সাথে নিয়ে পদব্রজে আমাকে দেখতে এলেন। আমি বেহুঁশ হয়ে পড়লাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উয়ু করলেন, অতঃপর তাঁর উয়ুর পানি আমার গায়ে ছিটিয়ে দিলেন। (হুঁশ ফিরে এলে) আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার সম্পদের ব্যাপারে কী করবো, আমি এ ব্যাপারে কি সিদ্ধান্ত নিবো? শেষে সূরা নিসার শেষভাগে মীরাছের আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ) : “লোকে তোমার নিকট ব্যবস্থা জানতে চায়। বলো, পিতৃ-মাতৃহীন নিঃসন্তান ব্যক্তি (কালারা) সম্পর্কে আল্লাহ তোমাদেরকে বিধান জানিয়ে দিচ্ছেন। কোন পুরুষ নিঃসন্তান অবস্থায় মারা গেলে এবং তার এক বোন থাকলে তার জন্য পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ এবং সে (বোন) নিঃসন্তান হলে তার ভাই তার ওয়ারিস হবে। আর দুই বোন থাকলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির দুই-তৃতীয়াংশ তাদের প্রাপ্য। আর ভাই-বোন থাকলে এক পুরুষের অংশ দুই নারীর অংশের সমান। তোমরা যাতে পথভ্রষ্ট না হও সেজন্য আল্লাহ তোমাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিচ্ছেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত” (সূরা নিসাঃ ১৭৬)।

## بَابُ مِيرَاثِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ

মুসলমান ব্যক্তি মুশরিক ব্যক্তির ওয়ারিস হলে ।

২৭২৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২৭২৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুসলমান ব্যক্তি কাফের ব্যক্তির ওয়ারিস হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

২৭৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَيْبَانًا يُؤْنَسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَو بْنَ عُثْمَانَ أَخْبَرَهُ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَنْزَلُ فِي دَارِكِ بِمَكَّةَ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِّنْ رِّبَاعٍ أَوْ دُورٍ وَكَانَ عَقِيلٌ وَرِثَ أَبَا طَالِبٍ هُوَ وَطَالِبٌ وَلَمْ يَرِثْ جَعْفَرٌ وَلَا عَلِيٌّ شَيْئًا لِأَنَّهُمَا كَانَا مُسْلِمَيْنِ وَكَانَ عَقِيلٌ وَطَالِبٌ كَافِرَيْنِ . فَكَانَ عَمْرٌ مِّنْ أَجْلِ ذَلِكَ يَقُولُ لَا يَرِثُ الْمُؤْمِنُ الْكَافِرَ . وَقَالَ أُسَامَةُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ .

২৭৩০। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি কি মক্কায় আপনার বাড়িতে অবস্থান করবেন? তিনি বলেন : আকীল কি আমাদের জন্য কোন ঘর-বাড়ি বা ঠিকানা অবশিষ্ট রেখেছে? (রাবী বলেন,) আকীল ও তালিবই আবু তালিবের ওয়ারিস হয়েছিল এবং জাফর ও আলী (রা) তার ওয়ারিস হননি। কেননা তারা দু'জন তখন (আবু তালিবের মৃত্যুর সময়) মুসলমান ছিলো। আর আকীল ও তালিব ছিল কাফের (আকীল পরে মুসলমান হন)। এ কারণেই উমার (রা) বলতেন, কোন মুমিন কোন কাফেরের ওয়ারিস হবে না। উসামা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মুসলমান কাফেরের ওয়ারিস হবে না এবং কাফেরও মুসলমানের ওয়ারিস হবে না।

২৭৩১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ أَنبَأَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّ الْمُثَنَّى ابْنَ الصَّبَّاحِ أَخْبَرَهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ مِلَّتَيْنِ .

২৭৩১। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : দুই ভিন্ন ধর্মের লোক পরস্পরের ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ ৪৯

## بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَاءِ

ওয়ারিশতার উত্তরাধিকার স্বত্ব।

২৭৩২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثنا أَبُو أُسَامَةَ ثنا حُسَيْنُ الْمُعَلِّمُ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ تَزَوَّجَ رِيَابُ بْنُ حَذِيفَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَهْمٍ أُمَّ وَأَنْثَلِ بِنْتُ مَعْمَرِ الْجُمَحِيَّةِ فَوَلَدَتْ لَهُ ثَلَاثَةَ فَتَوَفَّيْتِ أُمَّهُمُ فَوَرَّثَهَا بَنُوهَا رِبَاعًا وَوَلَاءَ مَوَالِيهَا فَخَرَجَ بِهِمْ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ إِلَى الشَّامِ فَمَاتُوا فِي طَاعُونِ عَمَوَاسٍ فَوَرَّثَهُمْ عَمْرُو وَكَانَ عَصَبَتُهُمْ فَلَمَّا رَجَعَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ جَاءَ بَنُو مَعْمَرٍ يُخَاصِمُونَهُ فِي وِلَاةِ أَخْتِهِمْ إِلَى عُمَرَ فَقَالَ عُمَرُ أَقْضِي بَيْنَكُمْ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَا أَحْرَزَ الْوَالِدُ وَالْوَالِدَةُ فَهُوَ لِعَصْبَتِهِ مَنْ كَانَ قَالَ فَقَضَى لَنَا بِهِ وَكَتَبَ لَنَا بِهِ كِتَابًا فِيهِ شَهَادَةٌ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَآخَرٌ حَتَّى إِذَا اسْتَخْلَفَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ تَوَفَّى مَوْلَى لَهَا وَتَرَكَ الْفَى دِينَارٍ فَبَلَغَنِي أَنَّ ذَلِكَ الْقَضَاءَ قَدْ غَيَّرَ فَخَاصِمُوا إِلَى هِشَامِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ فَرَفَعْنَا إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ فَاتَيْنَاهُ بِكِتَابِ عُمَرَ فَقَالَ إِنْ كُنْتُ لَأَرَى أَنَّ هَذَا مِنَ الْقَضَاءِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ وَمَا كُنْتُ أَرَى أَنَّ أُمَّرَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ بَلَغَ هَذَا أَنْ يُشْكُوا فِي هَذَا الْقَضَاءِ فَقَضَى لَنَا فِيهِ فَلَمْ نَزَلْ فِيهِ بَعْدُ .

২৭৩২। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাবাব ইবনে হুযাইফা ইবনে সাঈদ ইবনে সাহম (র) উম্মু ওয়াইল বিনতে মামার আল-জুমাহিয়াকে বিবাহ করেন। তার গর্ভে তার তিনটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। অতঃপর তাদের মা মারা গেলে তারা ওয়ারিসী সূত্রে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি ও তার মুক্তদাসদের ওয়ালাআর মালিক হয়। অতঃপর আমর ইবনুল আস (রা) তাদেরকে সিরিয়ায় নিয়ে যান। সেখানে তারা আমওয়াস নামক মহামারীতে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। অতঃপর আমর (রা) তাদের ওয়ারিস হন। তিনি ছিলেন তাদের আসাবা। আমর ইবনুল আস (রা) ফিরে এলে মামারের পুত্ররা এসে তাদের বোনের ওয়ালাআর দাবিদার হয়ে উমার (রা)-এর নিকট মামলা দায়ের করে। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যা শুনেছি তদনুযায়ী তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবো। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : পুত্র ও পিতা (ওয়ালাআ সূত্রে) যা পেয়েছে তা তার আসাবাগণের প্রাপ্য। রাবী বলেন, অতএব তিনি এ সম্পর্কে আমাদের অনুকূলে ফয়সালা দিলেন এবং আমাদেরকে একখানা পত্র লিখে দিলেন যাতে আবদুর রহমান ইবনে আওফ (রা), যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) ও আরো একজন সাক্ষী হয়েছিলেন। এরপর আবদুল মালেক ইবনে মারওয়ানের খেলাফতকালে উম্মু ওয়াইলের এক মুক্তদাস দুই হাজার দীনার রেখে মারা গেলো। আমি অবহিত হলাম যে, পূর্বের সেই ফয়সালা পরিবর্তন করা হয়েছে। অতএব তারা হিশাম ইবনে ইসমাঈলের নিকট অভিযোগ দায়ের করলে তিনি আমাদেরকে আবদুল মালেকের নিকট পাঠান। আমরা তার কাছে উমার (রা)-এর পত্রসহ উপস্থিত হলাম। তিনি বলেন, আমি জানতাম না যে, এই সুস্পষ্ট ফয়সালা নিয়েও লোকজন বিবাদ করবে। আমার ধারণা ছিলো না যে, মদীনাবাসীদের অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছবে যে, তারা এই ফয়সালা নিয়ে সন্দেহ করবে। অতএব তিনি এ ব্যাপারে আমাদের পক্ষে রায় দিলেন এবং এরপর থেকে আমরা এই সম্পত্তি ওয়ারিসী সূত্রে ভোগদখল করে আসছি।

২৭৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا  
سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ مُجَاهِدِ بْنِ وَرْدَانَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ  
الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ مَوْلَى لِلنَّبِيِّ ﷺ وَقَعَ مِنْ نَخْلَةٍ فَمَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَكَمْ  
يَتْرُكُ وَكَذَا وَلَا حَمِيمًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَعْطُوا مِيرَاثَهُ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ قَرَيْبِهِ .

২৭৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একটি মুক্তদাস খেজুর গাছ থেকে পড়ে মারা যায়। তার কিছু সম্পদও ছিল, কিন্তু কোন সন্তান বা আত্মীয়-স্বজন ছিলো না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি তার গ্রামের কোন লোককে দান করো।

২৭৩৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ عَنْ بِنْتِ حَمْرَةَ (قَالَ مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي لَيْلَى وَهِيَ أُخْتُ ابْنِ شَدَادٍ لِأُمِّهِ) قَالَتْ مَاتَ مَوْلَايَ وَتَرَكَ ابْنَةً فَكَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَالَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ ابْنَتِهِ فَجَعَلَ لِي النِّصْفَ وَلَهَا النِّصْفَ .

২৭৩৪। আবদুল্লাহ ইবনে শাদ্দাদের বৈপিত্রয়ে বোন এবং হামযা (রা)-র কন্যা থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক মুক্তদাস একটি কন্যা সম্বান রেখে মারা যায়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পদ আমার ও তার সেই কন্যার মধ্যে বণ্টন করেন। তিনি আমাকে দিলেন অর্ধেক এবং তাকে দিলেন অর্ধেক।

### অনুচ্ছেদ ৪৮

## بَابُ مِيرَاثِ الْقَاتِلِ

হত্যাকারীর উত্তরাধিকার স্বত্ব।

২৭৩৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أُنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرُؤَةَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْقَاتِلُ لَا يَرِثُ .

২৭৩৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ হত্যাকারী ওয়ারিস হবে না (উত্তরাধিকার স্বত্ব পাবে না)।

২৭৩৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَا ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ صَالِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَامَ يَوْمَ فَتَحِ مَكَّةَ فَقَالَ الْمَرْأَةُ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا وَمَالِهِ وَهُوَ يَرِثُ مِنْ

دَيْتِهَا وَمَالِهَا مَا لَمْ يَقْتُلْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ عَمْدًا لَمْ يَرِثْ مِنْ دَيْتِهِ وَمَالِهِ شَيْئًا وَإِنْ قَتَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ خَطَأً وَرِثَ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَرِثْ مِنْ دَيْتِهِ .

২৭৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন দাঁড়িয়ে বলেন : স্ত্রী তার স্বামীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে এবং স্বামী স্ত্রীর দিয়াত ও পরিত্যক্ত সম্পদের ওয়ারিস হবে, যদি না একজন অপরজনকে হত্যা করে। তাদের একজন অপরজনকে ইচ্ছাকৃতভাবে হত্যা করলে সে তার দিয়াত ও সম্পদ কিছুই ওয়ারিস হবে না। অবশ্য একজন অপরজনকে ভুলবশত হত্যা করলে তার সম্পদের ওয়ারিস হবে কিন্তু দিয়াতের ওয়ারিস হবে না।

অনুচ্ছেদ : ৯

## بَابُ ذَوِي الْأَرْحَامِ

যাবিল আরহাম।১

۲۷۳۷- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الزُّرْقِيِّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ بْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ أَنَّ رَجُلًا رَمَى بِسَهْمٍ فَقَتَلَهُ وَلَيْسَ لَهُ وَارِثٌ إِلَّا خَالٌ فَكَتَبَ فِي ذَلِكَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مَوْلَى مَنْ لَا مَوْلَى لَهُ وَالْخَالُ وَارِثٌ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ .

২৭৩৭। আবু উমামা ইবনে সাহল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে তীর নিক্ষেপ করে হত্যা করলো। নিহতের এক মামা ছাড়া আর কোন ওয়ারিস ছিলো না। আবু উবায়দা ইবনুল জাররাহ (রা) বিষয়টি নিয়ে উমার (রা)-কে পত্র লিখেন। উমার (রা) তাকে লিখে জানান যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যার কোন অভিভাবক নেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই তার অভিভাবক এবং যার কোন ওয়ারিস নেই মামাই তার ওয়ারিস।

১. যাদের ওয়ারিসী স্বত্ব কুরআন করীমে উল্লেখ নাই, যারা আসাবাও নয় এবং মৃতের মায়ের দিকের আত্মীয়, যেমন মামা, খালা, নানা প্রমুখ, তাদেরকে যাবিল আরহাম বলে (অনুবাদক)।

২৭৩৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ  
 ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي بُدَيْلُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيُّ عَنْ عَلِيِّ  
 ابْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِي عَامِرٍ الْهُزَلِيِّ عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ  
 رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ  
 تَرَكَ مَالًا فَلِوَرَثَتِهِ وَمَنْ تَرَكَ كَلًّا فَالَيْنَا (وَرَبَّمَا قَالَ قَالَ الْوَالِي رَسُولِهِ)  
 وَأَنَا وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ أَعْقِلْ عَنْهُ وَارِثُهُ وَالْحَالُ وَارِثُ مَنْ لَا وَارِثَ لَهُ يُعْقِلْ  
 عَنْهُ وَيَرِثُهُ .

২৭৩৮। শামনিবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী মিকদাম আবু  
 কারীমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
 বলেছেন : কোন ব্যক্তি সম্পদ রেখে গেলে তা তার ওয়ারিসদের প্রাপ্য। আর কোন ব্যক্তি  
 ঋণের বোঝা বা অসহায় সন্তান রেখে গেলে সেগুলোর দায়িত্ব আমাদের উপর। তিনি  
 কখনো বলতেন : তার দায়িত্ব আদ্বাহ ও তাঁর রাসূলের উপর। যার কোন ওয়ারিস নাই  
 আমিই তার ওয়ারিস। আমিই তার পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করবো এবং আমি তার  
 পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করবো। আর যার অন্য কোন ওয়ারিস নাই মামাই তার ওয়ারিস। সে  
 তার পক্ষ থেকে দিয়াত পরিশোধ করবে এবং তার পরিত্যক্ত মাল গ্রহণ করবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

## بَابُ مِيرَاثِ الْعَصْبَةِ

আসাবার মীরাস।২

২৭৩৯ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا أَبُو بَحْرٍ الْبَكْرَاوِيُّ ثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي  
 إِسْحَاقَ عَنِ الْحَارِثِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ

২. যেসব লোকের ওয়ারিসী স্বত্ব কুরআন করীমে নির্ধারিত নাই, তবে যাবিল ফুরুয়ের অংশ দেয়ার  
 পর কিছু অবশিষ্ট থাকলে সেটা যারা পায় তাদেরকে আসাবা বলে। যেমন পুত্র, পিতা, চাচা, ভাই  
 ইত্যাদি (অনুবাদক)।



أَعْيَانَ بَنِي الْأُمِّ يَتَوَارَثُونَ دُونَ بَنِي الْعَلَاتِ يَرِثُ الرَّجُلُ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأَمَّهُ دُونَ  
أَخَوْتِهِ لِأَبِيهِ .

২৭৩৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফয়সালা দিয়েছেন : একই মায়ের সন্তানরা পরস্পরের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাইগণ নয়। মানুষ তার সহোদর ভাই-বোনের ওয়ারিস হবে, বৈমাত্রেয় ভাই-বোনের নয়।

২৭৪ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ  
عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اقسِمُوا الْمَالَ  
بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ فَمَا تَرَكَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ .

২৭৪০। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা যাবিল ফুরুযের মধ্যে মৃতের সম্পদ বণ্টন করো আল্লাহ্র কিতাব অনুযায়ী। তাদের জন্য নির্ধারিত অংশ তাদেরকে দেয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকবে তা (মৃতের) সবচেয়ে নিকটতম পুরুষ আত্মীয় পাবে।<sup>১</sup>

### অনুচ্ছেদ : ১১

## بَابُ مَنْ لَأٍ وَأَرِثَ لَهُ

যার কোন ওয়ারিস নাই।

২৭৪১ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ  
عَنْ عَوْسَجَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَاتَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَدَعْ  
لَهُ وَارِثًا إِلَّا عَبْدًا هُوَ أَعْتَقَهُ فَدَفَعَ النَّبِيُّ ﷺ مِيرَاثَهُ إِلَيْهِ .

২৭৪১। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এক ব্যক্তি মারা গেলো এবং তার একটি মুক্তদাস ছাড়া আর কোন ওয়ারিস রেখে যায়নি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার পরিত্যক্ত সম্পত্তি সেই মুক্তদাসকে দেন।

১. যেসব লোকের ওয়ারিসী স্বত্ব কুরআন করীমে নির্ধারিত আছে তাদেরকে যাবিল ফুরুয বলে (অনুবাদক)

## بَابُ تَحْوُزِ الْمَرَأَةِ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ

নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে।

২৭৪২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ رُوَيْبَةَ التُّغَلِييُّ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ النَّصْرِيِّ عَنْ وَائِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمَرَأَةُ تَحْوُزُ ثَلَاثَ مَوَارِيثَ عَتِيقِهَا وَلَقِيطِهَا وَوَلَدِهَا الَّذِي لَأَعْنَتَ عَلَيْهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ مَا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ هِشَامٍ .

২৭৪২। ওয়াসিলা ইবনুল আসকা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নারীগণ বিশেষ তিন শ্রেণীর লোকের ওয়ারিস হতে পারে। (১) তার আযাদকৃত দাস-দাসীর, (২) পরিত্যক্ত শিশুর যাকে সে কুড়িয়ে পেয়েছে এবং (৩) সেই সম্বানের যার সম্পর্কে সে স্বামীর সাথে লিআন (অভিশাপযুক্ত শপথ) করেছে। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াযীদ (র) বলেন, এই হাদীস হিশাম ছাড়া অন্য কেউ রিওয়ায়াত করেননি।

## بَابُ مَنْ أَنْكَرَ وَوَلَدَهُ

যে ব্যক্তি নিজ সম্বানকে অস্বীকার করেছে।

২৭৪৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَرْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ آيَةُ اللَّعَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَحَقَّتْ بِقَوْمٍ مِّنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ وَكُنْ يُدْخِلُهَا جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ أَنْكَرَ وَوَلَدَهُ وَقَدْ عَرَفَهُ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤْسِ الْأَشْهَادِ .

২৭৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লিআন সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে নারী কোন সম্প্রদায়ের সাথে এমন বাচ্চাকে শামিল করে যে তাদের নয়, তার সাথে আল্লাহর কোন সম্পর্ক নেই এবং তিনি কখনো তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন না। আর যে পুরুষ নিজের সম্বানকে চিনতে

পেরেও অস্বীকার করলো, কিয়ামতের দিন আল্লাহ তার থেকে আড়ালে থাকবেন এবং সমস্ত সৃষ্টিকুলের সামনে তাকে অপমান করবেন।

২৭৪৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُفْرٌ بِأَمْرِيءٍ إِدْعَاءٌ نَسَبٍ لَا يَعْرِفُهُ أَوْ جَحْدُهُ وَإِنْ دَقَّ .

২৭৪৪। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এমন লোককে নিজ বংশীয় দাবি করা কুফরী যাকে লোকে চিনে না অথবা সামান্য সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও নিজের বংশের লোককে অস্বীকার করাও কুফরী।

অনুচ্ছেদ : ১৪

### بَابُ فِي إِدْعَاءِ الْوَلَدِ

সন্তানের দাবিদার হওয়া সম্পর্কে।

২৭৪৫ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانَ عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ عَاهَرَ أُمَّةً أَوْ حُرَّةً فَوَلَدُهُ وَكَذَّ زَنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورَثُ .

২৭৪৫। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তি বাঁদী বা স্বাধীন নারীর সাথে যেনা করলে তার পরিণতিতে যে সন্তান হবে তা জারাজ সন্তান। পুরুষ লোকটিও ঐ সন্তানের ওয়ারিস হবে না এবং ঐ সন্তানও পুরুষ লোকটির ওয়ারিস হবে না।

২৭৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ بْنِ بِلَالٍ الدِّمَشْقِيُّ أَنبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُلُّ مُسْتَلْحِقٍ اسْتَلْحَقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ إِدْعَاءُهُ وَرِثَتُهُ مِنْ بَعْدِهِ فَقَضَى أَنْ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا فَقَدْ لَحِقَ بِمَنْ اسْتَلْحَقَهُ وَلَيْسَ لَهُ فِيهَا قِسْمٌ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ

يُقَسِّمُ فَلَهُ نَصِيبُهُ وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرَهُ وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَّةٍ لَا يَمْلِكُهَا أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ وَلَا يُورَثُ وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ أَدْعَاهُ فَهُوَ وَكَدْ زَنَا لِأَهْلِ أُمَّهِ مَنْ كَانُوا حُرَّةً أَوْ أُمَّةً . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَا قَسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ قَبْلَ الْإِسْلَامِ .

২৭৪৬। আমর ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তির মৃত্যুর পর কোন শিশুকে তার সন্তানরূপে তার সাথে সম্পৃক্ত করা হলো এবং মৃতের ওয়ারিসগণ তার সম্পর্কে এই দাবি করলো, “সে আমাদের বংশীয়”, তার ক্ষেত্রে ফয়সালা এই যে, সে যে দাসীর গর্ভজাত, মালিকের মালিকানায় থাকা অবস্থায় যদি তার সাথে তার সঙ্গম হয়ে থাকে তবে সেই সন্তান যার বলে দাবি করা হচ্ছে তার সাথে সম্পৃক্ত হবে। তবে ইতিপূর্বে (জাহিলী যুগে) যে ওয়ারিসী স্বত্ব বঞ্চিত হয়েছে সে তার কিছুই পাবে না। আর যে ওয়ারিসী স্বত্ব এখনও বঞ্চিত হয়নি তা থেকে সে তার অংশ পাবে। পক্ষান্তরে তাকে যে পিতার সাথে সম্পৃক্ত করা হচ্ছে, সেই পিতা তাকে অস্বীকার করলে ওয়ারিসগণের দাবির কোন কার্যকারিতা নাই। আর সেই সন্তান যদি তার মালিকানাহীন কোন দাসীর গর্ভজাত হয়ে থাকে অথবা কোন স্বাধীন নারীর সাথে তার যেনার পরিণতিতে হয়ে থাকে, তাহলে উক্ত সন্তান তার সাথে সম্পৃক্ত হবে না এবং সে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তিও পাবে না, যদিও সে তাকে তার সন্তান বলে দাবি করে। সে হবে জারজ সন্তান। সে তার মায়ের বংশের সাথে সম্পৃক্ত হবে, চাই সে স্বাধীন নারী হোক বা ক্রীতদাসী। রাবী মুহাম্মাদ ইবনে রাশেদ বলেন, এখানে বস্তুনের অর্থ হলো : যে ওয়ারিসী স্বত্ব ইসলামের পূর্বে জাহিলী যুগে বঞ্চিত হয়েছে।

অনুবাদ : ১৫

بَابُ النَّهْيِ عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ

ওয়ালআস্বত্ব বিক্রয়ও করা যাবে না, হেবাও করা যাবে না।

২৭৪৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ وَسُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنِ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ .

২৭৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালআস্বত্ব বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

২৭৪৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ الطَّائِفِيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ الْوَلَاءِ وَعَنْ هَيْبَتِهِ .

২৭৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওয়ালাআ স্বত্ব বিক্রয় বা হেবা করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১৬

### بَابُ قِسْمَةِ الْمَوَارِيثِ

ওয়ারিসী স্বত্ব বণ্টন।

২৭৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَيْبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ عَقِيلٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أُدْرِكُهُ الْإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْإِسْلَامِ .

২৭৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যেসব ওয়ারিসী স্বত্ব জাহিলী যুগে বণ্টিত হয়েছে তা সেই জাহিলী যুগের বণ্টন নীতি অনুযায়ী বহাল থাকবে। আর যেসব ওয়ারিসী স্বত্ব ইসলামী যুগে উদ্ভূত হয়েছে তা ইসলামের বণ্টন নীতি অনুযায়ী বণ্টিত হবে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

### بَابُ إِذَا اسْتَهَلَ الْمَوْلُودُ وَرِثَ

সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে সে ওয়ারিস হবে।

২৭৫০- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرٍ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اسْتَهَلَ الصَّبِيُّ صَلَّى عَلَيْهِ وَوَرِثَ .

২৭৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সদ্যজাত শিশু চীৎকার দিলে তার (জানাযার) নামায পড়তে হবে এবং সে ওয়ারিস হবে।

২৭৫১ - حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَكِيدِ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سَلِيمَانُ ابْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَالْمَسُورِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَرِثُ الصَّبِيُّ حَتَّى يَسْتَهْلَ صَارِحًا . قَالَ وَاسْتَهْلَاهُ أَنْ يُبْكِيَ وَيَصْبِحَ أَوْ يَعْطَسَ .

২৭৫১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও মিসওয়াল ইবনে মাখরামা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সদ্যজাত শিশু সশব্দে চীৎকার না দেয়া পর্যন্ত ওয়ারিস হবে না। রাবী বলেন, তার সশব্দে চীৎকারের অর্থ হলো : ক্রন্দন করা, চিৎকার বা হাঁচি দেয়া।

অনুচ্ছেদ : ১৮

### بَابُ الرَّجُلِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدِي الرَّجُلِ

যে ব্যক্তি অপর কোন ব্যক্তির নিকট ইসলাম গ্রহণ করে।

২৭৫২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَوْهَبٍ قَالَ سَمِعْتُ تَمِيمًا الدَّارِيَّ يَقُولُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يُسَلِّمُ عَلَى يَدِي الرَّجُلِ قَالَ هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ .

২৭৫২। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আহলে কিতাবের কেউ কারো কাছে ইসলাম গ্রহণ করলে তার বিধান কি? তিনি বলেন : সে (মুসলমান ব্যক্তি) তার (নও মুসলমানের) জীবনে ও মরণে অন্য সব লোকের চেয়ে অগ্রগণ্য।

## كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ فَضْلِ الْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর পথে জিহাদ করার ফযীলাত ।

২৭৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَعَدَّ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادٌ فِي سَبِيلِي وَإِيمَانٌ بِي وَتَصَدِيقٌ بِرُسُلِي فَهُوَ عَلَى ضَامِنٍ أَنْ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ أَوْ أَرْجَعَهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ ثُمَّ قَالَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلافَ سَرِيَّةٍ تَخْرُجُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَتَّبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ فَيَتَخَلَّفُونَ بَعْدِي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أَعَزُّوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَعَزُّوا فَأَقْتَلَ ثُمَّ أَعَزُّوا فَأَقْتَلَ .

২৭৫৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় বের হয়, আমার রাস্তায় জিহাদ, আমার উপর ঈমান এবং আমার রাসূলগণকে সত্যবাদী বলে মেনে নেয়াই তাকে এ পথে বের করে, তার জন্য আমার যিচ্ছাদারি এই যে, আমি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবো অথবা তাকে তার বের হওয়ার স্থান অর্থাৎ তার আবাসে তাকে সওয়াব ও গনীমাতসহ ফিরিয়ে

আনবো। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! আমি মুসলমানদের জন্য কষ্টসাধ্য মনে না করলে তারা আল্লাহর রাস্তায় যে যুদ্ধেই যায় আমি পিছনে থেকে যেতাম না। কিন্তু আমার এতোটুকু সঙ্গতি নাই যে, আমি তাদের প্রত্যেকের সওয়ারীর ব্যবস্থা করে দিবো এবং তাদেরও সঙ্গতি নাই যে, প্রতিটি যুদ্ধে তারা আমার সাথে যাবে। আর আমি তাদেরকে আমার সাথে না নিয়ে গেলে তাদেরও দৃষ্টিস্তা হবে। সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে শহীদ হই, তারপর আবার জিহাদ করে শহীদ হই।

২৭৫৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مَضْمُونٌ عَلَى اللَّهِ أَمَا أَنْ يَكْفِتَهُ إِلَى مَغْفِرَتِهِ وَرَحْمَتِهِ وَأَمَا أَنْ يَرْجِعَهُ بِأَجْرٍ وَغَنِيمَةٍ وَمَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الَّذِي لَا يَفْتَرُّ حَتَّى يَرْجِعَ .

২৭৫৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহ তাঁর রাস্তায় জিহাদকারীর যিহাদদার। হয় তিনি তাকে তাঁর ক্ষমা ও রহমাতে ধন্য করে উঠিয়ে নিবেন অথবা তাকে সওয়াব ও গনীমাতসহ ফিরিয়ে আনবেন। আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারী সেই ব্যক্তির ন্যায় যে অক্লান্তভাবে (দিনভর) রোযা রাখে এবং (রাতভর) নামায পড়ে জিহাদকারী ফিরে না আসা পর্যন্ত।

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ فَضْلِ الْعِدْوَةِ وَالرُّوحَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

মহান আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করার ফযীলাত।

২৭৫৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرِيُّ عَنْ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عِدْوَةٌ أَوْ رُوحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .



২৭৫৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে উত্তম।

২৭৫৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ ثَنَا أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ ابْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

২৭৫৬। সাহল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল বা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে কল্যাণকর।

২৭৫৭ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَعْدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

২৭৫৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর রাস্তায় একটি সকাল অথবা একটি বিকাল ব্যয় করা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সবকিছু থেকে কল্যাণকর।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا

যে ব্যক্তি কোন যোদ্ধাকে জিহাদের সরঞ্জাম যোগাড় করে দেয়।

২৭৫৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ عَنِ الْوَكِيدِ بْنِ أَبِي الْوَكِيدِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سُرَّاقَةَ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَسْتَقِيلَ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ حَتَّى يَمُوتَ أَوْ يَرْجِعَ .

২৭৫৮। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কোন গায়ীকে আল্লাহর

রাস্তায় জিহাদের সরঞ্জামের ব্যবস্থা করে দেয় যাতে সে যুদ্ধ করতে সক্ষম হয়, এতে তার সেই যোদ্ধার অনুরূপ সওয়াব হতে থাকে যতক্ষণ না সে মৃত্যুবরণ করে (বা নিহত হয়) অথবা ফিরে আসে।

২৭৫৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ابْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِ الْغَازِيِ شَيْئًا .

২৭৫৯। য়ায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আন্দ্রাহর রাস্তায় কোন গাযীকে (যুদ্ধের) সরঞ্জাম সংগ্রহ করে দেয়, তার সেই গাযীর সমপরিমাণ সওয়াব হয় এবং এতে গাযীর সওয়াব থেকে মোটেও কমানো হয় না।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ فَضْلِ النَّفَقَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

মহান আন্দ্রাহর রাস্তায় খরচ করার ফযীলাত।

২৭৬০- حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ثَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ دِينَارًا يُنْفَقُهُ عَلَى عِيَالِهِ وَدِينَارًا يُنْفَقُهُ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارًا يُنْفَقُهُ الرَّجُلُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

২৭৬০। সাওবান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : লোকে যে দীনারগুলো (অর্থ-সম্পদ) খরচ করে তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনার হলো—যা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে, যা সে আন্দ্রাহর রাস্তায় জিহাদের ঘোড়া প্রতিপালনে ব্যয় করে এবং যা সে আন্দ্রাহর রাস্তায় জিহাদকারী তার সহ-যোদ্ধাদের জন্য খরচ করে।

২৭৬১- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَالِيُّ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكَ عَنْ الْحَلِيلِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي

أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ وَعَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَعِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ كُلُّهُمْ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أُرْسِلَ بِنَفْقَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَقَامَ فِي بَيْتِهِ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ دِرْهَمٍ وَمَنْ غَزَا بِنَفْسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْفَقَ فِي وَجْهِ ذَلِكَ فَلَهُ بِكُلِّ دِرْهَمٍ سَبْعُ مِائَةِ أَلْفِ دِرْهَمٍ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ (وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ) .

২৭৬১। আলী ইবনে আবু তালিব, আবু দারদা, আবু হুরায়রা, আবু উমামা আল-বাহিলী, আবদুল্লাহ ইবনে উমার, আবদুল্লাহ ইবনে আমর, জাবির ইবনে আবদুল্লাহ ও ইমরান ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তারা সকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় জিহাদের খরচ বহন করে এবং সে নিজ আবাসে থেকে যায়, সে তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সাত শত দিরহামের সওয়াব লাভ করে। আর যে ব্যক্তি সশরীরে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে এবং এর খরচও বহন করে, তার প্রতিটি দিরহামের বিনিময়ে সে সাত লাখ দিরহামের সওয়াব পায়। অতঃপর তিনি এই আয়াত তিলাওয়াত করেন (অনুবাদ) : “আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বহু গুণে বৃদ্ধি করে দেন” (সূরা বাকারা : ২৬১)।

### অনুচ্ছেদ : ৫

## بَابُ التَّغْلِيظِ فِي تَرْكِ الْجِهَادِ

জিহাদ ত্যাগ করার ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে সতর্কবাণী।

২৭৬২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَغْزُ أَوْ يُجَهِّزْ غَازِيًا أَوْ يَخْلُفَ غَازِيًا فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ أَصَابَهُ اللَّهُ سُبْحَانَهُ بِقَارِعَةٍ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৬২। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি জিহাদ করে না বা জিহাদকারীর সরঞ্জাম প্রস্তুত করে দেয় না অথবা জিহাদকারী (যুদ্ধে) যাবার পর তার পরিবার-পরিজনের উত্তমরূপে খোঁজ-খবর নেয় না, মহান আল্লাহ তাকে কিয়ামতের পূর্বে ভীষণ বিপদে নিক্ষেপ করবেন।

২৭৬৩- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ ثَنَا أَبُو رَافِعٍ (هُوَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ رَافِعٍ) عَنْ سَمِيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ وَلَيْسَ لَهُ أَثْرٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَقِيَ اللَّهَ وَفِيهِ ثَلْمَةٌ .

২৭৬৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে এমতাবস্থায় সাক্ষাত করবে যে, তার মধ্যে আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) কোন চিহ্ন নাই সে ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় আল্লাহর সাথে সাক্ষাত করবে।

অনুচ্ছেদ : ৬

### بَابُ مَنْ حَبَسَهُ الْعُذْرُ عَنِ الْجِهَادِ

যে ব্যক্তি ওজরবশত জিহাদ থেকে বিরত থাকে।

২৭৬৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا رَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ قَدْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لِقَوْمًا مَا سِرْتُمْ مِنْ مَسِيرٍ وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ قَالَ وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

২৭৬৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকের যুদ্ধ থেকে প্রত্যাবর্তন করে মদীনার নিকটবর্তী হয়ে বলেনঃ মদীনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যেখানেই গিয়েছো এবং যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো, তারা তোমাদের সাথেই ছিল। সাহাবাগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তারা মদীনায় থেকেও (আমাদের সাথে ছিলেন)! তিনি বলেন : তারা মদীনায় থেকেও, তাদের অক্ষমতা তাদের প্রতিরোধ করে রেখেছে।

২৭৬৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ رِجَالًا مَا قَطَعْتُمْ وَاذِيًّا وَلَا سَلَكْتُمْ طَرِيقًا إِلَّا شَرِكُوكُمْ فِي الْأَجْرِ حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بْنُ مَاجَةَ أَوْ كَمَا قَالَ كَتَبْتُهُ لَفْظًا .

২৭৬৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মদীনায় এমন কতক লোক আছে যে, তোমরা যে উপত্যকাই অতিক্রম করেছো এবং যে পথই চলেছো তারা সওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক আছে। প্রতিবন্ধকতা তাদেরকে আটকে রেখেছে। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, আহমাদ ইবনে সিনান অনুরূপ কিছু বলেছেন। আমি তার মূল পাঠ লিখে নিয়েছি।

### অনুচ্ছেদ : ৭

## بَابُ فَضْلِ الرِّبَاطِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর রাস্তায় পাহারা দেয়ার ফযীলাত।

২৭৬৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ خَطَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ النَّاسَ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي سَمِعْتُ حَدِيثًا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَمْنَعْنِي أَنْ أُحَدِّثْكُمْ بِهِ إِلَّا الضَّنُّ بِكُمْ وَبِصَحَابَتِكُمْ فَلِيخْتَرْ مُخْتَارًا لِنَفْسِهِ أَوْ لِيَدْعَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَابَطَ لَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ كَانَتْ كَأَلْفِ لَيْلَةٍ صِيَامَهَا وَقِيَامَهَا .

২৭৬৬। আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উসমান ইবনে আফফান (রা) লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বলেন, হে জনগণ! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট একটি হাদীস শুনেছি। সেটি তোমাদের নিকট বর্ণনা করা থেকে আমাকে বিরত রেখেছে তোমাদের সাহচর্যের প্রতি আমার কৃপণতা। অতএব কেউ চাইলে তা নিজের জন্য গ্রহণ করতে পারে অথবা পরিহারও করতে পারে। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহ পাকের রাস্তায় এক রাত সীমান্ত অঞ্চলে পাহারা দেয়, তা এক হাজার দিন রোযা রাখা এবং এক হাজার রাত জেগে নামায পড়ার সমতুল্য।<sup>১</sup>

২৭৬৭ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي اللَّيْثُ عَنْ زُهْرَةَ ابْنِ مَعْبُدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ مَاتَ

১. এসব হাদীসে ইবাদত, নামায ও রোযা দ্বারা নফল ইবাদত, নফল নামায ও নফল রোযা বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَجْرِي عَلَيْهِ أَجْرَ عَمَلِهِ الصَّالِحِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنْ مِنَ الْفِتَانِ وَبَعَثَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَمِنًا مِنَ الْفِرْعِ .

২৭৬৭। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত অঞ্চল পাহারাদানরত অবস্থায় মারা গেলে আল্লাহ তার জন্য সেইসব নেক আমলের সওয়াব প্রদান অব্যাহত রাখবেন যা সে করতো, জান্নাতে তাকে রিযিক দান করবেন, কবরের বিপর্যয়কর অবস্থা থেকে নিরাপদ রাখবেন এবং কিয়ামতের ভয়ভীতি থেকে মুক্ত অবস্থায় উঠাবেন।

২৭৬৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى السُّلَمِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ صُبَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِرِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وِرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ أَعْظَمُ أَجْرًا مِنْ عِبَادَةِ مِائَةِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا وَرِبَاطِ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ مِنْ وِرَاءِ عَوْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مُحْتَسِبًا مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ أَفْضَلُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَعْظَمُ أَجْرًا (أَرَاهُ قَالَ) مِنْ عِبَادَةِ أَلْفِ سَنَةٍ صِيَامِهَا وَقِيَامِهَا فَإِنَّ رَدَّهُ اللَّهُ إِلَى أَهْلِهِ سَالِمًا لَمْ تُكْتَبْ عَلَيْهِ سِنَةٌ أَلْفَ سَنَةٍ وَتُكْتَبُ لَهُ الْحَسَنَاتُ وَيُجْرَى لَهُ أَجْرُ الرِّبَاطِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৬৮। উবাই ইবনে কাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযান মাস ব্যতীত অন্য মাসে সওয়াবের আশায় মুসলমানদের জন্য আল্লাহর রাস্তায় সীমান্ত চৌকিতে এক দিন পাহারা দেয়া এক শত বছরের ইবাদত, রোযা ও (নফল) নামায অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ। আর রমযান মাসে সওয়াবের আশায় আল্লাহর রাস্তায় মুসলমানদের নিরাপত্তার জন্য এক দিন পাহারা দেয়া আল্লাহর নিকট এক হাজার বছরের ইবাদত, রোযা ও নামায অপেক্ষা অধিক সওয়াবের কাজ। আল্লাহ যদি তাকে নিরাপদে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে আনেন তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন গুনাহ লেখা হবে না, তার জন্য নেকী লেখা হবে এবং কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য সীমান্ত চৌকিতে পাহারাদানের সওয়াব অব্যাহতভাবে লিপিবদ্ধ হতে থাকবে।<sup>২</sup>

২. হাদীসবিশারদগণ এটি জাল হাদীস হওয়ার আশংকা ব্যক্ত করেছেন (অনুবাদক)।

## بَابُ فَضْلِ الْحَرَسِ وَالتَّكْبِيرِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর রাস্তায় পাহারাদান ও তাকবীর ধ্বনির কথীলাত ।

২৭৬৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ زَائِدَةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ .

২৭৬৯। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তাআলা নিরাপত্তামূলক পাহারাদানকারীদের উপর রহমত বর্ষণ করুন।

২৭৭০- حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِي الطَّوِيلِ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ حَرَسُ لَيْلَةٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِنْ صِيَامِ رَجُلٍ وَقِيَامِهِ فِي أَهْلِهِ أَلْفَ سَنَةٍ السَّنَةُ ثَلَاثُ مِائَةٍ وَسِتُّونَ يَوْمًا وَالْيَوْمُ كَأَلْفِ سَنَةٍ .

২৭৭০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : আল্লাহর রাস্তায় একরাত পাহারা দেওয়া কোন লোকের নিজ পরিবারে অবস্থানরত থেকে এক হাজার বছর রোযা রাখা ও নামায পড়ার চেয়ে অধিক উত্তম। এক বছর হলো তিন শত ষাট দিনে, যার প্রতিটি দিন এক হাজার বছরের সমান।

২৭৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِرَجُلٍ أَوْصِيكَ بِتَقْوَى اللَّهِ وَالتَّكْبِيرِ عَلَى كُلِّ شَرَفٍ .

২৭৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলেন : আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং প্রতিটি উচু স্থানে আরোহণকালে তাকবীর ধ্বনি করার জন্য আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি।

## بَابُ الْخُرُوجِ فِي النَّفِيرِ

সামরিক বাহিনীর সাথে যুদ্ধে রওয়ানা হওয়া ।

২৭৭২- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ أَنْبَاءَ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ ذِكْرُ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ كَانَ أَحْسَنَ النَّاسِ وَكَانَ أَجْوَدَ النَّاسِ وَكَانَ أَشْجَعَ النَّاسِ وَلَقَدْ فَرَعَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَيْلَةً فَانْطَلَقُوا قَبْلَ الصَّوْتِ فَتَلَقَاهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَبَقَهُمْ إِلَى الصَّوْتِ وَهُوَ عَلَى فَرَسٍ لِأَبِي طَلْحَةَ عُرِي مَا عَلَيْهِ سَرَجٌ فِي عُنُقِهِ السَّيْفُ وَهُوَ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ لَنْ تَرَاعُوا بِرُدُّهُمْ ثُمَّ قَالَ لِلْفَرَسِ وَجَدَنَاهُ بَحْرًا أَوْ إِنَّهُ لِبَحْرٌ . قَالَ حَمَادٌ وَحَدَّثَنِي ثَابِتٌ أَوْ غَيْرُهُ قَالَ كَانَ فَرَسًا لِأَبِي طَلْحَةَ يَبْطَأُ فَمَا سَبِقَ بَعْدَ ذَلِكَ الْيَوْمِ .

২৭৭২। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসঙ্গ উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন, তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সর্বাধিক সুন্দর, সর্বাধিক দানশীল এবং সর্বাধিক সাহসী বীর পুরুষ। এক রাতে মদীনাবাসী সজ্জন্ত হয়ে পড়লো। তারা একটি বিকট শব্দ শুনে সেদিক ছুটলো। পশ্চিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে মিলিত হলেন। অবশ্য তিনি তাদের আগেই সেই বিকট শব্দের কারণ অনুসন্ধান গিয়েছিলেন। তিনি আবু তালহা (রা)-র ঘোড়ার গদিহীন উদলা পিঠে সওয়ার ছিলেন। তাঁর ঘাড়ে তরবারি ঝুলানো ছিল। তিনি বলছিলেনঃ হে জনগণ! তোমরা সজ্জন্ত হয়ো না। এই বলে তিনি তাদের ফিরিয়ে আনছিলেন। অতঃপর তিনি ঘোড়া সম্পর্কে মন্তব্য করেন : আমি এটিকে সমুদ্রের ন্যায় পেয়েছি অথবা এটি যেন একটি সমুদ্র। রাবী হাম্বাদ (র) বলেন, সাবিত (র) বা অপার কেউ আমাকে বলেছেন যে, আবু তালহা (রা)-র ঘোড়াটি ছিল মছর গতিসম্পন্ন। কিন্তু এ দিনের পর থেকে কোন ঘোড়াই দৌড় প্রতিযোগিতায় একে অতিক্রম করতে পারেনি।

২৭৭৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ بَسْرِ بْنِ أَبِي أَرْطَاةَ ثَنَا الْوَلِيدُ حَدَّثَنِي شَيْبَانُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا .



২৭৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদেরকে জিহাদে যোগদানের আহ্বান জানানো হলে তোমরা বেরিয়ে পড়বে।

২৭৭৪- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حَمِيدِ بْنِ كَاسِبِ بْنِ سَفْيَانَ بْنِ عَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ عُبَّارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدُخَانَ جَهَنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدِ مُسْلِمٍ .

২৭৭৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর পথে ধূলা এবং দোযখের ধোঁয়া কোনো মুসলমান বান্দার পেটে একত্র হতে পারবে না।

২৭৭৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ شُبَيْبِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَاحَ رَوْحَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَانَ لَهُ بِمِثْلِ مَا أَصَابَهُ مِنَ الْعُبَّارِ مِسْكَاً يَوْمَ الْقِيَامَةِ .

২৭৭৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে একটি বিকাল চললো, তাতে সে যতোটা ধূলিমলিন হলো, তা কিয়ামতের দিন তার জন্য এর সমপরিমাণ কস্তরীতে পরিণত হবে।

### অনুচ্ছেদ ৪১০

## بَابُ فَضْلِ غَزْوِ الْبَحْرِ

নৌযুদ্ধের ফযীলাত।

২৭৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحِ بْنِ أَبِي لَيْثٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ابْنِ حَبَّانَ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَيْقَظَ يَبْتَسِمُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عُرِضُوا عَلَيَّ يَرْكَبُونَ طَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ كَالْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ نَامَ

الثَّانِيَةَ فَفَعَلَ مِثْلَهَا ثُمَّ قَالَتْ مِثْلَ قَوْلِهَا فَاجَابَهَا مِثْلَ جَوَابِهَا الْاَوَّلِ قَالَتْ فَادْعُ  
اللَّهَ اَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ اَنْتِ مِنَ الْاَوَّلِينَ . قَالَ فَخَرَجَتْ مَعَ زَوْجِهَا عُبَادَةَ  
ابْنِ الصَّامِتِ غَازِيَةَ اَوَّلَ مَا رَكِبَ الْمُسْلِمُونَ الْبَحْرَ مَعَ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي سُفْيَانَ  
فَلَمَّا انْصَرَفُوا مِنْ غَزَاتِهِمْ قَافِلِينَ فَنَزَلُوا الشَّامَ فَفَرِثَتْ اِلَيْهَا دَابَّةً لِتَرْكَبَ  
فَصَرَعَتْهَا فَمَاتَتْ .

২৭৭৬। আনাস ইবনে মালেক (রা)-এর খালা উম্মু হারাম বিনতে মিলহান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক দিন আমার ঘরে ঘুমালেন। তিনি হাসতে হাসতে জাগ্রত হলেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে কে হাসালো? তিনি বলেনঃ আমার উম্মাতের কতক লোককে সমুদ্রপৃষ্ঠে উপবিষ্ট অবস্থায় আমার সামনে পেশ করা হয়েছে, যেভাবে বাদশাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট থাকে। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। আনাস (রা) বলেন, তিনি তার জন্য দোয়া করলেন। তিনি পুনরায় ঘুমিয়ে পড়লেন, অতঃপর পূর্বের ন্যায় জাগ্রত হলেন। উম্মু হারাম (রা) জিজ্ঞাসা করলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পূর্বানুরূপ জবাব দেন। উম্মু হারাম (রা) বলেন, আপনি আল্লাহর নিকট দোয়া করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি প্রথম দলের অন্তর্ভুক্ত থাকবে। আনাস (রা) বলেন, মুসলমানগণ মুআবিয়া ইবনে আবু সুফিয়ান (রা)-র নেতৃত্বে সর্বপ্রথম নৌযুদ্ধে রওয়ানা হলে উম্মু হারাম (রা)-ও তার স্বামী উবাদা ইবনুস সামিত (রা)-এর সাথে জিহাদে রওয়ানা হলেন। তারা জিহাদ থেকে ফিরে এসে সিরিয়ায় অবতরণ করেন। আরোহণের জন্য তার নিকট একটি জন্তুখান আনা হলো। জন্তুটি তাকে ছুড়ে ফেলে দিলে তিনি তাতে নিহত হন।

২৭৭৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا بَقِيَّةُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي  
سُلَيْمٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
غَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ مِثْلَ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ وَالَّذِي يَسْدُرُ فِي الْبَحْرِ كَالْمَتَشَحِّطِ  
فِي دَمِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ .

২৭৭৭। আবু দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ একটি নৌযুদ্ধ দশটি স্থলযুদ্ধের সমতুল্য। আর সমুদ্রে যার মাথাঘুরানি হবে সে মহান আল্লাহর রাস্তায় রক্তে রঞ্জিত (নিহত) ব্যক্তির সমতুল্য।

২৭৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ الْجُبَيْرِيُّ ثَنَا قَيْسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِنْدِيُّ  
ثَنَا عَفِيرُ ابْنُ مَعْدَانَ الشَّامِيُّ عَنْ سُلَيْمِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ يَقُولُ  
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ شَهِدَ الْبَحْرُ مِثْلَ شَهِيدِ الْبَرِّ وَالْمَاءُ فِي الْبَحْرِ  
كَالْمَتَشَحِّطِ فِي دَمِهِ فِي الْبَرِّ وَمَا بَيْنَ الْمَوْجَتَيْنِ كَقَاطِعِ الدُّنْيَا فِي طَاعَةِ  
اللَّهِ وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَلَّ مَلَكَ الْمَوْتِ بِقَبْضِ الْأَرْوَاحِ الْأَشْهَادِ الْبَحْرِ فَإِنَّهُ  
يَتَوَلَّى قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ وَيَغْفِرُ لِشَهِيدِ الْبَرِّ الذُّنُوبَ كُلَّهَا إِلَّا الدِّينَ وَلِشَهِيدِ الْبَحْرِ  
الذُّنُوبَ وَالدِّينَ .

২৭৭৮। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : একজন শহীদ নৌযোদ্ধার মর্যাদা দুইজন শহীদ স্থলযোদ্ধার সমান। আর নৌ-পথে যার মাথাঘুরানি হয়, তার মর্যাদা স্থলযুদ্ধে শহীদের মর্যাদার সমান। আর দুইটি চেউয়ের মধ্যবর্তী দূরত্ব অতিক্রমকারীর মর্যাদা আল্লাহর আনুগত্যে সারা দুনিয়া সফরকারীর সমান। আল্লাহ তাআলা মৃত্যুদূতকে নৌযোদ্ধা ব্যতীত সকলের রূহ হরণ করার দায়িত্ব দিয়েছেন। স্বয়ং আল্লাহ নৌযোদ্ধার রূহ নিয়ে নেন। তিনি যুদ্ধে শহীদের সকল গুনাহ মাফ করেন তার ঋণ ব্যতীত, কিন্তু নৌ-যুদ্ধে শহীদের সকল গুনাহ এবং ঋণও মাফ করেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

## بَابُ ذِكْرِ الدَّيْلِمِ وَفَضْلِ قَزْوِينَ

দায়লামের বিবরণ এবং কায়বীনের ফযীলাত।

২৭৭৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ  
الْوَاسِطِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ  
كُلُّهُمْ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حُصَيْنٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمَ لَطَوَّهَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنْ  
أَهْلِ بَيْتِي يَمْلِكُ جِبَلِ الدَّيْلِمِ وَالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ .

২৭৭৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দুনিয়ার একটি মাত্র দিনও যদি অবশিষ্ট থাকে তবে মহামহিম আল্লাহ সেই দিনটিকে দীর্ঘায়িত করবেন, যে পর্যন্ত না আমার আহলে বাইত-এর এক ব্যক্তি দায়লামের পাহাড় এবং কুসতুনতুনিয়ার কনষ্টান্টিনোপল) অধিগতি হবে।

২৭৮০ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ الْمُحَبَّرِ ثَنَا ابْنَانَا الرَّبِيعُ بْنُ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبَانٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ الْأَقَاقِيقَ وَسَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ مَدِينَةَ يُقَالُ لَهَا فَرْوَيْنُ مَنْ رَابَطَ فِيهَا أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً كَانَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ عَمُودٌ مِنْ ذَهَبٍ عَلَيْهِ زَبْرَجْدَةٌ حَضْرَاءٌ عَلَيْهَا قُبَّةٌ مِنْ يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءٍ لَهَا سَبْعُونَ أَلْفَ مِصْرَاعٍ مِنْ ذَهَبٍ عَلَى كُلِّ مِصْرَاعٍ زَوْجَةٌ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ .

২৭৮০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : অচিরেই তোমরা বেশ কয়েকটি দেশ এবং কাযবীন নামক শহর জয় করবে। যে ব্যক্তি তথায় চল্লিশ দিন অথবা চল্লিশ রাত প্রতিরক্ষামূলক পাহারা দিবে, জান্নাতে তার জন্য চুনিপাথরের গম্বুজবিশিষ্ট পীত বর্ণের মনি-মুস্তার স্তম্ভসমূহের বালাখানা থাকবে। এতে সোনার তৈরী সস্তর হাজার দরজা থাকবে এবং প্রতিটি দরজায় থাকবে একজন করে আয়াতলোচনা হুর।<sup>৩</sup>

### অনুচ্ছেদ : ১২

## بَابُ الرَّجُلِ يَغْزُو وَكَهْ أَبَوَانِ

পিতা-মাতা জীবিত থাকতে কারো জিহাদে গমন।

২৭৮১ - حَدَّثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الرَّقِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ الْحَرَّانِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلْمِيِّ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا

৩. হাদীসবেস্তাগণের মতে এটি জাল হাদীস (অনুবাদক)।

رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ ابْتِغَىٰ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ  
 قَالَ وَيْحَكَ أَحْيَيْتُ أُمَّكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ ارْجِعْ فَبَرِّهَا ثُمَّ آتَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الْآخِرِ فَقُلْتُ  
 يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ ابْتِغَىٰ بِذَلِكَ وَجْهَ اللَّهِ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ  
 قَالَ وَيْحَكَ أَحْيَيْتُ أُمَّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَارْجِعِ إِلَيْهَا فَبَرِّهَا ثُمَّ آتَيْتُهُ  
 مِنْ أَمَامِهِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي كُنْتُ أَرَدْتُ الْجِهَادَ مَعَكَ ابْتِغَىٰ بِذَلِكَ وَجْهَ  
 اللَّهِ وَالْدَارَ الْآخِرَةَ قَالَ وَيْحَكَ أَحْيَيْتُ أُمَّكَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَيْحَكَ الزَّم  
 رَجُلَهَا فَتَمَّ الْجَنَّةُ .

২৭৮১। মুআবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সালামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আল্লাহর সন্তোষ লাভের এবং আখেরাতের জান্নাত প্রাপ্তির আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেনঃ ফিরে গিয়ে তার সেবাযত্ন করো। এরপর আমি অপর পাশ থেকে তাঁর নিকট এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! হ্যাঁ। তিনি বলেন : তুমি ফিরে যাও এবং তার সেবাযত্ন করো। এরপর আমি তাঁর সম্মুখভাগে এসে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল। আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আমি আপনার সাথে জিহাদে যেতে চাই। তিনি বলেন : তোমার জন্য দুঃখ হয়, তোমার মা কি জীবিত আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ, ইয়া রাসূলান্নাহ! তিনি বলেন : তোমার জন্য আফসোস! তার পায়ের কাছে পড়ে থাকো, সেখানেই জান্নাত।

۲۸۸۱ (۱) - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَّالُ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ  
 جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ  
 الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ طَلْحَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ جَاهِمَةَ السَّلْمِيِّ أَنَّ جَاهِمَةَ أَتَى النَّبِيَّ  
 ﷺ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا جَاهِمَةُ بْنُ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ  
 السَّلْمِيِّ الَّذِي عَاتَبَ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ جُنَيْنٍ .

২৭৮১(১)। হারুন ইবনে আবদুল্লাহ আল-হাম্মাল-হাজ্জাজ ইবনে মুহাম্মাদ-ইবনে জুরাইজ-মুহাম্মাদ ইবনে তালহা-তার পিতা তালহা-মুআবিয়া ইবনে জাহিমা আস-সুলামী (রা) থেকে বর্ণিত। জাহিমা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলেন.... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। আবু আবদুল্লাহ ইবনে মাজা (র) বলেন, ইনি হলেন জাহিমা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস আস-সালামী যিনি হনাইন যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ভর্ৎসনা করেছিলেন (পরে ইসলাম গ্রহণ করেন)।<sup>৪</sup>

২৭৮২- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ أَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي جِئْتُ أُرِيدُ الْجِهَادَ مَعَكَ أَبْتَغِي وَجْهَ اللَّهِ وَالْدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَقَدْ أَتَيْتُ وَإِنَّ وَالِدِي لَيَبْكِيَانِ قَالَ فَارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَأَضْحِكُهُمَا كَمَا أَبْكَيْتَهُمَا .

২৭৮২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আল্লাহর সম্বন্ধে অর্জন এবং আখেরাতে জান্নাত লাভের আশায় আপনার সাথে জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা নিয়ে এসেছি। আমি আমার পিতা-মাতাকে কাঁদিয়ে এসেছি। তিনি বলেন : তাদের নিকট ফিরে যাও এবং তাদের মুখে হাসি ফুটাও, যেভাবে তুমি তাদেরকে কাঁদিয়ে এসেছো।

### অনুচ্ছেদ : ১৩

## بَابُ النِّيَّةِ فِي الْقِتَالِ

জিহাদের সংকল্প।

২৭৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيقِ بْنِ أَبِي مُوسَى قَالَ سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَةً وَيُقَاتِلُ رِبَاءً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَاتَلَ لَتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ .

৪. সহীহ মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, এই ভর্ৎসনাকারী ছিল জাহিম (রা)-র পিতা আব্বাস ইবনে মিরদাস (অনুবাদক)।

২৭৮৩। আবু মুসা আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেসা করা হলো যে, সে জিহাদ করে বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য, সে জিহাদ করে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং সে জিহাদ করে প্রদর্শনীর জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে আল্লাহর কলেমা (দীন) সম্মুখিত করার জন্য জিহাদ করে সে-ই হলো আল্লাহর পথে (জিহাদরত)।

২৭৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمِ ابْنِ اسْحَاقَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عُقْبَةَ عَنْ أَبِي عُقْبَةَ وَكَانَ مَوْلَى لِأَهْلِ فَارِسَ قَالَ شَهِدْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ فَضَرَبْتُ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَقُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْفَارِسِيُّ فَبَلَغَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ الْآ قُلْتُ خُذْهَا مِنِّي وَأَنَا الْغُلَامُ الْأَنْصَارِيُّ .

২৭৮৪। আবু উকবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ছিলেন পারস্যবাসীর মুক্তদাস। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উহুদ যুদ্ধের দিন হাজির ছিলাম। আমি এক মুশরিককে তরবারির আঘাত হেনে বললাম, নে এটা আমার পক্ষ থেকে, আর আমি হলাম পারস্য যুবক। ঘটনাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পেরে বলেন : তুমি কেন বললে না, নে এটা আমার পক্ষ থেকে, আমি হলাম আনসারী যুবক।

২৭৮৫ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ ثَنَا حَيَوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو هَانِيءٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبْلِيَّ يَقُولُ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُولُ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَا مِنْ غَازِيَةٍ تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُوا غَنِيمَةً إِلَّا تَعَجَّلُوا ثَلْثِي أَجْرِهِمْ فَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمْ أَجْرُهُمْ .

২৭৮৫। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে সেনাদল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে গনীমাতের মাল লাভ করলো, তারা তাদের দুই-তৃতীয়াংশ সওয়াব সাথে সাথে পেয়ে গেলো। আর গনীমাতের মাল না পেলে তারা (আখেরাতে) পূর্ণ সওয়াব লাভ করবে।

## بَابُ ارْتِبَاطِ الْخَيْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) ঘোড়া প্রতিপালন।

২৭৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ شَيْبِ بْنِ عَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْرُ مَعْقُودٌ بِنَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৮৬। উরওয়া আল-বারিকী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঘোড়ার কপালে কিয়ামত পর্যন্ত কল্যাণ ও প্রাচুর্য বোধা থাকবে।

২৭৮৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৭৮৭। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও প্রাচুর্য যুক্ত থাকবে।

২৭৮৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ أَوْ قَالَ الْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ (قَالَ سُهَيْلٌ أَنَا أَشْكُ الْخَيْرُ) إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ فَهِيَ لِرَجُلٍ أَجْرٌ وَلِرَجُلٍ سِتْرٌ وَعَلَى رَجُلٍ وَزْرٌ . فَمَا الَّذِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَيُعِدُّهَا فَلَا تُغَيَّبُ شَيْئًا فِي بَطُونِهَا إِلَّا كُتِبَ لَهُ أَجْرٌ وَكَوَرَعَاهَا فِي مَرْجٍ مَا أَكَلَتْ شَيْئًا إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا أَجْرٌ وَكَوَرَعَاهَا مِنْ نَهْرٍ جَارٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ قَطْرَةٍ تُغَيَّبُهَا فِي بَطُونِهَا أَجْرٌ (حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَانِهَا) وَكَوَرَعَاهَا شَرْفًا أَوْ شَرْقِينَ كُتِبَ لَهُ



بِكُلِّ خَطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرَّجُلُ يَتَّخِذُهَا تَكْرُمًا وَتَجَمُّلاً  
وَلَا يَنْسَى حَقَّ ظَهْرِيهَا وَيَطْوِنُهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَزْرٌ  
فَالَّذِي يَتَّخِذُهَا أَشْرًا وَيَطْرَأُ وَيَذْخَأُ وَرِبَاءٌ لِلنَّاسِ فَذَلِكَ الَّذِي هِيَ عَلَيْهِ وَزْرٌ .

২৭৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ ঘোড়ার কপালে বাঁধা রয়েছে কল্যাণ ও বরকত অথবা তিনি বলেছেনঃ কিয়ামত পর্যন্ত ঘোড়ার কপালে কল্যাণ ও বরকত বাঁধা থাকবে। ঘোড়া তিন ধরনের : একজনের জন্য তা সওয়াব বয়ে আনে, একজনের জন্য তা পর্দাস্বরূপ; আরেক জনের জন্য তা পাপের কারণ হয়। ঘোড়া যার জন্য সওয়াব বয়ে আনে : যে লোক আল্লাহ্র পথে জিহাদ করার জন্য তা পোষে এবং একে সেজন্য প্রস্তুত করে রাখে। সেই ঘোড়ার পেটে যা কিছু যায় তার জন্যও তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। যদি তার ঘোড়া চারণভূমিতে চরায় তবে ঘোড়া যা কিছুই খায় তার বিনিময়ে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। সে যদি ঘোড়াকে বহমান নদীর পানি পান করায় তবে তার পেটে যাওয়া প্রতিটি ফোটা পানির বিনিময়েও তার আমলনামায় একটি করে সওয়াব লেখা হয়। এমনকি তিনি ঘোড়ার পেশাব ও গোবরের বিনিময়েও সওয়াব হওয়ার কথাও উল্লেখ করেন। আর তা যদি একটি বা দু'টি টীলা অতিক্রম কর তবে তার প্রতিটি পদক্ষেপের বিনিময়ে তার আমলনামায় সওয়াব লেখা হয়। আর যে লোক ঘোড়া পোষে সম্মান ও সৌন্দর্যের উপকরণস্বরূপ তা তার জন্য আবরণ। অবশ্য সে তার ঘোড়ার সহজ বা কঠিন কর্তব্য বিস্মৃত হয় না। আর ঘোড়া যার জন্য পাপের কারণঃ যে লোক ঘোড়া পোষে অহংকারবশে ও প্রদর্শনীর উদ্দেশ্যে, তা তার জন্য পাপের কারণ হয়। তার জন্য ঘোড়া শাস্তিস্বরূপ।

২৭৮৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ يَحْيَى  
ابْنَ أَيُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ  
الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ خَيْرُ الْخَيْلِ الْأَدْهَمُ الْأَفْرَحُ الْمُحَجَّلُ الْأَرْتَمُ  
طَلِقُ الْيَدِ الْيَمْنَى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَدْهَمَ فَكُمَيْتٌ عَلَى هَذِهِ الشِّيَةِ .

২৭৮৯। আবু কাতাদা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কালো রং-এর ঘোড়া সর্বোত্তম যার কপাল ও উপরের ওষ্ঠ সাদা। অতঃপর যে ঘোড়ার ডান পা ও কাপাল ব্যতীত অবশিষ্ট পাগুলো সাদা। যদি কালো ঘোড়া না পাওয়া যায় তবে লাল-কালো মিশ্রিত বর্ণের ঘোড়া উত্তম।

২৭৭০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَكْرَهُ الشِّكَالَ مِنَ الْخَيْلِ .

২৭৯০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকাল ঘোড়া (অর্থাৎ তিন পা সাদা এবং এক পা শরীরের রংবিশিষ্ট) অপছন্দ করেছেন।

২৭৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو عَمِيرٍ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ رَوْحِ الدَّارِمِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُقْبَةَ الْقَاضِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ ارْتَبَطَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ عَالَجَ عَافَهُ بِيَدِهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ حَبَّةٍ حَسَنَةٌ .

২৭৯১। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে (জিহাদের উদ্দেশ্যে) একটি ঘোড়া পোষে, অতঃপর সহস্রে একে ঘাস ও শস্যদানা খাওয়ায়, তার আমলনামায় প্রতিটি দানার বিনিময়ে একটি করে সওয়াব লেখা হয়।

### অনুচ্ছেদ : ১৫

## بَابُ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ تَعَالَى

মহান আল্লাহর পথে জিহাদ করা।

২৭৭২ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ أَدَمَ ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا سُلَيْمَانَ ابْنُ مُوسَى ثَنَا مَالِكُ بْنُ يُخَامِرٍ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُوقَ نَاقَةٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ .

২৭৯২। মুআয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : কোন মুসলমান ব্যক্তি মহামহিম আল্লাহর পথে একটি উষ্ট্রী দোহনের সময় পরিমাণ যুদ্ধ করলে তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়।

২৭৭৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا دَيْلَمُ بْنُ غَزْوَانَ ثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَرْتُ حَرَبًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ :

يَا نَفْسُ! أَلَا أَرَاكِ تَكْرَهِينَ الْجَنَّةَ \* أَحْلَفُ بِاللَّهِ لَتَنْزِلَنَّهُ \* طَائِعَةً أَوْ لَتُكْرَهِنَّهُ .

২৭৯৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক যুদ্ধে উপস্থিত ছিলাম। আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রা) বললেন, “হে আত্মা! আমি কি দেখছি না যে, তুমি জান্নাতকে অপছন্দ করছো! আমি আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমাকে অবশ্যই জান্নাতে যেতে হবে আনন্দে হোক বা নিরানন্দে”।

২৭৭৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ ذَكْوَانَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ قَالَ مَنْ أَهْرَقَ دَمَهُ وَعَقَرَ جَوَادَهُ .

২৭৯৪। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! কোন্ জিহাদ উত্তম? তিনি বলেন : যে যুদ্ধে মুজাহিদের রক্ত প্রবাহিত হয় এবং তার ঘোড়াও আহত হয়।

২৭৭৫- حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ أَدَمَ وَأَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَا ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا مِنْ مَجْرُوحٍ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُجْرَحُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَجْرَحُهُ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ جُرْحِ اللَّوْنِ لَوْنُ دَمٍ وَالرِّيْحُ رِيْحُ مَسْكٍ .

২৮৯৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আল্লাহর পথে আহত ব্যক্তি, আল্লাহই ভালো জানেন কে তাঁর পথে আহত হয়, কিয়ামতের দিন এমন অবস্থায় উঠবে যে, তার ক্ষতস্থান আহত হওয়ার দিনের মত দগদগে তাজা থাকবে, তার রং হবে রক্তিম বর্ণ এবং তার ঘ্রাণ হবে কস্তুরীর মত সুগন্ধে ভরপুর।

২৭৭৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

عَلَى الْأَحْزَابِ فَقَالَ اللَّهُمُّ مُنَزَّلَ الْكِتَابِ سَرِيعَ الْحِسَابِ أَهْزِمِ الْأَحْزَابَ اللَّهُمُّ  
أَهْزِمْهُمْ وَزَلْزِلْهُمْ .

২৭৯৬। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বাহিনীসমূহকে বদদোয়া করে বলেন : “হে কিতাব নাখিলকারী, দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী আল্লাহ! আপনি বাহিনীসমূহকে পরাস্ত করুন। হে আল্লাহ! আপনি তাদের পরাস্ত করুন এবং তাদের ভীত-কম্পিত করুন”।

۲۷۹۷- حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَىٰ وَآحْمَدُ بْنُ عَيْسَى الْمِصْرِيُّانِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ  
ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أَمَامَةَ بْنَ  
سَهْلٍ بْنَ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ  
بِصِدْقٍ مِنْ قَلْبِهِ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَىٰ فِرَاشِهِ .

২৭৯৭। সাহল ইবনে হুнайফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি সর্বাস্তকরণে সত্যিকারভাবে আল্লাহর নিকট শাহাদাত কামনা করবে, আল্লাহ তাকে শহীদদের মর্যাদা দান করবেন, যদিও সে তার বিছানায় মারা যায়।

অনুচ্ছেদ : ১৬

## بَابُ فَضْلِ الشَّهَادَةِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর পথে শহীদ হওয়ার ফযীলাত।

۲۷۹۸- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ  
هَلَالِ ابْنِ أَبِي زَيْنَبٍ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ ذَكَرَ  
الشُّهَدَاءُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ لَا تَجِفُّ الْأَرْضُ مِنْ دَمِ الشَّهِيدِ حَتَّىٰ تَبْتَدِرَهُ  
زَوْجَتَاهُ كَأَنَّهُمَا ظَهْرَانِ أَضَلَّتَا فَصَلِبَيْهِمَا فِي بَرَّاحٍ مِنَ الْأَرْضِ وَقِي يَدِ كُلِّ  
وَاحِدَةٍ مِّنْهُمَا حُلَّةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

২৭৯৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শহীদদের বিষয় উল্লেখ করা হলে তিনি বলেন : শহীদদের রক্ত মাটিতে শুকিয়ে যাবার

আগেই তার দু'জন স্ত্রী (জান্নাতের হূর) এসে তাকে এমনভাবে তুলে নেয়, যেন তারা স্তন্যদানকারিনী, যারা তাদের দুঃখপোষ্য সন্তানকে জঙ্গলে হারিয়ে ফেলেছে। তাদের দু'জনের প্রত্যেকের হাতে থাকবে একটি করে চাদর যা দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছুর চেয়ে উত্তম।

২৭৯৯- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ حَدَّثَنِي بَحِيرُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ عَنْ الْمُقَدِّمِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلشَّهِيدِ عِنْدَ اللَّهِ سِتُّ خِصَالٍ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيُرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيَجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَرْعِ الْأَكْبَرِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الْإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَانًا مِنْ أَقَارِبِهِ .

২৭৯৯। মিকদাম ইবনে মাদীকারিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শহীদের জন্য আদ্বাহুর নিকট ছয়টি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। : (১) তার দেহের রক্তের প্রথম ফোটাটি বের হতেই তিনি তাকে ক্ষমা করেন এবং জান্নাতে তার ঠিকানা তাকে দেখানো হয়, (২) কবরের আযাব থেকে তাকে রক্ষা করা হয়, (৩) (কিয়ামতের) ভয়ংকর আস থেকে সে নিরাপদ থাকবে; (৪) তাকে ইমামের চাদর পরানো হবে; (৫) আয়তলোচনা ছরের সাথে তার বিবাহ দেয়া হবে এবং (৬) তার নিকট আত্মীয়দের মধ্য থেকে সত্তরজনের পক্ষে তাকে শাফাআত করার অনুমতি দেয়া হবে।

২৮০০- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا مُوسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحِزَامِيُّ الْأَنْصَارِيُّ سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا قُتِلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَرَامٍ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَا جَابِرُ أَلَا أَخْبِرُكَ مَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبِيكَ قُلْتُ بَلَى قَالَ مَا كَلَّمَ اللَّهُ أَحَدًا إِلَّا مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ وَكَلَّمَ أَبَاكَ كِفَاحًا فَقَالَ يَا عَبْدِي تَمَنَّ عَلَى أُعْطِكَ قَالَ يَا رَبِّ تُحْيِينِي فَأَقْتُلْ فِيكَ ثَانِيَةً قَالَ إِنَّهُ سَبَقَ مِنِّي (أَنْتُمْ إِلَيْهَا لَا يَرْجِعُونَ) قَالَ يَا رَبِّ فَأَبْلِغْ مَنْ وَرَائِي فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ هَذِهِ الْآيَةَ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا الْآيَةَ كُلَّهَا) .

২৮০০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উহদের যুদ্ধের দিন আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে হারাম (রা) শহীদ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে জাবির! মহামহিম আল্লাহ তোমার পিতাকে যা বলেছেন তা কি আমি তোমাকে অবহিত করবো না? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেনঃ আল্লাহ তাআলা যার সাথেই কথা বলেছেন, পর্দার অন্তরাল থেকে বলেছেন, কিন্তু তোমার পিতার সাথে সামনা সামনি কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, হে আমার বান্দা! তুমি আকাঙ্ক্ষা করো, আমি তোমাকে দিবো। সে বললো, হে প্রভু! আমাকে জীবিত করুন আমি পুনরায় আপনার রাস্তায় শহীদ হবো। তিনি বলেন, আমার পক্ষ থেকে পূর্বেই এটা সাব্যস্ত হয়ে গেছে যে, এখানে আসার পর তারা আর প্রত্যাবর্তন করবে না। সে বললো, প্রভু! আমার পক্ষ থেকে আমার পশ্চাতের (পৃথিবীর) লোকদের সুসংবাদ পৌছে দিন। তখন মহান আল্লাহ এ আয়াত নাখিল করেন (অনুবাদ) : “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনও মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত...” (সূরা আল ইমরান : ১৬৯-১৭১)।

২৮০১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত :  
 ২৮.১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ فِي قَوْلِهِ (وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أحيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ) قَالَ أَمَا أَنَا سَأَلْنَا عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرْوَاهُمْ كَطَيْرٍ خُضِرٍ تَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيَّهَا شَاءَتْ ثُمَّ تَأْوِي إِلَى قَنَادِيلَ مُعَلَّقَةٍ بِالْعَرْشِ فَيَبْتِمَاهُمْ كَذَلِكَ إِذَا اطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ إِطْلَاعَةً فَيَقُولُ سَلُونِي مَا شِئْتُمْ قَالُوا رَبَّنَا وَمَاذَا نَسَأَلُكَ وَتَحْنُ نَسْرُحُ فِي الْجَنَّةِ فِي أَيَّهَا شِئْنَا فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَا يُتْرَكُونَ مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا نَسَأَلُكَ أَنْ تَرُدُّ أَرْوَاهَنَا فِي أَجْسَادِنَا إِلَى الدُّنْيَا حَتَّى نُقْتَلَ فِي سَبِيلِكَ فَلَمَّا رَأَى أَنَّهُمْ لَا يَسْأَلُونَ إِلَّا ذَلِكَ تَرَكُوا .

২৮০১। আবদুল্লাহ (রা) থেকে আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণী সম্পর্কে বর্ণিত :  
 “যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে তোমরা কখনো মৃত মনে করো না, বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা রিযিকপ্রাপ্ত” (সূরা আল ইমরান : ১৬৯)। তিনি বলেন, আমরা উক্ত আয়াতের তাৎপর্য জিজ্ঞেস করলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শহীদগণের রুহ সবুজ পাখির ন্যায় স্বাধীনভাবে জান্নাতে যত্রতত্র উড়ে বেড়ায় এবং আরশের সাথে ঝুলন্ত ফানুসের মধ্যে বিশ্রাম গ্রহণ করে। একদা তাদের রুহসমূহ ঐ অবস্থায় থাকাকালে তোমার প্রতিপালক তাদের নিকট

উদ্ভাসিত হয়ে বলেন, তোমরা যা ইচ্ছা আমার নিকট চাও। তারা বললো, আমাদের প্রতিপালক! আমরা আপনার নিকট আর কি চাবো! আমরা তো স্বাধীনভাবে জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা ঘুরে বেড়াই। তারা যখন দেখলো যে, কিছু না চাওয়া পর্যন্ত তাদেরকে ছাড়া হচ্ছে না, তখন তারা বললো, আমরা আপনার নিকট চাই যে, আপনি আমাদের দেহে আমাদের রুহ ক্ষেত্র দিয়ে আমাদেরকে দুনিয়ায় পাঠাবেন, যাতে আমরা আপনার রাস্তায় জিহাদ করতে পারি। আব্বাহ যখন দেখলেন যে, তারা কেবল এটাই চাচ্ছে, তখন তাদেরকে (স্ব অবস্থায়) ত্যাগ করা হলো।

২৮.২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورَقِيُّ وَبِشْرُ بْنُ أَدَمَ قَالُوا  
ثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي  
صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا يَجِدُ الشَّهِيدُ مِنَ الْقَتْلِ إِلَّا  
كَمَا يَجِدُ أَحَدُكُمْ مِنَ الْقِرْصَةِ .

২৮০২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শহীদ ব্যক্তি নিহত হওয়ার সময় কোন কষ্টই অনুভব করে না; শুধু এতটুকু যে, তোমাদের কাউকে পিঁপড়ায় দংশন করলে সে যতটুকু ব্যথা অনুভব করে।

অনুচ্ছেদ : ১৭

## بَابُ مَا يُرْجَى فِيهِ الشَّهَادَةُ

যার জন্য শহীদের মর্যাদা আশা করা যায় (শহীদের শ্রেণীবিভাগ)।

২৮.৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي الْعُمَيْسِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ  
ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ مَرَضَ فَاتَاهُ النَّبِيُّ ﷺ  
يَعُوذُهُ فَقَالَ قَائِلٌ مِنْ أَهْلِهِ إِنْ كُنَّا لَنَرْجُو أَنْ تَكُونَ وَقَاتُهُ قَتْلَ شَهَادَةٍ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنْ شُهِدَاءُ أُمَّتِي إِذَا لَقِلِيلَ الْقَتْلِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
شَهَادَةٌ وَالْمَطْعُونُ شَهَادَةٌ وَالْمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجَمْعِ شَهَادَةٍ (يَعْنِي الْحَامِلَ) وَالغَرِقُ  
وَالْحَرِقُ وَالْمَجْتُوبُ (يَعْنِي ذَاتَ الْجَنْبِ) شَهَادَةٌ .

২৮০৩। জাবির ইবনে আতীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি অসুস্থ হয়ে পড়লে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে দেখতে আসেন। জাবির (রা)-এর পরিবারের কেউ

বললো, আমরা আশা করতাম যে, সে আত্মাহুঁর রাস্তায় শহীদ হয়ে মৃত্যুবরণ করবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলে আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা তো খুব কম হয়ে যাবে। আত্মাহুঁর পথে নিহত হলে শহীদ, মহামারীতে নিহত হলে শহীদ, যে মহিলা গর্ভাবস্থায় মারা যায় সে শহীদ এবং পানিতে ডুবে, আঁতনে পুড়ে ও ক্ষয়রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ।

২৮.৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ مَا تَقُولُونَ فِي الشَّهِيدِ فَبِكُمْ قَالُوا الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ إِنْ شُهِدَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيلَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَالْمَبْطُونُ شَهِيدٌ وَالْمَطْعُونُ شَهِيدٌ . قَالَ سُهَيْلٌ وَأَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْفَرَقُ شَهِيدٌ .

২৮০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে কাাদের তোমরা শহীদ মনে করো? সাহাবীগণ বলেন, আত্মাহুঁর পথে যারা নিহত হয়। তিনি বলেন : তাহলে তো আমার উম্মাতের শহীদের সংখ্যা কম হবে। যে ব্যক্তি আত্মাহুঁর পথে নিহত হয় সে শহীদ, যে ব্যক্তি আত্মাহুঁর রাস্তায় মারা যায় সে শহীদ, যে ব্যক্তি পেটের পীড়ায় মারা যায় সে শহীদ এবং যে ব্যক্তি মহামারীতে মারা যায় সেও শহীদ। সুহাইল (র) বলেন, উবায়দুল্লাহ ইবনে মিকসাম (র) আবু সালিহ (র)-এর সূত্রে আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি তার রিওয়াযাতে আরো উল্লেখ করেছেন : পানিতে ডুবে মরা ব্যক্তিও শহীদ।

অনুচ্ছেদ : ১৮

بَابُ السِّلَاحِ

সমরাস্ত্র।

২৮.৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي الزُّهْرِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَعَلَى رَأْسِهِ الْمَغْفَرُ .



২৮০৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন শিরক্বাণ পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

২৮.৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَوَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَصِيفَةَ عَنْ السَّائِبِ ابْنِ يَزِيدَ أَنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمَ أُحُدٍ أَخَذَ دَرْعَيْنِ كَأَنَّهُ ظَاهَرَ بَيْنَهُمَا .

২৮০৬। সাইব ইবনে ইয়াযীদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন দুইটি লৌহবর্ম একটির উপর অপরটি পরিধান করেন।

২৮.৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى أَبِي أَمَامَةَ فَرَأَى فِي سِيوفِنَا شَيْئًا مِنْ حَلِيَةِ فَضَّةٍ فَغَضِبَ وَقَالَ لَقَدْ فَتَحَ الْفَتْوحَ قَوْمٌ مَا كَانَ حَلِيَةً سِيوفِهِمْ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَكِنَّ الْإِنُّكَ وَالْحَدِيدُ وَالْعَلَابِيُّ . قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الْقَطَّانُ الْعَلَابِيُّ الْعَصَبُ .

২৮০৭। সুলায়মান ইবনে হাবীব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আবু উমামা (রা)-র নিকট প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের তরবারিতে রূপার অলঙ্করণ দেখতে পেয়ে অসন্তুষ্ট হন এবং বলেন, (আগেকার) লোকেরা বহু বিজয় অর্জন করেছিলো। কিন্তু তাদের তরবারি সোনা বা রূপা দ্বারা অলঙ্কৃত ছিলো না, বরং শিশা, লোহা বা উটের রগ দ্বারা অলঙ্কৃত ছিল। আবুল হাসান আল-কাত্তান (র) বলেন, হাদীসে উল্লিখিত শব্দ “আলাবী”-এর অর্থ ‘রগ’।

২৮.৮ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا ابْنُ الصَّلْتِ عَنْ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ تَنَفَّلَ سَيْفَهُ ذَا الْفَقَّارِ يَوْمَ بَدْرٍ .

২৮০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ‘যুল-ফাকার’ নামক তরবারি বদরের যুদ্ধের দিন গনীমতস্বরূপ গ্রহণ করেন।

২৮.৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمْرَةَ أَنْبَأَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ كَانَ الْمُغِيرَةُ بْنُ

شُعْبَةَ إِذَا غَزَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ حَمَلَ مَعَهُ رُمْحًا فَإِذَا رَجَعَ طَرَحَ رُمْحَهُ حَتَّى يُحْمَلَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ لَا ذُكْرُنُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَا تَفْعَلْ فَإِنَّكَ إِنِ فَعَلْتَ لَمْ تَرْقَعْ ضَالَةً .

২৮০৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মুগীরা ইবনে শোবা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে জিহাদ করতে গেলে সাথে একটি বর্শা নিশ্চেন। ফিরে এসে তিনি বর্শাটি ফেলে দিচ্ছেন। শেষে কেউ জা তুলে এনে তাকে দিতে। আলী (রা) তাকে বলেন, আমি অবশ্যই এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ এটা করো না। কেননা তুমি যদি এরূপ করো তবে কেউ আর কোন পড়ে থাকা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে ফেরত দিবে না।

٢٨١- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ أَنبَأَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَشْرِ عَنْ أَبِي رَاشِدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ كَانَتْ بِيَدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَوْسٌ عَرَبِيَّةٌ فَرَأَى رَجُلًا بِيَدِهِ قَوْسٌ فَارْسِيَّةٌ فَقَالَ مَا هَذِهِ الْقَهَا وَعَلَيْكُمْ بِهِذِهِ وَأَشْبَاهُهَا وَرِمَاحِ الْقَنَا فَإِنَّهُمَا يَزِيدُ اللَّهُ لَكُمْ بِهِمَا فِي الدِّينِ وَيُمْكِّنُ لَكُمْ فِي الْبِلَادِ .

২৮১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে একটি আরবীয় ধনুক ছিলো। তিনি এক ব্যক্তির হাতে একটি পারসিক ধনুক দেখে বলেন : এটা কি? এটা ফেলে দাও। তোমরা এটার অনুরূপ ধনুক রাখো এবং বর্শাও রাখো। কেননা আল্লাহ তাআলা এই ধনুক ও বর্শা দ্বারা তোমাদের দীনের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের দ্বারা বিভিন্ন দেশ জয় করাবেন।

অনুচ্ছেদ : ১৯

بَابُ الرَّمْيِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

আল্লাহর রাস্তায় তীরন্দাজী।

٢٨١١- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنبَأَنَا هِشَامُ الدُّسْتَوَائِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَزْرَقِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ

عَامِرِ الْجُهَنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ لَيُدْخِلُ بِالسَّهْمِ الْوَاحِدِ الثَّلَاثَةَ الْجَنَّةَ صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِي صَنْعَتِهِ الْخَيْرَ وَالرَّامِيَ بِهِ وَالْمُضِدَّ بِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ارْمُوا وَارْكَبُوا وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ تَرْكَبُوا وَكُلُّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْءُ الْمُسْلِمُ بَاطِلٌ إِلَّا رَمِيَهُ بِقَوْسِهِ وَتَادِيْبَهُ فَرَسَهُ وَمَلَأَعْبَتَهُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ .

২৮১১। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নিশ্চয় আল্লাহ একটি তীরের উপলক্ষে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন : (১) তীর নির্মাতা যে তা নির্মাণকালে কল্যাণের আশা করে, (২) (জিহাদে) এই তীর নিক্ষেপকারী এবং (৩) যে তা নিক্ষেপে সাহায্য করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেনঃ তোমরা তীরন্দাজী করো এবং ঘোড়দৌড় শিক্ষা করো। তবে তোমাদের ঘোড়দৌড় শেখার তুলনায় তীরন্দাজী শিক্ষা করা আমার কাছে অধিক প্রিয়। মুসলিম ব্যক্তির সকল ক্রীড়া-কৌতুকই বৃথা। তবে তার ধনুক দ্বারা তীর নিক্ষেপ, তার ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দান এবং তার জীর সাথে তার ক্রীড়া-কৌতুক বৃথা নয়। কারণ এগুলো উপকারী ও বিধিসম্মত।

২৮১২ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرُو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ رَمَى الْعَدُوَّ بِسَهْمٍ فَبَلَغَ سَهْمُهُ الْعَدُوَّ أَصَابَ أَوْ أَخْطَأَ فَيَعْدِلُ رَقَبَةً .

২৮১২। আমর ইবনে আবাসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি শত্রুবাহিনীর প্রতি একটি তীর নিক্ষেপ করলো, অতঃপর তা শত্রুবাহিনী পর্যন্ত গিয়ে পৌছে লক্ষ্যে আঘাত হানুক বা লক্ষ্যভ্রষ্ট হোক, তা একটি গোলাম আযাদ করার সমান।

২৮১৩ - حَدَّثَنَا يُوْنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ عُنُقَبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقْرَأُ عَلَى الْمَنْبَرِ وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ إِلَّا وَإِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمَى ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

২৮১৩। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিশ্বারের উপর দাঁড়িয়ে তিলাওয়াত করতে শুনেছি (অনুবাদ) : “তোমরা দূশমনের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় করো” (সূরা আনফাল : ৬০)। জেনে রেখো! এই শক্তি হলো তীরন্দাজী। কথাটি তিনি তিনবার বলেন।

২৮১৪ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحَى الْمِصْرِيُّ أَنبَانَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنْ عَثْمَانَ بْنِ نَعِيمِ الرُّعَيْنِيِّ عَنِ الْمُغْبِرَةِ بْنِ نَهَيْكٍ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ تَعَلَّمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَقَدْ عَصَانِي .

২৮১৪। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি তীরন্দাজী শিক্ষা করার পর তা ত্যাগ করলো সে আমার নাফরমানী করলো।

২৮১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا سُفْيَانُ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زِيَادِ ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِنَفَرٍ يَرْمُونَ فَقَالَ رَمِيًا بَنِي إِسْمَاعِيلَ فَإِنْ أَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا .

২৮১৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল লোকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন, যারা তীরন্দাজী করছিল। তিনি বলেনঃ হে ইসমাইলের বংশধর! তোমরা তীরন্দাজী করো। কেননা তোমাদের পিতা ছিলেন তীরন্দাজ।

অনুচ্ছেদ : ২০

## بَابُ الرُّيَاتِ وَالْأَلْوِيَةِ

বড় পতাকা ও ক্ষুদ্র পতাকা।

২৮১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الْحَارِثِ ابْنِ حَسَّانٍ قَالَ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَرَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ

وَبِلَالٍ قَائِمٍ بَيْنَ يَدَيْهِ مُتَقَلِّدٌ سَيْفًا وَإِذَا رَأَيْتُ سَوْدَاءَ فَقُلْتُ مَنْ هَذَا قَالُوا عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ قَدِمَ مِنْ غَزَاةٍ .

২৮১৬। হারিস ইবনে হাসসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মদীনায পৌছে দেখলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিস্বারের উপর দাঁড়িয়ে আছেন এবং বিলাল (রা) তার গলায় তরবারি ঝুলিয়ে তাঁর সামনে দণ্ডায়মান। আরও ছিল একটি কালো পতাকা। আমি বললাম, এই লোক কে? লোকেরা বললো, আমার ইবনুল আস (রা)। তিনি একটি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসেছেন।

۲۸۱۷- حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ وَعَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ ثَنَا شَرِيكٌ عَنْ عَمَارِ الدُّهْنِيِّ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضٌ .

২৮১৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন মক্কায প্রবেশ করেন এবং তাঁর পতাকাটি ছিল সাদা রং-এর।

۲۸۱۸- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْوَأَسِطِيُّ النَّاقِدُ ثَنَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ حَيَّانٍ سَمِعْتُ أَبَا مِجَلَزٍ يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَأْيَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانَتْ سَوْدَاءَ وَلِوَاؤُهُ أَبْيَضٌ .

২৮১৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বড় পতাকাটি ছিল কালো রং-এর এবং ক্ষুদ্র পতাকাটি ছিল সাদা রং-এর।

### অনুচ্ছেদ ৪ ২১

## بَابُ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالِدِيْبَاجِ فِي الْحَرْبِ

যুদ্ধক্ষেত্রে রেশমী বস্ত্র পরিধান।

۲۸۱۹- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ مَوْلَى أَسْمَاءَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهَا أَخْرَجَتْ جُبَّةً مُزْرَرَةً بِالِدِيْبَاجِ فَقَالَتْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَلْبَسُ هَذِهِ إِذَا لَقِيَ الْعَدُوَّ .

২৮১৯। আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি সোনার বোতামযুক্ত জামা বের করে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রুবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার সময় এটি পরিধান করতেন।

২৮২০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْحَرِيرِ وَالذَّبْيَاجِ إِلَّا مَا كَانَ هَكَذَا ثُمَّ أَشَارَ بِإصْبَعِهِ ثُمَّ الثَّانِيَةَ ثُمَّ الثَّالِثَةَ ثُمَّ الرَّابِعَةَ وَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْهَانَا عَنْهُ .

২৮২০। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রেশমী পোশাক পরিধান করতে নিষেধ করতেন, কিন্তু এতটুকু পরিমাণ হলে (দোষ নেই)। অতঃপর তার আংগুল দিয়ে ইশারা করলেন, তারপর দ্বিতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর তৃতীয় আংগুল দিয়ে, তারপর চতুর্থ আংগুল দিয়ে, অতঃপর বলেন : রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের তা পরিধান করতে নিষেধ করতেন।

### অনুচ্ছেদ : ২২

## بَابُ لُبْسِ الْعَمَامَةِ فِي الْحَرْبِ

যুদ্ধের ময়দানে পাগড়ি পরিধান।

২৮২১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُسَاوِرٍ حَدَّثَنِي جَعْفَرُ ابْنُ عَمْرٍو ابْنِ حُرَيْثٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَاتِي أَنْظِرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ قَدْ أَرَخَى طَرْفَيْهَا بَيْنَ كَتِفَيْهِ .

২৮২১। আমর ইবনে হুরাইস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন এখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি এবং তিনি তাঁর পাগড়ির উভয় প্রান্ত তাঁর দুই কাঁধের উপর ঝুলিয়ে দিয়েছিলেন।

২৮২২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ .

২৮২২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথায় কালো পাগড়ি পরিহিত অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন।

অনুচ্ছেদ : ২৩

بَابُ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِي الْغَزْوِ

যুদ্ধ ক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করা।

২৮২৩ - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ ثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ خَالِدِ بْنِ حَيَّانَ الرُّقِيِّ أَنبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ عُرْوَةَ الْبَارِقِيُّ ثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ رَأَيْتُ رَجُلًا يَسْأَلُ أَبِي عَنِ الرَّجُلِ يَغْزُو فَيَشْتَرِي وَيَبِيعُ وَيَتَّجِرُ فِي غَزْوَتِهِ فَقَالَ لَهُ أَبِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَتَبُوكَ نَشْتَرِي وَتَبِيعُ وَهُوَ يَرَاكُنَا وَلَا يَنْهَانَا .

২৮২৩। খারিজা ইবনে য়ায়েদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দেখলাম এক ব্যক্তি আমার পিতার নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছেন, যে যুদ্ধে যোগদান করে যুদ্ধক্ষেত্রে ক্রয়-বিক্রয় করছে। আমার পিতা তাকে বলেন : আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তাবুকে অবস্থানকালে ক্রয়-বিক্রয় করতাম। তিনি আমাদের দেখতেন কিন্তু নিষেধ করতেন না।

অনুচ্ছেদ : ২৪

بَابُ تَشْيِيعِ الْغَزَاةِ وَوَدَاعِهِمْ

মুজাহিদ বাহিনীকে এগিয়ে দেওয়া এবং তাদের বিদায় জানানো।

২৮২৪ - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ زَبَانَ بْنِ فَائِدٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ لَأَنْ أَشْبِعَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَكَفُّهُ عَلَى رَحْلِهِ غَدْوَةً أَوْ رَوْحَةً أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا .

২৮২৪। মুআয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আত্মাহুঁ পথের মুজাহিদকে বিদায় জানানো, অতঃপর তাকে সকালে

বা সন্ধ্যায় তার সওয়ারীতে তুলে দেয়া আমার নিকট দুনিয়া ও তার মধ্যকার সব কিছু থেকে অধিক পছন্দনীয়।

২৪২৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا ابْنُ لَهْبَعَةَ عَنِ الْحَسَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ وَدَّعِنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ اسْتَوْدِعْكَ اللَّهُ الَّذِي لَا تَضِيعُ وَدَائِعُهُ .

২৪২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বিদায় দিয়ে বলেন : আমি তোমাকে আল্লাহর আমানতে সোপর্দ করলাম, যার নিকট সোপর্দকৃত জিনিস ধ্বংস হয় না।

২৪২৬- حَدَّثَنَا عَبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ ثَنَا ابْنُ مُحَيْصِنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا اشْتَخَصَ السَّرَايَا يَقُولُ لِلشَّاخِصِ اسْتَوْدِعْ اللَّهُ دِينَكَ وَأَمَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ .

২৪২৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন সামরিক বাহিনীকে বিদায় দিয়ে বলতেন : আমি তোমার দীন, তোমার বিশ্বস্ততা ও তোমার সর্বশেষ আমল আল্লাহর নিকট সোপর্দ করলাম।

### অনুচ্ছেদ ৪ ২৫

## بَابُ السَّرَايَا

সারিয়া (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান)।

২৪২৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّنْعَانِيُّ ثَنَا أَبُو سَلَمَةَ الْعَامِلِيُّ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِأَكْثَمِ بْنِ الْجَسُونِ الْخَزَاعِيِّ يَا أَكْثَمُ اغْزِ مَعَ غَيْرِ قَوْمِكَ يَحْسُنْ خُلُقُكَ وَتَكْرُمُ عَلَي رُفَقَائِكَ يَا أَكْثَمُ خَيْرُ الرُّفَقَاءِ أَرْبَعَةٌ وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعٌ مِائَةٌ وَخَيْرُ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةٌ أَلْفٌ وَكَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا مِنْ قَلَةٍ .



২৮২৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আকসাম ইবনে জাওন আল-খুযাই (রা)-কে বলেনঃ হে আকসাম! তুমি তোমার সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য সম্প্রদায়ের সাথে একত্রে জিহাদ করো, তাহলে তোমার চরিত্র সুন্দর হবে। তোমার সঙ্গীদের সাথে উত্তম ব্যবহার করো (বা সঙ্গীদের সম্মান করো)। উত্তম সঙ্গী চারজন এবং উত্তম সারিয়া (ক্ষুদ্র যুদ্ধাভিযান) হলো চারটি, যার সৈন্যসংখ্যা চার শত। চার হাজার সৈন্য সম্বলিত সেনাদল হলো উত্তম। আর ১২ হাজার সদস্যবিশিষ্ট সেনাদল সংখ্যা স্বল্পতার দরুন কখনো পরাজিত হবে না।

২৮২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو عَامِرٍ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ ابْنِ عَازِبٍ قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَانُوا يَوْمَ بَدْرٍ ثَلَاثَ مِائَةٍ وَبِضْعَةَ عَشَرَ عَلَى عِدَّةِ أَصْحَابِ طَالُوتَ مَنْ جَازَ مَعَهُ النَّهْرَ وَمَا جَازَ مَعَهُ إِلَّا مُؤْمِنٌ .

২৮২৮। বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আলোচনা করতাম যে, বদরের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীর সংখ্যা ছিল তিন শত দশের কিছু বেশী। এই সংখ্যা ছিল তালুতের সাথে নদী অতিক্রমকারী সেনাদলের সমান। তালুতের সাথে মুমিন ব্যক্তিগণই নদী পার হয়েছিলেন।

২৮২৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ أَخْبَرَنِي يَزِيدُ ابْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ لَهَيْعَةَ بْنِ عُقْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ صَاحِبَ النَّبِيِّ ﷺ يَقُولُ إِيَّاكُمْ وَالسَّرِيَّةَ الَّتِي أَنْ لَقِيتَ فَرْتُ وَإِنْ غَنِمْتَ غَلْتُ .

২৮২৯। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবুল ওয়ারদ (রা) বলেন, তোমরা সেই সেনাদল পরিহার করো, যারা শত্রুর মোকাবিলায় অবতীর্ণ হলে পলায়ন করে এবং গনীমাত পেলে তাতে প্রতারণা করে।

### অনুচ্ছেদ ৪ ২৬

## بَابُ الْأَكْلِ فِي قُدُورِ الْمُشْرِكِينَ

মুশরিকদের পাতে আহার করা।

২৮৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ هَلْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ

عَنْ طَعَامِ النَّصَارَى فَقَالَ لَا يَخْتَلِجُنْ فِي صَدْرِكَ طَعَامٌ ضَارَعَتْ فِيهِ نَصْرَانِيَّةٌ .

২৮৩০। কাবীসা ইবনে ছলব (রা) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নাসারাদের (খৃষ্টানদের) খাদ্যদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তোমার অন্তরে যেন কোন খাদ্য সন্দেহ সৃষ্টি না করে, তাহলে তুমিও এ ক্ষেত্রে নাসারাদের অনুরূপ হয়ে যাবে।

২৮৩১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي أَبُو فَرَوَةَ يَزِيدُ بْنُ سِنَانَ حَدَّثَنِي عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّخْمِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ قَالَ وَلَقِيَهُ وَكَلَّمَهُ قَالَ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَسَأَلْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قُدُورُ الْمُشْرِكِينَ نَطْبُخُ فِيهَا قَالَ لَا تَطْبُخُوا فِيهَا قُلْتُ فَإِنْ احْتَجْنَا إِلَيْهَا فَلَمْ نَجِدْ مِنْهَا بَدَأُ قَالَ فَارْحَضُوهَا رَحَضًا حَسَنًا ثُمَّ اطْبُخُوا وَكَلُوا .

২৮৩১। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্দালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! মুশকিরদের হাঁড়ি-পাতিলে কি আমরা রান্না করবো? তিনি বলেন : তোমরা তাতে রান্না করো না। আমি বললাম, আমরা যদি এর মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ি এবং সেগুলো ছাড়া যদি আমরা পাত্র না পাই? তিনি বলেন : তাহলে তোমরা তা উত্তমরূপে ধুয়ে নাও, অতঃপর তাতে রান্না করো এবং আহার করো।

অনুচ্ছেদ : ২৭

بَابُ الْأِسْتِعَانَةِ بِالْمُشْرِكِينَ

মুশরিকদের সাহায্য চাওয়া।

২৮৩২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ دِينَارٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّا لَا نَسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ . قَالَ عَلِيُّ فِي حَدِيثِهِ عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ يَزِيدَ أَوْ زَيْدٍ .

২৮৩২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : নিশ্চয় আমরা কোন মুশরিকের সাহায্য চাই না। আলী (র) তার রিওয়াম্বাতে উল্লেখ করেছেন যে, রাবীর নাম আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ অথবা য়ায়েদ।

### অনুচ্ছেদ : ২৮

## بَابُ الْخَدِيعَةِ فِي الْحَرْبِ

যুদ্ধে কৌশল অবলম্বন।

২৮৩৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ (خُدْعَةٌ خُدْعَةٌ خُدْعَةٌ) .

২৮৩৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যুদ্ধ হলো কৌশল।

২৮৩৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ مَطْرِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْحَرْبُ خُدْعَةٌ .

২৮৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যুদ্ধ হলো কৌশল।

### অনুচ্ছেদ : ২৯

## بَابُ الْمُبَارَزَةِ وَالسَّلْبِ

মল্লযুদ্ধ ও নিহত শত্রুর মাল।

২৮৩৫ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ وَحَفْصُ بْنُ عَمْرٍو قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَنْبَاءًا وَكَيْعٌ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي هَاشِمِ الرُّمَانِيِّ (قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ هُوَ يَحْيَى بْنُ الْأَسْوَدِ) عَنْ أَبِي مِجَلَزٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ يَقْسِمُ لَنَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ فِي هَؤُلَاءِ الرَّهْطِ السِّتَةِ يَوْمَ بَدْرٍ (هَذَا خَصْمَانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) فِي

حَمْرَةَ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِّبِ وَعَلَى بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبِيدَةَ بْنِ الْحَارِثِ وَعُتْبَةَ بْنَ رَيْبَعَةَ وَشَيْبَةَ بْنَ رَيْبَعَةَ وَالْوَلِيدَ بْنَ عْتَبَةَ اخْتَصَمُوا فِي الْحُجَجِ يَوْمَ بَدْرٍ .

২৮৩৫। কায়েস ইবনে আব্বাদ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু যার (রা)-কে শপথ করে বলতে শুনেছি : “এরা দু’টি বিবদমান পক্ষ, তারা তাদের প্রতিপালক সম্পর্কে বিবাদে লিপ্ত....” (সূরা হজ্জ : ১৯) শীর্ষক আয়াত নাখিল হয় বদর যুদ্ধের দিন ছয় ব্যক্তি সম্পর্কেঃ (মুসলমানদের) হামযা ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা), আলী ইবনে আবু তালিব (রা) ও উবায়দা ইবনুল হারিছ (রা) এবং (কাফেরদের) উতবা ইবনে রবীআ, শায়বা ইবনে রবীআ ও ওয়ালাদ ইবনে উতবা সম্পর্কে। বদরের দিন তারা পরস্পর মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল।<sup>৫</sup>

۲۸۳۶- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا أَبُو الْعُمَيْسِ وَعِكْرِمَةُ بْنُ عَمَارٍ عَنْ إِبَاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَارَزْتُ رَجُلًا فَقَتَلْتُهُ فَفَلَنْتَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ سَلَبَهُ .

২৮৩৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এক ব্যক্তির সাথে মল্লযুদ্ধে লিপ্ত হয়ে তাকে হত্যা করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র আমাকে দিলেন।

۲۸۳۷- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ اثْبَانًا سَفِيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ كَثِيرٍ بْنِ أَفْلَحَ عَنْ أَبِي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَفَلَهُ سَلَبَ قَتِيلٍ قَتَلَهُ يَوْمَ حُنَيْنٍ .

২৮৩৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। হুনায়নের যুদ্ধের দিন তিনি যাকে হত্যা করেছিলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার মালপত্র তাকে দিলেন।

۲۸۳۸- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا أَبُو مَالِكٍ الْأَشْجَعِيُّ عَنْ نُعَيْمِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ ابْنِ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ قَتَلَ فَلَهُ السَّلْبُ .

৫. সম্ভবত হাদীসে উক্ত আয়াতের বরাতে ভুল আছে। কারণ “ইন্নালাহা ইয়াফআলু মা ইউরীদ” হলো সূরা হজ্জের ১৪ নম্বর আয়াত। কিন্তু হাদীসে ১৯ নম্বর আয়াত থেকে শুরু হয়েছে। সহীহ বুখারীর বর্ণনাটিই (তাকসীর সূরা হজ্জ) সঠিক মনে হয়। তাতে ১৪ নম্বর আয়াতের উল্লেখ নাই (অনুবাদক)।

২৮৩৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ (যুদ্ধের ময়দানে) যে যাকে হত্যা করে তার মালপত্র হত্যাকারীর প্রাপ্য।

### অনুচ্ছেদ : ৩০

## بَابُ الْغَارَةِ وَالْبَيَاتِ وَقَتْلِ النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ

রাতের বেলা অতর্কিত আক্রমণ এবং নারী ও শিশুদের নিধন প্রসঙ্গ।

২৮৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ ثَنَا الصَّعْبُ بْنُ جَثَامَةَ قَالَ سَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنْ أَهْلِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيِّتُونَ فَيُصَابُ النِّسَاءُ وَالصِّبْيَانُ قَالَ هُمْ مِنْهُمْ .

২৮৩৯। সাব ইবনে জাসসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাতের বেলা মুশরিকদের মহল্লায় অতর্কিত আক্রমণ প্রসঙ্গে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো, যাতে নারী ও শিশু নিহত হয়। তিনি বলেনঃ তারাও (নারী ও শিশু) তাদের অন্তর্ভুক্ত।<sup>১৬</sup>

২৮৪০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ أَبَانًا وَكَيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ فَأَتَيْنَا مَاءَ لَبْنِي فَرَارَةَ فَعَرَسْنَا حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الصُّبْحِ شَنَّاهَا عَلَيْهِمْ غَارَةٌ فَأَتَيْنَا أَهْلَ مَاءِ فَبَيَّتْنَاهُمْ فَقَتَلْنَاهُمْ تِسْعَةً أَوْ سَبْعَةَ آيَاتٍ .

২৮৪০। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বাকুর (রা)-এর সাথে হাওয়াযিন গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করি। আমরা ফাযারা গোত্রের পানির উৎসে পৌঁছে সেখানে রাত কাটাই। ভোর হলে আমরা তাদেরকে অতর্কিতে আক্রমণ করলাম। অতঃপর আমরা পানির মালিকদের নিকট এসে তাদেরকে আক্রমণ করে তাদের নয় অথবা সাত ঘর লোককে হত্যা করি।

৬. রাতের অতর্কিত আক্রমণে নারী ও শিশুদের প্রতি লক্ষ্য রাখা ও পার্থক্য করা সম্ভব নয় বিধায় এ অনুমতি দেয়া হয়েছে। অন্যথায় যুদ্ধক্ষেত্রে নারী, শিশু ও বৃদ্ধদের হত্যা করা নিষেধ (অনুবাদক)।

২৮৪১- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَكِيمٍ ثَنَا عُمَانُ بْنُ عَمْرٍَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ  
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى امْرَأَةً مَقْتُولَةً فِي بَعْضِ الطَّرِيقِ فَنَهَى عَنْ قَتْلِ  
النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ .

২৮৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশ্চিমধ্যে এক নারীকে নিহত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখলেন। অতঃপর তিনি নারী ও শিশুদের হত্যা করতে নিষেধ করেন।

২৮৪২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ  
الْمُرْقَعِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْقِيٍّ عَنْ حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ  
ﷺ فَمَرَرْنَا عَلَى امْرَأَةٍ مَقْتُولَةٍ قَدْ اجْتَمَعَ عَلَيْهَا النَّاسُ فَأَفْرَجُوا لَهُ فَقَالَ مَا  
كَانَتْ هَذِهِ تُقَاتِلُ فِيمَنْ يُقَاتِلُ ثُمَّ قَالَ لِرَجُلٍ انْطَلِقْ إِلَى خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ فَقُلْ لَهُ  
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَأْمُرُكَ يَقُولُ لَا تَقْتُلَنَّ ذُرِّيَّةً وَلَا عَسِيفًا .

২৮৪২। হানজালা আল-কাতিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যুদ্ধ করলাম। আমরা এক নিহত নারীর পাশ দিয়ে যাচ্ছিলাম, যার নিকট লোকজন ভীড় জমিয়েছিল। লোকেরা তাঁর জন্য পথ করে দিলো। তিনি বলেন : যারা যুদ্ধ করে, সে তো তাদের সাথে যুদ্ধ করতো না! অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বলেন : তুমি খালিদ ইবনুল ওয়ালীদকে গিয়ে বলা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে এই বলে নির্দেশ দিয়েছেন : তোমরা কখনো শিশু ও শ্রমিককে হত্যা করো না।

২৮৪২(১)- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا قُتَيْبَةُ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْمُرْقَعِ عَنْ جَدِّهِ رِيَّاحِ بْنِ الرَّبِيعِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ  
قَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ يُخْطِئُ الثُّورِيَّ فِيهِ .

২৮৪২ (১)। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা-কুতায়বা-মুগীরা ইবনে আবদুর রহমান-আবুয যিনাদ-মুরাককা-তার দাদা রাবাহ ইবনুর রাবী (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা (র) বলেন, সাওরী তার এই রিওয়ায়াতে ভুল করেছেন।

## بَابُ التَّحْرِيقِ بِأَرْضِ الْعَدُوِّ

শত্রুর জনপদ ভগ্নীভূত করা ।

২৮৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَخْضَرِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى قَرْيَةٍ يُقَالُ لَهَا أُبْنَى فَقَالَ أَتَيْتُ أُبْنَى صَبَاحًا ثُمَّ حَرَّقْتُ .

২৮৪৩। উসামা ইবনে য়ায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে 'উবনা' নামে কথিত একটি জনপদে পাঠালেন এবং বললেনঃ তুমি ভোরবেলা উবনা পৌছে তাকে ভগ্নীভূত করো।

২৮৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَهِيَ الْبُؤَيْرَةُ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْتَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً) الْآيَةَ .

২৮৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহুদী নাদীর গোত্রের বুওয়ায়রা নামক খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। তখন আল্লাহ তাআলা এই আয়াত নাখিল করেন (অনুবাদ) : “তোমরা যে খেজুর গাছগুলি কেটে ফেলেছো এবং যেগুলি কাণ্ডের উপর স্থির রেখেছো...” (সূরা হাশর : ৫)।

২৮৪৫- حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ حَرَّقَ نَخْلَ بَنِي النَّضِيرِ وَقَطَعَ وَفِيهِ يَقُولُ شَاعِرُهُمْ : فَهَانَ عَلَى سَرَاةِ بَنِي لُؤَيٍّ + حَرِيقٌ بِالْبُؤَيْرَةِ مُسْتَطِيرٌ .

২৮৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বনু নাদীরের খেজুর বাগান জ্বালিয়ে দেন এবং কেটে ফেলেন। এই বিষয়ে তাদের (মুসলিমদের) কবি (হাসসান ইবনে ছাবিত রা) বলেন : “লুআয়্যি (কুরাইশ) গোত্রের নেতৃবৃন্দের পক্ষে বুওয়ায়রা নামক বাগানটি ব্যাপকভাবে জ্বালিয়ে দেয়া সহজ”।

## بَابُ فِدَاءِ الْأَسَارَى

বন্দীদের মুক্তিপণস্বরূপ দেয়া ।

২৮৪৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ هَوَازِنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَتَقَلَّنِي جَارِيَةٌ مِنْ بَنِي فِرَازَةَ مِنْ أَجْمَلِ الْعَرَبِ عَلَيْهَا قِشْعٌ لَهَا فَمَا كَشَفْتُ لَهَا عَنْ ثَوْبٍ حَتَّى آتَيْتُ الْمَدِينَةَ فَلَقَيْتَنِي النَّبِيُّ ﷺ فِي السُّوقِ فَقَالَ لِلَّهِ أَبُوكَ هَبَهَا لِي فَوَهَبْتُهَا لَهُ فَبَعَثَ بِهَا فِقَادَى بِهَا أُسَارَى مِنْ أُسَارَى الْمُسْلِمِينَ كَانُوا بِمَكَّةَ .

২৮৪৬। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আবু বাক্বর (রা)-র সাথে হাওয়াজিন গোত্রের বিরুদ্ধে জিহাদ করি। তিনি ফায়ারা গোত্রের একটি কন্যা গনীমতের অতিরিক্ত আমাকে দেন। সে ছিল আরবের সেরা সুন্দরী। তার পরনে ছিল চামড়ার পোশাক। আমি তার কাপড় উন্মোচন করিনি। এমতাবস্থায় আমি মদীনায় পৌছি। বাজারে আমার সাথে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাত হলে তিনি বলেন : তোমার পিতা ছিল উত্তম লোক (তোমার পিতা, আল্লাহর শপথ!), ঐ মেয়েটি আমাকে দান করো। আমি মেয়েটি তাঁকে দান করলাম। অতঃপর তিনি সেই মেয়েটিকে মক্কায় বন্দী মুসলমানদের মুক্তিপণস্বরূপ তথায় পাঠিয়ে দেন।

## بَابُ مَا أَحْرَزَ الْعَدُوُّ ثُمَّ ظَهَرَ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

শত্রুপক্ষ কোন জিনিস দখলে নিয়ে যাবার পর পুনরায় তা মুসলমানদের দখলে আসলে।

২৮৪৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ذَهَبَتْ فَرَسٌ لَهُ فَأَخَذَهَا الْعَدُوُّ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ الْمُسْلِمُونَ فَرُدُّ



عَلَيْهِ فِي زَمَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَآبِقَ عَبْدٌ لَهُ فَلَحِقَ بِالرُّومِ فَظَهَرَ عَلَيْهِمُ  
الْمُسْلِمُونَ فَرَدَّ عَلَيْهِ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৮৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তার একটি ঘোড়া ছুটে চলে গেলে শত্রুপক্ষ তা ধরে নিয়ে যায়। এরপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে তার ঘোড়া তাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সময়কার। ইবনে উমার (রা) বলেন, তার একটি গোলাম পলায়ন করে রুম এলাকায় চলে যায়। অতঃপর মুসলমানগণ তাদের উপর বিজয়ী হলে (এবং গোলামটিকে গ্রেপ্তার করে আনা হলে) খালিদ ইবনুল ওয়ালাদ (রা) তা তাকে ফেরত দেন। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইনতিকালের পরের ঘটনা।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

### بَابُ الْغُلُولِ

গনীমতের মাল আত্মসাৎ করা।

২৮৪৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ  
تُوِّفِيَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعٍ بِخَيْبَرَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ صَلُّوا عَلَيَّ صَاحِبِكُمْ فَأَنْكَرَ النَّاسُ  
ذَلِكَ وَتَغَيَّرَتْ لَهُ وَجُوهُهُمْ فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ قَالَ إِنَّ صَاحِبِكُمْ غُلٌّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ  
قَالَ زَيْدٌ فَالْتَمَسُوا مَتَاعَهُ فَاذًا خَرْزَاتٍ مِنْ خَرْزٍ يَهُودَ مَا تُسَاوِي دِرْهَمَيْنِ .

২৮৪৮। যায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশজাআ গোত্রের এক ব্যক্তি খায়বারের যুদ্ধের দিন মারা গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : তোমরা তোমাদের সাথীর নামময় পড়ে। লোকদের নিকট বিষয়টি খুব খারাপ লাগলো এবং এর কারণে তাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি তা দেখে বলেন : তোমাদের সাথী আত্মাহর রাস্তায় আত্মসাৎ করেছে। যায়েদ (রা) বলেন, তারা তার মালপত্র তালাশ করলে তার মধ্যে ইহুদীদের দুই দিরহাম মূল্যের আংটির পাথর বা মনি পাওয়া গেল।

২৮৪৯ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ  
سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كَانَ عَلَى ثَقَلِ النَّبِيِّ ﷺ رَجُلٌ

يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ هُوَ فِي النَّارِ فَذَهَبُوا يَنْظُرُونَ فَوَجَدُوا عَلَيْهِ كِسَاءً أَوْ عَبَاءَةً قَدْ غُلِّهَا .

২৮৪৯। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালপত্র পাহারা দেয়ার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিল। সে মারা গেলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে জাহান্নামী। সাহাবীগণ অনুসন্ধান করে তার সাথে একটি কম্বল অথবা একটি আবা পেলো যা সে আত্মসাৎ করেছিল।

২৮৫০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَيْسَى بْنِ سِنَانَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ شَدَّادٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ حُتَيْنٍ إِلَى جَنْبِ بَعِيرٍ مِنَ الْمَقَاسِمِ ثُمَّ تَنَاوَلَ شَيْئًا مِنَ الْبَعِيرِ فَأَخَذَ مِنْهُ قَرْدَةً يَعْنِي وِبْرَةً فَجَعَلَ بَيْنَ اصْبَعَيْهِ ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ هَذَا مِنْ غَنَائِمِكُمْ أَدُوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَمَا دُونَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْغُلُولَ عَارٌ عَلَى أَهْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَشَنَارٌ وَتَارٌ .

২৮৫০। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনায়েনের যুদ্ধের দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে গনীমতের উটের পাশে নামায পড়লেন। তারপর তিনি উটের দেহ থেকে একটি পশম নিয়ে তা তাঁর দুই আঙ্গুলের মাঝে রেখে বলেন : হে লোকসকল! অবশ্য এটা তোমাদের গনীমতের মাল। সুতা এবং সুই, আর যা পরিমাণে তার চেয়ে বেশী এবং যা তার চেয়ে কম, সবই তোমরা গনীমতের মালের মধ্যে জমা দাও। কেননা গনীমতের মাল চুরি করার ফলে কিয়ামতের দিন তা চোরের জন্য অপমান ও গ্লানি এবং জাহান্নামের শাস্তির কারণ হবে।

অনুচ্ছেদ : ৩৫

## بَابُ النَّفْلِ

গনীমতের মাল থেকে পুরস্কারস্বরূপ কিছু দান করা।

২৮৫১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جَارِيَةَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَفَلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمْسِ .

২৮৫১। হাবীব ইবনে মাসলামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক-পঞ্চমাংশ নেওয়ার পর অবশিষ্ট মালের এক-তৃতীয়াংশ থেকে নফল (পুরস্কার) দিয়েছেন।

২৮৫২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ الزُّرْقِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَقَلَ فِي الْبَدَاةِ الرَّبْعَ وَفِي الرَّجْعَةِ الثُّلُثَ .

২৮৫২। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রথমভাগে গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং ফিরতি যুদ্ধে এক-তৃতীয়াংশ থেকে (পুরস্কারস্বরূপ) অতিরিক্ত দেন।

২৮৫৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ أَنَا رَجَاءُ بْنُ أَبِي سَلْمَةَ ثَنَا عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ لَا نَقَلَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَرُدُّ الْمُسْلِمُونَ قَوْلَهُمْ عَلَى ضَعْفِهِمْ قَالَ رَجَاءُ فَسَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ لَهُ حَدَّثَنِي مَكْحُولٌ عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَقَلَ فِي الْبَدَاةِ الرَّبْعَ وَحِينَ قَفَلَ الثُّلُثَ فَقَالَ عَمْرُو أُحَدِّثُكَ عَنْ أَبِي عَنْ جَدِّي وَتَحَدَّثَنِي عَنْ مَكْحُولٍ .

২৮৫৩। আমর ইবনে শোআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর আর কোন নফল (অতিরিক্ত) দেয়া যাবে না। শক্তিশালী মুসলমানগণ দুর্বল মুসলমানকে গনীমতের মাল ফেরত দিবে। রাবী রাজা (র) বলেন, আমি সুলায়মান ইবনে মুসাকে বলতে শুনেছি, মাকহুল আমাকে হাবীব ইবনে মাসলামার সূত্রে বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধের প্রথমভাগে অর্জিত গনীমতের মালের এক-চতুর্থাংশ এবং শেষভাগে অর্জিত গনীমতের এক-তৃতীয়াংশ পুরস্কারস্বরূপ দিতেন। আমর (র) বলেন, আমি যেখানে তোমাকে আমার পিতা ও দাদার সূত্রে হাদীস শুনাচ্ছি, সেখানে তুমি আমাকে মাকহুলের সূত্রে আমাকে হাদীস শুনাচ্ছে!

بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

গনীমতের মাল বন্টন।

২৮৫৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ  
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ  
وَكُلَّ رَجُلٍ سَهْمًا .

২৮৫৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম  
খায়বারের যুদ্ধের দিন গনীমতের মাল বন্টন করেন অশ্বারোহীর জন্য তিন ভাগ : ঘোড়ার  
জন্য দুই ভাগ এবং পদাতিকের জন্য এক ভাগ।

بَابُ الْعَبْدِ وَالنِّسَاءِ يَشْهَدُونَ مَعَ الْمُسْلِمِينَ

গোলাম ও মহিলারা মুসলমানদের সাথে যুদ্ধে শরীক হলে।

২৮৫৫- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ  
بْنِ مُهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى أَبِي اللَّحْمِ (قَالَ وَكِيعٌ كَانَ لَا  
يَأْكُلُ اللَّحْمَ) قَالَ غَزَوْتُ مَعَ مَوْلَايَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَأَنَا مَمْلُوكٌ فَلَمْ يَقْسِمْ لِي مِنَ  
الْغَنِيمَةِ وَأَعْطَيْتُ مِنْ خُرَّتِي الْمَتَاعَ سَيْفًا وَكُنْتُ أَجْرُهُ إِذَا تَقَلَّدْتُهُ .

২৮৫৫। আবুল লাহ্ম (রা)-এর মুন্ডাস উমাইর (রা) থেকে বর্ণিত। ওয়াকী (র) বলেন,  
আবুল লাহ্ম (রা) গোশত খেতেন না। উমাইর (রা) বলেন, আমি গোলাম অবস্থায়  
আমার মনিবের সাথে খায়বারের দিন যুদ্ধ করেছিলাম। গনীমতের মালে আমাকে ভাগ  
দেয়া হয়নি। আমাকে ঘরের আসবাবপত্র থেকে একখানি তরবারি দেয়া হয়। আমি তা  
কোমরে বেঁধে মাটিতে হেঁচড়িয়ে নিয়ে যেতাম।

২৮৫৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ  
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةِ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

سَبَعُ غَزَوَاتٍ أَخْلَفَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ وَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّعَامَ وَأُدَاوِي الْجَرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى .

২৮৫৬। উম্মু আতিয়া আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাতটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছি। আমি তাদের সওয়ারী ও মালপত্র রক্ষণাবেক্ষণের জন্য পশ্চাতে থাকতাম, তাদের জন্য খাবার তৈরি করতাম, আহতদের চিকিৎসা করতাম এবং রোগীদের দেখাশুনা করতাম।

অনুচ্ছেদ ৪ ৩৮

بَابُ وَصِيَّةِ الْأَمَامِ

ইমামের উপদেশ।

২৮৫৭ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي عَطِيَّةُ بْنُ الْحَارِثِ أَبُو رَعُوفٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنِي أَبُو الْعَرِيفِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي سَرِيَّةٍ فَقَالَ سِيرُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلَا تَمَثَّلُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَكَيْدًا .

২৮৫৭। সাফওয়ান ইবনে আস্‌সাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে একটি ক্ষুদ্র সামরিক অভিযানে পাঠান। তিনি বলেনঃ তোমরা আদ্বাহর নামে আদ্বাহর রাস্তায় রওয়ানা হয়ে যাও, যারা আদ্বাহর সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, লাশ (নাক-কান কেটে) বিকৃত করো না, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, গনীমতের মাল আত্মসাৎ করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না।

২৮৫৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِّيَابِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَمَرَ رَجُلًا عَلَى سَرِيَّةٍ أَوْصَاهُ فِي خَاصَّةِ نَفْسِهِ بِتَقْوَى اللَّهِ وَمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا فَقَالَ اغْزُوا بِاسْمِ اللَّهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ اغْزُوا وَلَا تَغْدِرُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَمَثَّلُوا وَلَا تَقْتُلُوا وَكَيْدًا وَإِذَا أَنْتَ لَقَيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

فَادْعُهُمْ إِلَىٰ أَحَدَىٰ ثَلَاثِ خِلَالٍ أَوْ خِصَالٍ فَأَيُّهُنَّ أَجَابُوكَ إِلَيْهَا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ  
 وَكُفَّ عَنْهُمْ أَدْعُهُمْ إِلَىٰ الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ أَدْعُهُمْ  
 إِلَىٰ التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ إِلَىٰ دَارِ الْمُهَاجِرِينَ وَآخِرُهُمْ إِنْ فَعَلُوا ذَلِكَ أَنْ لَهُمْ مَا  
 لِلْمُهَاجِرِينَ وَأَنْ عَلَيْهِمْ مَا عَلَىٰ الْمُهَاجِرِينَ وَإِنْ أَبَوْا فَآخِرُهُمْ أَنَّهُمْ يَكُونُونَ  
 كَأَعْرَابِ الْمُسْلِمِينَ يَجْرِي عَلَيْهِمْ حُكْمُ اللَّهِ الَّذِي يَجْرِي عَلَىٰ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا  
 يَكُونُ لَهُمْ فِي الْفَيْءِ وَالْغَنِيمَةِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُجَاهِدُوا مَعَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنْ هُمْ أَبَوْا  
 أَنْ يَدْخُلُوا فِي الْإِسْلَامِ فَسَلِّهُمُ اعْطَاءَ الْجِزْيَةِ فَإِنْ فَعَلُوا فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ  
 فَإِنْ هُمْ أَبَوْا فَاسْتَعِنَ بِاللَّهِ عَلَيْهِمْ وَقَاتِلْهُمْ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنَ فَارَادُوكَ أَنْ  
 تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّكَ فَلَا تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ اللَّهِ وَلَا ذِمَّةَ نَبِيِّكَ وَلَكِنْ  
 اجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ أَبِيكَ وَذِمَّةَ أَصْحَابِكَ فَإِنَّكُمْ إِنْ تُخْفِرُوا ذِمَّتَكُمْ وَذِمَّةَ  
 آبَائِكُمْ أَهْوَنَ عَلَيْكُمْ مِنْ أَنْ تُخْفِرُوا ذِمَّةَ اللَّهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ وَإِنْ حَاصَرْتَ حِصْنَ  
 فَارَادُوكَ أَنْ يَنْزِلُوا عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ فَلَا تُنْزِلْهُمْ عَلَىٰ حُكْمِ اللَّهِ وَلَكِنْ أَنْزِلْهُمْ عَلَىٰ  
 حُكْمِكَ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَتُصِيبُ فِيهِمْ حُكْمُ اللَّهِ أَمْ لَا . قَالَ عَلْقَمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ  
 مُقَاتِلَ بْنِ حَبَانَ فَقَالَ حَدَّثَنِي مُسْلِمُ بْنُ هَيْضَمٍ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ مِقْرَانَ عَنِ النَّبِيِّ  
 ﷺ مِثْلَ ذَلِكَ .

২৮৫৮। বুরাইদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন ব্যক্তিকে ক্ষুদ্র সেনা-অভিযানে অধিনায়ক নিয়োগ করে পাঠানোর সময় বিশেষভাবে তার জন্য আল্লাহভীতি অবলম্বনের এবং তার সহ-যোদ্ধাদের সাথে উত্তম ব্যবহারের উপদেশ দিতেন। তিনি বলতেন : তোমরা আল্লাহ্র নামে এবং আল্লাহ্র পথে যুদ্ধ করো, যারা আল্লাহ্র সাথে কুফরী করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো। তোমরা জিহাদ করো, বিশ্বাসঘাতকতা করো না, চুরি করো না, কারো অঙ্গহানি বা অঙ্গ বিকৃত করো না এবং শিশুদের হত্যা করো না। যখন তুমি শত্রুপক্ষের মুশরিকদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, তখন তাদেরকে তিনটি বিষয়ের প্রতি আহ্বান জানাবে। তারা সেগুলোর যে কোন একটির প্রতি সাড়া দিলে তুমি তাদের থেকে তা কবুল করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

(১) তুমি তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দাও। তারা যদি তা কবুল করে তবে তাদের পক্ষ থেকে তা মেনে নাও এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো, অতঃপর তাদেরকে স্বদেশ ছেড়ে মুহাজিরদের দেশে চলে আসার আহ্বান জানাও এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তারা যদি এ কাজ করে তবে যেসব সুযোগ-সুবিধা মুহাজিরগণ পাবে তারাও তা পাবে এবং মুহাজিরদের উপর যেসব দায়দায়িত্ব বর্তাবে তা তাদের উপরও বর্তাবে। তারা যদি (স্বদেশ ত্যাগ করতে) অসম্মত হয় তবে তাদের জানিয়ে দাও যে, তারা বেদুইন মুসলমানদের সমান মর্যাদা পাবে, তাদের উপর আল্লাহর সেই সব হুকুম জারি হবে যা মুমিন মুসলমানদের উপর জারী হয় এবং তারা গনীমত ও ফাই-এর কিছুই পাবে না, তবে তারা মুসলমানদের সাথে মিলে জিহাদ করলে পাবে।

(২) তারা যদি ইসলামে দাখিল হতে অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিয্যা দিতে বলো। তারা যদি তা দেয় তবে তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করো এবং তাদেরকে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকো।

(৩) তারা যদি জিয্যা দিতেও অস্বীকার করে, তবে তুমি তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করো এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো।

আর তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করলে পর তারা তোমার নিকট আল্লাহর যিচ্ছাদারি এবং তোমার নবীর যিচ্ছাদারি লাভের আশা করলে তুমি তাদের জন্য আল্লাহর যিচ্ছাদারি এবং তোমার নবীর যিচ্ছাদারি দিও না, বরং তোমার নিজের, তোমার পিতার এবং তোমার সহ-যোদ্ধাদের যিচ্ছাদারি দান করো। কারণ তোমাদের নিজেদের ও তোমাদের পিতৃপুরুষদের যিচ্ছাদারি ভঙ্গ করা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের যিচ্ছাদারি ভঙ্গ করার চেয়ে তোমাদের জন্য অধিকতর সহজ। আর তুমি কোন দুর্গ অবরোধ করলে পর তারা তোমার নিকট আল্লাহর হুকুমে দুর্গ থেকে বেরিয়ে আসার আবেদন করলে তুমি তাদেরকে আল্লাহর হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দিও না, বরং তাদেরকে তোমার নিজের হুকুমে বেরিয়ে আসার অনুমতি দাও। কারণ তোমার জানা নেই যে, তাদের ব্যাপারে তুমি আল্লাহর হুকুম কার্যকর করতে পারবে কি না।

আলকামা (র) বলেন, আমি মুকাতিল ইবনে হাব্বান (র)-এর নিকট এ হাদীস বর্ণনা করলে তিনি বলেন, মুসলিম ইবনে হায়সাম (র) নোমান ইবনে মুকাররিন (রা)-র সূত্রে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আমার কাছে অনুরূপ বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ৩৯

بَابُ طَاعَةِ الْأِمَامِ

ইমামের আনুগত্য করা।

২৮৫৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا  
الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَطَاعَنِي

فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ الْإِمَامَ فَقَدْ أَطَاعَنِي  
وَمَنْ عَصَى الْإِمَامَ فَقَدْ عَصَانِي

২৮৫৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করলো সে আদ্বাহর আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্য হলো সে আদ্বাহরই অবাধ্য হলো। যে ব্যক্তি ইমামের আনুগত্য করলো সে আমারই আনুগত্য করলো। আর যে ব্যক্তি ইমামের অবাধ্য হলো সে আমারই অবাধ্য হলো।

২৮৬০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَشْرِ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ قَالَا ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنِي أَبُو التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنِ اسْتَعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَانَ رَأْسُهُ زَيْبِيَّةً .

২৮৬০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করো এবং আনুগত্য করো, এমনকি আংগুর ফল সদৃশ্য (ক্ষুদ্র) মস্তকবিশিষ্ট কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয়।

২৮৬১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى ابْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ جَدِّهِ أُمِّ الْحُصَيْنِ قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ إِنِ امْرَأَةٍ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا مَا قَادَكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ .

২৮৬১। উম্মুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : নাক-কান কর্তিত কোন কাফ্রী ক্রীতদাসকেও যদি তোমাদের নেতৃপদে নিয়োগ করা হয় তবুও তোমরা তার নির্দেশ শোনো ও আনুগত্য করো, যতক্ষণ সে তোমাদেরকে আদ্বাহর কিতাব (কুরআন) অনুযায়ী পরিচালনা করে।

২৮৬২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ أَنَّهُ أَنْتَهَى إِلَى الرَّبِذَةِ وَقَدْ أَقِيَمَتِ الصَّلَاةُ فَإِذَا عَبْدٌ يَوْمُهُمْ فَقِيلَ هَذَا أَبُو ذَرٍّ فَذَهَبَ يَتَأَخَّرُ فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ أَوْصَانِي خَلِيلِي ﷺ أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنِ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ .



২৮৬২। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি যখন (নির্বাসনে) রাবাযা নামক স্থানে পৌছলেন তখন নামাযের একামত হচ্ছিল। এক ক্রীতদাস লোকদের নামাযে ইমামতি করিচ্ছিল। (তাকে) বলা হলো, ইনি আবু যার (রা)। (এ কথায়) ক্রীতদাস পেছনে সরে আসতে উদ্যত হলে আবু যার (রা) বলেন, আমার প্রিয়তম বন্ধু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে ওসিয়াত করেছেন : আমি যেন (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করি ও আনুগত্য করি, যদিও সে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তিত কাফ্রী ক্রীতদাস হয়।<sup>৭</sup>

অনুচ্ছেদ : ৪০

## بَابُ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে আনুগত্য নেই।

২৮৬৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بَعَثَ عَلْقَمَةَ بْنَ مُجَزَّزٍ عَلَى بَعْثٍ وَأَنَا فِيهِمْ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى رَأْسِ غَزَاةٍ أَوْ كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ اسْتَأْذَنَتْهُ طَائِفَةٌ مِنَ الْجَيْشِ فَأَذِنَ لَهُمْ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُدَافَةَ بْنَ قَيْسِ السُّهْمِيِّ فَكُنْتُ فِيمَنْ غَزَا مَعَهُ فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ أَوْقَدَ الْقَوْمُ نَارًا لِيَصْطَلُوا أَوْ لِيَصْطَنَعُوا عَلَيْهَا صَنِيعًا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ (وَكَانَتْ فِيهِ دُعَابَةٌ) الْيَسَّ لِي عَلَيْكُمْ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ قَالُوا بَلَى قَالَ فَمَا آتَا بِأَمْرِكُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا صَنَعْتُمُوهُ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنِّي أَعَزُّمُ عَلَيْكُمْ إِلَّا تَوَأْتَبْتُمْ فِي هَذِهِ النَّارِ فَقَامَ نَاسٌ فَتَحَجَّزُوا فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّهُمْ وَائِثْبُونَ قَالَ أَمْسِكُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ فَإِنَّمَا كُنْتُ أَمْرَحُ مَعَكُمْ فَلَمَّا قَدِمْنَا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَمَرَكَ مِنْهُمْ بِمَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلَا تُطِيعُوهُ .

৭. উপরোক্ত হাদীসে নেতৃবৃন্দের আনুগত্যের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত করা হয়েছে। নেতৃ-আদেশ শ্রবণ ও তা মান্য করার উপরই সামাজিক শৃঙ্খলা, শান্তি, নিরাপত্তা ও অগ্রগতি নির্ভর করে। কুরআন মজীদেও নেতার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে তার আনুগত্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যের মত নিঃশর্ত নয়। নেতার বৈধ নির্দেশ অবশ্যই পালন করতে হবে তা মনঃপূত হোক বা না হোক। কিন্তু তার নির্দেশ যদি শরীআতের পরিপন্থী হয়, তবে তা অবশ্যই প্রত্যাখ্যাত (অনুবাদক)।

২৮৬৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলকামা ইবনে মুজাযযিয (রা)-কে একটি সামরিক বাহিনীর অধিনায়ক নিয়োগ করেন। আমিও তাতে শরীক ছিলাম। তিনি যখন গন্তব্যে পৌঁছেন অথবা পথিমধ্যে ছিলেন, তখন একদল সৈন্য তার নিকট (কোন বিষয়ে) অনুমতি চাইলে তিনি তাদের অনুমতি দিলেন এবং আবদুল্লাহ ইবনে হযাফা ইবনে কায়েস আস-সাহ্মী (রা)-কে তাদের অধিনায়ক নিযুক্ত করেন। যেসব লোক আবদুল্লাহ (রা)-র সংগী হয়ে জিহাদ করেছে, আমিও তাদের সাথে ছিলাম। লোকেরা পথিমধ্যে ছিল। এ অবস্থায় একদল লোক উত্তাপ গ্রহণের জন্য অথবা অন্য কোন কাজে আগুন প্রজ্জ্বলিত করলো। আবদুল্লাহ (রা) তাদের বলেন (তিনি কিছুটা রসিক প্রকৃতির ছিলেন), আমার নির্দেশ শোনা ও আনুগত্য করা কি তোমাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়? তারা বললো হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে যা করার নির্দেশই দিবো তোমরা কি তাই করবে? তারা বললো, হাঁ। তিনি বলেন, আমি তোমাদেরকে চূড়ান্ত নির্দেশ দিচ্ছি যে, তোমরা এই আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ো। কতক লোক (আগুনে ঝাঁপ দেয়ার জন্য) দাঁড়িয়ে গেলো এবং কোমর বাঁধলো। তিনি যখন দেখলেন, লোকেরা সত্যিই আগুনে ঝাঁপ দিতে প্রস্তুত হয়েছে, তখন বললেন, থামো। আমি তোমাদের সাথে ঠাট্টা করেছি। (রাবী বলেন) আমরা ফিরে এলে লোকেরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা উল্লেখ করলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : কেউ তোমাদেরকে আল্লাহর নাফরমানি করার নির্দেশ দিলে তোমরা তার আনুগত্য করবে না।

২৮৬৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ الطَّاعَةَ فِيمَا أَحَبَّ أَوْ كَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ .

২৮৬৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পাপকাজ ব্যতীত যে কোন কাজে মুসলিম ব্যক্তির উপর (নেতৃবৃন্দের) আনুগত্য করা অপরিহার্য, তা তার মনঃপূত হোক বা না হোক। অতএব পাপ কাজের নির্দেশ দেয়া হলে তা শোনাও যাবে না, আনুগত্যও করা যাবে না।

২৮৬৫ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ ح وَحَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ  
النَّبِيَّ ﷺ قَالَ سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي رِجَالٌ يَطْفُئُونَ السُّنَّةَ وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ  
وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ كَيْفَ أَفْعَلُ قَالَ  
تَسَأَلْنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدِ كَيْفَ تَفْعَلُ لَا طَاعَةَ لِمَنْ عَصَى اللَّهَ .

২৮৬৫। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ অচিরেই আমার পরে এমনসব লোক তোমাদের নেতা হবে, যারা সূন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদআতের অনুসরণ করবে এবং নামায নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্ব পড়বে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি তাদের (যুগ) পাই, তবে কি করবো? তিনি বলেনঃ হে উম্মু আব্দ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কি করবে? যে ব্যক্তি আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে, তার আনুগত্য করা যাবে না।

অনুচ্ছেদ : ৪১

## بَابُ الْبَيْعَةِ

বায়আত (আনুগত্যের শপথ) গ্রহণ।

٢٨٦٦ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ اِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ  
وَيَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ وَعَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَجْلَانَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَكِيدِ بْنِ  
عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَالْآثَرَةِ عَلَيْنَا وَأَنْ  
لَا نُنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُولَ الْحَقَّ حَيْثُمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةً لَاتِمٍ .

২৮৬৬। উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, দুঃসময় ও সুসময়, আনন্দ ও বিষাদে এবং নিজেদের উপর অন্যদের অগ্রাধিকার প্রদানে (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট থেকে বায়আত (শপথ) গ্রহণ করেন। তিনি আমাদের নিকট থেকে এ বিষয়ে বায়আত নেন যে, (রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে) আমরা যেন যোগ্য ব্যক্তির সাথে (গদি নিয়ে) বিবাদে লিপ্ত না হই। আর যেখানেই থাকি আমরা যেন সত্য কথা বলি এবং আল্লাহর ব্যাপারে নিন্দুকের নিন্দার যেন পরোয়া না করি।

২৮৬৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ التُّوْخِيُّ عَنْ رَيْبَعَةَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَبِيبُ الْأَمِينُ (أَمَا هُوَ أَلَىٰ فَحَبِيبٌ وَأَمَا هُوَ عِنْدِي فَأَمِينٌ) عَوْفُ بْنُ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ سَبْعَةَ أَوْ ثَمَانِيَةَ أَوْ تِسْعَةَ فَقَالَ إِلَّا تُبَايِعُونَ رَسُولَ اللَّهِ فَبَسَطْنَا أَيْدِيَنَا فَقَالَ قَائِلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا قَدْ بَايَعْتَاكَ فَعَلَامَ تُبَايِعُكَ فَقَالَ أَنْ تَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَتُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَالْخُمْسَ وَتَسْمَعُوا وَتَطِيعُوا (وَأَسْرَ كَلِمَةً خُفِيَةً) وَلَا تَسْأَلُوا النَّاسَ شَيْئًا قَالَ فَلَقَدْ رَأَيْتُ بَعْضَ أَوْلِيَّكَ النَّفْرِ يَسْقُطُ سَوْطُهُ فَلَا يَسْأَلُ أَحَدًا يَنَالُهُ إِيَّاهُ .

২৮৬৭। আওফ ইবনে মালেক আল-আশজাজি (রা) বলেন, আমরা সাত, আট অথবা নয় ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম। তখন তিনি বলেন : তোমরা কি আল্লাহর রাসূলের নিকট বায়আত হবে না? তৎক্ষণাৎ আমরা আমাদের হাত প্রসারিত করে দিলাম। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমরা তো আপনার নিকট (ইতোপূর্বে) বায়আত হয়েছি, এখন (আবার) কিসের জন্য আপনার নিকট বায়আত হবো? তিনি বলেন : (তোমরা এই বিষয়ে বায়আত হবে যে) তোমরা আল্লাহর ইবাদত করবে, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করবে না, পাঁচ ওয়াক্তের নামায কয়েম করবে, (নেতৃ-আদেশ) শ্রবণ করবে ও আনুগত্য করবে। (একটি কথা তিনি গোপনে বললেন) : মানুষের কাছে কিছু প্রার্থনা করবে না। রাবী বলেন, অতঃপর আমি তাদের যে কোন ব্যক্তিকে দেখেছি যে, তার চাবুক নিচে পড়ে গেলেও তিনি কাউকে তা তুলে দিতে বলতেন না।

২৮৬৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَتَّابِ مَوْلَىٰ هُرْمَزٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فَقَالَ فِيمَا اسْتَطَعْتُمْ .

২৮৬৮। হুরমুযের মুক্তদাস আত্তাব (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শ্রবণ ও আনুগত্য করার জন্য বায়আত হলাম। তিনি বলেন : “যতদূর তোমাদের সাথে কুলায়”।

২৮৬৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ فَبَايَعَ النَّبِيَّ ﷺ عَلَى الْهَجْرَةِ وَلَمْ يَشْعُرِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ عَبْدٌ فَجَاءَ سَيِّدُهُ يُرِيدُهُ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ بَعْنِيهِ فَاشْتَرَاهُ بِعَبْدَيْنِ أَسْوَدَيْنِ ثُمَّ لَمْ يُبَايِعْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ حَتَّى يَسْأَلَهُ أَعْبَدٌ هُوَ .

২৮৬৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একটি ক্রীতদাস এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজরত করার শপথ নেয়। কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতেন না যে, সে ক্রীতদাস। তার মনিব তাকে ফেরত নিতে এলে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে আমার নিকট বিক্রয় করো। তিনি দুইটি কৃষ্ণকায় গোলামের বিনিময়ে তাকে খরিদ করেন। এরপর থেকে তিনি কাউকে বায়আত করার পূর্বেই জিজ্ঞেস করে নিতেন, সে ক্রীতদাস কি না?

অনুচ্ছেদ : ৪২

## بَابُ الْوَفَاءِ بِالْبَيْعَةِ

বায়আত অবশ্যই পূর্ণ করতে হবে।

২৮৭০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالُوا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءٍ بِالْفَلَاةِ يَمْنَعُهُ مِنَ ابْنِ السَّبِيلِ وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلًا بِسِلْعَةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَحَلَفَ بِاللَّهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا فَصَدَّقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ وَرَجُلٌ بَايَعَ إِمَامًا لَا يُبَايِعُهُ إِلَّا لِدُنْيَا فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَا وَفَى لَهُ وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَا لَمْ يَفِ لَهُ .

২৮৭০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তিন শ্রেণীর লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না, তাদের প্রতি ঙ্গক্ষেপ করবেন না, তাদের পবিত্র করবেন না এবং তাদের জন্য রয়েছে পীড়াদায়ক শাস্তি। (১) যে ব্যক্তি মাঠে প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি রাখে কিন্তু তা

পথিকদের ব্যবহার করতে দেয় না; (২) যে ব্যক্তি আসরের নামাযের পর অপর কোন ব্যক্তির নিকট পণদ্রব্য বিক্রয় করে এবং আল্লাহর নামে শপথ করে বলে যে, সে তা এত এত মূল্যে খরিদ করেছে এবং ক্রেতা তার কথা বিশ্বাস করে, অথচ তার কথা সত্য নয় এবং (৩) যে ব্যক্তি পার্শ্ব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে নেতার কাছে আনুগত্যের শপথ নেয়, নেতা তাকে কিছু পার্শ্ব স্বার্থ দিলে সে তার শপথ পূর্ণ করে এবং না দিলে শপথ পূর্ণ করে না।

২৮৭১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ حَسَنِ بْنِ فِرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَتْ تَسُوسُهُمْ أَنْبِيَآؤُهُمْ كُلَّمَا ذَهَبَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ وَأَنَّهُ لَيْسَ كَاتِنٌ بَعْدِي نَبِيٌّ فَيُكْفَمُ قَالُوا فَمَا يَكُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ تَكُونُ خُلَفَاءَ فَيَكْتُرُ قَالُوا فَكَيْفَ نَصْنَعُ قَالَ أَوْفُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ أَدُوا الَّذِي عَلَيْكُمْ فَسَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنِ الَّذِي عَلَيْهِمْ .

২৮৭১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : বনী ইসরাঈলের রাজনীতি পরিচালনা করতেন তাদের নবীগণ। যখনই একজন নবী চলে যেতেন (ইনতিকাল করতেন) তখনই আরেকজন নবী নেতৃত্ব গ্রহণ করতেন। কিন্তু আমার পরে তোমাদের মধ্যে আর কেউ নবী হবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তাহলে কি অবস্থা হবে? তিনি বলেন : খলীফা হবে এবং তাদের সংখ্যা অনেক হবে। সাহাবীগণ বলেন, আমরা কি ব্যবস্থা গ্রহণ করবো? তিনি বলেন : যে ব্যক্তি প্রথমে খলীফা হবে তোমরা তার আনুগত্যের শপথ করো, অতঃপর তার পরবর্তী খলীফার। তোমাদের উপর তাদের যে অধিকার রয়েছে তোমরা তা আদায় করো। আর তাদের উপর (তোমাদের) যে অধিকার প্রাপ্য আছে (তা আদায় না করলে), মহান আল্লাহ তাদের নিকট থেকে তার হিসাব নিবেন।

২৮৭২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُقَالُ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ .

২৮৭২। আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন প্রত্যেক বিশ্বাসঘাতকের জন্য একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে এবং বলা হবে, এটা অমুকের বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা।

২৮৭৩ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى اللَّيْثِيُّ ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ أَنْبَأَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَلَا أَنَّهُ يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوْاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَدْرِ غَدْرِهِ .

২৮৭৩। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সাবধান! কিয়ামতের দিন প্রত্যেক প্রতারক ও বিশ্বাসঘাতকের জন্য তার প্রতারণার মাত্রা অনুযায়ী একটি করে পতাকা স্থাপন করা হবে।

### অনুচ্ছেদ : ৪৩

## بَابُ بَيْعَةِ النِّسَاءِ

মহিলাদের বায়আত গ্রহণ।

২৮৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنَّهُ سَمِعَ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ قَالَ سَمِعْتُ أُمِّمَةَ بِنْتَ رُقَيْقَةَ تَقُولُ جِئْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي نِسْوَةِ نُبَايَعُهُ فَقَالَ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ إِنِّي لَا أَصَافِحُ النِّسَاءَ .

২৮৭৪। উমায়মা বিনতে রুকায়কা (রা) বলেন, বায়আত হওয়ার উদ্দেশ্যে আমি কতক মহিলা সমভিব্যাহারে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম। তিনি আমাদের বলেন : যতদূর তোমাদের সামর্থ্যে ও শক্তিতে কুলায়। আমি মহিলাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করি না।

২৮৭৫ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُمْتَحَنُ بِقَوْلِ اللَّهِ (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ) الْآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقْرَبُ بِهَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبُ بِالْمِحْنَةِ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ

قَالَ لَهُنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ لِي وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيَّ النِّسَاءَ إِلَّا مَا أَمَرَهُ اللَّهُ وَلَا مَسَّتْ كَفُّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَفُّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لَهُنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ كَلَامًا .

২৮৭৫। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, ঈমানদার মহিলাগণ হিজরত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলে তিনি আল্লাহ তাআলার নিম্নোক্ত বাণীর নির্দেশ অনুযায়ী তাদের পরীক্ষা করতেন : “হে নবী! ঈমানদার মহিলাগণ যখন তোমার নিকট এসে বায়আত করে...” (সূরা মুমতাহানা : ১২)। আয়েশা (রা) বলেন, যে কোন ঈমানদার মহিলা উপরোক্ত আয়াত অনুযায়ী স্বীকার করতো সে যেন কঠিন পরীক্ষাকে স্বীকার করে নিতো। মহিলাগণ বাচনিক এসব কথা স্বীকার করে নিলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বলতেনঃ তোমরা চলে যাও, আমি তোমাদের বায়আত গ্রহণ করেছি। (রাবী বলেন,) না, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না, তিনি শুধু কথার মাধ্যমে তাদের বায়আত করতেন। আয়েশা (রা) বলেন, আল্লাহর শপথ! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদের নিকট থেকে কেবলমাত্র সেইসব কথার স্বীকারোক্তি করাতেন যার নির্দেশ আল্লাহ তাআলা তাঁকে দান করেছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাত কখনও কোন মহিলার হাত স্পর্শ করতো না। তিনি তাদের শপথবাক্য পাঠ করানোর পর বলতেন : আমি বাচনিক তোমাদের বায়আত করলাম।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

بَابُ السَّبْقِ الرَّهَانِ

ষোড়শোদৈর্ঘ্যের বর্ণনা।

২৮৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ تَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ لَا يَأْمَنُ أَنْ يُسْبِقَ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبِقَ فَهُوَ قِمَارٌ .



২৮৭৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুইটি ঘোড়ার সাথে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো, কিন্তু তার ঘোড়া জিতবে কিনা এ ব্যাপারে সে নিশ্চিত না হলে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি একটি ঘোড়া দুইটি ঘোড়ার সাথে (দৌড় প্রতিযোগিতায়) শরীক করলো এবং তার ঘোড়া জিতবে বলে সে নিশ্চিত হলে তা জুয়ার পর্যায়ভুক্ত।

২৮৭৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّافِعِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ ضَمَّرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْخَيْلَ فَكَانَ يُرْسِلُ الَّتِي ضَمَّرَتْ مِنَ الْحَفِيَاءِ إِلَى ثَنِيَةِ الْوَدَاعِ وَالَّتِي لَمْ تَضْمُرْ مِنْ ثَنِيَةِ الْوَدَاعِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ .

২৮৭৭। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়াকে বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দিলেন। ৮ বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব ঘোড়ার দ্বারা তিনি আল-হাফ্য়া নামক স্থান থেকে সানিয়্যাতুল বিদা পর্যন্ত ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করলেন। আর যেসব ঘোড়া প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ছিলো না সেগুলো দ্বারা সানিয়্যাতুল বিদা থেকে যুরায়ক গোত্রের মসজিদ পর্যন্ত (ঘোড়দৌড়ের ব্যবস্থা করেন)।

২৮৭৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الْحَكَمِ مَوْلَى بَنِي لَيْثٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا مَسْبِقَ إِلَّا فِي خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ .

২৮৭৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : দৌড় প্রতিযোগিতায় বিজয়ী হলে (মাল অথবা অর্থ গ্রহণ করা বৈধ নয়), কিন্তু উট ও ঘোড়া ব্যতীত।

৮. “বিশেষ পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ দেয়া” মূলে রয়েছে “দাম্বারা” (ضَمَّرَ)। অর্থাৎ ঘোড়দৌড় প্রতিযোগিতায় ব্যবহৃত ঘোড়াকে প্রথমে পর্যাপ্ত আহার দেয়া হয় এবং তা মোটাতাজা হয়ে যায়। অতঃপর ক্রমান্বয়ে খাদ্যের পরিমাণ কমিয়ে দেয়ার পর তাকে ঘর্মান্ত করার জন্য একটি কোঠায় আবদ্ধ রাখা হয়। ঘাম বের হয়ে তার গোশত কমে যায় এবং হালকা পাতলা হয়ে দ্রুত দৌড়ানোর উপযোগী হয় (অনুবাদক)।

অনুচ্ছেদ : ৪৫

## بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

শত্রুরাষ্ট্রে কুরআন নিয়ে সফর করা নিষিদ্ধ।

২৮৭৭ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍَ وَأَبُو عُمَرَ قَالَ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

২৮৭৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ সাথে নিয়ে শত্রু এলাকায় সফর করতে নিষেধ করেছেন, এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।

২৮৮০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ .

২৮৮০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরআন মজীদ সাথে নিয়ে শত্রুর এলাকায় সফরে যেতে নিষেধ করতেন এই আশংকায় যে, তা দুশমনদের হস্তগত হয়ে যেতে পারে।

অনুচ্ছেদ : ৪৬

## بَابُ قِسْمَةِ الْخُمْسِ

যুদ্ধলব্ধ সম্পদ (গনীমত) বন্টন।

২৮৮১ - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى تَنَا أَيُّوبُ بْنُ سُؤَيْدٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ جَاءَهُ هُوَ وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُكَلِّمَانِهِ فِيمَا قَسَمَ مِنْ خُمْسِ خَيْبَرَ لِبَنِي

هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ فَقَالَا قَسَمْتُ لِأَخْوَانِنَا بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ وَقَرَابَتُنَا  
وَاحِدَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّمَا أَرَى بَنِي هَاشِمٍ وَبَنِي الْمُطَّلِبِ شَيْئًا وَاحِدًا .

২৮৮১। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) থেকে বর্ণিত। জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) তাকে অবহিত করেন যে, তিনি ও উসমান ইবনে আফ্ফান (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলেন খায়বারে প্রাপ্ত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বন্টনের বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করার জন্য। তারা বললেন, আপনি আমাদের ভ্রাতৃগোষ্ঠী বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবের মধ্যে বন্টন করেছেন, অথচ আমাদের আত্মীয় সম্পর্ক তো একই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : আমি বনু হাশিম ও বনু মুত্তালিবকে একই মনে করি।



## كِتَابُ الْمَنَاسِكِ

(হজ্জ)

অনুবাদ : ১

### بَابُ الْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ

হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

২৮৮২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا  
ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَيِّ مَوْلَى أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ  
السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ  
أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ سَفَرِهِ فَلْيُعَجِّلِ الرَّجُوعَ  
إِلَى أَهْلِهِ .

২৮৮২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সফর শান্তিরই একটি টুকরা। তা তোমাদের যে কোন ব্যক্তির ঘুম ও পানাহারকে বাধা প্রদান করে। তোমাদের যে কেউ সফরে নিজ প্রয়োজন পূরণ হওয়ার সাথে সাথে যেন অবিলম্বে বাড়ি ফিরে আসে।

২৮৮২(১)- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ  
سُهَيْلِ بْنِ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২৮৮২(১)। ইয়াকুব ইবনে হুমাইদ ইবন কাসিব.... আবু হুরায়রা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৮৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعُ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ  
أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ فَضَيْلِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ الْفَضْلِ (أَوْ

أَحَدِهِمَا عَنِ الْآخَرِ) قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرُضُ الْمَرِيضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ .

২৮৮৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে ফাদল (রা)-এর সূত্রে (অথবা পরস্পরের সূত্রে) বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি হজ্জের সংকল্প করে সে যেন অবিলম্বে তা আদায় করে। কারণ মানুষ কখনও অসুস্থ হয়ে যায়, কখনও প্রয়োজনীয় জিনিস বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং কখনও অপরিহার্য প্রয়োজন সামনে এসে যায়।

অনুচ্ছেদ ৪:২

## بَابُ فَرَضِ الْحَجِّ

হজ্জ ফরয হওয়ার বিবরণ।

২৮৮৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا مَنْصُورُ ابْنُ وَرْدَانَ تَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ (وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ عَامٍ فَسَكَّتْ ثُمَّ قَالُوا أَفِي كُلِّ عَامٍ فَقَالَ لَا وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ فَتَزَلَّتْ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءَ إِن تَبُدُّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ) .

২৮৮৪। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এ আয়াত নাযিল হলো (অনুবাদ) : “মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ ঘরের হজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য” (সূরা আল ইমরান : ৯৭), তখন সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরয? তিনি নীরুত্তর থাকলেন। পুনরায় তারা বলেন, প্রতি বছরই কি? তিনি বলেন, না। কিন্তু আমি যদি বলতাম, হাঁ, তবে তদ্রূপই ওয়াজিব হতো। অতঃপর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় (অনুবাদ) : “হে ঈমানদারগণ! তোমরা এমন বিষয়ে প্রশ্ন করো না যা প্রকাশিত হলে তোমরা দুঃখিত হবে...” (সূরা মাইদা : ১০১)।

২৮৮৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ

فِي كُلِّ عَامٍ قَالَ لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجِبَتْ لَوْ وَجِبَتْ لَمْ تَقُومُوا بِهَا وَلَوْ لَمْ تَقُومُوا  
بِهَا عُدْتُمْ .

২৮৮৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! প্রতি বছরই কি হজ্জ ফরজ? তিনি বলেন : আমি যদি বলি হাঁ, তবে তা অবশ্যই ওয়াজিব (ফরয) হতো। আর যদি তা ওয়াজিব হতো তবে তোমরা তা আদায় করতে অক্ষম হয়ে পড়তে। আর তোমরা যদি তা আদায় করতে না পারতে তবে তোমাদের শাস্তি দেয়া হতো।

২৮৮৬ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ  
ابْنُ حُسَيْنٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي سِنَانٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ الْأَفْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ  
النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً قَالَ بَلْ مَرَّةً  
وَاحِدَةً فَمَنْ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ .

২৮৮৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। আল-আকরা ইবনে হাসিব (রা) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি প্রতি বছর, না মাত্র একবার? তিনি বলেন : বরং একবার মাত্র। অতঃপর এর অধিক করার কারো সামর্থ্য থাকলে তা নফল।

অনুচ্ছেদ : ৩

بَابُ فَضْلِ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

হজ্জ ও উমরার ফযীলাত।

২৮৮৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ  
عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ تَابِعُوا  
بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمَتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الْكِبْرُ  
حَبْثَ الْحَدِيدِ .

২৮৮৭। উমর (রা) থেকে বর্ণিত। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও উমরা আদায় করো। কেননা এ দু'টি ধারাবাহিকভাবে আদায় করলে তা দারিদ্র্য ও গুনাহ দূরীভূত করে, যেমন হাপর লোহার মরিচা দূর করে।

২৮৮৭(১) - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَيْعَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

২৮৮৭(১)। আবু বাকর ইবনে আবু শায়বা-মুহাম্মাদ ইবনে বিশর-উবাইদুল্লাহ ইবনে উমর-আসিম ইবনে উবাইদুল্লাহ-আবদুল্লাহ ইবনে আমের ইবনে রবীয়া-তার পিতা-উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)-মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

২৮৮৮ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ سُمَى مَوْلَى أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ مَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ .

২৮৮৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এক উমরা থেকে অপর উমরা পর্যন্ত মাঝখানের সময়ের জন্য কাফফারারূপ এবং জান্নাতই হলো মাবরুর (ত্রুটিমুক্ত) হজ্জের প্রতিদান।

২৮৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسَفْيَانَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْثُ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَمَا وَكَلَّتْهُ أُمُّهُ .

২৮৮৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি এই ঘরের হজ্জ করেছে এবং তাতে অশালীন কথাবার্তা বা আচরণ করেনি, সে এমন অবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে যেমন তার মা তাকে (নিষ্পাপ) প্রসব করেছে।



## بَابُ الْحَجِّ عَلَى الرَّجُلِ

যানবাহনে চড়ে হজ্জ আদায় করা ।

২৮৯০ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ صَبِيحٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ ابَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ ﷺ عَلَى رَجُلٍ رَثٍ وَقَطِيفَةَ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لَا تُسَاوِي ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ حِجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيهَا وَلَا سُمْعَةَ .

২৮৯০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (উটের পিঠে) একটি পুরাতন জিন ও পালানে উপবিষ্ট অবস্থায় হজ্জ করেন। তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর যার মূল্য চার দিরহাম বা তারও কম। অতঃপর তিনি বলেন : হে আল্লাহ! এ এমন হজ্জ, যাতে কোন প্রদর্শনেচ্ছা বা প্রচারেচ্ছা নেই।

২৮৯১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفِ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِينَةِ فَمَرَرْنَا بِوَادٍ فَقَالَ أَيُّ وَادٍ هَذَا قَالُوا وَادِي الْأَزْرَقِ قَالَ كَانَتْ أُنْظَرُ إِلَى مُوسَى ﷺ (فَذَكَرَ مِنْ طَوْلِ شَعْرِهِ شَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ دَاوُدُ) وَأَضْعًا اصْبَعِيهِ فِي أُذُنَيْهِ لَهُ جُؤَارٌ إِلَى اللَّهِ بِالتَّلْبِيَةِ مَرَّأً بِهَذَا الْوَادِي قَالَ ثُمَّ سَرْنَا حَتَّى آتَيْنَا عَلَى ثَنِيَّةٍ فَقَالَ أَيُّ ثَنِيَّةٍ هَذِهِ قَالُوا ثَنِيَّةُ هَرُشَى أَوْ لَفَتْ قَالَ كَانَتْ أُنْظَرُ إِلَى يُوْنُسَ عَلَى نَاقَةِ حَمْرَاءَ عَلَيْهِ جَبَّةٌ صُوفٍ وَخِطَامٌ نَاقَتِهِ خَلْبَةٌ مَرَّأً بِهَذَا الْوَادِي مُلَبِّيًّا .

২৮৯১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কা ও মদীনার মাঝপথে ছিলাম। আমরা একটি উপত্যকা অতিক্রম করাকালে তিনি বলেন : এটা কোন উপত্যকা? সাহাবীগণ বলেন, আল-আযরাক উপত্যকা। তিনি বলেন : আমি যেন মুসা (আ)-কে দেখতে পাচ্ছি। অতঃপর তিনি নিজের দুই আংগুল কর্ণদ্বয়ে স্থাপন করে তাঁর দীর্ঘ কেশের কিছুটা বর্ণনা দেন, যা রাবী দাউদ পূর্ণ মনে রাখতে পারেননি। তিনি উচ্চস্বরে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ করতে করতে ভালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন। রাবী বলেন, অতঃপর আমরা পথ অতিক্রম করে একটি টিলার উপর আসলাম। তিনি বলেন : এটা কোন টিলা? সাহাবীগণ বলেন, এটা হারশা অথবা লিফাত (লাফত) নামীয় টিলা। তিনি বলেন : আমি যেন

ইউনুস (আ)-কে একটি লাল বর্ণের উষ্ট্রীর উপর পশমী জুব্বা পরিহিত অবস্থায় দেখতে পাচ্ছি, যার নাসারন্ধ্রের রশি ছিল খেজুর পাতার তৈরী এবং তিনি তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় এই উপত্যকা অতিক্রম করেন।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ فَضْلِ دُعَاءِ الْحَاجِّ

হাজ্জীগণের দোয়ার কথীলাত।

২৮৯২- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ مَوْلَى بَنِي عَامِرٍ حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ الْحُجَّاجُ وَالْعُمَّارُ وَفَدُّوا اللَّهَ إِنْ دَعَوْهُ أَجَابَهُمْ وَإِنْ اسْتَعْفَرُوهُ غَفَرَ لَهُمْ .

২৮৯২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হাজ্জযাত্রীগণ ও উমরার যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধিদল। তারা তাঁর নিকট দোয়া করলে তিনি তাদের দোয়া কবুল করেন এবং তাঁর নিকট মাফ চাইলে তিনি তাদের ক্ষমা করেন।

২৮৯৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ عِيْنَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ الْغَازِي فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفَدُّوا اللَّهَ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ وَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ .

২৮৯৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আল্লাহর পথের সৈনিক, হাজ্জযাত্রী ও উমরা যাত্রীগণ আল্লাহর প্রতিনিধি। তারা আল্লাহর নিকট দোয়া করলে তিনি তা কবুল করেন এবং কিছু চাইলে তা তাদের দান করেন।

২৮৯৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ النَّبِيَّ ﷺ فِي الْعُمْرَةِ فَأَذَّنَ لَهُ وَقَالَ لَهُ يَا أَحْيَى أَشْرِكْنَا فِي شَيْءٍ مِّنْ دُعَائِكَ وَلَا تَنْسَنَا .

২৮৯৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উমরা আদায় করার অনুমতি চাইলে তিনি তাকে অনুমতি দেন এবং

বলেন : “হে আমার ছোট ভাই! তোমার দোয়ার মধ্যে আমাদেরও শরীক করবে, আমাদের ভুলে যেও না” ।

২৮৯৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ قَالَ وَكَانَتْ تَحْتَهُ ابْنَةُ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَاتَاهَا فَوَجَدَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ وَكَمْ يَجِدُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَقَالَتْ لَهُ تُرِيدُ الْحَجَّ الْعَامَ قَالَ نَعَمْ قَالَتْ فَادْعُ اللَّهَ لَنَا بِخَيْرٍ فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ دَعْوَةُ الْمَرْءِ مُسْتَجَابَةٌ لِأَخِيهِ بظَهْرِ الْغَيْبِ عِنْدَ رَأْسِهِ مَلَكٌ يُؤْمِنُ عَلَى دُعَائِهِ كُلَّمَا دَعَا لَهُ بِخَيْرٍ قَالَ آمِينَ وَلَكَ بِمِثْلِهِ قَالَ ثُمَّ خَرَجْتُ إِلَى السُّوقِ فَلَقِيتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ فَحَدَّثَنِي عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِمِثْلِ ذَلِكَ .

২৮৯৫। সাফওয়ান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাফওয়ান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন যে, আবু দারদা (রা)-এর কন্যা তার বিবাহ বন্ধনে ছিল। তিনি তার নিকট এলেন এবং সেখানে উম্মু দারদা (রা)-কেও উপস্থিত পেলেন, কিন্তু আবু দারদা (রা)-কে পাননি। উম্মু দারদা (রা) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি এ বছর হজ্জ করতে চাও? সাফওয়ান (র) বলেন, হ্যাঁ। তিনি বলেন, তাহলে তুমি আমাদের কল্যাণ কামনা করে আব্দাহর নিকট দোয়া করো। কেননা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : কোন ব্যক্তি তার অপর ভাইয়ের জন্য তার অনুপস্থিতিতে দোয়া করলে তা কবুল হয়। তার মাথার নিকট একজন ফেরেশতা তার দোয়ার সময় আমীন বলতে থাকেন। যখনই সে তার কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে, তখন ফেরেশতা বলেন, আমীন, তোমার জন্যও অনুরূপ কল্যাণ। রাবী বলেন, অতঃপর আমি বাজারের দিকে গেলাম এবং আবু দারদা (রা)-র সাক্ষাত পেলাম। তিনিও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুরূপ হাদীস আমার নিকট বর্ণনা করেন।

**অনুচ্ছেদ : ৬**

**بَابُ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ**

কিসে হজ্জ করণ হয়।

২৮৯৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدِ الْمَكِّيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ

عَبَادِ بْنِ جَعْفَرِ الْمَخْزُومِيِّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُوجِبُ الْحَجَّ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا الْحَاجُّ قَالَ الشَّعْتُ التَّفِلُّ وَقَامَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا الْحَجُّ قَالَ الْعَجُّ وَالشُّجُّ . قَالَ وَكَيْعٌ يَعْنِي بِالْعَجِّ الْعَجِيجُ بِالتَّلْبِيَةِ وَالشُّجُّ نَحْرُ الْبَدَنِ .

২৮৯৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হজ্জ ফরয হয়? তিনি বলেন : পাথেয় ও বাহন থাকলে। সে (পুনরায়) বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হাজ্জী কে? তিনি বলেন : যার (ইহ্রামের কারণে) এলোমেলো কেশ এবং দুর্গন্ধ শরীর। অপর এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কি? তিনি বলেন : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ ও রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করা। ওয়াকী (র)-এর মতে “আল-আজ্জু” অর্থ “তালবিয়া পাঠ” এবং “আস-সাজ্জু” অর্থ “পশু কোরবানী করা”।

২৮৯৭ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْقُرَشِيُّ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ وَأَخْبَرَنِيهِ أَيْضًا عَنْ ابْنِ عَطَاءٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ يَعْنِي قَوْلَهُ (مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) .

২৮৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পাথেয় ও বাহন অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার বাণী : “যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে” (সূরা আল ইমরান : ৯৭) (-এর তাৎপর্য এটাই)।

### অনুচ্ছেদ : ৭

## بَابُ الْمَرَأَةِ تَحُجُّ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

যে মহিলা সাথে অভিভাবক ব্যতীত হজ্জ করে।

২৮৯৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تُسَافِرُ الْمَرَأَةُ سَفْرَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا إِلَّا مَعَ أَبِيهَا أَوْ أَخِيهَا أَوْ ابْنِهَا أَوْ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ .

২৮৯৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন মহিলা যেন তিন দিন বা তার অধিক দূরত্বের পথ সাথে তার পিতা, ভাই, ছেলে, স্বামী অথবা কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত সফর না করে।

২৮৯৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ عَنْ ابْنِ أَبِي ذَثْبٍ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَاحِدٍ لَيْسَ لَهَا ذُو حُرْمَةٍ .

২৮৯৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে মহিলা আল্লাহ ও আখেরাতের দিনের উপর ঈমান রাখে তার সাথে কোন মাহরাম পুরুষ ব্যতীত তার জন্য এক দিনের পরিমাণ দূরত্বের পথ সফর করা বৈধ নয়।

২৯০০ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَعْبُدٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ إِنِّي كُتِبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَأَمْرَاتِي حَاجَةٌ قَالَ فَارْجِعْ مَعَهَا .

২৯০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, অমুক অমুক যুদ্ধে যোগদানের জন্য আমার নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে এবং আমার স্ত্রী হজ্জ যাতায়াতের সংকল্প করেছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি ফিরে গিয়ে তার সাথে হজ্জ যাও।<sup>১</sup>

১. উল্লিখিত হাদীসসমূহ থেকে জানা যায় যে, মাহরাম সফরসঙ্গী ছাড়া কোন মহিলার পক্ষে একাকী সফর করা সাধারণত জায়েয নয়। জমহূরের মতে স্বামী বা কোন মাহরাম (যাদের সাথে চিরকালের জন্য বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ) পুরুষ সাথে না থাকলে কোন মহিলার জন্য হজ্জের সফরে বের হওয়া জায়েয নয়। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য তার সাথে তার মাহরাম আত্মীয় থাকা শর্ত। তবে তার বাড়ি মক্কা শরীফ থেকে তিন মঞ্জিলের মধ্যে হলে তার উপর হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য সাথে মাহরাম আত্মীয় থাকা শর্ত নয়। সে একাই হজ্জের সফরে যেতে পারে। একদল মুহাদ্দিস তাঁর এই মত সমর্থন করেছেন। হাসান বসরী এবং ইবরাহীম নাখঈরও এই মত।

ইমাম মালেক, শাফিঈ (প্রসিদ্ধ মত), আওয়াজ্জি, আতা, সাঈদ ইবনে জুবাইর ও ইবনে সীরীনের মতে হজ্জ ফরয হওয়ার জন্য কোন মহিলার সাথে তার মাহরাম আত্মীয় থাকা শর্ত নয়, বরং নিজের জীবনের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া আবশ্যিক। ইমাম শাফিঈর মতে তিনটি জিনিসের মাধ্যমে নিরাপত্তা লাভ হয় : (১) স্বামী বা (২) অন্য কোন মাহরাম পুরুষ বা (৩) একদল বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য মহিলা। এই তিনটির কোন একটির অভাবে কোন মহিলার উপর হজ্জ ফরয হয় না।

## بَابُ الْحَجِّ جِهَادِ النِّسَاءِ

মহিলাদের জিহাদ হলো হজ্জ।

২৯.১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ نَعَمْ عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ .

২৯০১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! মহিলাদের জন্য কি জিহাদ বাধ্যতামূলক? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তাদের উপরও জিহাদ ফরয, তবে তাতে অস্ত্রবাজি নাই। তা হজে হজ্জ ও উমরা।

২৯.২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ الْحُدَانِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجُّ جِهَادٌ كُلِّ ضَعِيفٍ

২৯০২। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন দুর্বল ব্যক্তির জিহাদ হলো হজ্জ।

কতক বিশেষজ্ঞ আলেম নফল হজ্জ ও ব্যবসায়িক সফর মাহরাম ব্যতীত জায়েয বলেন- যদি তা একদল নির্ভরযোগ্য মহিলার একত্র সফর হয়। ইমাম যুহরী বলেন, “উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, কোন মহিলা কি সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়া সফর করতে পারে না? তিনি বলেন, সব মহিলার তো মাহরাম পুরুষ নাও থাকতে পারে। নাফে (র) বলেন, “অনেক আবাদকৃত দাসী সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়াই আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সাথে সফরে যেতেন। ইবনে সীরীন, আওয়াঈ, আতা, কাতাদা, ইবনে শিহাব যুহরীর মতেও মহিলারা সাথে মাহরাম পুরুষ ছাড়াই বিশ্বস্ত ও নির্ভরযোগ্য পুরুষ লোকের সাথে সফরে যেতে পারে। অল্পের সন্ধানেও কোন মহিলা মাহরামহীন অবস্থায় সফর করতে পারে।

বর্তমান কালে যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার এতোটা উন্নতি হয়েছে যে, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে হাজার হাজার মাইল পথ অতি সহজেই অতিক্রম করা যায় এবং কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তে তথ্য পৌঁছানো যায়। বিশেষত বিমান কোম্পানীগুলো যাত্রীদের জান-মালের নিরাপত্তার সর্বাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে। এমতাবস্থায় কোন মহিলার জন্য সাথে মাহরাম পুরুষ ব্যতীত একাকী ভিন দেশে নিজ আত্মীয়ের সাথে সাক্ষাত অথবা কোন সেমিনার-সম্মেলনে যোগদানের জন্য যাতায়াত জায়েয। উপরে উল্লিখিত দলীল-প্রমাণ থেকে এর পূর্ণ সমর্থন পাওয়া যায়। ইসলাম মানুষের জীবনকে সহজ করার জন্য এসেছে, তাকে কোথাও স্থবির করার জন্য নয়। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, মানুষের জন্য দীনকে সহজ করো, কঠিন করো না” (অনুবাদক)।

## بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْمَيِّتِ

মৃতের পক্ষ থেকে হজ্জ করা ।

২৯.৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدِ  
عَنْ قَتَادَةَ عَنْ غَرَزَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ سَمِعَ  
رَجُلًا يَقُولُ لَبَيْكَ عَنْ شِبْرَمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ شِبْرَمَةٌ قَالَ قَرِيبٌ لِي قَالَ  
هَلْ حَجَجْتَ قَطُّ قَالَ لَا قَالَ فَاجْعَلْ هَذِهِ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شِبْرَمَةَ .

২৯০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন : “শুবরুমার পক্ষ থেকে আমি তোমার দরবারে হাযির হয়েছে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করেন : শুবরুমা কে? সে বললো, আমার এক নিকটাত্মীয়। তিনি বলেন : তুমি কি কখনও হজ্জ করেছো? সে বললো, না। তিনি বলেন : তাহলে এই হজ্জ তোমার নিজের পক্ষ থেকে করো, অতঃপর শুবরুমার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

২৯.৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنَعَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ  
الثَّوْرِيُّ عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ  
رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَحُجُّ عَنْ أَبِي قَالَ نَعَمْ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ فَإِنْ لَمْ تَزِدْهُ  
خَيْرًا لَمْ تَزِدْهُ شَرًّا .

২৯০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করতে পারি? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো। তুমি যদি তার জন্য কল্যাণ ও নেকী বৃদ্ধি করতে না পারো, তবে অন্তত তার জন্য অকল্যাণ ও পাপ বৃদ্ধি করো না।

২৯.৫ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ  
أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْعَوْتِ بْنِ حُصَيْنٍ (رَجُلٌ مِنَ الْفُرْعِ) أَنَّهُ اسْتَفْتَى النَّبِيَّ ﷺ عَنْ  
حِجَّةٍ كَانَتْ عَلَى أَبِيهِ مَاتَ وَلَمْ يَحُجَّ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَقَالَ النَّبِيُّ  
ﷺ وَكَذَلِكَ الصِّيَامُ فِي النَّذْرِ يُقْضَى عَنْهُ .

২৯০৫। আবুল গাওছ ইবনে হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার পিতার উপর ফরজ হওয়া হজ্জ সম্পর্কে ফতওয়া জিজ্ঞেস করেন, যিনি মারা গেছেন কিন্তু হজ্জ করতে পারেননি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ আদায় করো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেনঃ মানতের রোযাও অনুরূপ অর্থাৎ তার পক্ষ থেকে তা আদায় করা যাবে।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ الْحَجِّ عَنِ الْحَيِّ إِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ

জীবিত ব্যক্তি হজ্জ করতে অপারগ হলে তার পক্ষ থেকে হজ্জ করা।

২৯.৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ أَوْسٍ عَنْ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ وَلَا الْعُمْرَةَ وَلَا الظَّنَّ قَالَ حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرْ .

২৯০৬। আবু রাযীন আল-উকায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ। তিনি হজ্জ অথবা উমরা করতে বা বাহনে উপবিষ্ট থাকতে অক্ষম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ ও উমরা আদায় করো।

২৯.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيَّ عَنْ حَكِيمِ بْنِ حَكِيمِ بْنِ عَبَّادِ ابْنِ حُنَيْفِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ حُثَمَةٍ جَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي شَيْخٌ كَبِيرٌ قَدْ أَفْتَدَ وَأَدْرَكَتْهُ فَرِيضَةُ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ وَلَا يَسْتَطِيعُ آدَاءَهَا فَهَلْ يُجْزَى عَنْهُ أَنْ أُوْدِيَهَا عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ نَعَمْ .



২৯০৭। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। খাছআম গোত্রের এক মহিলা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা অতিশয় বৃদ্ধ এবং অচল হয়ে পড়েছেন। বান্দাদের উপর আল্লাহর ফরযকৃত হজ্জ তার উপরও ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি তা আদায় করতে সক্ষম নন। এখন আমি যদি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করি, তবে তা কি তার জন্য যথেষ্ট হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হাঁ।

২৯.০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كُرَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي حُصَيْنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَبِي أَدْرَكَهُ الْحَجُّ وَلَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَحُجَّ إِلَّا مُعْتَرِضًا فَصَمَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ حُجُّ عَنْ أَبِيكَ .

২৯০৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে হুসাইন ইবনে আওফ (রা) অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতার উপর হজ্জ ফরয হয়েছে, কিন্তু তিনি হজ্জ করতে সক্ষম নন— যদি না তাকে হাওদার সাথে বেঁধে দেয়া হয়। তিনি মুহূর্তকাল নীরব থাকার পর বলেন : তুমি তোমার পিতার পক্ষ থেকে হজ্জ করো।

২৯.০৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ أَخِيهِ الْفَضْلِ أَنَّهُ كَانَ رَدَفَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ النَّحْرِ فَاتَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ فَرِيضَةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ عَلَى عِبَادِهِ أَدْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَرْكَبَ أَفَاحُجُّ عَنْهُ قَالَ نَعَمْ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ عَلَى أَبِيكَ دَيْنٌ قَضَيْتَهُ .

২৯০৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে তার ভাই আল-ফাদল (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। তিনি কুরবানীর দিন ভোরবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সওয়ালীতে তাঁর পিছনে উপবিষ্ট ছিলেন। তখন খাছআম গোত্রের এক মহিলা তাঁর নিকট এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! বান্দাদের উপর আল্লাহর ধার্যকৃত হজ্জ আমার পিতার উপরও তার বৃদ্ধ বয়সে ফরয হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনে চড়তে সক্ষম নন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হজ্জ করবো? তিনি বলেন : হাঁ। কেননা তোমার পিতার কোন ঋণ থাকলে তাও তোমাকেই পরিশোধ করতে হতো।

## بَابُ حَجِّ الصَّبِيِّ

শিশুদের হজ্জ।

২৯১০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ طَرِيفٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سُوْقَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَفَعَتْ امْرَأَةٌ صَبِيًّا لَهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْهَذَا حَجٌّ قَالَ نَعَمْ وَكَأَجْرٍ .

২৯১০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের সময় এক মহিলা তার শিশু সন্তানকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উঁচিয়ে ধরে জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রাসূল! এই শিশুর জন্যও কি হজ্জ? তিনি বলেন : হ্যাঁ, তবে সওয়াব হবে তোমার।

## بَابُ النَّفْسَاءِ وَالْحَائِضِ تَهْلٍ بِالْحَجِّ

হায়েয ও নিফাসগ্রস্ত মহিলারা হজ্জের জন্য ইহরাম বাঁধলে।

২৯১১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَفَسْتُ أَسْمَاءَ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَبَا بَكْرٍ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَهْلُ .

২৯১১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শাজারা (যুল্-হলায়ফা) নামক স্থানে উমায়স কন্যা আস্মা (রা)-র নিফাস হলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবু বাক্র (রা)-কে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করে ইহরাম বাঁধার নির্দেশ দেন।

২৯১২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ

أَنَّهُ خَرَجَ حَاجًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَهُ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ فَوَلَدَتْ بِالشَّجْرَةِ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَتَى أَبُو بَكْرٍ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرَهُ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَأْمُرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ ثُمَّ تَهْلُ بِالْحَجِّ وَتَصْنَعَ مَا يَصْنَعُ النَّاسُ إِلَّا أَنَّهَا لَا تَطُوفُ بِالْبَيْتِ .

২৯১২। আবু বাক্বর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। তাঁর সাথে (তাঁর স্ত্রী) উমাইস-কন্যা আসমা (রা)-ও ছিলেন। তিনি শাজারা নামক স্থানে মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্বর-কে প্রসব করলেন। আবু বাক্বর (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন তাকে গোসল করার পর হজ্জের ইহ্রাম বাঁধার এবং লোকদের অনুরূপ অনুষ্ঠানাদি পালনের নির্দেশ দেন, কিন্তু সে বায়তুল্লাহ তাওয়াফ করবে না।

২৯১৩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ قَالَ قَالَ نَفْسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَأَمَرَهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتَسْتَنْفِرَ بِثَوْبٍ وَتَهْلُ .

২৯১৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাক্বরকে প্রসব করলেন। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বিধান জিজ্ঞেস করার জন্য লোক পাঠালেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন গোসল করে একটি কাপড় জড়িয়ে নেন ও ইহ্রাম বাঁধেন।

অনুচ্ছেদ : ১৩

## بَابُ مَوَاقِيتِ أَهْلِ الْإِفَاقِ

বিভিন্ন অঞ্চলের অধিবাসীদের মীকাত।

২৯১৪ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَهْلُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَأَهْلُ الشَّامِ مِنَ الْجُحْفَةِ وَأَهْلُ

نَجِدُ مِنْ قَرْنٍ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَمَا هَذِهِ الثَّلَاثَةُ فَقَدْ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ  
وَبَلَّغْنِي أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ وَهَيْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ .

২৯১৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ মদীনাবাসীগণ যুল-হুলায়ফা থেকে, সিরিয়ার অধিবাসীগণ আল-জুহুফা থেকে, নাজ্জদবাসীগণ 'কারন' নামক স্থান থেকে ইহরাম বাঁধবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, এই তিনটি মীকাতের বর্ণনা আমি সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছি। আমি আরও জানতে পেরেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ইয়ামনবাসীগণ ইয়ালামলাম থেকে ইহরাম বাঁধবে।

٢٩١٥- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ  
عَنْ جَابِرٍ قَالَ خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ مَهْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ  
وَمَهْلُ أَهْلِ الشَّامِ مِنَ الْجَحْفَةِ وَمَهْلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ يَلْمَمَ وَمَهْلُ أَهْلِ نَجْدٍ  
مِنْ قَرْنٍ وَمَهْلُ أَهْلِ الْمَشْرِقِ مِنْ ذَاتِ عِرْقٍ ثُمَّ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ لِلْأُفُقِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ  
أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ .

২৯১৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের উদ্দেশে ভাষণ দিয়ে বলেন : মদীনাবাসীগণের মীকাত যুল-হুলায়ফা, সিরিয়াবাসীদের মীকাত আল-জুহুফা, ইয়ামনবাসীদের মীকাত ইয়ালামলাম, নাজ্জদবাসীদের মীকাত 'কারন', প্রাচ্যের লোকদের মীকাত যাতু ইরক।<sup>২</sup> অতঃপর তিনি দিগন্তের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলেন : হে আল্লাহ ! তাদের অন্তরসমূহ ঈমানের দিকে ধাবিত করুন।

২. যে স্থান বরাবর পৌছে হজ্জযাত্রীদের ইহরাম বাঁধতে হয় সেই স্থানকে "মীকাত" বলে। হজ্জযাত্রীগণ ইহরাম না বেঁধে এই স্থান অতিক্রম করতে পারেন না। মীকাতের স্থানসমূহ : যুল-হুলায়ফা, এর বর্তমান নাম আব্‌আরু আলী, যা মদীনার ছয় মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। আল-জুহুফা সিরিয়া ও এতদঞ্চল হয়ে আগত লোকদের মীকাত। এটা রাবাগ নামক এলাকার একটি জনশূন্য গ্রাম। কারনুল মানাযিল-এর বর্তমান নাম আস-সায়েল। ইয়ালামলাম তিহামা অঞ্চলের একটি পাহাড়ের নাম। বাংলাদেশ, ভারত ও পাকিস্তানের হজ্জযাত্রীগণের এটাই মীকাত। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে, মীকাতের সীমার অভ্যন্তরে বসবাসকারী লোকদের ব্যতীত অন্যদের পক্ষে কোনো অবস্থায় ইহরাম ব্যতীত মীকাত অতিক্রম করে মক্কায় প্রবেশ জায়েয নয় (অনুবাদক)।

بَابُ الْأَحْرَامِ

ইহরাম বাঁধা ।

২৯১৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَدْخَلَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ وَاسْتَوَتْ بِهِ رَاِحِلَتُهُ أَهْلٌ مِنْ عِنْدِ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ .

২৯১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন স্বীয় পদদ্বয় বাহনের পাদানিতে রাখেন এবং তাঁর জন্তুযান তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে যায় তখন তিনি যুল্-ছলায়ফার মসজিদের নিকটে ইহরাম বাঁধেন।

২৯১৭- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ وَعُمَرُ ابْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَا ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي عِنْدَ ثَفَنَاتِ نَاقَةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ قَائِمَةٌ قَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحِجَّةٍ مَعًا وَذَلِكَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ .

২৯১৭। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশ-শাজারা (যুল-ছলায়ফা) নামক স্থানে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দীর পায়ের নিকটে ছিলাম। উদ্দী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন তিনি বলেনঃ “লাক্বায়কা বি-উমরাতিন ওয়া হাজ্জাতিম-মাআন” (আমি তোমার দরবারে একসাথে হজ্জ ও উমরার সংকল্প নিয়ে হাযির হচ্ছি)। এটা বিদায় হজ্জের ঘটনা।

بَابُ التَّلْبِيَةِ

তালবিয়া ।

২৯১৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ تَلَفَّتُ التَّلْبِيَةَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ

وَهُوَ يَقُولُ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ  
لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ قَالَ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَزِيدُ فِيهَا لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ  
وَسَعَدَيْكَ وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ لَبَّيْكَ وَالرَّغْبَاءُ إِلَيْكَ وَالْعَمَلُ .

২৯১৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহামের নিকট তালবিয়া শিখেছি। তিনি বলেন : “লাক্বায়কা আদ্বাদ্বাহ্মা লাক্বায়কা লাক্বায়কা, লা শারীকা লাকা লাক্বায়কা। ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান-নিমাতা লাকা ওয়াল মুল্কা লা শারীকা লাকা” (“হে আদ্বাহ! আমি তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার নিকট উপস্থিত আছি, তোমার দরবারে হাযির হয়েছি। তোমার কোন শরীক নেই, আমি তোমার নিকট হাযির হয়েছি। নিশ্চয় সকল প্রশংসা ও নিয়ামত তোমারই এবং সমগ্ধ রাজত্ব ও কর্তৃত্ব তোমার। তোমার কোন শরীক নাই”)। রাবী (র) বলেন, ইবনে উমার (রা) এর সাথে যোগ করতেন : “লাক্বায়কা লাক্বায়কা লাক্বায়কা ওয়া সা’দায়কা ওয়াল-খায়রু ফী ইয়াদায়কা, লাক্বায়কা ওয়ার-রাগবাউ ইলায়কা ওয়াল-আমালু” (“তোমার দরবারে উপস্থিত হয়েছি, তোমার নিকট হাযির হয়েছি, তোমার নিকট হাযির আছি, তোমার খেদমতে সৌভাগ্য লাভ করেছি। সমস্ত কল্যাণ তোমার হাতে, আমি তোমার সমীপে উপস্থিত হয়েছি। সমস্ত আকর্ষণ তোমার প্রতি এবং সকল কাজ তোমারই নির্দেশে”)।

٢٩١٩- حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ ثَنَا مُؤْمِلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَتْ تَلْبِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ .

২৯১৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহামের তালবিয়া ছিল নিম্নরূপ : “লাক্বায়কা আদ্বাদ্বাহ্মা লাক্বায়কা, লাক্বায়কা লা শারীকা লাকা লাক্বায়কা ইন্নাল-হাম্দা ওয়ান-নিমাতা লাকা ওয়াল-মুল্কা লা শারীকা লাকা”।

٢٩٢- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْفَضْلِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي تَلْبِيَّتِهِ لَبَّيْكَ إِلَهَ الْحَقِّ لَبَّيْكَ .

২৯২০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আল্লাইহি ওয়াসাদ্বাহাম তাঁর তালবিয়ায় বলেন : “লাক্বায়কা ইলাহাল-হাক্ক লাক্বায়কা”।

২৭২১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ مُلْبٍ يَلْبِي الْأَلْبَى مَا عَنْ يَمِينِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدْرٍ حَتَّى تَنْقَطَعَ الْأَرْضُ مِنْ هَهُنَا وَهَهُنَا .

২৯২১। সাহুল ইবনে সাদ আস-সাইদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তিই তালবিয়া পাঠ করে, সাথে সাথে তার ডান ও বাঁ দিকের পাথর, গাছপালা অথবা মাটি, এমনকি দুনিয়ার সর্বশেষ প্রান্ত পর্যন্ত উভয় দিকের সবকিছু তালবিয়া পাঠ করে।

অনুচ্ছেদ : ১৬

### بَابُ رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ

উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা।

২৭২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ حَدَّثَهُ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّنَابِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ أَتَانِي جِبْرِيلُ فَأَمَرَنِي أَنْ أَمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْأَهْلَالِ .

২৯২২। ঝান্নাদ ইবনুস সাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে আমাকে নির্দেশ দেন যে, আমি যেন আমার সাহাবীগণকে উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠের আদেশ দেই।

২৭২৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْبِدٍ عَنِ الْمُطَّلِبِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَنْطَبٍ عَنْ خَلَادِ بْنِ السَّنَابِ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ جَاءَنِي جِبْرِيلُ فَقَالَ يَا مُحَمَّدُ مَرُّ أَصْحَابِكَ فَلْيَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالتَّلْبِيَةِ فَإِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَجِّ .

২৯২৩। মায়েদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমার নিকট জিবরীল (আ) এসে বলেন, হে মুহাম্মাদ! আপনি আপনার সাহাবীদের নির্দেশ দিন, তারা যেন উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করে। কারণ তা হজ্জের অন্যতম নিদর্শন।

২৯২৪ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ وَيَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ قَالَا  
 ثَنَا اِبْنُ اَبِي فَدْيِكٍ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ عَنْ عَبْدِ  
 الرَّحْمَنِ بْنِ بَرْتُوْعٍ عَنْ اَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ اَنْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ سَأَلَ اَيُّ الْاَعْمَالِ  
 اَفْضَلُ قَالَ الْعَجُّ وَالشَّجُّ .

২৯২৪। আবু বাকর সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করা হলো, কোন কাজটি সর্বোত্তম? তিনি বলেন : উচ্চস্বরে তালবিয়া পাঠ করা এবং কোরবানীর দিন কোরবানী করা।

### অনুচ্ছেদ : ১৭

## بَابُ الظَّلَالِ لِلْمُحْرَمِ

ইহরামধারী ব্যক্তির অনবরত তালবিয়া পাঠের ফযীলাত।

২৯২৫ - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ نَافِعٍ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ  
 وَهَبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ فُلَيْحٍ قَالُوا ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ  
 اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَيْبَعَةَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ  
 ﷺ مَا مِنْ مُحْرَمٍ يَضْحَى لِّلّٰهِ يَوْمَهُ يَلْبَسِي حَتَّى تَغِيْبَ الشَّمْسُ اِلَّا غَابَتْ بِذَنُوْبِهِ  
 فَعَادَ كَمَا وَلَدَتْهُ اُمُّهُ .

২৯২৫। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে কোন ইহরামধারী ব্যক্তি কোরবানীর দিন আদ্বাহর উদ্দেশে কোরবানী করে এবং মধ্যাহ্ন থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে থাকে, সূর্য তার গুনাহ রাশিসহ অন্ত যায়। তখন সে তার জন্মদিনের মত নিষ্পাপ হয়ে যায়।



## بَابُ الطَّيْبِ عِنْدَ الْأَحْرَامِ

ইহরাম বস্ত্র পরিধানের সময় সুগন্ধি ব্যবহার।

২৯২৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ طَيَّبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لِأَحْرَامِهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَلِحَلِّهِ قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ . قَالَ سُفْيَانُ بِيَدَيْ هَاتَيْنِ .

২৯২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইহরাম বাঁধার প্রাক্কালে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই এবং ইহরাম খোলার সময় তাওয়াফে ইফাদা করার পূর্বেও আমি তাঁকে সুগন্ধি লাগিয়ে দেই। সুফিয়ানের বর্ণনায় “আমার এই দুই হাত দিয়ে” কথাটুকুও উল্লেখ আছে।

২৯২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِي الضُّحَى عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِي أَنْظِرُ إِلَى وَبِصِ الطَّيْبِ فِي مَفَارِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ يَلْبِي .

২৯২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি, তখন তিনি তালবিয়া উচ্চারণ করছিলেন।

২৯২৮- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَرِيكَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كَانَتِي أَرَى وَبِصَ الطَّيْبِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بَعْدَ ثَلَاثَةِ وَهُوَ مُحْرِمٌ .

২৯২৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সিঁথিতে তিন দিন পরেও সুগন্ধির উজ্জ্বলতা দেখতে পাচ্ছি, অথচ তিনি ছিলেন ইহরাম অবস্থায়।

## بَابُ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ

ইহরাম অবস্থায় যে রূপ কাপড় পরিধান করবে।

২৭২৭- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ ﷺ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا  
يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلَا الْعَمَائِمَ وَلَا السَّرَاوِيلَ وَلَا الْبِرَانِسَ وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَنْ لَا  
يَجِدَ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ  
الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ الْوَرْسُ .

২৯২৯। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলো, ইহরামধারী ব্যক্তি কিরূপ কাপড় পরিধান করবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সে জামা পরবে না, পাগড়ী পরবে না, পাজামা পরবে না, টুপি পরবে না এবং মোজা পরবে না। কিন্তু তার জুতা না থাকলে সে মোজা পরতে পারবে, তবে পায়ের গোছা বরাবর মোজার উপরিভাগ কেটে ফেলবে। সে জাফরান অথবা সুগন্ধি ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড়ও পরিধান করবে না।

২৭৩০- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَبْدِ  
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ  
أَوْ زَعْفَرَانٍ .

২৯৩০। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরামধারী ব্যক্তিকে কুমকুম অথবা ওয়ারস ঘাস দ্বারা রঞ্জিত কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন।

## بَابُ السَّرَاوِيلِ وَالْخُفَيْنِ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا أَوْ نَعْلَيْنِ

কাপড় ও জুতা না থাকলে মুহরিম ব্যক্তি পাজামা ও মোজা পরিধান করবে।

২৭৩১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ  
عَنْ عَمْرِو ابْنِ دِينَارٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ

النَّبِيُّ ﷺ يَخْطُبُ (قَالَ هِشَامٌ عَلَى الْمَنِيرِ) فَقَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَارًا فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ . وَقَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ فَلْيَلْبَسْ سَرَاوِيلَ الْأَنْ يَفْقَدَ .

২৯৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মিন্বারে দাঁড়িয়ে ভাষণদানকালে বলতে শুনেছি : যে (মুহরিম) ব্যক্তি কাপড় সংগ্রহ করতে পারেনি সে পাজামা পরতে পারে এবং যে ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে পারেনি সে মোজা পরতে পারে। হিশামের বর্ণনায় আছে : ‘কাপড় না পেলে সে পাজামা পরিধান করবে’।

২৯৩২ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ .

২৯৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তি জুতা সংগ্রহ করতে না পারলে মোজা পরিধান করবে। সে যেন গোছার নিমাংশ পর্যন্ত মোজার উপরিভাগ কেটে নেয়।

অনুচ্ছেদ : ২১

## بَابُ التَّوَقُّفِ فِي الْأَحْرَامِ

ইহরাম অবস্থায় যেসব আচরণ থেকে বিরত থাকা উচিত।

২৯৩৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعَرَجِ نَزَلْنَا فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَعَائِشَةُ إِلَى جَنْبِهِ وَأَنَا إِلَى جَنْبِ أَبِي بَكْرٍ وَكَانَتْ زَمَلْتُنَا وَزَمَالَةُ أَبِي بَكْرٍ وَاحِدَةٌ مَعَ غُلَامٍ أَبِي بَكْرٍ قَالَ فَطَلَعَ الْغُلَامُ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ فَقَالَ لَهُ أَيْنَ بَعِيرُكَ قَالَ أَضَلَّكَهُ الْبَارِحَةَ قَالَ مَعَكَ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تَضَلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ أَنْظِرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ .

২৯৩৩। আবু বাক্‌র (রা)-র কন্যা আসমা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আল-আরজ নামক স্থানে পৌঁছে আমরা যাত্রাবিরতি করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসলেন, আয়েশা (রা) তাঁর পাশে বসলেন এবং আমি আবু বাক্‌র (রা)-র পাশে বসলাম। আমাদের ও আবু বাক্‌র (রা)-র এবং তাঁর গোলামসহ একটি উট ছিল। রাবী বলেন, ইত্যবসরে গোলাম আসলো কিন্তু তার সাথে উট ছিলো না। আবু বাক্‌র (রা) জিজ্ঞেস করলেন, তোমার উট কোথায়? সে বললো, গত রাতে তা হারিয়ে গেছে। তিনি বলেন, তোমার সাথে একটি মাত্র উট ছিল, তাও তুমি হারিয়ে ফেললে? রাবী বলেন, তিনি তাকে মারতে শুরু করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : দেখো! এই ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় কি করছে?

অনুচ্ছেদ : ২২

## بَابُ الْمُحْرَمِ يَغْسِلُ رَأْسَهُ

ইহরামধারী ব্যক্তি মাথা ধোঁত করতে পারে।

২৯৩৪- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ وَالْمَسُورَ بْنَ مَخْرَمَةَ اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمَسُورُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرَمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا قُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَغْتَسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ قَالَ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَاطَاهُ حَتَّى بَدَأَ لِي رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ عَلَيْهِ أُصِيبُ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتَهُ يَفْعَلُ .

২৯৩৪। ইবরাহীম ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে ছনায়েন (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) এবং আল-মিসওয়্যার ইবনে মাখরামা (রা) আল-আবওয়া নামক স্থানে একটি বিষয়ে মতবিরোধে লিপ্ত হলেন। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, ইহরামধারী ব্যক্তি নিজ মাথা ধোঁত করতে পারবে। আর আল-মিসওয়্যার (রা)

বলেন, সে নিজ মাথা ধোত করতে পারবে না। অতএব ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র নিকট এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা করার জন্য পাঠান। আমি গম্ভ্যে পৌঁছে দেখি যে, তিনি দু'টি খুঁটির মাঝখানে কাপড় দ্বারা পর্দা টেনে গোসল করছেন। আমি তাঁকে সালাম দিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে? আমি বললাম, আমি আবদুল্লাহ ইবনে হুনায়েন। ইবনে আব্বাস (রা) আমাকে আপনার নিকট জিজ্ঞেস করতে পাঠিয়েছেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় কিভাবে তাঁর মাথা ধোত করতেন? রাবী বলেন, আবু আইউব (রা) তার হস্তদ্বয় পর্দার কাপড়ের উপর রেখে তা মাথা পর্যন্ত উত্তোলন করলেন এবং আমি তার মাথা দেখতে পেলাম। অতঃপর তিনি এক ব্যক্তিকে বললেন, পানি ঢালো। লোকটি তার গোসলে সাহায্য করছিল। সে তার মাথায় পানি ঢেলে দিলো। তিনি স্বহস্তে তার গোটা মাথা মর্দন করলেন এবং বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এভাবে (মাথা ধোত) করতে দেখেছি।

**অনুচ্ছেদ : ২৩**

**بَابُ الْمُحْرَمَةِ تَسَدُّ الثُّوبَ عَلَى وَجْهِهَا**

ইহরামধারী স্ত্রীলোকের মুখমণ্ডলে কাপড় ঝুলানো।

২৯৩৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَنَحْنُ مُحْرِمُونَ فَإِذَا لَقِينَا الرَّأْسَ أَسَدْنَا ثِيَابَنَا مِنْ فَوْقِ رُءُوسِنَا فَإِذَا جَاوَزْنَا رَفَعْنَاهَا .

২৯৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহরাম অবস্থায় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। কোন কাফেলা আমাদের নিকটবর্তী হলে আমরা নিজেদের মাথার সামনে দিয়ে (মুখমণ্ডলে) কাপড় ঝুলিয়ে দিতাম। তারা আমাদের অতিক্রম করে যাওয়ার পর আবার তা মুখমণ্ডল থেকে তুলে ফেলাতম।

২৯৩৫(১) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

২৯৩৫(১)। আলী ইবনে মুহাম্মাদ-আবদুল্লাহ ইবনে ইদরীস-ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-মুজাহিদ-আয়েশা (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রেও উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

## بَابُ الشَّرْطِ فِي الْحَجِّ

হজ্জ শর্ত আরোপ করা ।

২৯৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَكِيمٍ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ جَدِّهِ (قَالَ لَا أَدْرِي أَسْمَاءُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ أَوْ سَعْدَى بِنْتُ عَوْفٍ) أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى ضَبَاعَةَ بِنْتِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَقَالَ مَا يَمْتَعُكَ يَا عَمَّتَاهُ مِنَ الْحَجِّ فَقَالَتْ أَنَا امْرَأَةٌ سَقِيمَةٌ وَأَنَا أَخَافُ الْحَبْسَ قَالَ فَأَحْرَمِي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّكَ حَيْثُ حُبِسْتِ .

২৯৩৬। আবু বাকর ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুয যুবায়ের (র) থেকে তার দাদী আসমা বিনতে আবু বাকর (রা) অথবা নানী সুদায় বিনতে আওফ (রা)-এর সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবদুল মুত্তালিব কন্যা দুবাআ (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন : হে ফুফুজান! কোন জিনিস আপনাকে হজ্জ থেকে বিরত রাখছে? তিনি বলেন, আমি একজন অসুস্থ মহিলা। আমার আশঙ্কা হয় যে, আমি হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পূর্ণ করতে পারবো না। তিনি বলেন : আপনি ইহরাম বাঁধুন এবং এই শর্ত আরোপ করুন, “যেখানে আমি বাধাগ্রস্ত হবো, সেখানেই ইহরামমুক্ত হবো”।

২৯৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ضَبَاعَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ أَمَا تَرِيدِينَ الْحَجَّ الْعَامَ قُلْتُ إِنِّي لَعَلِيلَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ حُجِّيْ وَقَوْلِيْ مُحَلِّيْ حَيْثُ تَجْبِسُنِي .

২৯৩৭। দুবাআ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট উপস্থিত হলেন, আমি তখন রোগগ্রস্ত ছিলাম। তিনি বলেন : আপনি কি এ বছর হজ্জ যাওয়ার সংকল্প করছেন? আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি তো অসুস্থ। তিনি বলেন : আপনি হজ্জের নিয়াত করুন এবং বলুন, “আপনি যেখানে আমাকে বাধাগ্রস্ত করবেন সেখানে ইহরাম খুলে ফেলবো”।

২৯৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفِ بْنِ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا وَعِكْرَمَةَ يُحَدِّثَانِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَتْ ضُبَاعَةُ بِنْتُ الزُّبَيْرِ ابْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَتْ إِنِّي امْرَأَةٌ ثَقِيلَةٌ وَإِنِّي أُرِيدُ الْحَجَّ فَكَيْفَ أَهْلٌ قَالَ أَهْلِي وَاشْتَرِطِي أَنْ مَحَلِّي حَيْثُ حَبَسْتِنِي .

২৯৩৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবায়ের ইবনে আবদুল মুত্তালিবের কন্যা দুবাআ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বলেন, আমি রোগগ্রস্ত এবং আমি হচ্ছে যাওয়ার ইচ্ছা রাখি। অতএব আমি কিভাবে ইহরাম বাঁধবো? তিনি বলেন : আপনি ইহরাম বাঁধুন এবং এই শর্ত রাখুন, “আপনি (আল্লাহ) যেখানে আমাকে বাঁধাগ্রস্ত করবেন, সেটাই হবে আমার ইহরাম খোলার স্থান”।

**অনুচ্ছেদ : ২৫**

**بَابُ دُخُولِ الْحَرَمِ**

হেরেম এলাকায় প্রবেশ।

২৯৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَبِيحٍ ثَنَا مُبَارَكُ بْنُ حَسَّانٍ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رِيَّاحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَتْ الْأَنْبِيَاءُ تَدْخُلُ الْحَرَمَ مُشَاءَةً حَفَاءً وَيَطُوفُونَ بِالْبَيْتِ وَيَقْضُونَ الْمَنَاسِكَ حَفَاءً مُشَاءَةً .

২৯৩৯। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আশিরা-ই কিরাম (আ) হেরেমের এলাকায় পদব্রজে ও নগ্নপদে প্রবেশ করতেন এবং বায়তুল্লাহ তাওরাকসহ হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান নগ্নপদে ও পদব্রজে সমাপন করতেন।

**অনুচ্ছেদ : ২৬**

**بَابُ دُخُولِ مَكَّةَ**

মকায় প্রবেশ।

২৯৪০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنَ الثَّنِيَةِ الْعُلْيَا وَإِذَا خَرَجَ خَرَجَ مِنَ الثَّنِيَةِ السُّفْلَى .

২৯৪০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উচ্চভূমি দিয়ে মক্কায় প্রবেশ করতেন এবং যখন বের হতেন তখন নিম্নভূমি দিয়ে বের হতেন।

২৯৪১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا الْعُمَرِيُّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ مَكَّةَ نَهَارًا.

২৯৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিনের বেলা মক্কায় প্রবেশ করেন।

২৯৪২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَثْمَانَ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيْنَ تَنْزَلُ غَدًا وَذَلِكَ فِي حَجَّتِهِ قَالَ وَهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مَنَزَلًا ثُمَّ قَالَ نَحْنُ نَأْزِلُونَ غَدًا بِخَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ (يَعْنِي الْمُحَصَّبَ) حَيْثُ قَاسَمَتْ قُرَيْشٌ عَلَى الْكُفْرِ وَذَلِكَ أَنَّ بَنِي كِنَانَةَ حَالَفَتْ قُرَيْشًا عَلَى بَنِي هَاشِمٍ أَنْ لَا يَنَاقِحُوهُمْ وَلَا يُبَايِعُوهُمْ قَالَ مَعْمَرٌ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَالْخَيْفُ الْوَادِي.

২৯৪২। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আগামী কাল কোথায় অবতরণ করবো? এটা তাঁর (বিদায়) হজ্জের সময়কার কথা। তিনি বলেন : আকীল কি আমাদের জন্য একটি বাড়িও অবশিষ্ট রেখেছে? তিনি পুনরায় বলেন : আমরা আগামী কাল বনু কিনানার ঘাঁটিতে (অর্থাৎ মুহাসসাবে) অবতরণ করবো যেখানে কুরায়শগণ কুফরীর উপর অবিচল থাকার শপথ করেছিল। অর্থাৎ বনু কিনানা কুরায়শদের নিকট থেকে বনু হাশিমের বিরুদ্ধে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি আদায় করে যে, তারা শেযোক গোত্রের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করবে না এবং ব্যবসায়িক লেনদেনও করবে না। মামার (র) বলেন, যুহরী (র) বলেছেন, আল-খায়ফ অর্থ উপত্যকা।

অনুচ্ছেদ ৪ ২৭

## بَابُ اسْتِئْذَانِ الْحَجْرِ

হাজ্জের আসওয়াদ চুষন করা।

২৯৪৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرْجِسَ قَالَ رَأَيْتُ الْأَصْبَغَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ



يُقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ اِنِّي لَا اَقْبَلُكَ وَاِنِّي لَا اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَاِنِّي لَا اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَاِنِّي لَا اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَاِنِّي لَا اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ .

২৯৪৩। আবদুল্লাহ ইবনে সারজিস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-উসায়লিহ অর্থাৎ উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে দেখলাম যে, তিনি হাজরে আসওয়াদে চুমা দিচ্ছেন আর বলছেন, আমি অবশ্য তোমাকে চুষন করছি। আমি নিশ্চিত জানি যে, তুমি একটি পাথর মাত্র, তুমি ক্ষতিও করতে পারো না এবং উপকারও করতে পারো না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমায় চুমা দিতে না দেখতাম তাহলে আমিও তোমায় চুমা দিতাম না।

২৯৪৪ - حَدَّثَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ الرَّازِيُّ عَنْ ابْنِ خُثَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَا تَيْنِ هَذَا الْحَجَرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَكَهْ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَيَّ مَنْ يَسْتَلِمُهُ بِحَقٍّ .

২৯৪৪। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কিয়ামতের দিন এই পাথরকে উপস্থিত করা হবে। তার দু'টি চোখ থাকবে, তা দিয়ে সে দেখবে, যবান থাকবে তা দিয়ে সে কথা বলবে এবং সে এমন লোকের অনুকূলে সাক্ষ্য দিবে যে তাকে সত্যতার সাথে চুমা দিয়েছে।

২৯৪৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي يَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْحَجَرَ ثُمَّ وَضَعَ شَفْتَيْهِ عَلَيْهِ يَبْكِي طَوِيلًا ثُمَّ التَفَّتْ فَاِذَا هُوَ بِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ يَبْكِي فَقَالَ يَا عُمَرُ هَهُنَا تُسْكَبُ الْعِبْرَاتُ .

২৯৪৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের দিকে মুখ করলেন, অতঃপর তার উপর নিজের দুই ঠোঁট স্থাপন করে দীর্ঘক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর তিনি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলেন যে, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-ও কাঁদছেন। তিনি বলেন : হে উমার! এটাই অশ্রু প্রবাহিত করার উপযুক্ত স্থান।

২৯৬৬ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْوِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَمْ يَكُنْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسْتَلِمُ مِنْ أَرْكَانِ الْبَيْتِ إِلَّا الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ وَالَّذِي يَلِيهِ مِنْ نَحْوِ دُورِ الْجَمْحِينِ .

২৯৬৬। সালিম ইবনে আবদুল্লাহ (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহর কোন রুকনে চুমা খেতেন না, কেবলমাত্র রুকনুল আসওয়াদ (কালো পাথর) এবং এর নিকটের জুমাহ গোত্রের দিককার কোণে (রুকনে ইয়ামানীতে) চুমা খেতেন।

### অনুচ্ছেদ : ২৮

## بَابُ مَنْ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ بِمِجْنِهِ

লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেওয়া।

২৯৬৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ لَمَّا اطْمَأَنَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَامَ الْفَتْحِ طَافَ عَلَى بَعِيرِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِجْنِ بِيَدِهِ ثُمَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَوَجَدَ فِيهَا حَمَامَةَ عَيْدَانَ فَكَسَّرَهَا ثُمَّ قَامَ عَلَى بَابِ الْكَعْبَةِ فَرَمَى بِهَا وَأَنَا أَنْظُرُهُ .

২৯৬৭। শায়বা-র কন্যা সাফিয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের বছর যখন নিশ্চিন্ত (নিরাপদ) হলেন তখন তিনি স্বীয় উটে আরোহণ করে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন এবং নিজের হাতের লাঠির সাহায্যে রুকন (হাজরে আসওয়াদ)-কে চুমা দেন। অতঃপর তিনি কাবাব অভয়ন্তরভাগে প্রবেশ করেন এবং তথায় কাঠের তৈরী একটি কবুতর দেখতে পান। তিনি তা ভেংগে ফেলেন, অতঃপর তিনি কাবাব দরজায় দাঁড়িয়ে তা বাইরে নিক্ষেপ করেন। আমি তা দেখছিলাম।

২৯৪৮ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ أَنبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوْنُسَ  
عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ  
فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ عَلَيَّ بِعَيْرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِخْجَنٍ .

২৯৪৮। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে একটি উটে আরোহণ করে তাওয়াফ করেন এবং একটি লাঠির সাহায্যে (ইশারায়) রুকনকে চুমা দেন।

২৯৪৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ح وَحَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ثَنَا  
الْفَضْلُ ابْنُ مُوسَى قَالَ ثَنَا مَعْرُوفُ بْنُ خَرَبُودَةَ الْمَكِّيُّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا الطُّفَيْلِ  
عَامِرَ بْنَ وَائِلَةَ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ  
بِمِخْجَنِهِ وَيُقْبِلُ الْمِخْجَنَ .

২৯৪৯। আবু তুফাইল আমের ইবনে ওয়াসিলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি তাঁর সওয়ারীতে আরোহণ করে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, নিজের লাঠির সাহায্যে রুকন স্পর্শ করেন এবং লাঠিতে চুমা দেন।

অনুচ্ছেদ ৪ : ২৯ .

### بَابُ الرَّمْلِ حَوْلَ الْبَيْتِ

বাইতুল্লাহর চারপাশে তাওয়াফের সময় রমল করা।

২৯৫০ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ  
ابْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ قَالَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ  
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ إِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ الطَّوَّافَ الْأَوَّلَ رَمَلَ ثَلَاثَةً وَمَشَى أَرْبَعَةً  
مِنَ الْحِجْرِ إِلَى الْحِجْرِ وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ .

২৯৫০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শুরু করতেন তখন প্রথম তিন চক্রে (তাওয়াফে) রামল করতেন

(বাহু দুলিয়ে বীরদর্পে প্রদক্ষিণ করতেন) এবং চার চক্রে সাধারণ গতিতে হেঁটে তাওয়াফ করতেন— হাজ্জের আসওয়াদ থেকে তাওয়াফ (প্রদক্ষিণ) শুরু করে হাজ্জের আসওয়াদ পর্যন্ত। ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

২৯৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ ابْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَلَ مِنَ الْحَجْرِ إِلَى الْحَجْرِ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا .

২৯৫১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাজ্জের আসওয়াদ থেকে শুরু করে হাজ্জের আসওয়াদ পর্যন্ত তিনবার রামল করতেন এবং চারবার সাধারণ গতিতে তাওয়াফ করতেন।

২৯৫২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ فِيمَ الرَّمْلَانِ الْآنَ وَقَدْ أَطَا اللَّهُ الْأِسْلَامَ وَنَفَى الْكُفْرَ وَأَهْلَهُ وَأَيْمَ اللَّهُ مَا نَدَعُ شَيْئًا كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

২৯৫২। যায়েদ ইবনে আসলাম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার (রা)-কে বলতে শুনেছি : এখন এই দুই রামলের মধ্যে কি ফায়দা আছে? এখন তো আল্লাহ তাআলা ইসলামকে শক্তিশালী করেছেন এবং কুফর ও তার অনুসারীদের নিশ্চিহ্ন করেছেন। আল্লাহর শপথ! আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেসব আমল করেছি তার কিছুই ত্যাগ করবো না।

২৯৫৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ابْنَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَبِي خَيْثَمٍ عَنْ أَبِي الطَّقَيْلِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِأَصْحَابِهِ حِينَ أَرَادُوا دُخُولَ مَكَّةَ فِي عُمْرَتِهِ بَعْدَ الْحُدَيْبِيَّةِ إِنْ قَوْمَكُمْ غَدًا سَيَرَوْنَكُمْ فَلْيَرَوْكُمْ جُلْدًا فَلَمَّا دَخَلُوا الْمَسْجِدَ اسْتَلَمُوا الرُّكْنَ وَرَمَلُوا وَالنَّبِيُّ ﷺ مَعَهُمْ حَتَّى إِذَا بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ ثُمَّ رَمَلُوا حَتَّى بَلَغُوا الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ ثُمَّ مَشَوْا إِلَى الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَفَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ مَشَى الْأَرْبَعَ .

২৯৫৩। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হৃদয়বিয়ার ঘটনার পরবর্তী বছরের উমরা পালনকালে মক্কায় প্রবেশের প্রাক্কালে তাঁর সাহাবীগণকে বলেন : অচিরেই তোমাদের সম্প্রদায় আগামী কাল তোমাদের দেখতে পাবে। অতএব তারা যেন তোমাদের সতেজ ও চালাক-চতুর দেখতে পায়। তারা মসজিদে প্রবেশ করে রুকন (পাথর) চুম্বন করেন এবং রামল করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের সাথে ছিলেন। তারা রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছে হাজারে আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে অগ্রসর হন। তারা পুনরায় রামল করে রুকনে ইয়ামানীতে পৌঁছান, অতঃপর রুকনুল-আসওয়াদ পর্যন্ত স্বাভাবিক গতিতে চলেন। তারা তিনবার রামল করেন ও চারবার স্বাভাবিক গতিতে হাঁটেন।

অনুচ্ছেদ : ৩০

### بَابُ الْأَضْطَبَاعِ

ইদতিবা (বিশেষ পদ্ধতিতে চাদর পরিধান)।

২৯৫৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ وَقَبِيصَةَ قَالَ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ ابْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ أَبِيهِ يَعْلَى أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ طَافَ مُضْطَبِعًا قَالَ قَبِيصَةُ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ

২৯৫৪। ইয়ালা ইবনে উমাইয়্যা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ডান কাঁধ খোলা রেখে এবং বাম কাঁধের উপর চাদরের উভয় কোন একদিকে তাওয়াফ করেন। কাবীসা (র) তার বর্ণনায় বলেন, তাঁর পরিধানে ছিল একটি চাদর।

অনুচ্ছেদ : ৩১

### بَابُ الطُّوَافِ بِالْحَجَرِ

হাতীমও তাওয়াফের অন্তর্ভুক্ত।

২৯৫৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ثَنَا شَيْبَانُ عَنْ أَشْعَثَ ابْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْحَجْرِ فَقَالَ هُوَ مِنَ الْبَيْتِ قُلْتُ مَا مَنَعَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهُ فِيهِ قَالَ

عَجَزَتْ بِهِمُ النَّفَقَةُ قُلْتُ فَمَا شَأْنُ بَابِهِ مُرْتَفِعًا لَا يُصْعَدُ إِلَيْهِ إِلَّا بِسَلْمٍ قَالَ ذَلِكَ  
فَعَلُ قَوْمِكَ لِيَدْخُلُوهُ مَنْ شَاءُوا وَيَمْنَعُوهُ مَنْ شَاءُوا وَلَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكَ حَدِيثُ عَهْدٍ  
بِكُفْرٍ مَخَافَةً أَنْ تَنْفِرَ قُلُوبُهُمْ لَنْظَرْتُ هَلْ أُغْيِرُهُ فَأَدْخِلَ فِيهِ مَا انْتَقَصَ مِنْهُ  
وَجَعَلْتُ بَابَهُ بِالْأَرْضِ .

২৯৫৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট হিজর (হাতীম) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তা বাইতুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত। আমি বললাম, তাকে কাবার অন্তর্ভুক্ত করতে কোন জিনিস তাদের বাধা দিলো? তিনি বলেন : অর্থাভাব তাদের অপরাগ করে দিয়েছিল। আমি বললাম, তার দরজা এতো উঁচুতে স্থাপিত হওয়ার কারণ কি যে, তাতে সিঁড়ি ব্যতীত উঠা যায় না? তিনি বলেন : তা তোমার সম্প্রদায়ের কাণ্ড। তাদের মর্জি হলে কেউ তাতে প্রবেশ করতে পারতো, আর যাদেরকে ইচ্ছা তাতে প্রবেশে বাধা দিতো। তোমার সম্প্রদায়ের কুফরী ত্যাগের যুগ যদি অতি নিকটে না হতো এবং (কাবা ঘর ভাংগার কারণে) তাদের মধ্যে বিভ্রমের উদ্বেক হওয়ার আশঙ্কা না থাকতো; তাহলে তুমি দেখতে পেতে, আমি কিভাবে তা পরিবর্তন করতাম! তা থেকে যা বাদ দেয়া হয়েছিল আমি পুনরায় তা এর অন্তর্ভুক্ত করতাম এবং তার দরজা ভূমি বরাবর স্থাপন করতাম।

অনুচ্ছেদ : ৩২

## بَابُ فَضْلِ الطَّوَافِ

তাওয়াফের ফযীলাত।

২৯৫৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيْبِ  
عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ طَافَ  
بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ كَانَ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ .

২৯৫৬। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলো এবং দুই রাকআত নামায পড়লো, তা একটি ক্রীতদাসকে দাসত্বমুক্ত করার সমতুল্য।

২৯৫৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا حُمَيْدُ بْنُ أَبِي  
سُوَيْبَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ هِشَامٍ يَسْأَلُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رِيَاحٍ عَنِ الرُّكْنِ الْيَمَانِيِّ وَهُوَ

يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ وَكَلَّ بِهِ سَبْعُونَ مَلَكًا فَمَنْ قَالَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِيَةَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ رَبَّنَا أَنْتَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةٌ وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ قَالُوا أَمِينَ . فَلَمَّا بَلَغَ الرُّكْنَ الْأَسْوَدَ قَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ مَا بَلَغَكَ فِي هَذَا الرُّكْنِ الْأَسْوَدِ فَقَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَنْ قَاوَضَهُ قَائِمًا يُقَاوِضُ يَدَ الرَّحْمَنِ قَالَ لَهُ ابْنُ هِشَامٍ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَالطَّوَّافُ قَالَ عَطَاءٌ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِسُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدِ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مُحِيتَ عَنْهُ عَشْرُ سَيِّئَاتٍ وَكُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ وَرُفِعَ لَهُ بِهَا عَشْرَةُ دَرَجَاتٍ وَمَنْ طَافَ فَتَكَلَّمَ وَهُوَ فِي تِلْكَ الْحَالِ خَاضَ فِي الرَّحْمَةِ بِرِجْلَيْهِ كَخَائِضِ الْمَاءِ بِرِجْلَيْهِ .

২৯৫৭। হুমাইদ ইবনে আবু সাবিয়্যা (র) বলেন, আমি ইবনে হিশামকে রুকনে ইয়ামানী সম্পর্কে আতা ইবনে আবু রাবাহ (র)-এর নিকট জিজ্ঞেস করতে শুনেছি। তিনি তখন বাইতুল্লাহ তাওয়াকফ করছিলেন। আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেছেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (রুকনে ইয়ামানীতে) সমস্তজন ফেরেশতা মোতায়েন আছেন। অতএব যে ব্যক্তি বলে, “আল্লাহুয়া ইন্নী আসআলুকাল আফওয়া, ওয়াল-আফিয়াতা ফিদ-দুনয়া ওয়াল-আখিরাতে রব্বানা আতিনা ফিদ-দুনয়া হাসানাতান ওয়াকিনা আযাবান-নার,” তখন ফেরেশতাগণ বলেন, আমীন। (“হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট ক্ষমা ও নিরাপত্তা প্রার্থনা করি দুনিয়া ও আখেরাতে। হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে দুনিয়ার কল্যাণ দান করুন, আখেরাতেও কল্যাণ দান করুন এবং আমাদেরকে দোষখের শাস্তি থেকে রক্ষা করুন”)।

আতা (র) রুকনুল-আসওয়াদে (হাজরে আসওয়াদ) পৌছলে ইবনে হিশাম (র) বলেন, হে আবু মুহাম্মাদ! এই রুকনুল আসওয়াদ সম্পর্কে আপনি কী জানতে পেরেছেন? আতা (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা) আমার নিকট হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : “যে কেউ তার সামনা-সামনি হলো, সে যেন দয়াময় আল্লাহর হাতের সামনাসামনি হলো”। ইবনে হিশাম তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আবু মুহাম্মাদ! তাওয়াকফ সম্পর্কে কী এসেছে? আতা (র) বলেন, আমার নিকট আবু হুরায়রা (রা) হাদীস বর্ণনা করেন যে, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

বলতে শুনেছেন : “যে ব্যক্তি সাতবার বায়তুল্লাহ্ তাওয়াফ করে এবং কোন কথা না বলে নিম্নোক্ত দোয়া পড়ে, “সুবহানালাহ্ ওয়াল-হামদু লিল্লাহ ওয়ালা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ ওয়াল্লাহ্ আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ,” তার দশটি গুনাহ মুছে যাবে, তার জন্য দশটি নেকী লেখা হবে এবং তার মর্যাদা দশ গুণ বৃদ্ধি করা হবে। আর যে ব্যক্তি তাওয়াফরত অবস্থায় কথা বলে, সে তার পদদ্বয় কেবল রহমাতের মধ্যে ডুবিয়ে রাখে, যেমন কারো পদদ্বয় পানিতে ডুবে থাকে।

### অনুচ্ছেদ : ৩৩

## بَابُ الرُّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الطَّوَافِ

তাওয়াফশেষে দুই রাকআত নামায পড়া।

২৯৫৮ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ كَثِيرِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ السُّهْمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْمُطَّلِبِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِذَا فَرَّغَ مِنْ سَبْعِهِ جَاءَ يُحَاذِي بِالرُّكْنِ فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ فِي حَاشِيَةِ الْمَطَافِ وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الطَّوَافِ أَحَدٌ قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا بِمَكَّةَ خَاصَّةً .

২৯৫৮। আল-মুত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছি যে, তিনি সাত পাক তাওয়াফ শেষ করে হাজরে আসওয়াদ বরাবর এলেন এবং মাতাফের প্রান্তে দুই রাকআত নামায পড়লেন। তাঁর ও তাওয়াফের মাঝে আর কেউ ছিলো না। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা (সুতরাবিহীন অবস্থায় নামায পড়া) কেবল মক্কার জন্য নির্দিষ্ট।

২৯৫৯ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ الْعَبْدِيِّ عَنْ عَمْرُو بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا ثُمَّ صَلَّى رُكْعَتَيْنِ (قَالَ وَكِيعٌ يَعْنِي عِنْدَ الْمَقَامِ) ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصُّفَا .

২৯৫৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (মক্কার) পৌছে সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন, অতঃপর দুই রাকআত নামায পড়েন (ওয়াকী বলেন, অর্থাৎ মাকামে ইবরাহীমের নিকটে), অতঃপর সাফা পর্বতের দিকে রওয়ানা হন।



২৭৬- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ مَالِكِ ابْنِ أَنَسٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّهُ قَالَ لَمَّا فَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنْ طَوَافِ الْبَيْتِ أَتَى مَقَامَ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ عُمَرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا مَقَامُ أَبِيْنَا إِبْرَاهِيمَ الَّذِي قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ (وَآتَخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) قَالَ الْوَلِيدُ فَقُلْتُ لِمَالِكٍ هَكَذَا قَرَأَهَا وَآتَخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى قَالَ نَعَمْ .

২৯৬০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমে এলেন। তখন উমার (রা) বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! এ তো আমাদের পিতা (পূর্বপুরুষ) ইবরাহীম (আ)-এর স্থান, যে সম্পর্কে মহামহিম আল্লাহ বলেন : “তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো” (সূরা বাকারা : ১২৫)। ওলীদ (র) বলেন, আমি ইমাম মালেক (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি এভাবে পাঠ করেছেন : “ওয়াত্তাখিযু মিম-মাকামি ইবরাহীমা মুসাল্লা”? তিনি বলেন, হাঁ।

অনুচ্ছেদ : ৩৪

بَابُ الْمَرِيضِ يَطُوفُ رَاكِبًا

অসুস্থ ব্যক্তির বাহনে চড়ে তাওয়াফ করা।

২৭৬১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مَعْلَى بْنُ مَنْصُورٍ وَحَدَّثَنَا اسْحَاقُ ابْنُ مَنْصُورٍ وَأَحْمَدُ بْنُ سِنَانَ قَالَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ زَيْنَبَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا مَرِضَتْ فَأَمَرَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَطُوفَ مِنْ وَّرَاءِ النَّاسِ وَهِيَ رَاكِبَةٌ قَالَتْ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُصَلِّيَ إِلَى الْبَيْتِ وَهُوَ يَقْرَأُ (وَالطُّورِ وَكِتَابِ مُسْنُورِ) قَالَ ابْنُ مَاجَةَ هَذَا حَدِيثُ أَبِي بَكْرٍ .

২৯৬১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রোগগ্রস্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লোকদের পেছনে পেছনে জলুযানে আরোহিত অবস্থায় তাওয়াফ করার নির্দেশ দেন। উম্মু সালামা (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সান্নাুল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাইতুল্লাহর দিকে ফিরে নামায পড়তে দেখেছি এবং তাতে তিনি “ওয়াত-তুর ওয়া কিতাবিম-মাসতুর” সূরা তিলাওয়াত করেন। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা আবু বাকর (র) বর্ণিত হাদীস।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৩৫

## بَابُ الْمُلتَزِمِ

মুলতায়াম-এর বর্ণনা।

۲۹۶۲- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ سَمِعْتُ الْمُثَنَّى بْنَ الصَّبَّاحِ يَقُولُ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ طُفْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَمْرٍو فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنَ السَّبْعِ رَكْعَتَا فِي دُبْرِ الْكَعْبَةِ فَقُلْتُ أَلَا نَتَعَوَّذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ قَالَ ثُمَّ مَضَى فَاَسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ قَامَ بَيْنَ الْحَجَرِ وَالْبَابِ فَالْصَّقَ صَدْرَهُ وَيَدَيْهِ وَخَدَّهُ إِلَيْهِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَفْعَلُ .

২৯৬২। আমার ইবনে শুআইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও তার দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা)-র সাথে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করলাম। আমরা সাতবার তাওয়াফ শেষে কাবার পশ্চাতে নামায পড়লাম। অতঃপর আমি বললাম, আমরা কি আদ্বাহর নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করবো না? তিনি বলেন, আমি আদ্বাহর নিকট দোযখ থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি। রাবী বলেন, অতঃপর তিনি অগ্রসর হয়ে হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করেন, অতঃপর হাজরে আসওয়াদ ও কাবার দরজার মাঝ বরাবর দাঁড়ান, অতঃপর তার নিজের বুক, হস্তদ্বয় ও গাল তার সাথে লাগান এবং বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরূপ করতে দেখেছি।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৩৬

## بَابُ الْحَائِضِ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ إِلَّا الطَّوَّافَ

ঋতুবতী মহিলা তাওয়াফ ব্যতীত হজ্জের অবশিষ্ট অনুষ্ঠানাদি পালন করবে।

۲۹৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ

اللَّهُ ﷺ لَا تَرَى إِلَّا الْحَجَّ فَلَمَّا كُنَّا بِسَرِفٍ أَوْ قَرِيبًا مِنْ سَرِفٍ حَضَّتْ فَدَخَلَ  
عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا ابْنِي فَقَالَ مَا لَكَ أَنْفَسْتَ قُلْتَ نَعَمْ قَالَ إِنَّ هَذَا أَمْرٌ  
كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ أَدَمَ فَأَقْضِيَ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ  
قَالَتْ وَضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ نِسَائِهِ بِالْبَقْرِ .

২৯৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল হুজ্ব আদায় করা। আমরা যখন সারিফ নামক স্থানে অথবা তার কাছাকাছি গিয়ে পৌঁছলাম, তখন আমার মাসিক ঋতু শুরু হলো। রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট এলেন এবং আমি তখন কাঁদছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করেন : তোমার কি হয়েছে, তুমি কি ঋতুশুভ হয়েছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। তিনি বলেন : এটি এমন একটি বিষয় যা আল্লাহ তাআলা আদম-কন্যাদের জন্য নির্ধারিত করেছেন। তুমি হুজ্বের সমস্ত অনুষ্ঠান পালন করো, শুধুমাত্র বাইতুল্লাহ তাওয়াক্ফ করো না। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে একটি গুরু কোরবানী করেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

## بَابُ الْاِفْرَادِ بِالْحَجِّ

ইফরাদ হুজ্ব।

২৯৬৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ قَالَا تَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي  
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৯৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হুজ্ব করেন।

২৯৬৫- حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ تَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ  
الرَّحْمَنِ ابْنِ نَوْفَلٍ وَكَانَ يَتِيمًا فِي حَجْرٍ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ  
عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৯৬৫। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হুজ্ব করেন।

২৯৬৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ الدَّرَاوَرْدِيُّ وَحَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ  
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَفْرَدَ الْحَجَّ .

২৯৬৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইফরাদ হজ্জ করেন।

২৯৬৭- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ  
الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ أَفْرَدُوا الْحَجَّ .

২৯৬৭। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা) ইফরাদ হজ্জ করেন।<sup>৩</sup>

### অনুচ্ছেদ ৪ ৩৮

## بَابُ مَنْ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ

যে ব্যক্তি একই ইহ্রামে হজ্জ ও উমরা (কিরান হজ্জ) আদায় করে।

২৯৬৮- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى ثَنَا  
يَحْيَى بْنُ أَبِي اسْحَاقَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى  
مَكَّةَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّةً .

৩. হজ্জ তিন প্রকার : ইফরাদ, কিরান ও তামাত্ত্ব। শুধুমাত্র হজ্জের নিয়াতে ইহ্রাম বাঁধলে তাকে ইফরাদ হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করার পর ইহ্রামমুক্ত হওয়ার পর পুনরায় নতুনভাবে ইহ্রাম বেঁধে ও নিয়াত করে উমরা করতে হয়।

হজ্জের মাসে প্রথমে উমরার নিয়াতে ইহ্রাম বাঁধলে তাকে তামাত্ত্ব হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে মকায় পৌঁছে প্রথমে উমরা পালন করতে হয়। অতঃপর ইহ্রাম খুলে হজ্জের নিয়াতে পুনরায় ইহ্রাম বেঁধে হজ্জের অনুষ্ঠানাদি পালন করতে হয়। তামাত্ত্ব হজ্জ পালনকারীদের জন্য কুরবানী বাধ্যতামূলক। অন্য দুই প্রকারের হজ্জকারীদের জন্য তা অপরিহার্য নয়।

একই সাথে হজ্জ ও উমরার নিয়াতে ইহ্রাম বাঁধলে তাকে কিরান হজ্জ বলে। এক্ষেত্রে প্রথমে উমরা আদায়ের পর হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন করার পরই ইহ্রামমুক্ত হওয়া যায়।

‘উমরা’ শব্দের অর্থ যিয়ারত বা দর্শন। অর্থাৎ নির্দিষ্ট কার্যক্রমের মাধ্যমে বাইতুল্লাহ্ যিয়ারত। হজ্জের কার্যক্রম সমাধা করতে হয় যিলহজ্জ মাসে। কিন্তু উমরা বছরের যে কোন সময়ে করা যায়। ইমাম মালেক ও শাফিঈ (র)-এর মতে উমরা ফরয। কারণ কুরআন মজীদে হজ্জ ও উমরা যুগপৎভাবে উল্লেখিত হয়েছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে উমরা সুন্নাত। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলো, উমরা কি ফরয? তিনি বলেন : “না, তবে তোমাদের জন্য উমরা করা উত্তম” (তিরমিযী)।

২৯৬৮। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মক্কার উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। আমি তাঁকে বলতে শুনেছি : “আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশে হাযির”।

২৯৬৯ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا حُمَيْدٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَبَيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ .

২৯৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : “আমি উমরা ও হজ্জের উদ্দেশে আপনার দরবারে হাযির হচ্ছি”।

২৯৭০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ بْنِ أَبِي لُبَابَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ شَقِيقَ بْنَ سَلْمَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ الصُّبَيْ بْنَ مَعْبُدٍ يَقُولُ كُنْتُ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا فَاسْلَمْتُ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَسَمِعَنِي سَلْمَانُ بْنُ رَبِيعَةَ وَزَيْدُ بْنُ صُوحَانَ وَأَنَا أَهْلٌ بِهِمَا جَمِيعًا بِالْقَادِسِيَّةِ فَقَالَ لَهَذَا أَضَلُّ مِنْ بَعِيرِهِ فَكَأَنَّمَا حَمَلًا عَلَى جِبَلًا بِكَلِمَتِهِمَا فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَأَقْبَلَ عَلَيَّمَا فَلَامَهُمَا ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيَّ فَقَالَ هَدَيْتَ لِسُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ . قَالَ هِشَامٌ فِي حَدِيثِهِ قَالَ شَقِيقٌ فَكَثِيرًا مَا ذَهَبْتُ أَنَا وَمَسْرُوقٌ نَسَأَلُهُ مِنْهُ .

২৯৭০। আস-সুবাই ইবনে মাবাদ (র) বলেন, আমি ছিলাম একজন নাসারা (খৃষ্টান); অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি। আমি হজ্জ ও উমরার উদ্দেশে ইহরাম বাঁধলাম। সালমান ইবনে রবীআ ও য়ায়েদ ইবনে সুহান (রা) উভয়ে আমাকে কাদিসিয়ায় হজ্জ ও উমরার একত্রে ভালবিয়া পাঠ করতে শুনেন। তখন তারা বলেন, এ ব্যক্তি তো তার উটের চেয়েও অধিক পথভ্রষ্ট। তাদের এই মন্তব্য যেন আমার বুকের উপর একটি পাহাড় নিক্ষেপ করলো। তাই আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-র নিকট উপস্থিত হয়ে বিষয়টি তাকে অবহিত করলাম। তিনি তাদের উভয়কে লক্ষ্য করে তিরস্কার করলেন এবং আমাকে বললেন, তুমি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত পর্যন্ত পৌছতে পেরেছো, তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুনাত অনুযায়ী আমল করেছো। হিশাম (র) তার বর্ণিত হাদীসে বলেন, শাকীক (র) বলেছেন, আমি ও মাসরুক অনেকবার (সুবাই ইবন মাবাদের নিকট) গিয়েছি এবং এ হাদীস সম্পর্কে তার নিকট জিজ্ঞাসা করেছি।

২৯৭০(১) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَخَالِي يَعْلى قَالَوا  
ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ عَنِ الصَّبِيِّ بْنِ مَعْبُدٍ قَالَ كُنْتُ حَدِيثَ عَهْدٍ بِنَصْرَانِيَّةٍ  
فَأَسَلْتُ فَلَمْ أَلْ أَنْ أَجْتَهِدَ فَأَهْلَلْتُ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ .

২৯৭০(১)। আস-সুবাই ইবনে মাবাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যুবক বয়সে আমি খৃষ্টান ছিলাম, অতঃপর ইসলাম গ্রহণ করি এবং ইবাদত-বন্দেগী করার চেষ্টা করি। আমি একই সাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধলাম ... পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ।

২৯৭১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا حَجَّاجٌ عَنْ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو طَلْحَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ .

২৯৭১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা) আমাকে অবহিত করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একই ইহরামে হজ্জ ও উমরা আদায় করেন (কিরান হজ্জ করেন)।

### অনুচ্ছেদ : ৩৯

## بَابُ طَوَافِ الْقَارِنِ

কিরান হজ্জ পালনকারীর তাওয়াফ।

২৯৭২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلى بْنِ حَارِثِ  
الْمُحَارِبِيِّ ثَنَا أَبِي عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَامِعٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ لَمْ يَطْفُ هُوَ  
وَأَصْحَابُهُ لِعُمْرَتِهِمْ وَحَجَّتِهِمْ حِينَ قَدِمُوا إِلَّا طَوَافًا وَاحِدًا .

২৯৭২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ, ইবনে উমার ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মক্কায় পৌঁছে হজ্জ ও উমরা উভয়ের জন্য একবার (সাত পাক) মাত্র তাওয়াফ করেন।

২৯৭৩ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبَثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ  
عَنْ جَابِرِ بْنِ النَّبِيِّ ﷺ طَافَ لِلْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ طَوَافًا وَاحِدًا .

২৯৭৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাদ্বাহাছ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম হজ্জ ও উমরার উদ্দেশে এক তাওয়াফ করেন।

২৯৭৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّزَّاجِيِّ ثَنَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَدِمَ قَارِنًا فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعًا وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا فَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

২৯৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি কিরান হজ্জের ইহরাম বেঁধে (মক্কার) আগমন করেন। তিনি সাতবার বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেন এবং সাফা ও মারওয়রা পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করেন, অতঃপর বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহাছ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপই করেছেন।

২৯৭৫- حَدَّثَنَا مُخْرِزُ بْنُ سَلْمَةَ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ كَفَى لَهُمَا طَوَافٌ وَاحِدٌ وَلَمْ يَحِلَّ حَتَّى يَقْضَى حَجُّهُ وَيَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا .

২৯৭৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বাহাছ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে কোন ব্যক্তি হজ্জ ও উমরার জন্য একত্রে ইহরাম বাঁধলে এতদুভয়ের জন্য এক তাওয়াফই যথেষ্ট। সে হজ্জের যাবতীয় অনুষ্ঠান পালন না করা পর্যন্ত ইহরামমুক্ত হতে পারে না। সে হজ্জ ও উমরা থেকে একই সাথে ইহরামমুক্ত হবে।

অনুচ্ছেদ : ৪০

## بَابُ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ

উমরাসহ তামাত্ত্ব হজ্জের বর্ণনা।

২৯৭৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ (يَعْنِي دُحَيْمًا) ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَا ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ وَهُوَ بِالْعَقِيقِ

أَتَانِي أْتٍ مِنْ رَبِّي فَقَالَ صَلَّى فِي هَذَا الْوَادِي الْمُبَارَكِ وَقُلْتُ عُمْرَةً فِي حَجَّةٍ  
وَاللَّفْظُ لِذَخِيمٍ .

২৯৭৬। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল-আকীক নামক স্থানে অবস্থানকালে বলতে শুনেছি : আমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে আমার নিকট একজন দূত এসে বলেন, এই বরকতময় উপত্যকায় নামায পড়ুন এবং বলুন : উমরা ও হজ্জের (ইহরাম)। হাদীসের মূল পাঠ দুহায়ম-এর বর্ণনা অনুযায়ী।

٢٩٧٧- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنْ  
مِسْعَرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ طَاوُسٍ عَنْ سُرَّاقَةَ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ قَامَ  
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَطِيبًا فِي هَذَا الْوَادِي فَقَالَ أَلَا إِنَّ الْعُمْرَةَ قَدْ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ  
إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

২৯৭৭। সুরাকা ইবনে জুশুম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভাষণদানের উদ্দেশ্যে এই উপত্যকায় দাঁড়িয়ে বলেন : জেনে রাখো! কিয়ামত পর্যন্ত হজ্জের সাথে উমরা আদায় করা যেতে পারে।

٢٩٧٨- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْجَرِيرِيِّ عَنِ أَبِي الْعَلَاءِ  
يَزِيدَ بْنِ الشَّخِيرِ عَنْ أَخِيهِ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ قَالَ قَالَ عِمْرَانُ بْنُ  
الْحُصَيْنِ إِنِّي أَحَدْتُكَ حَدِيثًا لَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يَنْفَعَكَ بِهِ بَعْدَ الْيَوْمِ اعْلَمْ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ قَدْ اعْتَمَرَ طَائِفَةً مِنْ أَهْلِهِ فِي الْعَشْرِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ رَسُولُ  
اللَّهِ ﷺ وَلَمْ يَنْزَلِ نَسْخُهُ قَالَ فِي ذَلِكَ بَعْدُ رَجُلٌ بَرَّأَيْهِ مَا شَاءَ أَنْ يَقُولَ .

২৯৭৮। মুতাররিফ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনুশ শিখখীর (র) বলেন, ইমরান ইবনুল হসাইন (রা) আমাকে বলেন, নিশ্চয় আমি তোমার নিকট একটি হাদীস বর্ণনা করবো। আশা করি আল্লাহ তাআলা আজকের দিনের পর থেকে এ হাদীস দ্বারা তোমাকে উপকৃত করবেন। জেনে রাখো! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবারের একদল সদস্য যিলহজ্জ মাসের প্রথম দশকের মধ্যে উমরা আদায় করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু



আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাতে বাধা দেননি এবং তা রহিতকারী কোন আয়াতও নাযিল হয়নি। কিন্তু পরবর্তী কালে এক ব্যক্তি (উমার ইবনুল খাত্তাব) এ সম্পর্কে নিজ ইচ্ছামত যা বলার তাই বলেন।

২৭৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَا تَنَا شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يُفْتَى بِالْمُتَعَةِ فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ رُوَيْدَكَ بَعْضُ فَتْيَاكَ فَأَنْتَ لَا تَدْرِي مَا أَخَذْتَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ فِي النَّسْكِ بَعْدَكَ حَتَّى لَقَيْتَهُ بَعْدُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ عَمْرٌ قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَعَلَهُ وَأَصْحَابُهُ وَلَكِنِّي كَرِهْتُ أَنْ يُظَلُّوا بِهِنَّ مُعْرِسِينَ تَحْتَ الْأَرَاكِ ثُمَّ يَرُوحُونَ بِالْحَجِّ تَقْطُرُ رُؤُوسَهُمْ .

২৯৭৯। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি তামাসু হজ্জের অনুকূলে ফতোয়া দিতেন। এক ব্যক্তি তাকে বললো, আপনি আপনার কতক ফতোয়া দেয়া ছেড়ে দিন বা ত্যাগ করুন। আপনার জানা নেই যে, আপনার পরে আমীরুল মুমিনীন (উমার) হজ্জের ব্যাপারে নতুন হুকুম জারী করেছেন। অবশেষে আমি (আবু মূসা) তার সাথে সাক্ষাত করে বিষয়টি তাকে জিজ্ঞেস করলাম। তখন উমার (রা) বলেন, আমি অবশ্যই জানি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ তামাসু হজ্জ করেছেন। কিন্তু আমার নিকট এটা খুবই খারাপ লাগে যে, লোকেরা গাছের নীচে স্ত্রীদের সাথে সহবাস করবে, অতঃপর মাথার চুল থেকে পানি পতিত অবস্থায় হজ্জ যাবে।

অনুচ্ছেদ : ৪১

بَابُ فَسْخِ الْحَجِّ

হজ্জের ইহরাম ভঙ্গ করা।

২৭৭৮- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ تَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ تَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ أَهَلَّنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِالْحَجِّ خَالِصًا لَا نَخْلُطُهُ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمْنَا مَكَّةَ لِارْتِعَ لِيَالِ خَلُونِ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ فَلَمَّا

طَفْنَا بِالْبَيْتِ وَسَعَيْنَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَجْعَلَهَا  
عُمْرَةً وَأَنْ نَحِلَّ إِلَى النِّسَاءِ فَقُلْنَا مَا بَيْنَنَا لَيْسَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ عَرَقَةَ الْأَخْمَسِ  
فَنَخْرُجُ إِلَيْهَا وَمَذَا كَبِيرُنَا تَقَطَّرُ مَنِيًّا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنِّي لَا بَرُّكُمْ وَأَصْدَقُكُمْ  
وَلَوْ لَا الْهُدَى لَأَحَلَلْتُ فَقَالَ سُرَّاقَةُ بْنُ مَالِكٍ أُمَّتَعْتُنَا هَذِهِ لِعَامِنَا هَذَا أَمْ لَا بَدِ  
فَقَالَ لَا بَلَّ لِابْدِ الْآبِدِ .

২৯৮০। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কেবল হজ্জের  
নিয়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ইহরাম বাঁধলাম, এর সাথে  
উমরার নিয়াত করিনি। যিলহজ্জ মাসের চার দিন অতিবাহিত হওয়ার পর আমরা মক্কায়  
উপনীত হলাম। আমরা বাইতুল্লাহ তাওয়াফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ সমাণ্ড করলে  
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ইহরাম (ভঙ্গ করে) উমরার ইহরামে  
পরিণত করার নির্দেশ দেন এবং স্ত্রীদের সাথে মেলামেশার অনুমতি দেন। আমরা আরজ  
করলাম, আমাদের ও আরাফাত দিবসের মধ্যে আর মাত্র পাঁচ দিন বাকি আছে। আমরা  
তো আমাদের লজ্জাস্থান থেকে বীর্য নির্গত হওয়ার পরপরই আরাফাতের দিকে অগ্রসর  
হবো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমি তোমাদের মধ্যে  
সর্বাধিক সৎকর্মশীল ও সর্বাধিক সত্যবাদী। আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকলে  
আমিও ইহরাম খুলে ফেলতাম। সুরাকা ইবনে মালিক (রা) জিজ্ঞেস করেন, এ সুযোগ কি  
আমাদের এ বছরের জন্য না চিরকালের জন্য? তিনি বলেন : না, বরং চিরকালের জন্য।

২৯৮১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ  
عَنْ عُمَرَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِخَمْسِ بَقِيْنٍ مِنْ ذِي  
الْقَعْدَةِ لَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا قَدِمْنَا وَدَنَوْنَا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ لَمْ يَكُنْ  
مَعَهُ هُدًى أَنْ يَحِلَّ فَحَلَّ النَّاسُ كُلُّهُمْ إِلَّا مَنْ كَانَ مَعَهُ هُدًى فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ النَّحْرِ  
دَخَلَ عَلَيْنَا بِلْحَمٍ بَقَرٍ فَقِيلَ ذَبِحْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَزْوَاجِهِ .

২৯৮১। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলকাদ মাসের পাঁচ দিন বাকি  
থাকতে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। হজ্জ  
করাই ছিল আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। আমরা গন্তব্যে (মক্কায়) বা তার কাছাকাছি  
পৌছলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন : যার সাথে কোরবানীর

পশু নেই সে যেন ইহ্রাম খুলে ফেলে। অতএব যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন। কোরবানীর দিন আমাদের জন্য গরুর গোশত নিয়ে আসা হলো এবং বলা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্ত্রীদের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছেন।

২৯৮২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَصْحَابُهُ فَأَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ قَالَ اجْعَلُوا حِجَّتَكُمْ عُمْرَةً فَقَالَ النَّاسُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ أَحْرَمْنَا بِالْحَجِّ فَكَيْفَ نَجْعَلُهَا عُمْرَةً قَالَ انظُرُوا مَا أَمْرُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا فَرَدُّوا عَلَيْهِ الْقَوْلَ فغَضِبَ فَانْطَلَقَ ثُمَّ دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ غَضْبَانَ فَرَأَتْ الغَضَبَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَتْ مَنْ أَغْضَبَكَ أَغْضَبَهُ اللَّهُ قَالَ وَمَا لِي لَا أَغْضَبُ وَأَنَا أَمْرٌ أَمْرًا فَلَا أَتْبَعُ .

২৯৮২। আল-বারাআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ রওয়ানা হলেন। আমরা হজ্জের ইহ্রাম বাঁধলাম। আমরা মক্কায় পৌছলে তিনি বলেন : তোমাদের হজ্জকে উমরায় পরিণত করো। লোকেরা বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা তো হজ্জের নিয়াতে ইহ্রাম বেঁধেছি, তা কিরূপে উমরায় পরিবর্তিত করবো? তিনি বলেন : লক্ষ্য করো, আমি তোমাদের কিসের নির্দেশ দেই, তোমরা তাই করো। তারা তাঁর সামনে নিজেদের কথার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে স্থান ত্যাগ করেন এবং এই অবস্থায় আয়েশা (রা)-র নিকট যান। তিনি তাঁর চেহারায় অসন্তোষের ভাব লক্ষ্য করে বলেন, আপনাকে কে অসন্তুষ্ট করেছে, আল্লাহ তাকে অসন্তুষ্ট করুন? তিনি বলেন : আমি কিভাবে অসন্তুষ্ট না হয়ে পারি, আমি কোন কাজের হুকুম দিলে তার অনুসরণ করা হবে না?

২৯৮৩ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مَنْصُورُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ صَفِيَّةَ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرَمِينَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَاحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلْ قَلْبِسْتُ ثِيَابِي وَجِئْتُ إِلَى الزُّبَيْرِ فَقَالَ قَوْمِي عَنِّي فَقُلْتُ اتَّخَشَى أَنْ أَتِبَ عَلَيْكَ .

২৯৮৩। আসমা বিনতে আবু বাকুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ইহ্রাম অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যাদের সাথে কোরবানীর পশু আছে তারা যেন ইহ্রাম অবস্থায় থাকে। আর যাদের সাথে কোরবানীর পশু নেই তারা যেন ইহ্রাম ভঙ্গ করে। রাবী বলেন, আমার সাথে কোরবানীর পশু না থাকায় আমিও ইহ্রাম ভঙ্গ করলাম, কিন্তু (আমার স্বামী) যুবাইর (রা)-র সাথে কোরবানীর পশু থাকায় তিনি ইহ্রাম ভঙ্গ করতে পারেননি। আমি আমার পরিধেয় বস্ত্র পরে যুবাইর (রা)-র নিকট আসলে তিনি বলেন, তুমি আমার নিকট থেকে উঠে যাও। আমি বললাম, আপনি কি আশঙ্কা করছেন যে, আমি আপনার উপর ঝাপিয়ে পড়বো?

### অনুচ্ছেদ : ৪৪২

## بَابُ مَنْ قَالَ كَانَ فَسَخَ الْحَجَّ لَهُمْ خَاصَّةً

যারা বলেন, হজ্জের ইহ্রাম ভঙ্গ করা সাহাবায় কিরামের মধ্যে সীমিত (খাস) ছিল।

২৯৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيُّ عَنْ رِبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ فَسَخَ الْحَجَّ فِي الْعُمْرَةِ لَنَا خَاصَّةً أَمْ لِلنَّاسِ عَامَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَلْ لَنَا خَاصَّةً .

২৯৮৪। আল-হারিস ইবনে বিলাল (র) থেকে তাঁর পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (বিলাল) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! হজ্জের ইহ্রাম ভঙ্গ করে উমরা করার সুযোগ কি কেবল আমাদের পর্যন্তই সীমিত, না সাধারণভাবে সব লোকের জন্য উন্মুক্ত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : বরং আমাদের জন্যই সীমিত।

২৯৮৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ كَانَتْ الْمُتَعَةَ فِي الْحَجِّ لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ خَاصَّةً .

২৯৮৫। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হজ্জের ইহ্রাম ভঙ্গ করার সুযোগ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যেই সীমিত ছিল।

## بَابُ السَّعْيِ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ

সাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের মাঝে সাঈ করা (দৌড়ানো)।

২৭৮৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي قَالَ قُلْتُ لِعَائِشَةَ مَا أَرَى عَلَى جُنَاحَا أَنْ لَا أَطُوفَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ قَالَتْ إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطُوفَ بِهِمَا) وَلَوْ كَانَ كَمَا تَقُولُ لَكَانَ (فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَطُوفَ بِهِمَا) إِنَّمَا أَنْزَلَ هَذَا فِي نَاسٍ مِنَ الْأَنْصَارِ كَانُوا إِذَا أَهَلُّوا أَهَلُّوا لِمَنَاءَ فَلَا يَحِلُّ لَهُمْ أَنْ يَطُوفُوا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَلَمَّا قَدِمُوا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَجِّ ذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ فَأَنْزَلَهَا اللَّهُ فَلَعَمْرِي مَا أَتَمَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَجَّ مَنْ لَمْ يَطُفْ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ .

২৯৮৬। হিশাম ইবনে উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার পিতা আমাকে অবহিত করে বলেছেন, আমি আয়েশা (রা)-কে বললাম, আমি যদি সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ না করি তবে তা আমার জন্য দূষণীয় মনে করি না। তিনি বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ বলেছেন : “সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। অতএব যে কেউ কাবা ঘরের হজ্জ অথবা উমরা সম্পন্ন করে, এই দু’টির মধ্যে সাঈ করলে তার কোন পাপ নেই” (সূরা বাকারা : ১৫৮)। আয়েশা (রা) বলেন, তুমি যে রূপ বুঝেছ যদি তাই হতো তবে এভাবে বলা হতো : “তবে এই দু’টির মধ্যে সাঈ না করলে তার কোন গুনাহ নেই”। উপরোক্ত আয়াত আনসার সম্প্রদায়ের কতক লোকের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। তারা যখন ইহরাম বাঁধতো (জাহিলী যুগে) মানাত দেবতার উদ্দেশে বাঁধতো। তাই সাফা ও মারওয়ার মাঝে সাঈ করা (তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী) তাদের জন্য হালাল ছিলো না। তারা (ইসলামোত্তর যুগে) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করতে এসে বিষয়টি তাঁর সামনে উত্থাপন করলে তখন আল্লাহ তাআলা উপরোক্ত আয়াত নাযিল করেন। (আয়েশা (রা) বলেন,) আমার জীবনের শপথ! যে ব্যক্তি হজ্জ করতে এসে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করবে না মহান আল্লাহ তার হজ্জ পূর্ণ করবেন না।

২৭৮৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا هِشَامُ الدِّسْتَوَائِيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ أُمِّ وَكْدِ شَيْبَةَ

قَالَتْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَهُوَ يَقُولُ لَا يَقْطَعُ  
الْأَبْطَحُ الْأَشَدَّ .

২৯৮৭। শায়বার উম্মু ওয়ালাদের সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করতে দেখেছি এবং তিনি তখন বলছিলেন : আল-আবতাহ্ উপত্যকা দৌড়িয়ে অতিক্রম করতে হবে।

۲۹۸۸- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا أَبِي عَنْ  
عَطَاءِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ كَثِيرِ بْنِ جَمْهَانَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ فَقَالَ إِنَّ أَسْعَ بَيْنَ الصَّفَا  
وَالْمَرْوَةِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَسْعَى وَإِنْ أَمْشِ فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
يَمْشِي وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيرٌ .

২৯৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যদি সাফা-মারওয়ার মাঝে সাঈ করে দৌড়াই তবে তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাঈ করতে দেখেছি। আমি যদি তা হেঁটে অতিক্রম করি তবে তা এজন্য যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তা হেঁটে অতিক্রম করতে দেখেছি। আমি তো একজন প্রবীণ বৃদ্ধ।

অনুচ্ছেদ : ৪৪

## بَابُ الْعُمْرَةِ

উমরার বর্ণনা।

۲۹۸۹- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ تَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْخُسْنِيُّ تَنَا عُمَرُ بْنُ  
قَيْسٍ أَخْبَرَنِي طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَمِّهِ اسْحَاقَ بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ  
اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ الْحَجُّ جِهَادٌ وَالْعُمْرَةُ تَطَوُّعٌ .

২৯৮৯। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : হজ্জ হলো জিহাদ এবং উমরা হলো নফল।

۲۹۹۰- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ تَنَا يَعْلَى تَنَا اسْمَاعِيلُ سَمِعْتُ  
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حِينَ اعْتَمَرَ قَطَافَ وَطَفْنَا  
مَعَهُ وَصَلَيْنَا مَعَهُ وَكُنَّا نَسْتَرُّهُ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ لَا يُصِيبُهُ أَحَدٌ بِشَيْءٍ .

২৯৯০। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সন্ধে ছিলাম। তিনি উমরা করাকালে (রাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করেন, আমরাও তাঁর সাথে তাওয়াফ করি, তিনি নামায পড়েন এবং আমরাও তাঁর সাথে নামায পড়ি। আমরা তাঁকে মক্কাবাসীদের থেকে আড়াল করে রাখতাম যাতে কেউ তাঁর কোনরূপ ক্ষতি করার সুযোগ না পায়।

### অনুচ্ছেদ : ৪৫

## بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَمَضَانَ

রমযান মাসের উমরা।

২৯৯১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ بَيَانَ وَجَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ وَهْبِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯১। ওয়াহ্ব ইবনে খানবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাসের উমরা (সওয়াবের ক্ষেত্রে) হজ্জের সমতুল্য।

২৯৯২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ تَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ جَمِيعًا عَنْ دَاوُدَ بْنِ يَزِيدَ الزُّعَاْفِرِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ هَرَمِ بْنِ خَنْبَشٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯২। হারিম ইবনে খানবাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

২৯৯৩- حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ تَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي اسْحَاقَ عَنِ الْأَسْوَدِ ابْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي مَعْقِلٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً .

২৯৯৩। আবু মাকিল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ রমযান মাসের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

২৯৯৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً .

২৯৯৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : রমযানের একটি উমরা একটি হজ্জের সমতুল্য।

২৯৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَقْدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ابْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ تَعْدِلُ حِجَّةً .

২৯৯৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : রমযান মাসের উমরা হজ্জের সমতুল্য।

### অনুচ্ছেদ : ৪৬

## بَابُ الْعُمْرَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ

যিলকাদ মাসের উমরা।

২৯৯৬ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يَغْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ .

২৯৯৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেবল যিলকাদ মাসেই উমরা করেছেন।

২৯৯৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ لَمْ يَغْتَمِرْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عُمْرَةً إِلَّا فِي ذِي الْقَعْدَةِ .

২৯৯৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকাদ মাস ছাড়া অন্য কোন মাসে উমরা করেননি।



## بَابُ الْعُمْرَةِ فِي رَجَبٍ

রজব মাসের উমরা ।

২৭৭৮- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ حَبِيبِ (يَعْنِي ابْنَ أَبِي ثَابِتٍ) عَنْ عُرْوَةَ قَالَ سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ فِي أَيِّ شَهْرٍ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي رَجَبٍ فَقَالَتْ عَائِشَةُ مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي رَجَبٍ قَطُّ وَمَا اعْتَمَرَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ (تَعْنِي ابْنَ عُمَرَ) .

২৯৯৮। উরওয়া (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন মাসে উমরা করেছেন? তিনি বলেন, রজব মাসে। তখন আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কখনও রজব মাসে উমরা করেননি। আর তিনি যখনই উমরা করেছেন, ইবনে উমার (রা) তাঁর সাথে ছিলেন (কিন্তু তিনি ভুলবশত রজব মাস বলেছেন)।<sup>৪</sup>

## بَابُ الْعُمْرَةِ مِنَ التَّنْعِيمِ

তানঈম নামক স্থান থেকে উমরা করা ।

২৭৭৯- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ ابْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ابْنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ شَافِعٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ أَخْبَرَنِي عَمْرٍو ابْنُ أَوْسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ فَيُعِمِّرَهَا مِنَ التَّنْعِيمِ .

৪. বিভিন্ন রিওয়ায়াতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারটি উমরার উল্লেখ আছে, প্রতিটি যিলকাদ মাসে। ১০ম হিজরীতে হজ্জের সাথে উমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলহজ্জ মাসে করেছেন। হুদায়বিয়ার উমরা (৬ষ্ঠ হি.), পরবর্তী বছরের (৭ম হি.) উমরাতুল কাযা ও জি'রানা থেকে হুদাইনের যুদ্ধের পর (৮ম হি.) (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, মুসনাদে আহমাদ)। ১০ম হিজরীর উমরাকে এজন্য যিলকাদ মাসে অনুষ্ঠিত গণ্য করা হয়েছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিলকাদ মাসের ২৪ অথবা ২৫ তারিখে ইহরাম বেঁধে মদীনা থেকে রওয়ানা হয়েছিলেন (অনুবাদক)।

২৯৯৯। আবু বাকর (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে নির্দেশ দেন যে, তিনি যেন আয়েশা (রা)-কে নিজের জন্তুয়ানে করে নিয়ে যান এবং তানঈম নামক স্থান থেকে তার উমরা করার ব্যবস্থা করেন।

৩০০০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ نَوَافِي هَلَالَ ذِي الْحِجَّةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ مِنْكُمْ أَنْ يُهْلُ بِعُمْرَةٍ فَلْيَهْلِلْ فَلَوْلَا أَنِّي أَهْدَيْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَكَانَ مِنَ الْقَوْمِ مَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ وَمِنْهُمْ مَنْ أَهْلُ بِحَجٍّ فَكُنْتُ أَنَا مِنْ أَهْلِ بِعُمْرَةٍ قَالَتْ فَخَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا مَكَّةَ فَأَدْرَكَنِي يَوْمَ عَرَفَةَ وَأَنَا حَائِضٌ لَمْ أَحِلُّ مِنْ عُمْرَتِي فَشَكَّوْتُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ دَعِي عُمْرَتِكَ وَأَنْقِضِي رَأْسَكَ وَأَمْتَشِطِي وَأَهْلِي بِالْحَجِّ قَالَتْ فَفَعَلْتُ فَلَمَّا كَانَتْ لَيْلَةُ الْحَصْبَةِ وَقَدْ قَضَى اللَّهُ حَجَّنَا أَرْسَلَ مَعِيَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ ابْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرَادَنِي وَخَرَجَ إِلَى التَّنْعِيمِ فَأَحْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ فَقَضَى اللَّهُ حَجَّنَا وَعُمْرَتَنَا وَلَمْ يَكُنْ فِي ذَلِكَ هَدْيٌ وَلَا صَدَقَةٌ وَلَا صَوْمٌ .

৩০০০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যিলহজ্জ মাসের চাঁদ উদিত হওয়ার কাছাকাছি সময়ে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বিদায় হজ্জের রওয়ানা হলাম। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধতে চায় সে তা করতে পারে। আমি যদি সাথে কোরবানীর পশু না আনতাম তবে অবশ্যই উমরার ইহরাম বাঁধতাম। আয়েশা (রা) বলেন, কাফেলার কতক উমরার উদ্দেশ্যে এবং কতক হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলো। যারা উমরার নিয়াতে ইহরাম বাঁধে আমি তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম। তিনি আরো বলেন, আমরা রওয়ানা হয়ে মক্কায় পৌঁছলাম। আরাফাত দিবস নিকটবর্তী হলে আমি হায়েযগত হলাম এবং তখনও উমরার ইহরাম খুলিনি। এ ব্যাপারে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অভিযোগ করলে তিনি বলেন : তুমি উমরা ত্যাগ করো, মাথার চুলের বাঁধন খুলে ফেলো, তাতে চিরুণী করো এবং হজ্জের ইহরাম বাঁধো। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তাই করলাম। যখন হাসবার রাত (যিলহজ্জ মাসের ১২তম রাত) এলো

এবং আল্লাহ তাআলা আমাদের হজ্জ পূর্ণ করলেন তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার সাথে (আমার ভাই) আবদুর রহমান ইবনে আবু বাক্‌র (রা)-কে পাঠালেন। তিনি আমাকে তাঁর উটের পিঠে পেছন দিকে তুলে নিয়ে তানঈম রওনা হলেন। সেখানে আমি উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলাম। এভাবে আল্লাহ তাআলা আমাদের হজ্জ ও উমরা পূর্ণ করে দিলেন এবং এজন্য আমাদের উপর না কোরবানী, না সদাকা, আর না রোযা বাধ্যতামূলক হয়েছিল।

অনুচ্ছেদ : ৪৯

بَابُ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে।

৩০০১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ سَحِيمٍ عَنْ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ غُفِرَ لَهُ .

৩০০১। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দিস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধে, তাকে ক্ষমা করা হয়।

৩০০২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْحِمَصِيُّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ أُمِّهِ أُمِّ حَكِيمٍ بِنْتِ أُمِّهِ عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَهَلَ بِعُمْرَةٍ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ كَانَتْ لَهُ كَفَّارَةٌ لِمَا قَبْلَهَا مِنَ الذَّنُوبِ قَالَتْ فَخَرَجْتُ (أَيَّ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ) بِعُمْرَةٍ .

৩০০২। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ কোন ব্যক্তি বাইতুল মুকাদ্দিস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে ইহরাম বাঁধলে তাতে তার পূর্বকার সমস্ত গুনাহর কাফফারা হয়ে যায়। উম্মু সালামা (রা) বলেন, অতএব আমি বাইতুল মুকাদ্দাস থেকে উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলেন।

## بَابُ كَمْ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতটি উমরা করেছেন?

৩০০৩ - حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الشَّافِعِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَرْبَعَ عُمَرٍ عُمَرَةَ الْحُدَيْبِيَّةِ وَعُمَرَةَ الْقَضَاءِ مِنْ قَابِلٍ وَالثَّالِثَةَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَالرَّابِعَةَ الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ .

৩০০৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চারবার উমরা করেছেন : হুদায়বিয়ার উমরা, পরবর্তী বছরের কাযা উমরা, তৃতীয়টি জি'রানা থেকে এবং চতুর্থটি তার বিদায় হজ্জের সাথে উমরা।

## بَابُ الْخُرُوجِ اِلَى مَنِيٍّ

মিনার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়া।

৩০০৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى بِمِنَى يَوْمَ التَّرْوِيَةِ الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ غَدَا اِلَى عَرَفَةَ .

৩০০৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) মিনায় যুহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়েন, অতঃপর ভোরবেলা আরাফাতে রওয়ানা হন।

৩০০৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَتْبَانًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ اِبْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الصَّلَوَاتِ الْخَمْسَ بِمِنَى ثُمَّ يُخْبِرُهُمْ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ .

৩০০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মিনায় পাঁচ ওয়াস্ত নামায পড়তেন; অতঃপর সঙ্গীদের অবহিত করতেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তাই করতেন।

### অনুচ্ছেদ : ৫২

## بَابُ النَّزُولِ بِمِنَى

মিনায় অবস্থান।

৩০০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتًا قَالَ لَا مَنِي مَنَّاخُ مِنْ سَبَقٍ .

৩০০৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি আপনার জন্য মিনায় একটি ঘর বানিয়ে দিবো না? তিনি বলেন : না, যারা আগে পৌছে যাবে মিনা তাদের ঠিকানা।

৩০০৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ أُمِّهِ مُسَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا نَبْنِي لَكَ بِمِنَى بَيْتًا يُظَلِّكَ قَالَ لَا مَنِي مَنَّاخُ مِنْ سَبَقٍ .

৩০০৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি মিনায় আপনার জন্য একটি ঘর বানাবো না, যা আপনাকে ছায়া দান করবে? তিনি বলেন : না, মিনায় যারা আগে পৌছবে, তা তাদের ঠিকানা।

### অনুচ্ছেদ : ৫৩

## بَابُ الْغَدْوِ مِنْ مَنَى إِلَى عَرَافَاتِ

ভোরবেলা মিনা থেকে আরাফাতে যাত্রা।

৩০০৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي هَذَا



রওয়ানা হবো। অতএব তিনি কখন রওয়ানা হন তা লক্ষ্য করার জন্য হাজ্জাজ একজন লোক পাঠায়। ইবনে উমার (রা) যখন রওনা হওয়ার ইচ্ছা করলেন, তখন জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? লোকেরা বললো, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, এখনও ঢলেনি। তিনি বসে রইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, এখনও ঢলেনি। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, সূর্য কি ঢলে পড়েছে? তারা বললো, হাঁ। তারা যখন বললো, সূর্য ঢলেছে তখন তিনি রওয়ানা হলেন।

### অনুচ্ছেদ : ৫৫

## بَابُ الْمَوْقِفِ بِعَرَافَاتٍ

আরাফাতে অবস্থানস্থল।

৩০১০- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَدَمَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ عِيَّاشٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ وَقَفَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِعَرَافَةَ فَقَالَ هَذَا الْمَوْقِفُ وَعَرَافَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ .

৩০১০। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে অবস্থান করেন এবং বলেনঃ এটাই অবস্থানস্থল, গোটা আরাফাতই অবস্থানস্থল।

৩০১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ شَيْبَانَ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا فِي مَكَانٍ تَبَاعَدُهُ مِنَ الْمَوْقِفِ فَأَتَانَا ابْنُ مَرْبَعٍ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَيْكُمْ يَقُولُ كُونُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ فَإِنَّكُمْ الْيَوْمَ عَلَى ارْتِثٍ مِنْ ارْتِثِ إِبْرَاهِيمَ .

৩০১১। ইয়াযীদ ইবনে শায়বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক স্থানে অবস্থানরত ছিলাম, কিন্তু আরাফাত থেকে তা দূরে মনে হলো। ইতিমধ্যে ইবনে মিরবা (রা) আমাদের নিকট আসেন এবং বলেন, আমি তোমাদের নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হিসাবে এসেছি। তিনি বলেন : তোমরা নিজ নিজ স্থানে অবস্থান করো। কারণ তোমরা আজকে ইবরাহীম (আ)-এর উত্তরসুরি।

৩. ১২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْعَمْرِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ كُلُّ عِرْقَةٍ مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ عِرْقَةٍ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَارْتَفَعُوا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَكُلُّ مِئِيٍّ مَنَحْرٍ إِلَّا مَا وَرَاءَ الْعَقْبَةِ .

৩০১২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সমগ্র আরাফাতই অবস্থানস্থল, বাতনে আরাফাত থেকে উঠে যাও। গোটা মুযদালিফাই অবস্থানস্থল এবং বাতনে মুহাসসির থেকে উঠে যাও (সেখানে অবস্থান করো না)। সমস্ত মিনাই কুরবানীর স্থান, কিন্তু জামরাতুল আকাবার পশ্চাদভাগ নয়।

### অনুচ্ছেদ : ৫৬

## بَابُ الدُّعَاءِ بِعِرْقَةٍ

আরাফাতের দোয়া।

৩. ১৩ - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَاشِمِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْقَاهِرِ بْنُ السَّرِيِّ السَّلْمِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ كِنَانَةَ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ مِرْدَاسِ السَّلْمِيِّ أَنْ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَعَا لِأُمَّتِهِ عَشِيَّةَ عِرْقَةٍ بِالْمَغْفِرَةِ فَأَجِيبَ إِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ مَا خَلَا الظَّالِمَ فَإِنِّي أَخَذْتُ لِلْمَظْلُومِ مِنْهُ قَالَ أَصْبَحَ بِالْمَزْدَلِفَةِ أَعَادَ الدُّعَاءَ فَأَجِيبَ إِلَى مَا سَأَلَ قَالَ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَوْ قَالَ تَبَسَّمَ فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرُؤُ بَابِي أَنْتَ وَأُمِّي إِنْ هَذِهِ لَسَاعَةٌ مَا كُنْتَ تَضْحَكُ فِيهَا فَمَا الَّذِي أَضْحَكَكَ أَضْحَكَ اللَّهُ سَنَكَ قَالَ إِنْ عَدُوُّ اللَّهِ إِبْلِيسَ لَمَا عَلِمَ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ اسْتَجَابَ دُعَائِي وَغَفَرَ لِأُمَّتِي أَخَذَ التُّرَابَ فَجَعَلَ يَخْشُوهُ عَلَى رَأْسِهِ وَيَدْعُو بِالْوَيْلِ وَالثُّبُورِ فَأَضْحَكَنِي مَا رَأَيْتُ مِنْ جَزَعِهِ .

৩০১৩। আবদুল্লাহ ইবনে কিনানা ইবনে আব্বাস ইবনে মিরদাস আস-সুলামী (র) বলেন যে, তার পিতা (কিনানা) তাকে অবহিত করেছেন তার পিতা আব্বাস (রা)-র সূত্রে : নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতে তৃতীয় প্রহরে তাঁর উম্মাতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে দোয়া করেন। জবাবে (আল্লাহর পক্ষ থেকে) তাঁকে জানানো হয় : আমি তাদের



ক্ষমা করে দিলাম, স্বৈরাচারী যালেম ব্যতীত। কারণ আমি অবশ্যই তার উপর নির্ধাতিতের প্রতিশোধ নিবো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে প্রভু! আপনি ইচ্ছা করলে নির্ধাতিত ব্যক্তিকে জান্নাত দান করতে এবং যালেমকে ক্ষমা করতে পারেন। কিন্তু রাত পর্যন্ত এর কোন জবাব পাওয়া গেলো না। ভোরবেলা তিনি মুযদালিফায় পুনরায় উপরোক্ত দোয়া করেন। এবার তাঁর আবেদন কবুল হলো। রাবী বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনন্দের হাসি দিলেন অথবা মুচকি হাসলেন। আবু বাক্র (রা) ও উমার (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গিত হোক। আপনি এ (হজ্জের) সময় কখনও হাসেননি, আজ কোন জিনিস আপনাকে হাসালো? আল্লাহ আপনাকে হাসিমুখে রাখুন। তিনি বলেন : আল্লাহর দুশমন ইবলীস যখন জানতে পারলো যে, মহামহিম আল্লাহ আমার দোয়া কবুল করেছেন এবং আমার উন্মাতকে ক্ষমা করেছেন, তখন সে শুড়া মাটি তুলে নিজের মাথায় ঢালতে ঢালতে বলতে লাগলো, হায় সর্বনাশ, হায় ধ্বংস। আমি ওর যে অস্থিরতা দেখেছি তা আমাকে হাসিয়েছে।

৩.১৬ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدِ الْمِصْرِيِّ أَبُو جَعْفَرٍ أَيْبَانًا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَخْرَمَةَ بْنُ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ يُوْسُفَ بْنَ يُوْسُفَ يَقُولُ عَنْ ابْنِ الْمُسَيْبِ قَالَ قَالَتْ عَائِشَةُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرْفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو عَزَّ وَجَلَّ ثُمَّ يَبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةُ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلَاءِ .

৩০১৪। আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মহামহিমাবিত আল্লাহ আরাফাতের দিন দোযখ থেকে যতো অধিক সংখ্যক বান্দাকে নাজাত দেন, অন্য কোন দিন এতো অধিক বান্দাকে নাজাত দেন না। মহাপ্রতাপশালী আল্লাহ এই দিন (বান্দার) নিকটবর্তী হন, অতঃপর তাদের সম্পর্কে ফেরেশতাদের নিকট গৌরব করে বলেন : তারা কি চায়?

অনুবাদের : ৫৭

بَابُ مَنْ أَتَى عَرْفَةَ قَبْلَ الْفَجْرِ لَيْلَةَ جَمْعٍ

যে ব্যক্তি মুযদালিফার রাতের আগের (দিনের) ভোর হওয়ার পূর্বে আরাফাতে আসে।

৩.১৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَطَاءٍ سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ يَعْمَرَ الدِّيْلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ وَاَقْفُ بَعْرَقَةَ وَاَتَاهُ نَاسٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ الْحَجُّ قَالَ الْحَجُّ عَرَقَةٌ فَمَنْ جَاءَ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ لَيْلَةً جَمَعَ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ اَيَّامٌ مِّنِي ثَلَاثَةٌ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَاَخَّرَ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ ثُمَّ اَرْدَفَ رَجُلًا خَلْفَهُ فَجَعَلَ يُنَادِي بِهِنَّ .

৩০১৫। বুকাইর ইবনে আতা (র) থেকে বর্ণিত। আমি আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর আদ-দায়লী (রা)-কে বলতে শুনেছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরাফাতে উপস্থিতকালে তাঁর নিকট উপস্থিত ছিলাম। নাজদ এলাকার কতক লোক তাঁর নিকট হাযির হয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! হজ্জ কিভাবে সম্পন্ন হয়? তিনি বলেন : “আরাফাতে অবস্থান হচ্ছে হজ্জ”। অতএব যে ব্যক্তি মুজদালিফার রাতের আগের (রাতের) ফজর নামাযের পূর্বেই আরাফাতে এসে পৌঁছলো তার হজ্জ পূর্ণ হলো। মিনায় তিন দিন (১১, ১২ ও ১৩ যুলহিজ্জা) অবস্থান করতে হয়। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি দুই দিন অবস্থানের পর চলে আসে, তবে তাতে কোন গুনাহ নেই। আর কোন ব্যক্তি বিলম্ব করলেও তাতে কোন গুনাহ নেই। অতঃপর তিনি নিজের সাথে এক ব্যক্তিকে নিজ বাহনে উঠিয়ে নিলেন এবং সে উচ্চস্বরে একথা ঘোষণা করতে থাকলো।

১০৩. ১৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ اَنْبَاَنَا الشُّورِيُّ عَنْ بُكَيْرِ ابْنِ عَطَاءِ اللَّيْثِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَعْمَرَ الدِّيْلِيِّ قَالَ اَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ بِعَرَقَةَ فَجَاءَهُ نَفَرٌ مِنْ اَهْلِ نَجْدٍ فَذَكَرَ نَحْوَهُ . قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَا اَرَى لِلشُّورِيِّ حَدِيثًا اَشْرَفَ مِنْهُ .

৩০১৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া-আবদুর রাযযাক-সাওরী-বুকাইর ইবনে আতা-আবদুর রহমান ইবনে ইয়ামুর আদ-দায়লী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আরাফাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এলাম। তখন নাজদের একদল লোক তাঁর নিকট উপস্থিত হলো... অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্বোক্ত হাদীসের অনুরূপ। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহুইয়া বলেন, আমি সাওরীর কোন রিওয়ায়াত এই হাদীসের তুলনায় অধিক উত্তম পাইনি।

৩. ১৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ عَامِرِ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مَضْرَسِ الطَّائِنِيِّ

أَنَّهُ حَجَّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يُدْرِكِ النَّاسَ إِلَّا وَهُمْ بِجَمْعٍ قَالَ فَاتَيْتُ  
النَّبِيَّ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَنْصَيْتُ رَا حِلَّتِي وَأَتَعَبْتُ نَفْسِي وَاللَّهِ إِنْ  
تَرَكْتُ مِنْ حَبْلِ الْأُوقْفَتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ شَهِدَ مَعَنَا  
الصَّلَاةَ وَأَقَاضَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلًا أَوْ نَهَارًا فَقَدْ قَضَى تَفْتَهُ وَتَمَّ حَجُّهُ .

৩০১৬। উরওয়া ইবনে মুদারিস আত-তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে হজ্জ করেন। লোকেরা যখন মুয়দালিফায় ছিল তখন তিনি পৌছেন। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আমার উস্ত্রীকে শীর্ণকায় করে ফেলেছি (দীর্ঘ সফরে) এবং নিজেও কষ্টক্রেস করছি। আল্লাহর শপথ! আমি এমন কোন টিলা ত্যাগ করিনি যার উপর অবস্থান করিনি। আমার হজ্জ হয়েছে কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি আমাদের সাথে নামাযে শরীক হয়েছে এবং আরাফাতে অবস্থানের পর রাতে অথবা দিনে প্রত্যাবর্তন করেছে সে নিজের ময়লা-মালিন্য (নখ-চুল ইত্যাদি) দূর করেছে এবং তার হজ্জ পূর্ণ হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৫৮

### بَابُ الدَّفْعِ مِنْ عَرَفَةَ

আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তন।

৩০১৭ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا هِشَامُ  
ابْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سُئِلَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَسِيرُ  
حِينَ دَفَعَ عَنْ عَرَفَةَ قَالَ كَانَ يَسِيرُ الْعَنْقَ فَاذَا وَجَدَ فَجْوَةَ نَصَّ . قَالَ وَكَيْعٌ  
يَعْنِي فَوْقَ الْعَنْقِ .

৩০১৭। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাত থেকে প্রত্যাবর্তনকালে কিভাবে পথ অতিক্রম করতেন? তিনি বলেন, তিনি জঙ্ঘুয়ানে আরোহিত অবস্থায় কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করতেন। উনুজ্জ জায়গা পেলে তিনি দ্রুত চলতেন। ওয়াকী (র) বলেন, অর্থাৎ প্রথমোক্ত গতিবেগের তুলনায় অধিক দ্রুত বেগে (চলতেন)।

৩০১৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا الثَّوْرِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَتْ قُرَيْشٌ نَحْنُ قَوَاطِنُ الْبَيْتِ لَا نُجَاوِزُ الْحَرَمَ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ) .

৩০১৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কুরাইশগণ বললো, আমরা তো বাইতুল্লাহর অধিবাসী। তাই আমরা হেরেমের বাইরে যাই না (আরাফাত হেরেমের সীমার বাইরে হওয়াতে তারা আরাফাতে যেতো না)। এই প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন : “অতঃপর অন্যান্য লোক যেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করে, তোমরাও সেখান থেকে প্রত্যাবর্তন করো” (সূরা বাকারা : ১৯৯)।

#### অনুচ্ছেদ : ৫৯

### بَابُ النُّزُولِ بَيْنَ عَرَفَاتٍ وَجَمْعٍ لِمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ

প্রয়োজনবোধে আরাফাত ও মুযদালিকার মাঝামাঝি দূরত্বে যাত্রাবিরতি করা।

৩০১৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ عَنْ كُرَيْبٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ أَقْضَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمَّا بَلَغَ الشَّعْبَ الَّذِي يَنْزِلُ عِنْدَهُ الْأَمْرَاءُ نَزَلَ فَبَالَ فَتَوَضَّأَ قُلْتُ الصَّلَاةَ قَالَ الصَّلَاةَ أَمَامَكَ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى جَمْعٍ أَذَّنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ ثُمَّ لَمْ يَحِلِّ أَحَدًا مِنَ النَّاسِ حَتَّى قَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ

৩০১৯। উসামা ইবনে যায়েদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (আরাফাত থেকে) প্রত্যাবর্তন করলাম। যখন তিনি সেই উপত্যকায় পৌঁছলেন যেখানে সম্ভ্রান্ত লোকেরা যাত্রাবিরতি করে, তখন সেখানে যাত্রাবিরতি দিয়ে পেশাব করেন, অতঃপর উযু করেন। আমি বললাম, (মাগরিবের) নামায পড়ে নিন। তিনি বলেন : আরও সামনে এগিয়ে গিয়ে নামায পড়বো। তিনি মুযদালিকায় পৌঁছলে আযান ও ইকামত দেয়া হলো এবং মাগরিবের নামায পড়লেন। অতঃপর কেউ জম্মুয়ানের পালান না খুলতেই তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং এশার নামায পড়লেন।

## بَابُ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِجَمْعٍ

মুযদালিফায় দুই ওয়াক্তের নামায একসঙ্গে পড়া ।

৩০২০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَدِيِّ ابْنِ ثَابِتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْخَطْمِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ فِي حِجَّةِ الْوُدَاعِ بِالْمَزْدَلِفَةِ .

৩০২০। আবদুল্লাহ ইবনে ইয়াযীদ আল-খাতমী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-কে বলতে শুনেছেন, আমি বিদায় হজ্জের সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায পড়েছি।

৩০২১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمَزْدَلِفَةِ فَلَمَّا آتَخْنَا قَالَ الصَّلَاةُ بِإِقَامَةٍ .

৩০২১। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুযদালিফায় মাগরিবের নামায পড়লেন। আমরা যখন উটগুলো বসাচ্ছিলাম তখন তিনি বলেন : (এশার) নামাযের ইকামত হচ্ছে।<sup>৫</sup>

## بَابُ الْوُقُوفِ بِجَمْعٍ

মুযদালিফায় অবস্থান ।

৩০২২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلَمَّا أَرَدْنَا أَنْ

৫. মুযদালিফায় মাগরিব ও এশার নামায পরপর একই সময় আদায় করতে হয়। এর আযান ও ইকামত সম্পর্কে আব্দুল্লাহ বদরুদ্দীন আইনী (র) ছয়টি মত উল্লেখ করেছেন। (১) দুই নামাযের জন্যই ইকামত দেয়া হবে কিন্তু আযান দেয়া হবে না, (২) আযান দেয়া হবে না, কিন্তু একবার মাত্র ইকামত দেয়া হবে, (৩) মাগরিবের জন্য আযান দেয়া হবে এবং উভয় নামাযের জন্য ইকামত বলা হবে (শাফিঈ, হাম্বলী ও আহুলে হাদীসদের এই মত), (৪) মাগরিবের জন্য আযান ও ইকামত বলা হবে, কিন্তু এশার জন্য কোনটিই বলা হবে না (হানাফী মত), (৫) উভয় নামাযের জন্য আযান ও ইকামত দিতে হবে (মালিকী মত) এবং (৬) কোন ওয়াক্তের জন্যই আযান ও ইকামত দেয়া হবে না (অনুবাদক)।

نُفِضَ مِنَ الْمَزْدَلِفَةِ قَالَ إِنَّ الْمُشْرِكِينَ كَانُوا يَقُولُونَ أَشْرَقَ ثَبِيرٌ كَيْمَا نُغِيرُ  
وَكَانُوا لَا يَفِيضُونَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ فَخَالَفَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَقَاضَ قَبْلَ  
طُلُوعِ الشَّمْسِ .

৩০২২। আমর ইবনে মায়মূন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-এর সাথে হজ্জ করছি। আমরা যখন মুযদালিফা থেকে প্রত্যাবর্তন করলাম তখন তিনি বলেন, মুশরিকরা বলতো, হে সাবীর (মুযদালিফার একটি পাহাড়)! উজ্জ্বল হও, আমরা প্রত্যাবর্তন করবো। তারা সূর্য না উঠা পর্যন্ত (মুযদালিফা থেকে) প্রত্যাবর্তন করতো না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের বিপরীত আমল করেন এবং সূর্যোদয়ের পূর্বে (মিনার উদ্দেশ্যে) রওয়ানা করেন।

৩. ২৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ عَنْ الثَّوْرِيِّ  
قَالَ قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ قَالَ جَابِرٌ أَقَاضَ النَّبِيُّ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةُ  
وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْخَذْفِ وَأَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ  
وَقَالَ لِنَاخِذِ أُمَّتِي نُسْكَهَا فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَلْقَاهُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا .

৩০২৩। জাবির (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে ধীরেসুস্থে (মুযদালিফা থেকে) রওয়ানা করেন এবং লোকদেরও শান্তভাবে রওয়ানা হতে বলেন। (মিনায় পৌছার পর) তিনি তাদের নির্দেশ দেন যে, তারা যেন ক্ষুদ্র কাঁকর নিক্ষেপ করে। তিনি নিজে (মুযদালিফা ও মিনার মাঝখানে অবস্থিত) ওয়াদী মুহাসসির দ্রুত অতিক্রম করেন এবং বলেন : আমার উম্মাত যেন হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শিখে নেয়। কারণ এ বছরের পর হয়তো আমি তাদের সাথে আর মিলিত হতে পারবো না।

৩. ২৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا ابْنُ أَبِي  
رَوَادٍ عَنْ أَبِي سَلْمَةَ الْحِمَصِيِّ عَنْ بِلَالِ بْنِ رِيَّاحٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَهُ غَدَاةَ جَمْعٍ  
يَا بِلَالُ أَسَكَّتِ النَّاسَ أَوْ أَنْصَتِ النَّاسَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ تَطَوَّلَ عَلَيْكُمْ فِي جَمْعِكُمْ  
هَذَا فَوَهَبَ مُسَبِّتِكُمْ لِمُحْسِنِكُمْ وَأَعْطَى مُحْسِنِكُمْ مَا سَأَلَ ادْفَعُوا بِاسْمِ اللَّهِ .

৩০২৪। বিলাল ইবনে রাবাহ (রা) থেকে বর্ণিত। মুযদালিফার দিন ভোরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : হে বিলাল! লোকদের চুপ করতে বলো। অতঃপর

তিনি বলেন : এই মুযদালিফায় আব্দুল্লাহ তাআলা তোমাদের প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ করেছেন, তোমাদের উত্তম লোকদের উসীলায় তোমাদের গুনাহগারদের ক্ষমা করেছেন এবং তোমাদের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তি যা প্রার্থনা করেছে তিনি তাকে তা দিয়েছেন। অতএব তোমরা আব্দুল্লাহর নাম নিয়ে প্রত্যাবর্তন করো।

অনুচ্ছেদ : ৬২

بَابُ مَنْ تَقَدَّمَ مِنْ جَمْعِ الْيَمِينِ لِرَمِيِّ الْجِمَارِ

যে ব্যক্তি কংকর নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে চলে যায়।

৩.২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَيْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَدِمْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَغِيلَمَةَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ عَلَى حُمَرَاتٍ لَنَا مِنْ جَمْعٍ فَجَعَلَ يَلْطَحُ أَفْخَاذَنَا وَيَقُولُ أَبِينِي لَا تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ زَادَ سُفْيَانُ فِيهِ وَلَا إِخَالَ أَحَدًا يَرْمِيهَا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ .

৩০২৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে অর্থাৎ আবদুল মুত্তালিব গোত্রের অল্প বয়স্কদেরকে আমাদের গাধাগুলোয় চড়িয়ে মুযদালিফা থেকে আগেভাগে পাঠিয়ে দেন। তিনি আমাদের উরুর উপর হাক্বা আঘাত করে বলতেন : আমার কচিকাচা! সূর্য উদিত না হওয়া পর্যন্ত জামরায় পাথর নিক্ষেপ করো না। সুফিয়ানের বর্ণনায় আরও আছে, সূর্যোদয়ের পূর্বে কেউ কাঁকর নিক্ষেপ করতো কি না জানি না।

৩.২৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا سُفْيَانُ تَنَا عَمْرُو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ فِيمَنْ قَدَّمَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي ضَعْفَةِ أَهْلِهِ .

৩০২৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরিবারে যেসব দুর্বল লোকদের (মুযদালিফা থেকে মিনায়) আগেভাগে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন, আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।

৩.২৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا وَكَيْعٌ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ سَوْدَةَ بِنْتَ زَمْعَةَ كَانَتْ امْرَأَةً ثَبُطَةً فَاسْتَأْذَنْتَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ تَدْفَعَ مِنْ جَمْعٍ قَبْلَ دَفْعَةِ النَّاسِ فَأُذِنَ لَهَا .

৩০২৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। সাওদা বিনতে যামআ (রা) স্থূলকায় ছিলেন। তিনি মুযদালিকা থেকে লোকদের রওনা হওয়ার আগেই চলে যাওয়ার জন্য রাসূলুহু সাহ্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি চাইলেন। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

### অনুচ্ছেদ : ৬৩

## بَابُ قَدْرِ حَصَى الرَّمِي

জামরায় নিক্ষেপের কঙ্করের আকার।

৩. ২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ وَهُوَ رَاكِبٌ عَلَى بَغْلَةٍ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَارْمُوا بِمِثْلِ حَصَى الْجَدْفِ .

৩০২৮। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহুওয়্যাস (র) থেকে তার মাতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (মাতা) বলেন, কোরবানীর দিন জামরাতুল আকারার নিকটে আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খচ্চরের পিঠে আরোহিত অবস্থায় দেখেছি। তখন তিনি বলেছেনঃ হে লোকসকল! যখন তোমরা জামরায় (কংকর) নিক্ষেপ করতে যাবে তখন সেখানে ক্ষুদ্র আকারের কংকর নিক্ষেপ করবে।

৩. ২৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَطِ لِي حَصَى فَلَقَطْتُ لَهُ سَبْعَ حَصِيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَدْفِ فَجَعَلَ يَنْقُضُهُنَّ فِي كَفِّهِ وَيَقُولُ أَمْثَالُ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا ثُمَّ قَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَيَّاكُمْ وَالْعُلُوُّ فِي الدِّينِ فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْعُلُوُّ فِي الدِّينِ .

৩০২৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুহু সাহ্মাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকারার ভোরে তাঁর উষ্ট্রীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় বলেন : আমার জন্য কংকর সংগ্রহ করে লও। আমি তাঁর জন্য সাতটি কংকর সংগ্রহ করলাম। তা ছিল আকারে ক্ষুদ্র। তিনি তা নিজের হাতের তালুতে নাড়াচাড়া করতে করতে বলেন : এই আকারের ক্ষুদ্র কংকর নিক্ষেপ করবে। তিনি পুনরায় বলেন : দীনের বিষয়ে বাড়াবাড়ি করা থেকে তোমরা সাবধান থাকো। কেননা তোমাদের পূর্বকার লোকদেরকে দীনের ব্যাপারে তাদের বাড়াবাড়ি ধ্বংস করেছে।



## بَابُ مِنْ أَيْنَ تَرْمِي جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

যেখানে দাঁড়িয়ে জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করতে হয় ।

৩.৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ لَمَّا أَتَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ وَاسْتَقْبَلَ الْكَعْبَةَ وَجَعَلَ الْجَمْرَةَ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ ثُمَّ رَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ قَالَ مِنْ هَهُنَا وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ رَمَى الَّذِي أَنْزَلَتْ عَلَيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ .

৩০৩০ । আবদুর রহমান ইবনে ইয়াযীদ (র) থেকে বর্ণিত । তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) জামরাতুল আকাবায় পৌঁছে উপত্যকার নিম্নভূমিতে গিয়ে কাবাকে সামনে রেখে এবং জামরাতুল আকাবাকে ডান দিকে রেখে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করেন । তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন, অতঃপর বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ যিনি ব্যতীত কোন ইলাহ নেই! যে মহান ব্যক্তির উপর সূরা বাকারা নাযিল হয়েছিল তিনি এখান থেকে কংকর নিক্ষেপ করেছিলেন ।

৩.৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَوْمَ النَّخْرِ عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ اسْتَبْطَنَ الْوَادِيَّ فَرَمَى الْجَمْرَةَ بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يُكْبِرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ .

৩০৩১ । সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে তার মায়ের সূত্রে বর্ণিত । তিনি বলেন, আমি কোরবানীর দিন জামরাতুল আকাবায় নিকটে উপত্যকার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাতটি কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি । তিনি প্রতিটি কংকর নিক্ষেপের সাথে সাথে তাকবীর ধ্বনি উচ্চারণ করেন, অতঃপর প্রত্যাবর্তন করেন ।

৩.৩১(১)- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أُمِّ جُنْدُبٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِهِ .

৩১৩১(১)। আবু বাকুর ইবনে আবু শাইবা-আবদুর রহীম ইবনে সুলায়মান-ইয়াযীদ ইবনে আবু যিয়াদ-সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস-উম্মু জ্বনদুব (রা)-মহানবী সান্নাছাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

অনুচ্ছেদ : ৬৫

بَابُ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْعَقَبَةَ لَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا

জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর তখায় অবস্থান করবে না।

৩. ৩২ - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ يَحْيَى عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ وَلَمْ يَقِفْ عِنْدَهَا وَذَكَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ .

৩০৩২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করার পর সেখানে আর অবস্থান করেননি। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, নবী সান্নাছাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামও এরূপ করেন।

৩. ৩৩ - حَدَّثَنَا سُؤدْتُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الْحَجَّاجِ عَنِ الْحَكَمِ ابْنِ عَتِيبَةَ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ مَضَى وَلَمْ يَقِفْ .

৩০৩৩। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নাছাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করে চলে যেতেন, অবস্থান করতেন না।

অনুচ্ছেদ : ৬৬

بَابُ رَمَى الْجِمَارِ رَاكِبًا

আরোহিত অবস্থায় কংকর নিক্ষেপ করা।

৩. ৩৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ عَلَى رَاكِبَتِهِ .

৩০৩৪। ইবনে আক্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সান্নাছাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সওয়ারীতে আরোহিত অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করেন।

৩.৩৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَيُّمَانَ بْنِ نَابِلٍ عَنْ قُدَامَةَ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَامِرِيِّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ صَهْبَاءَ لَا ضَرْبَ وَلَا طَرْدَ وَلَا إِلَيْكَ إِلَيْكَ .

৩০৩৫। কুদামা ইবনে আবদুল্লাহ আল-আমেরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কোরবানীর দিন লাল-সাদা মিশ্র বর্ণের একটি উদ্বীতে সওয়ার অবস্থায় জামরায় কংকর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। এতে আঘাতও ছিলো না এবং হাঁকানোও ছিলো না, না এদিক না ওদিক।

অনুচ্ছেদ ৪ ৬৭

بَابُ تَأْخِيرِ رَمَى الْجِمَارِ مِنْ عَذْرِ

গুজরবশত কংকর নিক্ষেপে বিলম্ব করা।

৩.৩৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمًا وَيَدْعُوا يَوْمًا .

৩০৩৬। আবুল বাক্কাহ ইবনে আসেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চারকদের একদিন কাঁকর নিক্ষেপ করার ও একদিন বিরতি দেয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

৩.৩৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَتْبَانَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَنَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ أَبِي بَكْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِلرِّعَاءِ فِي الْأَيْلِ فِي الْبَيْتُوتَةِ أَنْ يَرْمُوا يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ يَجْمَعُوا رَمَى يَوْمَيْنِ بَعْدَ النَّحْرِ فَيَرْمُونَهُ فِي أَحَدِهِمَا (قَالَ مَالِكٌ ظَنَنْتُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْأَوَّلِ مِنْهُمَا) ثُمَّ يَرْمُونَ يَوْمَ النَّفَرِ .

৩০৩৭। আবুল বাক্বাহ ইবনে আসেম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উট চারকদের মিনায় অথবা তার বাইরে রাত যাপনের অনুমতি দিয়েছেন, যেন তারা কোরবানীর দিন কংকর নিক্ষেপ করে। এরপর কোরবানীর পরে দুই দিনের কংকর একসাথে নিক্ষেপ করবে। তারা ঐ দুই দিনের যে কোন একদিন তা নিক্ষেপ করবে। ইমাম মালেক (র) বলেন, আমার মনে হয় আবদুল্লাহ ইবনে আবু বাক্বর বলেছেন, প্রথম দিন (কোরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করবে, অতঃপর প্রস্থানের দিন কংকর নিক্ষেপ করবে।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৬৮

## بَابُ الرَّمَى عَنِ الصَّبِيَّانِ

শিশুদের পক্ষ থেকে কংকর নিক্ষেপ।

৩. ৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَاءُ وَالصَّبِيَّانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصَّبِيَّانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ .

৩০৩৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ করলাম। আমাদের সাথে মহিলা ও শিশুরা ছিল। আমরা শিশুদের পক্ষ থেকে তালবিয়া পাঠ ও কংকর নিক্ষেপ করেছি।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৬৯

## بَابُ مَتَى يَقْطَعُ الْحَاجُّ التَّلْبِيَةَ

হজ্জ আদায়কারী কখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করবে?

৩. ৩৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا حَمْرَةُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ .

৩০৩৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তালবিয়া পাঠ অব্যাহত রেখেছেন যতক্ষণ না জামরাতুল আকাবায় (কোরবানীর দিন) কংকর নিক্ষেপ করেছেন।

৩. ৪০ - حَدَّثَنَا هَنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ خَصِيفٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ  
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ كُنْتُ رَدَفَ النَّبِيِّ ﷺ فَمَا زِلْتُ أَسْمَعُهُ  
يَلْبِئِي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَلَمَّا رَمَاهَا قَطَعَ التَّلْبِيَةَ .

৩০৪০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ফাদল ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই বাহনে তাঁর পিছনে সওয়ার ছিলাম। আমি তাঁকে অনবরত তালবিয়া পাঠ করতে শুনেছি, যতক্ষণ না তিনি জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপ করেছেন। তিনি যখন তা নিক্ষেপ করেন, তখন তালবিয়া পাঠ বন্ধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪ ৭০

### بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرِّجَالِ إِذَا رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

জামরাতুল আকাবায় কংকর নিক্ষেপের পর হাজ্জীদের জন্য যা বৈধ হয়।

৩. ৪১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا  
أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَوَكَيْعٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ  
قَالُوا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرْنِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ  
إِذَا رَمَيْتُمُ الْجَمْرَةَ فَقَدْ حَلَّ لَكُمْ كُلُّ شَيْءٍ إِلَّا النَّسَاءَ فَقَالَ لَهُ جُلْ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ  
وَالطِّيبُ فَقَالَ أَمَا أَنَا فَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يُضْمَخُ رَأْسَهُ بِالْمِسْكِ أَقْطِيبُ  
ذَلِكَ أَمْ لَا .

৩০৪১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন তোমরা জামরায় কংকর নিক্ষেপ করলে, তখন তোমাদের জন্য স্ত্রীসংগ ব্যতীত সবকিছু হালাল হয়ে গেলো। এক ব্যক্তি তাকে জিজ্ঞেস করেন, হে ইবনে আব্বাস! সুগন্ধিও? তিনি বলেন, এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিজ ঘাণায় কতুরী মাখতে দেখেছি (কংকর নিক্ষেপের পরে)। তা সুগন্ধি কি না?

৩. ৪২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا خَالِي مُحَمَّدٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ  
عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَنَانِ شَةَ قَالَتْ طَلَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
لَا حَرَامَهُ حِينَ أَحْرَمَ وَلَا حَلَّاهُ حِينَ أَحَلَّ .

৩০৪২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ইহরাম বাঁধার আগে সুগন্ধি লাগিয়ে দিয়েছি এবং যখন তিনি ইহরাম খুলেছেন তখনও।<sup>৬</sup>

অনুচ্ছেদ : ৭১

## بَابُ الْحَلْقِ

মাথা কামানো।

৩.৪৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ تَنَا عُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَالْمُقَصِّرِينَ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ .

৩০৪৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : হে আল্লাহ! যারা মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! যারা নিজেদের মাথার চুল ছাটিয়েছে? তিনি বলেনঃ হে আল্লাহ! যারা নিজেদের মাথা মুণ্ডন করিয়েছে তাদের ক্ষমা করুন। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা নিজেদের মাথার চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্যও। তিনি বলেন : যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্যও।

৩.৪৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدُ بْنُ أَبِي الْخَوَارِجِيِّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَا تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَالْمُقَصِّرِينَ .

৬. ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি ব্যবহার করা মুস্তাহাব। আয়েশা (রা) আরও বলেন, আমার পিতা যখন ইহরাম বাঁধতেন আমি তাকে সুগন্ধি মেখে দিতাম। আল্লামুনা মুনযিরী (র) বলেন, অধিকাংশ সাহাবীই ইহরাম বাঁধার সময় সুগন্ধি মাখা মুস্তাহাব বলেছেন। কিন্তু ইহরাম বাঁধার পর আর সুগন্ধি ব্যবহার জায়েয নয় (অনুবাদক)।

৩০৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যারা মাথা মুগুন করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করুন। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্ রাসূল! যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। তিনি বলেন : যারা মাথা মুগুন করিয়েছে আল্লাহ তাআলা তাদের প্রতি দয়া করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্যও (অনুরূপ দোয়া করুন)। তিনি বলেন : যারা মাথা মুগুন করিয়েছে তাদের প্রতি আল্লাহ দয়া করুন। তারা বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও। তিনি বলেন : যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের প্রতিও।

৩. ৬৫- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ ظَاهَرْتَ لِلْمُحَلِّقِينَ ثَلَاثًا وَلِلْمُقَصِّرِينَ وَاحِدَةً قَالَ إِنَّهُمْ لَمْ يَشْكُرُوا .

৩০৪৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, জিজ্ঞেস করা হলো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! যারা মাথা মুগুন করিয়েছে আপনি তাদের জন্য তিনবার, আর যারা চুল ছাটিয়েছে তাদের জন্য একবার মাত্র দোয়া করেছেন, এর কারণ কি? তিনি বলেন : যারা মাথা মুগুন করিয়েছে তারা সন্দেহ করেনি (অর্থাৎ উত্তম কাজ সন্দেহমুক্তভাবে সমাধা করেছে)।

### অনুচ্ছেদ : ৭২

## بَابُ مَنْ لَبَّدَ رَأْسَهُ

যে ব্যক্তি নিজ মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ করে।

৩. ৬৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ حَفْصَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا شَأْنُ النَّاسِ حَلُّوْا وَكَمْ تَحِلُّ أَنْتَ مِنْ عُمْرَتِكَ قَالَ إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ .

৩০৪৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী হাফসা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! লোকেরা ইহরামমুক্ত হয়েছে, আর আপনি এখনও উমরার ইহরাম থেকে মুক্ত হননি, এর কারণ কি? তিনি বলেন : আমি আমার মাথার চুল জমাটবদ্ধ করে নিয়েছি এবং সাথে কোরবানীর পশু এনেছি। তাই কোরবানী না করা পর্যন্ত আমি ইহরামমুক্ত হতে পারি না।

৩.৪৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُوْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَبُوْنَا يُوْثُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَهْلُ مُلْبَدًا .

৩০৪৭। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি শুনেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মাথার চুল একত্রে জমাটবদ্ধ অবস্থায় লাকবাইক ধনি করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৭৩

### بَابُ الذَّبْحِ

কোরবানীর বর্ণনা।

৩.৪৮- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ تَنَا وَكَيْعُ تَنَا أَسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنِي كُلِّهَا وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيقُ وَمَنْحَرٌ وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْفٍ وَكُلُّ الْمَزْدَلِفَةَ مَوْفٍ .

৩০৪৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : মিনার সমস্ত এলাকাই কোরবানীর স্থান, মক্কার প্রতিটি প্রশস্ত সড়কই রাস্তা এবং কোরবানীর স্থান, আরাফাতের গোটা এলাকাই অবস্থানস্থল এবং মুযদালিফার সমস্ত এলাকাও অবস্থানস্থল।

অনুচ্ছেদ : ৭৪

### بَابُ مَنْ قَدَّمَ نُسْكًَا قَبْلَ نُسْكَ

হজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অগ্রপশ্চাত করা।

৩.৪৯- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ مَا سُنِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَمَّنْ قَدَّمَ شَيْئًا قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا يُلْقِي بِيَدَيْهِ كِلْتَيْهِمَا لَا حَرَجَ .



৩০৪৯। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুজ্জের অনুষ্ঠানাদিতে অশ্র-পশাত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি দুই হাতের ইশারায় বলেন : কোন ক্ষতি নেই।

৩০৫০। ৩-৫০- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفِ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُسَالُ يَوْمَ مَنْى فَيَقُولُ لَا حَرَجَ لَا حَرَجَ فَاتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ قَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ قَالَ لَا حَرَجَ .

৩০৫০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মিনার দিবসে লোকেরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন : কোন দোষ নেই, কোন ক্ষতি নেই। অতএব এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, কোরবানীর পূর্বে আমি মাথা মুণ্ডন করিয়েছি। তিনি বলেন : কোন দোষ নেই। আরেকজন বললো, আমি সন্ধ্যায় কাঁকর নিষ্ক্ষেপ করেছি। তিনি বলেন : কোন ক্ষতি নেই।

৩০৫১। ৩-৫১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عَيْسَى ابْنِ طَلْحَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سِئِلَ عَمَّنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُحَلِّقَ أَوْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يُذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ .

৩০৫১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মাসআলা জানতে চাওয়া হলো যে, কোন ব্যক্তি মাথা মুণ্ডনের পূর্বে কোরবানী করেছে অথবা কোন ব্যক্তি কোরবানীর পূর্বে মাথা কামিয়েছে। তিনি বলেন : তাতে কোন দোষ নেই।

৩০৫২। ৩-৫২- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ ابْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَعَدَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِمِنَى يَوْمَ النَّحْرِ لِلنَّاسِ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ قَالَ لَا حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ أُخْرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي نَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ قَالَ لَا حَرَجَ فَمَا سِئِلَ يَوْمَئِذٍ عَنْ شَيْءٍ قَدَّمَ قَبْلَ شَيْءٍ إِلَّا قَالَ لَا حَرَجَ .

৩০৫২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর দিন লোকদের উদ্দেশে মিনায় বসলেন। এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো,

হে আল্লাহর রাসূল! আমি কোরবানী করার পূর্বে মাথা মুগুন করিয়েছি। তিনি বলেন : কোন দোষ নেই। অপর এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি কঙ্কর নিক্ষেপের পূর্বে কোরবানী করেছি। তিনি বলেন : কোন দোষ নেই। সেদিন কোন অনুষ্ঠান কোন অনুষ্ঠানের আগে বা পরে সম্পন্ন করার ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : কোন দোষ নেই।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৭৫

## بَابُ رَمَى الْجِمَارِ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ

তাশরীকের দিনসমূহে (১১-১২-১৩ ষিলহজ্জ) জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ করা।

২.০৩ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى الْمِصْرِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ ضَحَى وَأَمَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَبَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ .

৩০৫৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জামরাতুল আকাবায় পূর্বাঙ্কে পাথর নিক্ষেপ করতে দেখেছি। তিনি এরপরের (দিনগুলোতে) পাথর নিক্ষেপ করেন অপরাহ্নে।

৩.০৪ - حَدَّثَنَا جُبَارَةُ بْنُ الْمُغَلِّسِ ثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو شَيْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْمِي الْجِمَارَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ قَدَرًا مَا إِذَا فَرَّغَ مِنْ رَمِيهِ صَلَّى الظُّهْرَ .

৩০৫৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (অপরাহ্নে) সূর্য ঢলে যাওয়ার পর জামরায় কাঁকর নিক্ষেপ করতেন, কাঁকর নিক্ষেপের পর তাঁর নামায পড়ার সময় হয়ে যেতো।

### অনুচ্ছেদ ৪ ৭৬

## بَابُ الْخُطْبَةِ يَوْمَ النَّحْرِ

কোরবানীর দিনের ভাষণ।

৩.০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهْنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ شَيْبَةَ بْنِ عُرْقَدَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ

النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا أَيُّ يَوْمٍ أَحْرَمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ قَالَ فَإِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ بَيْنَكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَلَا لَا يَجْنِي جَانٍ أَلَى عَلَى نَفْسِهِ وَلَا يَجْنِي وَالِدٌ عَلَى وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ عَلَى وَالِدِهِ أَلَا إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ آيَسَ أَنْ يُعْبَدَ فِي بَلَدِكُمْ هَذَا أَبَدًا وَلَكِنْ سَيَكُونُ لَهُ طَاعَةٌ فِي بَعْضِ مَا تَحْتَقِرُونَ مِنْ أَعْمَالِكُمْ فَيَرْضَى بِهَا أَلَى وَكُلُّ دَمٍ مِنْ دِمَاءِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ مَا أَضَعُ مِنْهَا دَمَ الْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ (كَانَ مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي لَيْثٍ فَقَتَلْتَهُ هَذَا) أَلَى وَإِنْ كَلَّ رِيًّا مِنْ رِيَّا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ لَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ أَلَى يَا أُمَّتَاهُ هَلْ بَلَغَتْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالُوا نَعَمْ قَالَ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ .

৩০৫৫। সুলায়মান ইবনে আমর ইবনুল আহওয়াস (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের বলতে শুনেছি : হে লোকসকল! কোন দিনটি সর্বাধিক সম্মানিত? তিনি তিনবার এ কথা বলেন। তারা বলেন, হজ্জের বড় দিন।<sup>১</sup> তিনি বলেন : তোমাদের রক্ত (জীবন), তোমাদের সম্পদ, তোমাদের মান-সম্মান তোমাদের পরস্পরের জন্য (তাতে হস্তক্ষেপ করা) হারাম, যেভাবে তোমাদের এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম। সাবধান! কেউ অপরাধ করলে সেজন্য তাকেই শ্রেণ্ডার করা হবে। পিতার অপরাধের জন্য পুত্রকে দায়ী করা যাবে না এবং পুত্রের অপরাধের জন্য পিতাকে দায়ী করা যাবে না। জেনে রাখো! তোমাদের এই শহরে শয়তান নিজের জন্য ইবাদত পাওয়া থেকে চিরকালের জন্য নিরাশ হয়ে গেছে। কিন্তু কতগুলো কাজ যা তোমরা তুচ্ছজ্ঞানে করতে গিয়ে শয়তানের আনুগত্য করো এবং তাতে সে খুশ হয়ে যায়। সাবধান! জাহিলী যুগের সকল রক্তের (হত্যার) দাবি রহিত হলো। এসব দাবির

১. 'হজ্জের বড় দিন' (ইয়াওমুল হাজ্জিল আকবার)-এর ব্যাখ্যায় মতভেদ আছে। কতক আলেমের মতে এই বাক্যাংশ দ্বারা ৯ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ এবং কতকের মতে ১০ম হিজরীতে অনুষ্ঠিত হজ্জ বুঝানো হয়েছে। অপর একদল আলেমের মতে 'হজ্জ আকবার' বলে হজ্জকে উমরা থেকে পৃথক করা হয়েছে। কারণ ইসলাম-পূর্ব যুগে আরবরা হজ্জকে বড় হজ্জ এবং উমরাকে ছোট হজ্জ বলতো। আসলে হজ্জের দিনটিই যে এক মহান, মহিমান্বিত ও গৌরবময় দিন-উক্ত বাক্যাংশ দ্বারা তাই বুঝানো হয়েছে (অনুবাদক)।

মধ্যে আমি সর্বপ্রথম আল-হারিস ইবনে আবদুল মুত্তালিবের রক্তের দাবি রহিত করছি, সে লাইস গোত্রের প্রতিপালিত হওয়াকালে হুযাইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করে। সাবধান! জাহিলী যুগের সমস্ত সূদের দাবি রহিত হলো। তবে তোমরা মূলধন ফেরত পাবে, তোমরাও জুলুম করবে না এবং জুলুমের শিকারও হবে না। শোনো হে আমার উম্মাত! আমি কি পৌছে দিয়েছি? একথা তিনি তিনবার জিজ্ঞেস করেন। তারা বলেন, হাঁ। তিনি বলেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন। একথাও তিনি তিনবার বলেন।

৩.৫৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا أَبِي عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِالْخَيْفِ مِنْ مَنِي فَقَالَ نَضَرَ اللَّهُ أَمْرًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَبَلَغَهَا قَرُبٌ حَامِلٍ فَفَقِهَ غَيْرَ فِقِيهِ وَرَبٌّ حَامِلٍ فَفَقِهَ إِلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَّ قَلْبُ مُؤْمِنٍ إِخْلَاصُ الْعَمَلِ لِلَّهِ وَالنَّصِيحَةُ لِرِوَاةِ الْمُسْلِمِينَ وَلِزُومِ جَمَاعَتِهِمْ فَإِنَّ دَعْوَتَهُمْ تُحِيطُ مِنْ وَرَائِهِمْ .

৩০৫৬। মুহাম্মাদ ইবনে জুবায়ের ইবনে মুতইম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিনার মসজিদুল খায়ফ-এ দাঁড়িয়ে বলেন : আল্লাহ তাআলা সেই ব্যক্তিকে সজীব ও আলোকোজ্জ্বল করে রাখুন যে আমার কথা শোনে, অতঃপর তা (অন্যদের নিকট) পৌছে দেয়। জ্ঞানের অনেক বাহক মূলত জ্ঞানী নয়। কোন কোন জ্ঞানের বাহক যার নিকট জ্ঞান বয়ে নিয়ে যায়, সে তার চেয়ে অধিক জ্ঞানী। তিনটি বিষয়ে মুমিন ব্যক্তির অন্তর প্রভাষণ করতে পারে না : (১) একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর (সম্ভাষণ লাভের) জন্য আমল (কাজ) করা, (২) মুসলিম শাসকবর্গকে সদুপদেশ প্রদানে এবং (৩) মুসলিম জামাআতের (সমাজের) সাথে সংঘবদ্ধ থাকার ব্যাপারে। কারণ মুসলমানদের দোয়া তাদেরকে পেছন দিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখে।<sup>৮</sup>

৮. জামাআত বলতে কোন নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বা অরাজনৈতিক ইসলামী দলকে বুঝানো হয়নি। এসব দলের সাথে কোন কারণে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাতে কোন ব্যক্তি ইসলামের গভী বহির্ভূত হয়ে যায় না। কেননা হাদীস শরীফে এসেছে যে, কোন ব্যক্তি জামাআতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে সে যেন ইসলামের বন্ধন ছিন্ন করলো। হাদীসের ভাষ্যকারগণের মতে জামাআত বলতে মুসলিম সমাজকে বুঝানো হয়েছে। অপর এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্দেশ দেন যে, “মুসলিম জামাআত ও সর্বসাধারণের সাথে সংঘবদ্ধ হয়ে থাকা তোমাদের একান্ত কর্তব্য” (মুসনাদে আহমাদ)। যে ব্যক্তি মুসলিম সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় তাকে শয়তান বিপথগামী করে (অনুবাদক)।

৩০৫৭- حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ ثَنَا زَاكِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي سِنَانٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْمُخَضَّرَةِ بِعَرَفَاتٍ فَقَالَ أَتَدْرُونَ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا وَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا وَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا هَذَا بَلَدٌ حَرَامٌ وَشَهْرٌ حَرَامٌ وَيَوْمٌ حَرَامٌ قَالَ الْآلَاءُ وَإِنَّ أَمْوَالَكُمْ وَدِمَاءَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي يَوْمِكُمْ هَذَا الْآلَاءُ وَإِنِّي فَرَطْتُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ وَالْكَائِبِ بِكُمْ الْأَمَمِ فَلَا تُسَوِّدُوا وَجْهِي الْآلَاءُ وَإِنِّي مُسْتَنْقِذُ أَنْاسًا وَمُسْتَنْقِذُ مِتْيِ أَنْاسٍ فَأَقُولُ يَا رَبِّ أَصِحَابِي فَيَقُولُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ .

৩০৫৭। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরাফাতের ময়দানে তাঁর কানকাটা উষ্ট্রীতে আরোহিত অবস্থায় বলেন : তোমরা কি জানো আজ কোন দিন, এটা কোন মাস এবং এটা কোন শহর? তারা বলেন, এটা (মক্কা) সম্মানিত শহর, সম্মানিত মাস ও সম্মানিত দিন। তিনি আরো বলেন : সাবধান! তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের রক্ত তোমাদের পরম্পরের প্রতি তোমনি হারাম যেমনি তোমাদের এই মাসের সম্মান রয়েছে তোমাদের এই শহরে তোমাদের এই দিনে। গুনে রাখো! আমি তোমাদের আগেই হাওযে কাওসারে উপস্থিত থাকবো। অন্যান্য উম্মাতের তুলনায় তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে আমি গৌরব করবো। তোমরা যেন আমার চেহারা কালিমালিগু না করো। সাবধান! কিছু লোককে আমি মুক্ত করতে পারবো, আর কিছু লোককে আমার নিকট থেকে ছিনিয়ে নেয়া হবে। তখন আমি বলবো, হে আল্লাহ! এরা তো আমার সাহাবী! তিনি বলবেন : তোমার পরে এরা কি বিদআতী কাজ করেছে, তা তুমি জানো না।

৩০৫৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا صَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ الْغَزَّازِ قَالَ سَمِعْتُ نَافِعًا يُحَدِّثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمْرَاتِ فِي الْحِجَّةِ الَّتِي حَجَّ فِيهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَيُّ يَوْمٍ هَذَا قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ فَأَيُّ بَلَدٍ هَذَا قَالُوا هَذَا بَلَدُ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ فَأَيُّ شَهْرٍ هَذَا قَالُوا شَهْرُ اللَّهِ الْحَرَامِ قَالَ هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ وَدِمَاؤُكُمْ وَأَمْوَالُكُمْ وَأَعْرَاضُكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ هَذَا الْبَلَدِ فِي هَذَا الشَّهْرِ فِي هَذَا الْيَوْمِ ثُمَّ قَالَ هَلْ بَلَّغْتُ قَالُوا نَعَمْ فَطَفِقَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثُمَّ وَدَّعَ النَّاسَ فَقَالُوا هَذِهِ حِجَّةُ الْوَدَاعِ .

৩০৫৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বছর হজ্জ করেন, সেই বছর কোরবানীর দিন জামরাসমূহের মধ্যস্থলে দাঁড়ালেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন : আজ কোন দিন? সাহাবীগণ বললেন, কোরবানীর দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন : এটি কোন শহর? তারা বললেন, এটা আন্দাল্হর সম্মানিত শহর। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটি কোন মাস? তারা বললেন, আন্দাল্হর সম্মানিত মাস। তিনি বলেন : এটি হজ্জে বড় দিন। তোমাদের রক্ত, তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের মান-সন্ত্রম (প্রভৃতির উপর হস্তক্ষেপ) তোমাদের জন্য হারাম, যেমন এই শহরের হুরমাত (সম্মান) এই মাসে এবং এই দিনে। তিনি পুনরায় বলেন : আমি কি পৌছে দিয়েছি? তারা বলেন, হাঁ। তখন তিনি বলতে শুরু করলেন : হে আন্দাল্হ! সাক্ষী থাকুন। অতঃপর তিনি লোকদের বিদায় দেন। তখন তারা বলেন, এটা বিদায় হজ্জ।

### অনুচ্ছেদ : ৭৭

## بَابُ زِيَارَةِ الْبَيْتِ

বাইতুল্লাহ্‌ বিয়ারত।

৩.৫৭ - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ ابْنُ طَارِقٍ عَنِ طَاوُسٍ وَأَبَى الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَخْرَجَ طَوَافَ الزِّيَارَةِ إِلَى اللَّيْلِ .

৩০৫৯। আয়েশা (রা) ও ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাত পর্যন্ত তাওয়াফে বিয়ারত বিলম্ব করেন।<sup>৯</sup>

৩.৬০ - حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَقَاضَ فِيهِ . قَالَ عَطَاءٌ وَلَا رَمَلَ فِيهِ .

৯. হাজ্জীগণকে তিনবার বাইতুল্লাহ্‌ তাওয়াফ করতে হয়। প্রথমে মক্কায় পৌছেই, এটা তাওয়াফে কুদূম (আগমনি তাওয়াফ) এবং তা 'সুন্নাত'। দ্বিতীয়বার ১০ মিলহজ্জ মিনা থেকে ফিরে এসে, এটা তাওয়াফে বিয়ারত বা তাওয়াফে ইফাদা এবং ফরজ। তৃতীয়বার হজ্জ শেষে নিজ নিজ দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে, এটা তাওয়াফে বিদা (বিদায়ী তাওয়াফ), মক্কার বাইরের লোকদের জন্য তাওয়াফিব। মক্কা ও আশেপাশের লোকদের জন্য তা অপরিহার্য নয় (অনুবাদক)।

৩০৬০। আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাওয়াফে যিয়ারতের সাত চক্রে রমল (বাহু দুলিয়ে বীরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ) করেননি। আতা (র) বলেন, তাওয়াফে যিয়ারতে রমল করতে হয় না।

অনুচ্ছেদ : ৭৮

بَابُ الشُّرْبِ مِنْ زَمَزَمَ

যমযমের পানি পান করা।

৩.৬১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ عَثْمَانَ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ جَالِسًا فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ مِنْ أَيْنَ جِئْتَ قَالَ مِنْ زَمَزَمَ قَالَ فَشَرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِي قَالَ وَكَيْفَ قَالَ إِذَا شَرِبْتَ مِنْهَا فَاسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ وَأَذْكَرِ اسْمَ اللَّهِ وَتَنْفَسْ ثَلَاثًا وَتَضَلَّعْ مِنْهَا فَإِذَا فَرَعْتَ فَاحْمَدِ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ آيَةَ مَا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ إِنَّهُمْ لَا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمَزَمَ .

৩০৬১। মুহাম্মাদ ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আবু বাকর (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। এক ব্যক্তি তার নিকট এলে তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কোথা থেকে এসেছো? সে বললো, যমযমের নিকট থেকে। তিনি জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি তা থেকে প্রয়োজনমত পান করেছো? সে বললো, তা কিরূপে? তিনি বলেন, তুমি তা থেকে পান করার সময় কিবলামুখী হবে, আব্দুল্লাহর নাম স্মরণ করবে, তিনবার নিঃশ্বাস নিবে এবং তৃপ্তি সহকারে পান করবে। পানি পানশেষে তুমি মহামহিম আব্দুল্লাহর প্রশংসা করবে। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমাদের ও মোনাফিকদের মধ্যে নিদর্শন এই যে, তারা তৃপ্তি সহকারে যমযমের পানি পান করে না।

৩.৬২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَكِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ إِنَّهُ سَمِعَ أَبَا الزُّبَيْرِ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ مَا زَمَزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ .

৩০৬২। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যমযমের পানি যে উপকার লাভের আশায় পান করা হবে, তা অর্জিত হবে।

## بَابُ دُخُولِ الْكَعْبَةِ

কাবা ঘরের অভ্যন্তরভাগে প্রবেশ করা ।

৩.৬৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ حَدَّثَنِي حَسَّانُ بْنُ عَطِيَّةَ حَدَّثَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ الْفَتْحِ الْكَعْبَةَ وَمَعَهُ بِلَالٌ وَعُثْمَانُ بْنُ شَيْبَةَ فَأَغْلَقُوهَا عَلَيْهِمْ مِنْ دَاخِلٍ فَلَمَّا خَرَجُوا سَأَلْتُ بِلَالَ أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَخْبَرَنِي أَنَّهُ صَلَّى عَلَيَّ وَجْهَهُ حِينَ دَخَلَ بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ عَنِ يَمِينِهِ ثُمَّ لَمْتُ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ سَأَلْتُهُ كَمْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ .

৩০৬৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা বিজয়ের দিন কাবা ঘরে প্রবেশ করেন। তাঁর সাথে ছিলেন বিলাল ও উসমান ইবনে শাইবা (রা)। তাঁরা ভিতর থেকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। তাঁরা বেরিয়ে এলে আমি বিলালকে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন স্থানে নামায পড়েছেন? তিনি আমাকে অবহিত করেন যে, তিনি ভিতরে প্রবেশ করে ডান দিকের দুই স্তম্ভের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তার দিকে মুখ করে নামায পড়েন। অতঃপর আমি নিজেকে তিরস্কার করলাম যে, আমি কেন তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম না যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতো রাকআত নামায পড়েছেন।

৩.৬৪- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجَ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ عِنْدِي وَهُوَ قَرِيرُ الْعَيْنِ طَيِّبُ النَّفْسِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ وَهُوَ حَزِينٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ خَرَجْتَ مِنْ عِنْدِي وَأَنْتَ قَرِيرُ الْعَيْنِ وَرَجَعْتَ وَأَنْتَ حَزِينٌ فَقَالَ إِنِّي دَخَلْتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ فَعَلْتُ إِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ أَتَعَبْتُ أُمَّتِي مِنْ بَعْدِي .

৩০৬৪। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট থেকে আনন্দিত চোখে ও উৎফুল্ল চিত্তে বেরিয়ে গেলেন, কিন্তু বিষণ্ণ অবস্থায়



ফিরে এলেন। আমি বললাম, হে আব্দুল্লাহর রাসূল! আপনি আমার নিকট থেকে চক্ষু শীতল অবস্থায় বেরিয়ে গেলেন, অথচ দুশ্চিন্তায়ুক্ত অবস্থায় ফিরে এলেন! তিনি বলেন : আমি কাবা ঘরে প্রবেশ করার পর ভাবলাম, আমি যদি এটা না করতাম! আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে, আমার পরে আমার উম্মাতের কষ্ট হবে।

**অনুচ্ছেদ : ৮০**

**بَابُ الْبَيْتُوتَةِ بِمَكَّةَ لِيَالِي مَنِيٍّ**

মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থান।

৩.৬৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ اسْتَأْذَنَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ أَيَّامَ مَنِيٍّ مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَآذَنَ لَهُ .

৩০৬৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আব্বাস ইবনে আবদুল মুত্তালিব (রা) মিনার দিনগুলোর রাত মক্কায় কাটানোর জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করেন। কারণ হায্জীদের পানি পান করানোর দায়িত্ব তার উপর ন্যস্ত ছিল। তিনি তাকে অনুমতি দিলেন।

৩.৬৬ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَهْنَادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمْ يُرَخِّصِ النَّبِيُّ ﷺ لِأَحَدٍ يَبِيتُ بِمَكَّةَ إِلَّا لِلْعَبَّاسِ مِنْ أَجْلِ السِّقَايَةِ .

৩০৬৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আব্বাস (রা) ব্যতীত আর কাউকে মিনার রাতগুলোতে মক্কায় অবস্থানের অনুমতি দেননি। কারণ তার উপর পানি সরবরাহের দায়িত্ব অর্পিত ছিল।

**অনুচ্ছেদ : ৮১**

**بَابُ نَزْوِلِ الْمُحَصَّبِ**

মুহাসসাৰে যাত্রা বিৱৰ্ত্তি।

৩.৬৭ - حَدَّثَنَا هْنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَعَبْدَةُ وَوَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرُبُ بْنُ أَبِي

شَيْبَةَ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ  
إِنْ نُزِّلَ الْأَبْطَحُ لَيْسَ بِسُنَّةٍ إِنَّمَا نَزَّلَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لِيَكُونَ أَسْمَحَ لِحُرُوجِهِ .

৩০৬৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আল-আবতাহ্ নামক স্থানে যাত্রাবিরতি সূনাত নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে এজন্য যাত্রাবিরতি করেন যাতে (মদীনার উদ্দেশ্যে তাঁর রওয়ানা করা সহজ হয়।

۳۰۶۸- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ عَنْ عَمَارِ بْنِ زُرَيْقٍ  
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ ادْلَجَ النَّبِيُّ ﷺ لَيْلَةَ  
النَّفْرِ مِنَ الْبَطْحَاءِ ادِّلاجًا .

৩০৬৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের বেলা বাতহা নামক স্থান থেকে মদীনার উদ্দেশ্যে রওনা হন।

۳۰۶۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْبَانًا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ  
ابْنِ عُمَرَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ يَنْزِلُونَ بِالْأَبْطَحِ .

৩০৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর, উমার ও উসমান (রা) বাতহা নামক স্থানে যাত্রাবিরতি করতেন।

### অনুচ্ছেদ ৪৮২

## بَابُ طَوَافِ الْوِدَاعِ

বিদায়ী তাওয়াক্ব।

۳۰۷۰- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ طَاوُسٍ  
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُونَ كُلُّ وَجْهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا  
يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ .

৩০৭০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, লোকেরা বিক্ষিপ্তভাবে সব দিকে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ শেষবারের মত বাইতুল্লাহ তাওয়াক্ব না করা পর্যন্ত কেউ যেন প্রস্থান না করে।

৩.৭১ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يَنْفِرَ الرَّجُلُ حَتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ

৩০৭১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, শেষবারের মত বাইতুল্লাহ তাওয়াফ না করা পর্যন্ত যে কোন ব্যক্তিকে (মক্কা থেকে) প্রস্থান করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৮৩

### بَابُ الْحَائِضِ تَنْفَرُ قَبْلَ أَنْ تُودِعَ

ঋতুবতী স্ত্রীলোক বিদায়ী তাওয়াফ না করে প্রস্থান করতে পারে।

৩.৭২ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ عَنِ أَبِي سَلَمَةَ وَعُرْوَةَ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ حَبِيٍّ بَعْدَ أَقَاضَتْ قَالَتْ عَائِشَةُ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ أَحَابَسْتُنَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّهَا قَدْ أَقَاضَتْ ثُمَّ حَاضَتْ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَلْتَنْفِرِ .

৩০৭২। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তাওয়াফে ইফাদা করার পর সাফিয়া বিনতে হুয়ায়্যা (রা) ঋতুবতী হলেন। আয়েশা (রা) বলেন, আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানালাম। তিনি বলেন, সে কি আমাদের আটকে রাখবে? আমি বললাম, তিনি তাওয়াফে ইফাদা করেছেন, অতঃপর ঋতুবতী হয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাহলে রওয়ানা হতে পারো।

৩.৭৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَفِيَّةَ فَقُلْنَا قَدْ حَاضَتْ فَقَالَ عَقْرَى حَلْقَى مَا أَرَاهَا إِلَّا حَابَسْتُنَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا قَدْ طَافَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ فَلَا إِذْنَ مَرُوهَا فَلْتَنْفِرِ .

৩০৭৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাফিয়া (রা) সম্পর্কে জানতে চাইলে আমরা বললাম, সে ঋতুবতী হয়েছে।

তিনি বলেন : বক্ষ্যা, ন্যাড়া, সে তো আমাদের আটকে ফেলেছে। আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! তিনি কোরবানীর দিন ডাওয়াফ করেছেন। তিনি বলেন : তাহলে অসুবিধা নেই। তোমরা তাকে রঙনা হতে বলা।

অনুচ্ছেদ : ৮৪

## بَابُ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হজ্জ।

৩০৭৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَأَلَ عَنِ الْقَوْمِ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ فَقُلْتُ أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحُسَيْنِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ إِلَى رَأْسِي فَحَلَّ زُرِّي الْأَعْلَى ثُمَّ حَلَّ زُرِّي الْأَسْفَلَ ثُمَّ وَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ ثَدْيِي وَأَنَا يَوْمَئِذٍ غُلَامٌ شَابٌ فَقَالَ مَرَجَبًا بِكَ سَلِّ عَمَّا سَنَنْتَ فَسَأَلْتُهُ وَهُوَ أَعْمَى فَجَاءَ وَقَتُ الصَّلَاةِ فَقَامَ فِي نِسَاجَةٍ مُلْتَحِفًا بِهَا كُلَّمَا وَضَعَهَا عَلَى مَنْكَبِيهِ رَجَعَ طَرَقَاهَا إِلَيْهِ مِنْ صِغْرِهَا وَرِدَاؤُهُ إِلَى جَانِبِهِ عَلَى الْمَشْجَبِ فَصَلَّى بِنَا فَقُلْتُ أَخْبَرْنَا عَنْ حَجَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ بِيَدِهِ فَعَقَدَ تِسْعًا وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَكَثَ تِسْعَ سِنِينَ لَمْ يَحُجَّ فَأَذَنَ فِي النَّاسِ فِي الْعَاشِرَةِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حَاجٌ فَقَدِمَ الْمَدِينَةَ بِشَرِّ كَثِيرٍ كُلُّهُمْ يَلْتَمِسُ أَنْ يَأْتُمَّ بِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَيَعْمَلَ بِمِثْلِ عَمَلِهِ فَخَرَجَ وَخَرَجْنَا مَعَهُ فَاتَيْنَا ذَا الْحَلِيفَةِ فَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ فَأَرْسَلَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ كَيْفَ أَصْنَعُ قَالَ اغْتَسِلِي وَاسْتَتْفِرِي بِثَوْبٍ وَآخِرِمِي فَصَلِّي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْمَسْجِدِ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ (قَالَ جَابِرٌ) نَظَرْتُ إِلَى مَدِّ بَصَرِي مِنْ بَيْنَ يَدَيْهِ بَيْنَ رَاكِبٍ وَمَاشٍ وَعَنْ يَمِينِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَمِنْ خَلْفِهِ مِثْلُ ذَلِكَ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ بَيْنَ أَظْهَرِنَا وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الْقُرْآنُ وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ مَا عَمِلَ بِهِ

مِنْ شَيْءٍ عَمَلْنَا بِهِ فَاهْلٌ بِالتَّوْحِيدِ لَبِيكَ اللَّهُمَّ لَبِيكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبِيكَ  
 إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ وَاهْلُ النَّاسِ بِهِذِ الَّذِي يُهْلُونَ بِهِ  
 فَلَمْ يَرُدُّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَيْهِمْ شَيْئًا مِنْهُ وَلَزِمَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَلْبِيَّتَهُ قَالَ جَابِرٌ  
 لَسْنَا نَنْوِي إِلَّا الْحَجَّ لَسْنَا نَعْرِفُ الْعُمْرَةَ حَتَّى إِذَا آتَيْنَا الْبَيْتَ مَعَهُ اسْتَلَمَ الرُّكْنَ  
 فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ قَامَ إِلَى مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ فَقَالَ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ  
 إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى فَجَعَلَ الْمَقَامَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ فَكَانَ أَبِي يَقُولُ (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا  
 ذَكَرَهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ) أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي الرُّكْعَتَيْنِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ وَقُلْ هُوَ  
 اللَّهُ أَحَدٌ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْبَيْتِ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ خَرَجَ مِنَ الْبَابِ إِلَى الصُّفَا حَتَّى  
 إِذَا دَنَا مِنَ الصُّفَا قَرَأَ إِنَّ الصُّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ نَبْدًا بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ  
 فَبَدَأَ بِالصُّفَا فَرَقَى عَلَيْهِ رَأَى الْبَيْتَ فَكَبَّرَ اللَّهُ وَهَلَّلَهُ وَحَمِدَهُ وَقَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ  
 وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ  
 لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ أَنْجَزَ وَعَدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ  
 دَعَا بَيْنَ ذَلِكَ وَقَالَ مِثْلَ هَذَا ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ فَمَشَى حَتَّى إِذَا  
 انْصَبَتْ قَدَمَاهُ رَمَلَ فِي بَطْنِ الْوَادِي حَتَّى إِذَا صَعِدَتَا (يَعْنِي قَدَمَاهُ) مَشَى  
 حَتَّى آتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصُّفَا فَلَمَّا كَانَ آخِرُ طَوَافِهِ  
 عَلَى الْمَرْوَةِ قَالَ لَوْ آتَى اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمْ أَسْقِ الْهَدْيَ  
 وَجَعَلْتُهَا عُمْرَةً فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيْسَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيَحْلِلْ وَلْيَجْعَلْهَا عُمْرَةً فَحَلَّ  
 النَّاسُ كُلُّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْيُ فَقَامَ سِرَاقَةَ بْنِ مَالِكِ  
 ابْنِ جُعْشَمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الْعَامِنَا هَذَا أَمْ لِأَبَدٍ قَالَ فَشَبَّكَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ  
 أَصَابِعَهُ فِي الْأُخْرَى وَقَالَ دَخَلْتَ الْعُمْرَةَ فِي الْحَجِّ هَكَذَا مَرَّتَيْنِ لَا بَلَّ لِأَبَدٍ لِأَبَدٍ  
 قَالَ وَقَدِمَ عَلَيَّ بِدُنِّ النَّبِيِّ ﷺ فَوَجَدَ فَاطِمَةَ مِنْ حَلٍّ وَكَبِسَتْ ثِيَابًا صَبِيغًا

وَآكْتَحَلَتْ فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهَا عَلِيٌّ فَقَالَتْ أَمَرَنِي أَبِي بِهَذَا فَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ  
 بِالْعِرَاقِ فَذَهَبَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحَرِّشًا عَلِيَّ فَاطَمَ فِي الَّذِي صَنَعْتَهُ  
 مُسْتَفْتِيًا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فِي الَّذِي ذَكَرْتَ عَنْهُ وَأَنْكَرْتَ ذَلِكَ عَلَيْهَا فَقَالَ  
 صَدَقْتَ صَدَقْتَ مَاذَا قُلْتَ حِينَ فَرَضْتَ الْحَجَّ قَالَ قُلْتُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَهْلٌ بِمَا أَهْلٌ  
 بِهِ رَسُولُكَ ﷺ قَالَ فَإِنَّ مَعِيَ الْهَدْيَ فَلَا تَحِلُّ قَالَ فَكَانَ جَمَاعَةٌ الْهَدْيِ الَّذِي  
 جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِنَ الْيَمَنِ وَالَّذِي أَتَى بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الْمَدِينَةِ مِائَةً ثُمَّ حَلَّ النَّاسُ  
 كُلَّهُمْ وَقَصَرُوا إِلَّا النَّبِيُّ ﷺ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ وَتَوَجَّهُوا  
 إِلَى مَنَى أَهَلُوا بِالْحَجِّ فَرَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَصَلَّى بِمِنَى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ  
 وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالصُّبْحَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيلًا حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ وَأَمَرَ بِقُبَّةٍ مِنْ  
 شَعَرٍ فَضَرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَسَارَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَشْكُ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَأَقِفْ عِنْدَ  
 الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ أَوْ الْمَزْدَلِفَةِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَاجَازَ رَسُولُ  
 اللَّهِ ﷺ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضَرِبَتْ لَهُ بِنَمْرَةٍ فَزَلَّ بِهَا حَتَّى إِذَا  
 زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقُصْوَاءِ فَرَجَلَتْ لَهُ فَرَكِبَ حَتَّى أَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ  
 النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ  
 هَذَا فِي بِلَادِكُمْ هَذَا إِلَّا وَإِنْ كُنْ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ تَحْتَ قَدَمِي  
 هَاتَيْنِ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دَمٍ أَضَعُهُ دَمُ رَبِيعَةَ بْنِ الْحَارِثِ (كَانَ  
 مُسْتَرْضِعًا فِي بَنِي سَعْدِ فَقَتَلْتُهُ هَذِيلٌ) وَرَبَا الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعٌ وَأَوَّلُ رَبَا أَضَعُهُ  
 رَبَانَا رَبَا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَإِنَّهُ مَوْضُوعٌ كُلُّهُ فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ  
 فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانَةِ اللَّهِ وَاسْتَحَلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ وَإِنْ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ  
 أَنْ لَا يُوطِئَنَّ فُرُوشَكُمْ أَحَدًا تَكْرَهُونَهُ فَإِنْ فَعَلْنَ ذَلِكَ فَاضْرِبُوهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ  
 مُبْرِحٍ وَلَكِنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقَهُنَّ وَكِسْوَتَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَقَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَمْ تَضَلُّوا

انِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَنْتُمْ مَسْتَوْلُونَ عَنِّي فَمَا أَنْتُمْ قَائِلُونَ قَالُوا نَشْهَدُ  
 أَنَّكَ قَدْ بَلَغْتَ وَأَدَّبْتَ وَتَصَحَّتْ فَقَالَ بِاصْبِرْ السَّبَابَةَ إِلَى السَّمَاءِ وَنَكِبْهَا إِلَى  
 النَّاسِ اللَّهُمَّ اشْهَدْ اللَّهُمَّ اشْهَدْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ثُمَّ أَدْنَى بِلَالٌ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ  
 ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى العَصْرَ وَكَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى  
 أَتَى المَوْقِفَ فَجَعَلَ بَطْنَ نَاقَتِهِ إِلَى الصُّخْرَاتِ وَجَعَلَ حَبْلَ المِشَاةِ بَيْنَ يَدَيْهِ  
 وَاسْتَقْبَلَ الهَيْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ وَذَهَبَتِ الصُّفْرَةُ قَلِيلًا حَتَّى  
 غَابَ القُرْصُ وَأَرْدَفَ أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ خَلْفَهُ فَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَقَدْ سَنَقَ  
 القَصْوَاءَ بِالزِّمَامِ حَتَّى انْ رَأْسَهَا لِيُصِيبَ مَوْزِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولَ بِيَدِهِ الِيمْنَى أَيُّهَا  
 النَّاسُ السُّكِينَةُ السُّكِينَةُ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنَ الحِبَالِ أَرخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى  
 تَصْعَدَ ثُمَّ أَتَى المَزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَأَقَامَتَيْنِ وَكَمْ  
 يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ فَصَلَّى الفَجْرَ  
 حِينَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَأَقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ القَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى المَشْعَرَ الحَرَامَ  
 فَرَفَى عَلَيْهِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى اسْفَرَ جِدًّا ثُمَّ دَفَعَ قَبْلَ  
 أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَتِ الفَضْلُ بْنُ العَبَّاسِ وَكَانَ رَجُلًا حَسَنَ الشَّعْرِ أَبْيَضَ  
 وَسِيمًا فَلَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّ الطَّعْنَ بِجَرِينٍ فَطَفِقَ يَنْظُرُ الِيهَنَ فَوَضَعَ  
 رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ مِنَ الشَّقِ الأَخْرِ فَصَرَفَ الفَضْلُ وَجْهَهُ مِنَ الشَّقِ الأَخْرِ يَنْظُرُ  
 حَتَّى أَتَى مُحَسِّرًا حَرَكَ قَلِيلًا ثُمَّ سَلَكَ الطَّرِيقَ الوَسْطَى الَّتِي تَخْرُجُكَ إِلَى  
 الجُمرة الكُبْرَى حَتَّى أَتَى الجُمرة الَّتِي عِنْدَ الشَّجَرَةِ فَرَمَى بِسَبْعِ حَصِيَّاتٍ يَكْبُرُ  
 مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ مِنْهَا مِثْلَ حَصَى الحَذْفِ وَرَمَى مِنْ بَطْنِ الوَادِي ثُمَّ انصَرَفَ إِلَى  
 المَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلَاثًا وَسَتَيْنَ بَدَنَةً بِيَدِهِ وَأَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَا غَبَرَ وَأَشْرَكَهُ فِي  
 هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبِضْعَةٍ فَجَعَلَتْ فِي قِدْرٍ فَطَبَخَتْ فَأَكَلَ مِنْ لَحْمِهَا

وَشَرِبًا مِنْ مَرَقِهَا ثُمَّ أَفَاضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى  
 بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ وَهُمْ يَسْتَقُونَ عَلَى زَمْرٍ فَقَالَ انزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَوْلَا أَنْ  
 يَغْلِبَكُمْ النَّاسُ عَلَى سِقَاتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَأْوِلُوهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ .

৩০৭৪। জাফর সাদেক ইবনে মুহাম্মাদ আল-বাকের (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট গেলাম। আমরা তার নিকট উপস্থিত হলে তিনি সাক্ষাতপ্রার্থীদের পরিচয় জানতে চান। আমার পরিচয় জিজ্ঞেস করলে আমি বলি যে, আমি আলী ইবনুল হুসাইনের পুত্র মুহাম্মাদ। অতএব তিনি (স্নেহভরে) আমার দিকে তার হাত বাড়ালেন এবং তা আমার মাথার উপর রাখলেন। তিনি প্রথমে আমার পরিচ্ছদের উপর দিকের বোতাম, অতঃপর নিচের বোতাম খুললেন, অতঃপর তার হাত আমার বুকের উপর রাখলেন। আমি তখন উঠতি বয়সের যুবক। তিনি বলেন, তোমাকে মোবারকবাদ জানাই। তুমি যা জানতে চাও জিজ্ঞেস করো। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এ সময় তিনি (বার্ধক্যজনিত কারণে) দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলেছিলেন। ইতিমধ্যে নামাযের ওয়াস্ত হলে। তিনি নিজেই একটা চাদরে আবৃত করে উঠে দাঁড়ালেন। তিনি যখনই চাদরের প্রান্তভাগ নিজ কাঁধের উপর রাখতেন, তা (আকারে) ছোট হওয়ার কারণে নিচে পড়ে যেতো। তার আরেকটি বড় চাদর তার পাশেই আলনায় রাখা ছিল। তিনি আমাদের নিয়ে নামায পড়লেন। অতঃপর আমি বললাম, আপনি আমাদেরকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (বিদায়) হজ্জ সম্পর্কে অবহিত করুন। জাবির (রা) স্বহস্তে নয় (৯) সংখ্যার প্রতি ইংগিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নয় বছর (মদীনায়) অবস্থান করেন এবং (এ সময়কালের মধ্যে) হজ্জ করেননি। অতঃপর ১০ম বর্ষে লোকদের মধ্যে ঘোষণা করালেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (এ বছর) হজ্জ যাবেন। সুতরাং মদীনায় অসংখ্য লোকের সমাগম হলো। তাদের প্রত্যেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করতে এবং তাঁর অনুরূপ আমল করতে আগ্রহী। অতএব তিনি রওয়ানা হলেন এবং আমরাও তাঁর সাথে রওয়ানা হলাম। আমরা যুল-হুলাইফা নামক স্থানে পৌছলে আসমা বিনতে উমাইস (রা) মুহাম্মাদ ইবনে আবু বাকরকে প্রসব করলেন। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট লোক পাঠিয়ে জানতে চাইলেন, এখন আমি কি করবো? তিনি বলেন : তুমি গোসল করো, এক খণ্ড কাপড় দিয়ে পটি বাঁধো এবং ইহরামের পোশাক পরিধান করো।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে (ইহরামের দুই রাকআত) নামায পড়লেন, অতঃপর 'কাসওয়া' নামক উষ্ট্রীতে আরোহণ করলেন। অবশেষে 'বাইদা' নামক স্থানে তাঁর উষ্ট্রী যখন তাঁকে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো, তখন আমি (জাবির) সামনেত



দিকে যতদূর দৃষ্টি যায় তাকিয়ে দেখলাম, লোকে লোকারণ্য, কতক সওয়ালীতে এবং কতক পদব্রজে অগ্রসর হচ্ছে। ডান দিকে, বাঁ দিকে এবং পেছনেও একই দৃশ্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝখানে ছিলেন এবং তাঁর উপর কুরআন নাযিল হচ্ছিল। একমাত্র তিনিই এর আসল তাৎপর্য জানেন এবং তিনি যা করতেন আমরাও তাই করতাম। তিনি আল্লাহর তাওহীদ সম্বলিত এই তালবিয়া পাঠ করলেন : লাকাইকা আল্লাহুমা লাকাইকা লাকাইকা লা শারীকা লাকা লাকাইকা ইন্লাল-হামদা ওয়ান-নি'মাতা লাকা ওয়াল-মুলকা লা শারীকা লাকা” (আমি তোমার দরবারে হাযির আছি হে আল্লাহ, আমি তোমার দরবারে হাযির, আমি তোমার দরবারে হাযির। তোমার কোন শরীক নাই; আমি তোমার দরবারে উপস্থিত। নিশ্চিত সমস্ত প্রশংসা, সমস্ত নিয়ামত তোমারই এবং রাজত্বও, তোমার কোন শরীক নাই)।

লোকেরাও উপরোক্ত তালবিয়া পাঠ করলো যা (আজকাল) পাঠ করা হয়। লোকেরা তাঁর তালবিয়ার সাথে কিছু শব্দ বাড়িয়ে বলে, কিন্তু তিনি তাদের বাধা দেননি। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত তালবিয়াই পাঠ করেন।

জাবির (রা) বলেন, আমরা হুজ্ব ছাড়া অন্য কিছুর নিয়ামত করিনি, আমরা উমরার কথা জানতাম না। অবশেষে আমরা তাঁর সাথে বাইতুল্লাহ শরীফে পৌছলে তিনি রুকন (হাজরে আসওয়াদ) চুম্বন করলেন, অতঃপর (সাতবার কাবা ঘর) তাওয়াফ করলেন, (প্রথম) তিনবার দ্রুত গতিতে এবং চারবার স্বাভাবিক গতিতে। অতঃপর তিনি মাকামে ইবরাহীমে পৌছে তিলাওয়াত করলেন : “তোমরা ইবরাহীমের দাঁড়বার স্থানকে নামাযের স্থানরূপে গ্রহণ করো” (সূরা বাকারা : ১২৫)।

তিনি মাকামে ইবরাহীমকে তাঁর ও বাইতুল্লাহর মাঝখানে রেখে (দুই রাকআত নামায পড়লেন)। (জাবির বলেন) আমার পিতা (মুহাম্মাদ) বলতেন, আমি যতদূর জানি, তিনি (জাবির) বরং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন : তিনি দুই রাকআত নামাযে সূরা কাফিরুন ও সূরা ইখলাস পড়েছেন।

অতঃপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইতুল্লাহ ফিরে এলেন এবং হাজরে আসওয়াদে চুমা দিলেন। অতঃপর তিনি দরজা দিয়ে সাফা পাহাড়ের দিকে বের হলেন এবং সাফার নিকটবর্তী হয়ে তিলাওয়াত করলেন : “নিশ্চয় সাফা ও মারওয়য়া পাহাড়দ্বয় আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্যতম” (সূরা বাকারা : ১৫৮) এবং (আরও বললেন) আল্লাহ তাআলা যা দিয়ে আরম্ভ করেছেন আমরাও তা দিয়ে আরম্ভ করবো। অতএব তিনি সাফা পাহাড় থেকে শুরু করলেন এবং তার এতোটা উপরে আরোহণ করলেন যে, বাইতুল্লাহ শরীফ দেখতে পেলেন। তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহর একত্ব ও মহত্ব ঘোষণা করলেন এবং এই দোয়া পড়েন : “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু লাহল-মুলক ওয়া লাহল-হামদু ইউহয়ী ওয়া ইউমীতু ওয়া হুওয়া আলা কুদ্দিস শাইয়েন

কাদীর। লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহুদাহু লা শারীকা লাহু আনজাযা ওয়াদাহু ওয়া নাসারা আবদাহু ওয়া হাযামাল আহযাবা ওয়াহুদাহু” (আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তাঁর কোন শরীক নাই, তাঁর জন্য রাজত্ব এবং তাঁর জন্য সমস্ত প্রশংসা, তিনি প্রতিটি জিনিসের উপর শক্তিমান। আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নাই, তিনি এক, তিনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন, নিজের বান্দাকে সাহায্য করেছেন এবং একাই সমস্ত সম্মিলিত শক্তিকে পরাভূত করেছেন)।

তিনি এ দোয়া তিনবার পড়লেন এবং মাঝখানে অনুরূপ আরো কিছু দোয়া পড়লেন। অতঃপর তিনি নেমে মারওয়া পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হলেন, যাবত না তাঁর পা মোবারক উপত্যকার সমতল ভূমিতে গিয়ে ঠেকলো। তিনি দৌড়ে চললেন যাবত না উপত্যকার মধ্যভাগ অতিক্রম করলেন। মারওয়া পাহাড়ে উঠার সময় হেঁটে উঠলেন, অতঃপর এখানেও তাই করলেন, যা তিনি সাফা পাহাড়ে করেছিলেন। শেষ তাওয়াফে তিনি মারওয়া পাহাড়ে পৌঁছে (লোকদের সম্বোধন করে) বললেন : যদি আমি আগেই বুঝতে পারতাম যে, আমার কি করা উচিত তাহলে আমি সাথে করে কোরবানীর পশু আনতাম না এবং (হজ্জের) ইহরামকে উমরায় পরিবর্তিত করতাম। অতএব তোমাদের মধ্যে যার সাথে কোরবানীর পশু নাই, সে যেন ইহরাম খুলে ফেলে এবং একে উমরায় পরিণত করে। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত সকলেই ইহরাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করলেন। এ সময় সুরাকা ইবনে মালেক ইবনে জুশুম (রা) দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! এই ব্যবস্থা কি আমাদের এ বছরের জন্য, না সর্বকালের জন্য? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজ হাতের আংগুলগুলো পরস্পরের ফাঁকে ঢুকিয়ে দুইবার বললেন : উমরা হজ্জের মধ্যে প্রবেশ করলো, না, বরং সর্বকালের জন্য।

এ সময় আলী (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কোরবানীর পশু নিয়ে এলেন এবং যারা ইহরাম খুলে ফেলেছিল, ফাতিমা (রা)-কে তাদের অন্তর্ভুক্ত দেখতে পেলেন। তিনি রঙ্গীন কাপড় পরিহিত ছিলেন এবং চোখে সুরমা দিয়েছিলেন। আলী (রা) তা অপছন্দ করলেন। ফাতিমা (রা) বললেন, আমার পিতা আমাকে এরূপ করার নির্দেশ দিয়েছেন। (রাবী বলেন) এরপর আলী (রা) ইরাকে অবস্থানকালে বলতেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হলাম ফাতিমার উপর অসন্তুষ্ট অবস্থায়, সে যা করেছে সে সম্পর্কে মাসআলা জানার জন্য। আমি তাঁকে বললাম যে, আমি তার এই কাজ অপছন্দ করেছি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন : ফাতিমা ঠিকই করেছে, ঠিকই বলেছে। তুমি হজ্জের ইহরাম বাঁধার সময় কী বলেছিলে? আলী (রা) বলেন, আমি বলেছিলাম, হে আল্লাহ! আমি ইহরাম বাঁধলাম যে নিয়াতে ইহরাম বেঁধেছেন আপনার রাসূল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমার সাথে কোরবানীর পশু আছে, অতএব তুমি (আলী) ইহরাম খুলো না।

জাবির (রা) বলেন, আলী (রা) ইয়ামন থেকে যে পশুপাল নিয়ে আসেন এবং নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের সাথে করে যে পশুগুলো নিয়ে এসেছিলেন এর সর্বমোট সংখ্যা দাঁড়ায় এক শত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং যাদের সাথে কোরবানীর পশু ছিল তারা ব্যতীত আর সকলেই ইহ্রাম খুলে ফেলেন এবং চুল ছোট করে। অতঃপর তারবিয়ার দিন (৮ যিলহজ্জ) শুরু হলে লোকেরা পুনরায় ইহ্রাম বাঁধলো এবং মিনার দিকে রওয়ানা হলো। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়ার হয়ে গেলেন এবং তথায় যোহর, আসর, মাগরিব, এশা ও ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত তথায় কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলেন এবং তাঁর জন্য নামিরা নামক স্থানে গিয়ে একটি তাঁবু খাটানোর নির্দেশ দিলেন, অতঃপর নিজেও রওয়ানা হয়ে গেলেন।

কুরাইশগণ নিশ্চিত ছিল যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মাশআরুল হারাম নামক স্থানে অবস্থান করবেন, যেমন কুরাইশগণ জাহিলী যুগে এখানে অবস্থান করতো (মানহানি হওয়ার আশঙ্কায় তারা সাধারণের সাথে একত্রে আরাফাতে অবস্থান করতো না)। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সামনে অধসর হতে থাকলেন যাবত না আরাফাতে পৌঁছলেন। তিনি দেখতে পেলেন, নামিরায় তাঁর জন্য তাঁবু খাটানো হয়েছে। তিনি এখানে অবতরণ করলেন।

অবশেষে সূর্য (পশ্চিমাংশে) ঢলে পড়লে তিনি তাঁর কাসওয়া নামক উষ্ট্রী সাজানোর নির্দেশ দিলে তা সাজানো হলো। অতঃপর তিনি উপত্যকার মাঝখানে আসেন এবং লোকদের উদ্দেশে ভাষণ দিলেন। তিনি বললেন :

“তোমাদের জীবন ও সম্পদ তোমাদের পরস্পরের জন্য হারাম, যেভাবে এই দিনে, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম।”

“সাবধান! জাহিলী যুগের সকল জিনিস (অপ-সংস্কৃতি) আমার পদতলে সম্পূর্ণ রহিত করা হলো।”

“জাহিলী যুগের রক্তের দাবিও (হত্যার প্রতিশোধ) রহিত হলো। আমাদের (বংশের) রক্তের দাবির মধ্যে সর্বপ্রথম আমি রবীআ ইবনুল হারিসের রক্তের দাবি রহিত করলাম।” সে সাদ গোত্রে শিশু অবস্থায় লালিত-পালিত হওয়াকালীন হুয়াইল গোত্রের লোকেরা তাকে হত্যা করেছিল।

“জাহিলী যুগের সূদও রহিত করা হলো। আমাদের বংশের প্রাপ্য সূদের মধ্যে সর্বপ্রথম আমি আবদুল মুত্তালিবের পুত্র আব্বাস (রা)-র প্রাপ্য সমুদয় সূদ রহিত করলাম।”

“তোমরা স্ত্রীলোকদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় করবে। তোমরা তাদেরকে আল্লাহর জামানতে গ্রহণ করেছো এবং আল্লাহর কালামের মাধ্যমে তাদের লজ্জাস্থান নিজেদের জন্য

হালাল করেছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার এই যে, তারা যেন তোমাদের অন্দর মহলে এমন কোন লোককে যেতে না দেয় যাকে তোমরা অপছন্দ করো। যদি তারা অনুরূপ কাজ করে তবে তাদেরকে হাক্কাভাবে মারপিট করবে। আর তোমাদের উপর তাদের অধিকার এই যে, তোমরা ন্যায়সঙ্গতভাবে তাদের পোশাক ও ভরণপোষণের ব্যবস্থা করবে।”

“আমি তোমাদের মাঝে এমন এক জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে থাকলে তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না। তা হচ্ছে আল্লাহর কিতাব।”

“তোমাদেরকে আমার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, তখন তোমরা কি বলবে? উপস্থিত জনতা বললো, আমরা সাক্ষ্য দিবো যে, আপনি (আল্লাহর বাণী) পৌঁছে দিয়েছেন, আপনার কর্তব্য পালন করেছেন এবং সদুপদেশ দিয়েছেন”। অতঃপর তিনি নিজের তর্জনী (শাহাদত আংগুল) আকাশের দিকে উত্তোলন করে এবং জনতার প্রতি ইংগিত করে বলেন : হে আল্লাহ! আপনি সাক্ষী থাকুন, হে আল্লাহ, আপনি সাক্ষী থাকুন (তিনবার)।

অতঃপর বিলাল (রা) আযান দিলেন, অতঃপর ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যোহরের নামায পড়ালেন। বিলাল (রা) পুনরায় ইকামত দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আসরের নামায পড়ালেন। তিনি এই দুই নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায পড়েননি।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাসওয়ার উপর সওয়ার হয়ে আল-মাওকিফ (অবস্থানস্থল)-এ এলেন, নিজের কাসওয়া নামক উষ্ট্রের পেট পাথরের স্থূপের দিকে করে দিলেন এবং পায়ে হাঁটার পথ নিজের সামনে রেখে কিবলামুখী হয়ে দাঁড়ালেন। সূর্যাস্ত পর্যন্ত তিনি এভাবে দাঁড়িয়ে থাকলেন। গীত আভা কিছুটা দূরীভূত হলো, এমনকি সূর্য গোলক সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয়ে গেল। তিনি উসামা (রা)-কে তাঁর বাহনের পেছন দিকে বসালেন এবং কাসওয়ার নাসারুল্লের দড়ি সজোরে টান দিলেন, ফলে এর মাথা জিনপোষ স্পর্শ করলো (এবং তা অগ্রযাত্রা শুরু করলো)। তিনি তাঁর ডান হাতের ইশারায় বলেন : “হে জনমণ্ডলী! শান্তভাবে, শান্তভাবে (ধীরে সুস্থে মধ্যম গতিতে) অগ্রসর হও।” যখনই তিনি বালুর স্থূপের নিকট পৌঁছতেন, কাসওয়ার নাসারুল্লের রশি কিছুটা টিল দিতেন, যাতে তা উপর দিকে উঠতে পারে।

এভাবে তিনি মুযদালিফায় পৌঁছলেন এবং এখানে এক আযানে ও দুই ইকামতে মাগরিব ও ইশার নামায পড়লেন। এই দুই নামাযের মাঝখানে অন্য কোন নামায পড়েননি। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুয়ে ঘুমালেন যাবত না ফজরের ওয়াস্ত হলো। অতঃপর উষা পরিষ্কার হয়ে গেলে তিনি আযান ও ইকামতসহ ফজরের নামায পড়লেন। অতঃপর কাসওয়ার পিঠে আরোহণ করে ‘মাশআরুল-হারাম’ নামক স্থানে আসেন। এখানে তিনি (কিবলামুখী হয়ে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তাঁর মহত্ব বর্ণনা

করলেন, কলেমা তাওহীদ পড়লেন এবং তাঁর একত্ব ঘোষণা করলেন। আকাশ যথেষ্ট পরিষ্কার না হওয়া পর্যন্ত তিনি দাঁড়িয়ে এরূপ করতে থাকলেন। সূর্য উদয়ের পূর্বে তিনি আবার রওয়ানা হলেন এবং ফাদল ইবনে আব্বাসকে সওয়ালীতে তাঁর পিছনে বসালেন।

সে ছিল সুদর্শন যুবক এবং তার মাথার চুল ছিল অত্যন্ত সুন্দর। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন অগ্রসর হলেন তখন (পাশাপাশি) একদল মহিলাও যাচ্ছিল। ফাদল তাদের দিকে তাকাতে লাগলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের হাত অন্যদিক থেকে ফাদলের চেহারার উপর রাখলেন। সে আবার অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে দেখতে লাগলো। এভাবে তিনি 'বাতনে মুহাসসির' নামক স্থানে পৌঁছলেন এবং সাওয়ালীর গতি কিছুটা দ্রুততর করলেন। তিনি মধ্যপথ দিয়ে অগ্রসর হলেন যা জামরাতুল কুবরায় গিয়ে পৌঁছেছে। তিনি বৃষ্ণের নিকটের জামরায় এলেন এবং নিচের খালি জায়গায় দাঁড়িয়ে এখানে সাতটি কাঁকর নিক্ষেপ করলেন এবং প্রতিবার 'আল্লাহু আকবার' বললেন। অতঃপর সেখান থেকে কোরবানীর স্থানে এলেন এবং নিজ হাতে তেষট্টিটি পশু যবেহ করলেন। অতঃপর যে কয়টি অবশিষ্ট ছিল তা আলী (রা)-কে যবেহ করতে বললেন এবং তিনি তা কোরবানী করলেন। তিনি নিজ পশুতে আলীকেও শরীক করলেন। অতঃপর তিনি প্রতিটি পশুর কিছু অংশ নিয়ে একত্রে রান্না করার নির্দেশ দিলেন। অতএব তাই করা হলো। তাঁরা উভয়ে এই গোশত থেকে আহার করলেন এবং ঝোল পান করলেন।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সওয়াল হয়ে বাইতুল্লাহর দিকে রওয়ানা হলেন এবং মক্কায় পৌঁছে যোহরের নামায পড়লেন। অতঃপর তিনি (নিজ গোত্র) বনু আবদুল মুত্তালিবে এলেন। তারা লোকদের যমযমের পানি পান করাচ্ছিল। তিনি বললেন : হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! পানি তোলো। আমি যদি আশঙ্কা না করতাম যে, পানি পান করানোর ব্যাপারে লোকেরা তোমাদের পরাতুত করবে, তাহলে আমি নিজেও তোমাদের সাথে পানি তুলতাম। তারা তাঁকে এক বালতি পানি দিলো এবং তিনি তা থেকে কিছু পান করলেন।

৩.৭৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرِ الْعَبْدِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِلْحَجِّ عَلَى أَنْوَاعٍ ثَلَاثَةٍ فَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِحَجٍّ مُفْرَدٍ وَمِنَّا مَنْ أَهْلٌ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَمَنْ كَانَ أَهْلًا بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ مَعًا لَمْ يَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهْلٌ بِالْحَجِّ مُفْرَدًا

لَمْ يَحْلُلْ مِنْ شَيْءٍ مِمَّا حَرَّمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ مَنَاسِكَ الْحَجِّ وَمَنْ أَهْلُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ فَطَافَ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ حَلًّا مَا حَرَّمَ عَنْهُ حَتَّى يَسْتَقْبَلَ حَجًّا

৩০৭৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিন পর্যায়ে বিভক্ত হয়ে হজ্জের উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের কতক একসাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধে, কতক শুধু হজ্জের ইহরাম বাঁধে এবং কতক শুধু উমরার ইহরাম বাঁধে। যারা একসাথে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বেঁধেছিল তাদের জন্য হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহরামের ফলে) কোন (সাময়িক) নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। অনুরূপ যারা শুধুমাত্র হজ্জের ইহরাম বেঁধেছিল তাদের জন্যও হজ্জের অনুষ্ঠানাদি শেষ না করা পর্যন্ত (ইহরামের কারণে) কোন (সাময়িক) নিষিদ্ধ জিনিস হালাল হয়নি। আর যারা শুধু উমরার ইহরাম বেঁধেছিল, তাদের জন্য বাইতুল্লাহ তাওরাফ ও সাফা-মারওয়ার মাঝখানে সাঈ করার পর (ইহরামের কারণে) যা কিছু হারাম ছিল তা হালাল হয়ে গেলো, হজ্জের ইহরাম বাঁধার পূর্ব পর্যন্ত।

৩.৭৬- حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيِّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ ثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ ثَلَاثَ حَجَّاتٍ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَهَاجِرَ وَحَجَّةً بَعْدَ مَا هَاجَرَ مِنَ الْمَدِينَةِ وَقَرْنَ مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً وَاجْتَمَعَ مَا جَاءَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ وَمَا جَاءَ بِهِ عَلِيٌّ مِائَةً بَدَنَةً مِنْهَا جَمَلٌ لِأَبِي جَهْلٍ فِي أَنْفِهِ بُرَّةٌ مِنْ فِضَّةٍ فَنَحَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِيَدِهِ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ وَنَحَرَ عَلِيٌّ مَا غَبَرَ قَبْلَ لَهُ مِنْ ذِكْرِهِ قَالَ جَعْفَرٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمِ بْنِ عَبْدِ عِبَّاسٍ .

৩০৭৬। সুফিয়ান (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনবার হজ্জ করেছেন ৪ হিজরতের পূর্বে দুইবার এবং হিজরতের পর মদীনা থেকে একবার (যা বিদায় হজ্জ নামে প্রসিদ্ধ)। শেষোক্তটি তিনি কিরান হজ্জ করেছেন অর্থাৎ একত্রে হজ্জ ও উমরার ইহরাম বাঁধেন। এই হজ্জ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যতোটি কোরবানীর পশু এনেছিলেন এবং আলী (রা) যতোটি পশু এনেছিলেন তার মোট সংখ্যা ছিল এক শত। এর মধ্যে একটি উট ছিল আবু জাহলের, এর নাসারন্দ্রে রূপার লাগাম আঁটা ছিল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহস্বে ৬৩টি এবং আলী (রা) অবশিষ্টগুলি কোরবানী করেন। সুফিয়ানকে জিজ্ঞাসা করা হলো, এ হাদীস কে তার নিকট বর্ণনা করেছেন? তিনি বলেন, জাফর সাদিক, তিনি তার পিতার সূত্রে, তিনি জাবির (রা)-র সূত্রে। অন্যদিকে ইবনে আবু লাইলা, তিনি আল-হাকামের সূত্রে, তিনি মিকসামের সূত্রে, তিনি ইবনে আব্বাস (রা)-র সূত্রে।

بَابُ الْمُخَصَّرِ

হজ্জের উদ্দেশে যাওয়ার পথে বাধ্যস্ত হলে ।

৩.৭৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَأَبْنُ عَلِيٍّ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عِكْرِمَةُ حَدَّثَنِي الْحَجَّاجُ بْنُ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيُّ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ كُسِرَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ .

৩০৭৭। আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর আল-আনসারী (রা) বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যার হাড় ভেঙে গেলো অথবা বে লেংড়া হয়ে গেলো (ইহরাম বাঁধার পর), সে ইহরামমুক্ত হয়ে গেলো। সে পুনর্বার হজ্জ করবে। (ইকরিমা বলেন), আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস (রা) ও আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি (হাজ্জাজ) সত্য বলেছেন।

৩.৭৮- حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ مَوْلَى أُمِّ سَلْمَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْحَجَّاجَ بْنَ عَمْرٍو عَنْ حَبْسِ الْمُحْرِمِ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ كُسِرَ أَوْ مَرِضَ أَوْ عَرَجَ فَقَدْ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ . قَالَ عِكْرِمَةُ فَحَدَّثْتُ بِهِ ابْنَ عَبَّاسٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ فَقَالَا صَدَقَ قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ فَوَجَدْتُهُ فِي جُزْءِ هِشَامِ صَاحِبِ الدِّسْتَوَائِي فَاتَيْتُ بِهِ مَعْمَرًا فَقَرَأَ عَلَيَّ أَوْ قَرَأْتُ عَلَيْهِ .

৩০৭৮। উম্মু সালামা (রা)-র মুক্তদাস আবদুল্লাহ ইবনে রাফে (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আল-হাজ্জাজ ইবনে আমর (রা)-র নিকট ইহরামধারী ব্যক্তির বাধ্যস্ত হওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কোন ব্যক্তির হাড় ভেঙে গেলো বা সে পংগ হয়ে গেলো বা রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে অথবা বাধ্যস্ত হলে সে হালাল হয়ে যাবে। তাকে পরবর্তী বছর হজ্জ করতে হবে। ইকরিমা (র) বলেন, আমি এ হাদীস ইবনে আব্বাস ও আবু হুরায়রা (রা)-র নিকট বর্ণনা করলে তারা উভয়ে বলেন, তিনি সত্য বলেছেন। আবদুর রাযযাক বলেন, আমি এ হাদীস হিশাম আদ-দাসতাতাওয়াঈর কিতাবে লিপিবদ্ধ পেয়েছি। আমি তা নিয়ে মামার-এর নিকট এলে তিনি আমার সামনে তা পাঠ করেন অথবা আমি তার সামনে তা পাঠ করি।

بَابُ فِدْيَةِ الْمُحْصَرِّ

বাধাগ্রস্ত হলে তার ফিদয়া ।

৩.৭৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَا ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ (فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) قَالَ كَعْبٌ فِي أَنْزَلَتْ كَانَ بِي أَدَى مِنْ رَأْسِي فَحَمَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَالْقَمَلُ يَتَنَاثَرُ عَلَيَّ وَجْهِي فَقَالَ مَا كُنْتُ أَرَى الْجُهْدَ بَلَغَ بِكَ مَا أَرَى أَنْتَ جِدُّ شَاءَ قُلْتُ لَا قَالَ فَتَزَلْتُ هَذِهِ الْآيَةَ (فِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسْكَ) . قَالَ فَالصَّوْمُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَالصَّدَقَةُ عَلَى سِتَّةِ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مَسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَالنُّسْكَ شَاءٌ .

৩০৭৯। আবদুল্লাহ ইবনে মাকিল (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মসজিদের মধ্যে কাব ইবনে উজরা (রা)-র নিকট বসা ছিলাম। আমি তার নিকট নিম্নোক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম (অনুবাদ) : “তবে রোযা অথবা সদাকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদয়া দিবে” (সূরা বাকারা : ১৯৬)। কাব (রা) বলেন, এ আয়াত আমার সম্পর্কে নাথিল হয়েছিল। আমার মাথায় অসুখ ছিল। আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে যাওয়া হলো। উকুন আমার মুখমণ্ডলে ছড়িয়েছিল। তখন তিনি বলেন : আমি তোমাকে যে কষ্ট ভোগ করতে দেখছি তেমনটি আর কখনও দেখিনি। তুমি কি একটি বকরী সংগ্রহ করতে পারবে? আমি বললাম, না। রাবী বলেন, তখন এ আয়াত নাথিল হলো : “তবে রোযা অথবা সদাকা অথবা কোরবানীর মাধ্যমে ফিদয়া দিবে।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তিন দিন রোযা রাখতে হবে, আর সদাকার ক্ষেত্রে ছয়জন মিসকীনকে খাদদ্রব্য দিতে হবে, মাথাপিছু অর্ধ সা (এক সের সাড়ে বারো ছটাক) এবং কোরবানীর ক্ষেত্রে একটি বকরী।

৩.৮০- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ اِبْرَاهِيمَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ قَالَ أَمَرَنِي النَّبِيُّ ﷺ حِينَ إِذْأَنِي



الْقَمَلُ أَنْ أَحْلِقَ رَأْسِي وَأَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمَ سِتَّةَ مَسَاكِينٍ وَقَدْ عَلِمَ أَنْ لَيْسَ عِنْدِي مَا أَنْسُكَ .

৩০৮০। কাব ইবনে উয়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উকুন আমাকে কষ্ট দিতে থাকলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে মাথা কামানোর নির্দেশ দেন এবং তিন দিন রোযা রাখতে অথবা ছয়জন মিসকীনকে আহার করাতে বলেন। তিনি জানতেন যে, আমার নিকট কোরবানী করার মত কিছু ছিলো না।

অনুচ্ছেদ : ৮৭

### بَابُ الْحَجَامَةِ لِلْمُحْرَمِ

ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করানো।

৩০৮১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرَمٌ .

৩০৮১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ও রোযা অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

৩০৮২- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الضَّيْفِ عَنِ ابْنِ حُشَيْمٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اِحْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرَمٌ عَنْ رَهْصَةَ أَخَذَتْهُ .

৩০৮২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। একটি কঠিন ব্যথার কারণে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় রক্তমোক্ষণ করিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ : ৮৮

### بَابُ مَا يَدَّهْنُ بِهِ الْمُحْرَمُ

ইহরামধারী ব্যক্তি কি ধরনের তৈল মাখতে পারে।

৩০৮৩- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعُ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ عَنْ فَرْقَدِ السَّبْخِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَدَّهْنُ رَأْسَهُ بِالزَّيْتِ وَهُوَ مُحْرَمٌ غَيْرَ الْمُقْتَتِ .

৩০৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহরাম অবস্থায় ত্রাণহীন যায়তুনের তৈল মাথায় মাখতেন।

## بَابُ الْمُحْرَمِ يَمُوتُ

কেউ ইহরাম অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে ।

৩০৮৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا أَوْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلَا تَحْمَرُوا وَجْهَهُ وَلَا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا .

৩০৮৪ । ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত । এক ইহরামধারী ব্যক্তিকে তার জন্তুযান নিচে ফেলে দিলে তার ঘাড় ভেঙে সে মারা যায় । মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তাকে কুলপাতা মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দাও, তার পরনের বস্ত্রদ্বয় দিয়ে তাকে কাফন দাও এবং তার মুখমণ্ডল ও মাথা ঢেকো না । কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে ।

৩০৮৪(১) - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ أَعْقَصَتْهُ رَاحِلَتُهُ وَقَالَ لَا تُقْرِبُوهُ طَيْبًا فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًّا .

৩০৮৪(১) । আলী ইবনে মুহাম্মাদ-ওয়াকী-শোবা-আবু বিশর-সাইদ ইবনে জুবাইর-ইবনে আব্বাস (রা) থেকে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে । তবে তিনি বলেন, তার জন্তুযান তার ঘাড় মটকে দেয় । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরও বলেন : তাকে সুগন্ধি মাখিও না । কারণ তাকে কিয়ামতের দিন তালবিয়া পাঠরত অবস্থায় উঠানো হবে ।

## بَابُ جَزَاءِ الصَّيْدِ يُصِيبُهُ الْمُحْرَمُ

কেউ ইহরাম অবস্থায় শিকার করলে তার কাফফারা ।

৩০৮৫ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكَيْعٌ ثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمَّارٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الصَّبْعِ يُصِيبُهُ الْمُحْرَمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ .

৩০৮৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইহ্রামধারী ব্যক্তি কর্তৃক হায়েনা শিকারের কাফফারা একটি ভেড়া নির্ধারণ করেছেন এবং হায়েনাকেও শিকারের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

৩০৮৬। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহ্রামধারী ব্যক্তি উট পাখির ডিম আত্মসাৎ করলে তাকে তার মূল্য পরিশোধ করতে হবে (কাফফারা স্বরূপ)।

### অনুচ্ছেদ : ৯১

## بَابُ مَا يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ

ইহ্রামধারী ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে।

৩০৮৭। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : পাঁচটি অনিষ্টকর প্রাণী আছে যা হেরেমের বাইরে ও ভেতরে হত্যা করা বৈধ : সাপ, বৃকে বা পিঠে সাদা চিহ্নযুক্ত কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

৩০৮৮। হাদীসে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইহ্রামধারী ব্যক্তি যেসব প্রাণী হত্যা করতে পারে তা হল : সাপ, বৃকে বা পিঠে সাদা চিহ্নযুক্ত কাক, ইঁদুর, হিংস্র কুকুর ও চিল।

৩০৮৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এমন পাঁচটি প্রাণী আছে যা কোন ব্যক্তি ইহরাম অবস্থায় হত্যা করলে তার কোন দোষ হবে না : বিছা, কাক, চিল, ইঁদুর ও পাগলা কুকুর।

৩.৮৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ عَنِ ابْنِ نَعْمٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الْحَيَّةَ وَالْعَقْرَبَ وَالسَّبُعَ الْعَادِيَّ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْفَارَةَ الْفَوْسِقَةَ . فَقِيلَ لَهُ لِمَ قِيلَ لَهَا الْفَوْسِقَةُ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ اسْتَيْقَظَ لَهَا وَقَدْ أَخَذَتِ الْفَتِيلَةَ لِتُحْرَقَ بِهَا الْبَيْتُ .

৩০৮৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মুহরিম ব্যক্তি নিম্নোক্ত প্রাণীগুলো হত্যা করতে পারে : সাপ, বিছা, আক্রমণকারী হিংস্র প্রাণী, পাগলা কুকুর ও ক্ষতিকর ইঁদুর। আবু সাঈদ (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, ইঁদুরকে ক্ষতিকর বলা হলো কেন? তিনি বলেন, কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জন্য জেগেছিলেন এবং সে ঘরে আগুন ধরানোর জন্য জ্বলন্ত সলিতা নিয়েছিল।

### অনুচ্ছেদ : ৯২

بَابُ مَا يُنْهَى عَنْهُ الْمُحْرِمُ مِنَ الصَّيْدِ .

ইহরামধারী ব্যক্তির জন্য যে ধরনের শিকার নিষিদ্ধ।

৩.৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَمْعٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَنْبَأَنَا صَعْبُ بْنُ جَثَامَةَ قَالَ مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَنَا بِالْأَبْوَاءِ وَأَنَا بِأَبْوَاءٍ أَوْ يَوْدَانَ فَاهْدَيْتُ لَهُ حِمَارًا وَحَشٍ فَرَدَّهُ عَلَيَّ فَلَمَّا رَأَى فِي وَجْهِهِ الْكَرَاهِيَةَ قَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَا رَدَّ عَلَيْكَ وَلَكِنَّا حُرِّمٌ .

৩০৯০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সাব ইবনে জাসসামা (রা) আমাদের অবহিত করে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। আমি তখন আল-আবওয়া অথবা ওয়াদান এলাকায় ছিলাম। আমি

তাকে বন্য গাধার গোশত পেশ করলাম। তিনি তা আমাকে ফেরত দিলেন। তিনি আমার চেহায়ায় অনুতাপের লক্ষণ দেখে বলেন : আমরা অন্য কোন কারণে তা ফেরত দেইনি, বরং আমরা ইহরাম অবস্থায় আছি (তাই তা ফেরত দিয়েছি)।

৩.৯১ - حَدَّثَنَا عُمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ ﷺ بِلَحْمٍ صَيْدٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَلَمْ يَأْكُلْهُ .

৩০৯১। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে শিকারকৃত প্রাণীর গোশত পেশ করা হলো। তিনি ইহরাম অবস্থায় থাকার কারণে তা আহার করেননি।

#### অনুচ্ছেদ ৪ ৯৩

### بَابُ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ إِذَا لَمْ يَصِدْ لَهُ

ইহরামধারী ব্যক্তির উদ্দেশে শিকার না করা হলে সে তার গোশত খেতে পারে।

৩.৯২ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ عَيْسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ عَبِيدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَعْطَاهُ حِمَارَ وَحْشٍ وَأَمَرَهُ أَنْ يُفْرِقَهُ فِي الرِّقَاقِ وَهُمْ مُحْرِمُونَ .

৩০৯২। তালহা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে একটি (শিকারকৃত) বন্য গাধা প্রদান করে তা তার সংগীদের মধ্যে বন্টন করার নির্দেশ দেন। তখন তারা ইহরাম অবস্থায় ছিলেন।

৩.৯৩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ زَمَنَ الْحُدَيْبِيَّةِ فَأَحْرَمَ أَصْحَابُهُ وَلَمْ أَحْرَمِ فَرَأَيْتُ حِمَارًا فَحَمَلْتُ عَلَيْهِ وَأَصْطَدْتُهُ فَذَكَرْتُ شَاتَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَذَكَرْتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَحْرَمْتُ وَأَنِّي إِنَّمَا أَصْطَدْتُهُ لَكَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَصْحَابَهُ أَنْ يَأْكُلُوهُ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ حِينَ أَخْبَرْتُهُ أَنِّي أَصْطَدْتُهُ لَهُ .

৩০৯৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু কাতাদা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, হৃদাইবিয়ার বছর আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রওয়ানা হলাম। তাঁর সাহাবীগণ ইহরাম বাঁধলেন, কিন্তু আমি বাঁধিনি। আমি একটি গাধা দেখতে পেয়ে তার উপর ঝাপিয়ে পড়লাম এবং তা শিকার করলাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার অবস্থা বর্ণনা করলাম। আমি আরও উল্লেখ করলাম যে, আমি তখনও ইহরাম বাঁধিনি এবং তা আপনার জন্য শিকার করেছি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদের এই গোশত খাওয়ার নির্দেশ দিলেন। কিন্তু আমি তাঁর জন্য এটা শিকার করেছি বলায় তিনি তা আহার করলেন না।

অনুচ্ছেদ : ৯৪

## بَابُ تَقْلِيدِ الْبُذْنِ

কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরানো।

৩. ৯৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَبَانَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَهْدِي مِنَ الْمَدِينَةِ فَأَقْتَلُ قَلَاكِدَ هَدِيَةٍ ثُمَّ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُ الْمُحْرِمُ .

৩০৯৪। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা থেকে (মক্কায়) কোরবানীর পশু পাঠাতেন। আমি তাঁর কোরবানীর পশুর জন্য মালা তেরি করে দিতাম। অতঃপর তিনি এমন কোন জিনিস বর্জন করতেন না, যা ইহরামধারী ব্যক্তি বর্জন করে থাকে।

৩. ৯৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ كُنْتُ أَقْتَلُ الْقَلَاكِدَ لَهْدَى النَّبِيِّ ﷺ فَيُقَلِّدُ هَدِيَةً ثُمَّ يَبْعَثُ بِهِ ثُمَّ يَقِيمُ لَا يَجْتَنِبُ شَيْئًا مِمَّا يَجْتَنِبُهُ الْمُحْرِمُ .

৩০৯৫। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর পশুর জন্য মালা তেরি করে দিতাম এবং তিনি তা পশুর গলায় পরিয়ে দিতেন। এরপর তা পাঠিয়ে দেওয়া হতো এবং তিনি (সেখানে) অবস্থান করতেন। আর তিনি এমন কোন বস্তু বর্জন করতেন না যা ইহরামধারী ব্যক্তি বর্জন করে।

بَابُ تَقْلِيدِ الْعَنَمِ

মেঘ-বকরীর গলায় মালা পরানো ।

৩০৯৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنِ عَائِشَةَ قَالَتْ أَهْدَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَرَّةً غَنَمًا إِلَى الْبَيْتِ فَقَلَدَهَا .

৩০৯৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর উদ্দেশ্যে বাইতুল্লায় মেঘ-বকরী পাঠান এবং তার গলায় মালা পরান।

بَابُ اشْعَارِ الْبُذْنِ

উটের কুঁজ কেড়ে দেয়া ।

৩০৯৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعٌ عَنِ هِشَامِ الدُّسْتَوَانِيِّ عَنِ قَتَادَةَ عَنِ أَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْعَرَ الْهَدْيَ فِي السَّنَامِ الْأَيْمَنِ وَأَمَاطَ عَنْهُ الدَّمَ . وَقَالَ عَلِيُّ فِي حَدِيثِهِ بِذِي الْحَلِيفَةِ وَقَلَدَ نَعْلَيْنِ .

৩০৯৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর উটের কুঁজ ডান পাশ দিয়ে কেড়ে দেন এবং তা থেকে রক্ত পরিষ্কার করেন। আলী (র) তার বর্ণনায় বলেন, এটা যুল-ছলাইফা নামক স্থানে। আর তিনি একজোড়া জুতার মালা পরিয়ে দেন।

৩০৯৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا حَمَادُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ أَفْلَحَ عَنِ الْقَاسِمِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَلَدَ وَأَشْعَرَ وَأَرْسَلَ بِهَا وَلَمْ يَجْتَنِبْ مَا يَجْتَنِبُ الْمُحْرَمُ

৩০৯৮। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর পশুর গলায় মালা পরান, কুঁজ কেড়ে দেন এবং তা (মক্কায়) পাঠিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এমন কোন কিছু পরিহার করেননি যা ইহ্রামধারী ব্যক্তি পরিহার করে।

## بَابُ مَنْ جَلَّلَ الْبُدْنَةَ

কোরবানীর পশুকে কাপড়ের ঝুল পরানো ।

৩০৯৯ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ وَأَنْ أَقْسِمَ جِلَالَهَا وَجُلُودَهَا وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَازِرَ مِنْهَا شَيْئًا وَقَالَ نَحْنُ نُعْطِيهِ .

৩০৯৯। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন, আমি যেন তাঁর কোরবানীর পশু দেখাশুনা করি, ঝুল ও চামড়া (দরিদ্রদের মধ্যে) বণ্টন করি এবং কসাইকে যেন তা থেকে (পারিশ্রমিক বাবদ) কিছু না দেই। তিনি বলেন : তাকে আমি নিজের পক্ষ থেকে দিবো।

## بَابُ الْهَدْيِ مِنَ الْأُنْثَى وَالذُّكُورِ

মর্দা ও মাদী উভয় ধরনের পশুই কোরবানী দেয়া যায় ।

৩১০০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا تَنَا وَكَيْعُ تَنَا سُفْيَانُ عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مِقْسَمٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَهْدَى فِي بُدْنِهِ جَمَلًا لِأَبِي جَهْلٍ بُرْتُهُ مِنْ فِضَّةٍ .

৩১০০। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানীর জন্য যে পশু পাঠান তার মধ্যে আবু জাহলের একটি উটও ছিল এবং এর নাসারঞ্জের দড়ি ছিল রূপার তৈরী।

৩১০১ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى أَنبَأَنَا مُوسَى ابْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ إِيَّاسِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ فِي بُدْنِهِ جَمَلٌ .

৩১০১। ইয়াস ইবনে সালামা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর পশুর মধ্যে একটি উটও ছিল।



## بَابُ الْهَدْيِ يُسَاقُ مِنْ دُونِ الْمَيْقَاتِ

মীকাত অতিক্রম করেও কোরবানীর পশু নেয়া যায় ।

৩১.২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ اشْتَرَى هَدْيَهُ مِنْ قُدَيْدٍ .

৩১০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুদাইদ নামক স্থান থেকে তাঁর কোরবানীর পশু ক্রয় করেন।

## بَابُ رُكُوبِ الْبَدَنِ

কোরবানীর পশুর পিঠে আরোহণ করা।

৩১.৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رَأَى رَجُلًا يَسُوقُ بَدَنَّهُ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَنَحَكَ .

৩১০৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তিকে তার কোরবানীর পশু হাঁকিয়ে নিয়ে যেতে দেখে বলেন : এর পিঠে চড়ে যাও। সে বললো, এটা কোরবানীর পশু। তিনি বলেন : তুমি তার পিঠে চড়ে যাও। তোমার জন্য আফসোস।

৩১.৪ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ صَاحِبِ الدُّسْتَوَائِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرُّ عَلَيْهِ بِيَدَنَةٍ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا . قَالَ فَرَأَيْتَهُ رَاكِبَهَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي عُنُقِهَا نَعْلٌ .

৩১০৪। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে দিয়ে একটি উট নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি বলেন : এর পিঠে চড়ে যাও। লোকটি বললো, এটা কোরবানীর উট। তিনি বলেন : তুমি এর পিঠে চড়ে। আনাস (রা) বলেন, আমি তাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উটের পিঠে চড়ে যেতে দেখেছি। এর গলায় একটি জুতা বাঁধা ছিল।

## بَابُ فِي الْهَدْيِ إِذَا عَطِبَ

কোরবানীর পশু পশ্চিমধ্যে অচল হয়ে পড়লে ।

৩১০৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرِ الْعَبْدِيُّ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سِنَانَ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ذُوَيْبًا الْخَزَاعِيَّ حَدَّثَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَبْعَثُ مَعَهُ بِالْبَدَنِ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا عَطِبَ مِنْهَا شَيْءٌ فَخَشِيتَ عَلَيْهِ مَوْتًا فَانْحَرَهَا ثُمَّ اغْمَسَ نَعْلَهَا فِي دَمِهَا ثُمَّ اضْرَبَ صَفْحَتَهَا وَلَا تَطْعَمُ مِنْهَا أَنْتَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ رِفْقَتِكَ .

৩১০৫। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। যুআইব আল-খুযাই (রা) বর্ণনা করেন যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে কোরবানীর পশু নিয়ে (মক্কায়) পাঠাতেন, অতঃপর বলতেন : এগুলোর মধ্যে কোন পশু অচল হয়ে পড়লে এবং তুমি তার মৃত্যুর আশঙ্কা করলে সেটি যবেহ করবে, অতঃপর তার রক্তের মধ্যে তার গলার জুতা ফেলে রাখবে, অতঃপর তার পাছার উপর ক্ষতচিহ্ন করবে। তবে তার গোশত তুমিও খাবে না এবং তোমার সংগীদের মধ্যেও কেউ খাবে না।

৩১০৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالُوا ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ نَاجِيَةَ الْخَزَاعِيَّ (قَالَ عَمْرُو فِي حَدِيثِهِ وَكَانَ صَاحِبَ بَدَنِ النَّبِيِّ ﷺ) قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ اصْنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنَ الْبَدَنِ قَالَ انْحَرَهُ وَاغْمَسْ نَعْلَهُ فِي دَمِهِ ثُمَّ اضْرَبْ صَفْحَتَهُ وَخَلِّ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّاسِ فَلْيَاكُلُوهُ .

৩১০৬। নাজিয়া আল-খুযাই (রা) থেকে বর্ণিত। (আমরের বর্ণনামতে তিনি ছিলেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানীর উটের রক্ষণাবেক্ষণকারী) তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! কোনো উট অচল হয়ে পড়লে আমি কি করবো? তিনি বলেনঃ সেটি যবেহ করবে এবং তার গলার জুতা তার রক্তের মধ্যে ফেলে দিবে, অতঃপর তার পাছার উপর ক্ষতচিহ্ন করবে এবং লোকদের জন্য তা ফেলে রাখবে, তারা তা আহার করবে।

অনুচ্ছেদ : ১০২

## بَابُ أَجْرِ بَيْوتِ مَكَّةَ

মক্কা শরীফের বাড়িঘর ভাড়া দেওয়া ।

৩১.৭ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ نَضْلَةَ قَالَ تُوْفِيَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَمَا تُدْعَى رِبَاعُ مَكَّةَ إِلَّا السَّوَابِ مَنْ احتِجَاجَ سَكَنَ وَمَنْ اسْتَغْنَى اسْكَنَ .

৩১০৭। আলকামা ইবনে নাদলা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আবু বাকর ও উমার (রা) ইত্তিকাল করেন এবং ঐ সময় পর্যন্ত মক্কার বাড়িঘর 'আস-সাওয়াইব' নামে পরিচিত ছিল। কোন ব্যক্তির প্রয়োজন হলে সে তাতে (নিজ ঘরে) বসবাস করতো এবং কারো (নিজের জন্য) প্রয়োজন না হলে সে তা অন্যকে বসবাসের জন্য খালি করে দিতো।

অনুচ্ছেদ : ১০৩

## بَابُ فَضْلِ مَكَّةَ

মক্কার ফযীলাত ।

৩১.৮ - حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَادٍ الْمِصْرِيُّ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَخْبَرَنِي عَقِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَدِيَّ بْنَ الْحَمْرَاءِ قَالَ لَهُ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ وَأَقِفٌ بِالْحَزْوَرَةِ يَقُولُ وَاللَّهِ إِنَّكَ لَخَيْرُ أَرْضِ اللَّهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللَّهِ إِلَيَّ وَاللَّهُ لَوْلَا أُخْرِجَتْ مِنْكَ مَا خَرَجْتُ .

৩১০৮। আবু সালামা ইবনে আবদুর রহমান ইবনে আওফা (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে আদী ইবনুল হামরাআ (রা) তাকে বলেন, আমি দেখেছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার উম্মীর পিঠে আরোহিত অবস্থায় আল-জাযওয়ারা নামক স্থানে বলেন : আল্লাহর শপথ! তুমি (মক্কা) আল্লাহর গোটা যমীনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং দুনিয়ার সমস্ত যমীনের মধ্যে তুমি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। আল্লাহর শপথ! তোমার থেকে আমাকে উচ্ছেদ না করা হলে আমি (তোমায় ত্যাগ করে) চলে যেতাম না।

৩১০৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اسْحَاقَ ثَنَا ابَانُ بْنُ صَالِحٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ يَنَاقٍ عَنِ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَخْطُبُ عَامَ الْفَتْحِ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ مَكَّةَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَهِيَ حَرَامٌ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَجَرُهَا وَلَا يُنْفَرُ صَيْدُهَا وَلَا يَأْخُذُ لِقَطْعَتِهَا إِلَّا مُنْشِدُ فَقَالَ الْعَبَّاسُ إِلَّا الْأَذْخِرَ فَإِنَّهُ لِلْيَبُوتِ وَالْقُبُورِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِلَّا الْأَذْخِرَ .

৩১০৯। সাফিয়্যা বিনতে শাইবা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি মক্কা বিজয়ের বছর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ভাষণে বলতে শুনেছি : হে জনগণ! আল্লাহ তাআলা আসমান ও যমীন সৃষ্টির দিন থেকে মক্কাকে হারাম (সম্মানিত) করেছেন। অতএব তা কিয়ামত পর্যন্ত হারাম থাকবে। তার বৃক্ষরাজি কাটা যাবে না, এখানকার শিকারের পিছু ধাওয়া করা যাবে না, এখানে পড়ে থাকা কোন জিনিস তুলে নেয়া যাবে না, কেবল সেই ব্যক্তি তা তুলতে পারবে যে তার ঘোষণা দিবে। আব্বাস (রা) বলেন, কিন্তু ইযখির ঘাস (বেধ করা হোক)। কারণ তা ঘরবাড়ি তৈরী ও কবরে লাছার জন্য (প্রয়োজন হয়)। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ইযখির ঘাস ব্যতীত।

৩১১০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَابْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَابِطٍ عَنْ عِيَّاشِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَزَالُ هَذِهِ الْأُمَّةُ بِخَيْرٍ مَا عَظُمُوا هَذِهِ الْحُرْمَةَ حَقَّ تَعْظِيمِهَا فَاذَا ضَيَعُوا ذَلِكَ هَلَكُوا .

৩১১০। আইয়্যাশ ইবনে আবু রবীআ আল-মাখযুমী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : এই উম্মাত যত দিন এই হারাম শরীফের যথাযোগ্য সম্মান প্রদর্শন করবে, ততো দিন তারা কল্যাণের মধ্যে থাকবে। কিন্তু যখন তারা তা বিনষ্ট করবে, তখন ধ্বংস হবে।

## بَابُ فَضْلِ الْمَدِينَةِ

মদীনার ফযীলাত ।

৩১১১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ثَمِيرٍ وَأَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِنَّ الْإِيمَانَ لِيَارِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَارِزُ الْحَبِيَّةَ إِلَى جُحْرَهَا .

৩১১১। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : ঈমান মদীনার দিকে গুটিয়ে আসবে, যেমন সাপ তার গর্তের দিকে গুটিয়ে আসে।

৩১১২- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفِ بْنِ مُعَاذٍ بْنُ هِشَامٍ ثَنَا أَبِي عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَمُوتَ بِالْمَدِينَةِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنِّي أَشْهَدُ لِمَنْ مَاتَ بِهَا .

৩১১২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে কেউ যদি মদীনার মৃত্যুবরণ করতে পারে, সে যেন তাই করে। কারণ যে ব্যক্তি এখানে মারা যাবে, আমি তার পক্ষে সাক্ষী হবো।

৩১১৩- حَدَّثَنَا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلَكَ وَنَبِيَّكَ وَإِنَّكَ حَرَّمْتَ مَكَّةَ عَلَى لِسَانِ إِبْرَاهِيمَ اللَّهُمَّ وَأَنَا عَبْدُكَ وَنَبِيُّكَ وَإِنِّي أَحْرَمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا قَالَ أَبُو مَرْوَانَ لَابَتَيْهَا حَرَّتِي الْمَدِينَةَ .

৩১১৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : হে আল্লাহ! ইবরাহীম (আ) তোমার বন্ধু ও নবী। তুমি মক্কাকে ইবরাহীম (আ)-এর যবানীতে হারাম (সম্মানিত) ঘোষণা করেছো। হে আল্লাহ! আমিও তোমার বান্দা ও নবী।

অতএব আমি মদীনাতে, তার দুই কৃষ্ণ প্রস্তরময় জমীনের মধ্যস্থল হারাম ঘোষণা করছি। আবু মারওয়ান (র) বলেন, 'লাবাতাইহা' শব্দের অর্থ মদীনার দুই প্রান্তের প্রস্তরময় ভূমি।

৩১১৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَرَادَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ بِسَوْءٍ أَذَابَهُ اللَّهُ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ .

৩১১৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মদীনার অধিবাসীদের ক্ষতিসাধনের ইচ্ছা করবে, তাকে আল্লাহ তাআলা এমনভাবে গলিয়ে দিবেন, যেভাবে লবণ পানিতে গলে যায়।

৩১১৫- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَكْنَفٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ أَحَدًا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ وَهُوَ عَلَى تُرْعَةٍ مِنَ الْجَنَّةِ وَعَيْرٌ عَلَى تُرْعَةٍ مِنَ النَّارِ .

৩১১৫। আবদুল্লাহ ইবনে মিকনাফ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-কে বলতে শুনেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : উহুদ একটি পাহাড়, সে আমাদের ভালোবাসে এবং আমরাও তাকে ভালোবাসি। তা জান্নাতের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত। আর আইর পাহাড় দোযখের টিলাসমূহের একটির উপর অবস্থিত।

অনুচ্ছেদ : ১০৫

## بَابُ مَالِ الْكَعْبَةِ

কাবা ঘরের অভ্যন্তরের সম্পদ।

৩১১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ عَنْ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ عَنْ شَقِيقٍ قَالَ بَعَثَ رَجُلٌ مَعِيَ بَدْرَاهِمَ هَدِيَّةً إِلَى الْبَيْتِ قَالَ فَدَخَلْتُ الْبَيْتَ وَشَيْبَةُ جَالِسٌ عَلَى كُرْسِيِّ فَنَاولْتُهُ أَيَّاهَا فَقَالَ لَهُ أَلِكْ هَذِهِ قُلْتُ لَا وَكَلِمَةً كَانَتْ لِي لَمْ أَتِكْ بِهَا قَالَ أَمَا لَيْنُ قُلْتُ ذَلِكَ لَقَدْ جَلَسَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ

مَجْلِسِكَ الَّذِي جَلَسْتَ فِيهِ فَقَالَ لَا أَخْرُجُ حَتَّى أَقْسِمَ مَالِ الْكُفْيَةِ بَيْنَ فُقَرَاءِ  
الْمُسْلِمِينَ قُلْتُ مَا أَنْتَ فَاعِلٌ قَالَ لَا فَعْلَنُ قَالَ وَلِمَ ذَاكَ قُلْتُ لِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَدْ  
رَأَى مَكَانَهُ وَأَبُوبَكْرٍ وَهُمَا أَحْوَجُ مِنْكَ إِلَى الْمَالِ فَلَمْ يُحْرِكَاهُ فَقَامَ كَمَا هُوَ فَخَرَجَ

৩১১৬। শাকীক (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি আমার মাধ্যমে বাইতুল্লায় হাদিয়াস্বরূপ কতগুলি দিরহাম পাঠায়। আমি বাইতুল্লাহর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে শাইবাকে একটি কুরসীর উপর উপবিষ্ট দেখতে পেলাম। আমি দিরহামগুলো তাকে দিলাম। সে তাকে জিজ্ঞাসা করলো, এগুলো কি তোমার দিরহাম? আমি বললাম, না। এগুলো আমার হলে তা নিয়ে তোমার নিকট আসতাম না। সে বললো, যদি তুমি এ কথা বলো তবে শোনো, তুমি যে স্থানে বসে আছো, উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) এখানে বসেছেন, অতঃপর বলেছেন, আমি কাবার সম্পদ দরিদ্র মুসলমানদের মধ্যে বণ্টন না করা পর্যন্ত বের হবো না। আমি বললাম, আপনি তা করবেন না। তিনি বললেন, আমি অবশ্যই তা করবো। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি একথা কেন বললে? আমি বললাম, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পদের স্থান দেখেছেন এবং আবু বাক্বর (রা)-ও। তাঁদের উভয়ের তোমার চেয়ে মালের অধিক প্রয়োজন ছিল। কিন্তু তাঁরা এই সম্পদ স্থানচ্যুত করেননি। একথা শুনে উমার (রা) উঠে দাঁড়ান এবং বের হয়ে চলে যান।

অনুচ্ছেদ : ১০৬

## بَابُ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ بِمَكَّةَ

মক্কায় রমযান মাসের রোযা রাখা।

৩১১৭- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعِمِّيِّ عَنْ أَبِيهِ  
عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ أَدْرَكَ رَمَضَانَ  
بِمَكَّةَ فَصَامَ وَقَامَ مِنْهُ مَا تَيْسَّرَ لَهُ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مِائَةَ أَلْفِ شَهْرِ رَمَضَانَ فِيمَا  
سِوَاهَا وَكَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ لَيْلَةٍ عِتْقَ رَقَبَةٍ وَكُلِّ يَوْمٍ حُمْلَانَ  
فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَفِي كُلِّ يَوْمٍ حَسَنَةٌ وَفِي كُلِّ لَيْلَةٍ حَسَنَةٌ .

৩১১৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি মক্কায় রমযান মাস পেলে, রোযা রাখলো এবং যথাসাধ্য (রাতে) ইবাদত করলো, আল্লাহ তাআলা তাকে অন্য স্থানের তুলনায় এক লক্ষ রমযান

মাসের সওয়াব দান করবেন এবং প্রতিটি দিনের পরিবর্তে একটি গোলাম এবং প্রতিটি রাতের পরিবর্তে একটি গোলাম আযাদ করার সওয়াব (তার আমলনামায়) লিখে দিবেন, প্রতিটি দিনের পরিবর্তে আত্মাহুন্ন রাস্তায় যুদ্ধের জন্য একটি ঘোড়া দানের সমপরিমাণ সওয়াব, প্রতি দিনের জন্য একটি নেকী (পুণ্য) এবং প্রতিটি রাতের জন্য একটি পুণ্য দান করবেন।

অনুচ্ছেদ : ১০৭

## بَابُ الطَّوَافِ فِي مَطَرٍ

বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করা।

৩১১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَجْلَانَ قَالَ طَفْنَا مَعَ أَبِي عِقَالٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا طَوَافَنَا أَتَيْنَا خَلْفَ الْمَقَامِ فَقَالَ طَفْتُ مَعَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي مَطَرٍ فَلَمَّا قَضَيْنَا الطَّوَافَ أَتَيْنَا الْمَقَامَ فَصَلَّيْنَا رُكْعَتَيْنِ فَقَالَ لَنَا أَنَسٌ ائْتَنَّفُوا الْعَمَلَ فَقَدْ غُفِرَ لَكُمْ هَكَذَا قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَطَفْنَا مَعَهُ فِي مَطَرٍ .

৩১১৮। দাউদ ইবনে আজলান (র) বলেন, আমরা আবু ইকালের সাথে বৃষ্টির মধ্যে (বাইতুল্লাহ) তাওয়াফ করলাম এবং তাওয়াফ শেষে মাকামে ইবরাহীমের পেছনে এলাম। তখন আবু ইকাল বলেন, আমি আনাস ইবনে মালেক (রা)-র সাথে বৃষ্টির মধ্যে বাইতুল্লাহ তাওয়াফ করেছি। আমরা তাওয়াফ শেষে মাকামে (ইবরাহীম) এসে দুই রাকআত নামায পড়েছি। অতঃপর আনাস (রা) আমাদের বলেন, এখন নতুনভাবে নিজেদের আমলের হিসাব রাখো। তোমাদের পূর্বের গুনাহ মাফ করে দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের এরূপই বলেছেন এবং আমরা তাঁর সাথে বৃষ্টির মধ্যে তাওয়াফ করেছি।

অনুচ্ছেদ : ১০৮

## بَابُ الْحَجِّ مَا شِئًا

পদব্রজে হজ্জ করা।

৩১১৭ - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْأَيْلِيِّ ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ عَنْ حَمْزَةَ بْنِ حَبِيبِ الزُّبَيَاتِ عَنْ حُمْرَانَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ حَجٌّ



النَّبِيُّ ﷺ وَأَصْحَابُهُ مُشَاءً مِنَ الْمَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ وَقَالَ ارْطَبُوا أَوْسَاطَكُمْ بِأُزْرِكُمْ  
وَمَشَى خَلَطَ الْهَرَوَكَةَ .

৩১১৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে মক্কায় পদব্রজে গিয়ে হজ্জ করেন এবং তিনি বলেন : নিজেদের কোমরে পরিধেয় বস্ত্র বেঁধে নাও।” তিনি কিছুটা দ্রুত গতিতে পথ অতিক্রম করেন।<sup>১০</sup>

---

১০. এটি অত্যন্ত দুর্বল হাদীস এবং অন্যান্য সহীহ হাদীসের বিপরীত, যাতে বর্ণিত হয়েছে যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ বাহনযোগে মক্কায় হজ্জ করতে যান (অনুবাদক)।



## كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ (কোরবানী)

অনুচ্ছেদ ৪১

بَابُ أَضَاحِيِّ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোরবানী ।

৩১২- حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يُضْحِي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ وَيُسَمِّي وَيُكَبِّرُ وَلَقَدْ رَأَيْتُهُ يَذْبَحُ بِيَدِهِ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا .

৩১২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুই শিংবিশিষ্ট দুইটি ধূসর বর্ণের মেষ কোরবানী করেছিলেন। তিনি (যবেহ করার সময়) বিসমিল্লাহ ও তাকবীর বলেছিলেন। আমি তাঁকে নিজের পা সেটির পাজরের উপর রেখে চেপে ধরে স্বহস্তে তা কোরবানী করতে দেখেছি।

৩১২১- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّاسٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي عَبَّاسٍ الزُّرَّاقِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ عِيدِ بَكْبَشَيْنِ فَقَالَ حِينَ وَجَّهَهُمَا إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِي

لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ .

৩১২১। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের দিন দু'টি মেস যবেহ করেন। তিনি পণ দুইটিকে কিবলামুখী করে বলেন : “ইন্নী ওয়াজ্জাহুজ্জু ওয়াজ্জহিয়া লিল্লাযী ফাতারাস সামাওয়াতি ওয়াল-আরদা হানীফাও ওয়ামা আনা মিনাল মুশরিকীন। ইন্না সালাতী ওয়া নুসুকী ওয়া মাহুইয়ায়া ও মামাতী লিল্লাহি রব্বিল আলামীন। লা শারীকা লাহু ওয়া বিযালিকা উমিরতু ওয়া আনা আওওয়ালুল মুসলিমীন। আল্লাহুহু মিনকা ওয়া লাকা আন মুহাম্মাদিন ওয়া উম্মাতিহি।”

“আমি একনিষ্ঠভাবে তাঁর দিকে মুখ ফিরাচ্ছি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আমি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত নই” (সূরা আনআম : ৭৯)। “বলো, আমার নামায, আমার ইবাদত (কুরবানী), আমার জীবন, আমার মৃত্যু বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নাই এবং আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি এবং আত্মসমর্পণকারীদের মধ্যে আমিই প্রথম” (সূরা আনআম : ১৬২-৩)। হে আল্লাহ! তোমার নিকট থেকেই প্রাপ্ত এবং তোমার জন্যই উৎসর্গিত। অতএব তা মুহাম্মাদ ও তাঁর উম্মাতের পক্ষ থেকে কবুল করো।”

৩১২২ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَضْحَى اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيمَيْنِ سَمِيئَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوزَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلَّهِ بِالتَّوْحِيدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ

৩১২২। আয়েশা (রা) ও আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরবানীর ইচ্ছা করলে দু'টি মোটাতাজা, মাংসল, শিংযুক্ত ধূসর বর্ণের ও ছিন্নমুখ মেস ক্রয় করতেন। অতঃপর এর একটি নিজ উম্মাতের যারা আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয় এবং তাঁর নবুয়াতের সাক্ষ্য দেয় তাদের পক্ষ থেকে এবং অপরটি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে কোরবানী করতেন।

## بَابُ الْأَضَاحِيِّ وَاجِبَةٌ هِيَ أَمَ لَا

কোরবানী ওয়াজিব কি না?

৩১২৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ كَانَ لَهُ سَعَةٌ وَلَمْ يُضَحَّ فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّاتَنَا .

৩১২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোন ব্যক্তির সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও কোরবানী করে না, সে যেন আমাদের ঈদের মাঠের কাছেও না আসে।

৩১২৪- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الضَّحَايَا أَوْاجِبَةٌ هِيَ قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ بَعْدِهِ وَجَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ .

৩১২৪। মুহাম্মাদ ইবনে সীরীন (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট কোরবানী সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম যে, তা ওয়াজিব কিনা? তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোরবানী করেছেন, তাঁর পরে মুসলমানরাও কুরবানী করেছে এবং এই সূনাত অব্যাহতভাবে প্রবর্তিত হয়েছে।

৩১২৪(১)- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةٍ ثَنَا جَبَلَةُ بْنُ سُحَيْمٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ سِوَاءَ ..

৩১২৪(১)। হিশাম ইবনে আম্মার-ইসমাঈল ইবনে আইয়্যাশ-হাজ্জাজ ইবনে আরআত-জাবালা ইবনে সুহাইম (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ইবনে উমার (রা)-র নিকট জিজ্ঞেস করলাম .... উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণনা করেন।

৩১২৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ أَنْبَأَنَا أَبُو رَمَلَةَ عَنْ مِخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ قَالَ كُنَّا وَقُوفًا عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ بِعَرَفَةَ فَقَالَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أَضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً أَتَدْرُونَ مَا  
الْعَتِيرَةُ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجْبِيَّةَ .

৩১২৫। মিখনাফ ইবনে সুলাইম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা আরাফাতের ময়দানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অবস্থানরত ছিলাম। তখন তিনি বলেন : হে জনগণ! প্রতিটি পরিবারের পক্ষ থেকে প্রতি বছর একটি কোরবানী ও একটি আতীরা রয়েছে। তোমরা কি জানো আতীরা কি? তা হলো, যাকে তোমরা রাজাবিয়া বলে।<sup>১</sup>

অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ ثَوَابِ الْأَضْحِيَّةِ

কোরবানীর সওয়াব।

৩১২৬- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنِي  
أَبُو الْمُثَنَّى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا عَمَلَ  
ابْنُ آدَمَ يَوْمَ النَّحْرِ عَمَلًا أَحَبَّ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ هِرَاقَةَ دَمٍ وَأَنَّهُ لِيَأْتِيَ يَوْمَ  
الْقِيَامَةِ بِقُرُونِهَا وَأَظْلَافِهَا وَأَشْعَارِهَا وَإِنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ بِمَكَانٍ  
قَبْلَ أَنْ يَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ فَطِيبُوا بِهَا نَفْسًا .

১. কোরবানী শব্দের মূলে রয়েছে 'উদহিয়া' অর্থাৎ আন্ধাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে যা যবেহ করা হয়। যিলহজ্জ মাসের ১০, ১১ ও ১২ তারিখের মধ্যে উট, গরু, মহিষ, ছাগল, ভেড়া, মেষ প্রভৃতি গৃহপালিত হালাল পশু কোরবানী করতে হয়। কোরবানী শরীআতের একটি বিধিবদ্ধ করণীয় বিষয় ও বাঞ্ছিত ইবাদত। পবিত্র কুরআনের সূরা হজ্জের ২৭-২৮, ৩৪ ও ৩৬ নং আয়াতে এবং সূরা কাওসারের ২নং আয়াতে কোরবানীর নির্দেশ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বরাবরই কোরবানী করেছেন, কখনও তা ত্যাগ করেননি এবং তাঁর সাহাবীগণও কোরবানী করেছেন। ইমাম আজম আবু হানীফা (র)-এর মতে কোরবানী করা ওয়াজিব, ইমাম মালেক (র)-ও এই মত পোষণ করেন। ইমাম শাফিঈ ও ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র)-সহ জমহূর আলেমদের মতে কোরবানী করা সুন্নাত। ইসলামপূর্ব যুগে রজব মাসেও কোরবানীর প্রচলন ছিল এবং ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়েও তা চালু ছিল। এই কোরবানীকে বলা হতো আতীরা। পরবর্তী পর্যায়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই প্রথার বিলোপ সাধন করেন। প্রত্যেক সামর্থ্যবান ব্যক্তির উপর কোরবানী বাধ্যতামূলক, কিন্তু অন্যান্য মাযহাবে এক পরিবারের পক্ষ থেকে একটি কোরবানীই যথেষ্ট (অনুবাদক)।

৩১২৬। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : কোরবানীর দিন আদম সন্তান এমন কোন কাজ করতে পারে না যা মহামহিম আল্লাহর নিকট রক্ত প্রবাহিত (কোরবানী) করার তুলনায় অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। কোরবানীর পশুগুলো কিয়ামতের দিন এদের শিং, খুর ও পশমসহ উপস্থিত হবে। কোরবানীর পশুর রক্ত মাটিতে পড়ার পূর্বেই (কোরবানী) মহান আল্লাহর নিকট সম্মানের স্থানে পৌঁছে যায়। অতএব তোমরা আনন্দ সহকারে কোরবানী করো।

৩১২৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَلْفٍ الْعَسْقَلَانِيُّ ثَنَا أَدَمُ بْنُ أَبِي إِبَاسٍ ثَنَا سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ ثَنَا عَائِذُ اللَّهِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ قَالَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا هَذِهِ الْأَضَاحِيُّ قَالَ سَنَةُ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ قَالُوا فَمَا لَنَا فِيهَا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ قَالُوا فَالْصُّوفُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ بِكُلِّ شَعْرَةٍ مِنَ الصُّوفِ حَسَنَةٌ .

৩১২৭। য়ায়েদ ইবনে আরকাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এই কোরবানী কি? তিনি বলেন : তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ)-এর সন্নাত (ঐতিহ্য)। তারা পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহর রাসূল! এতে আমাদের জন্য কি (সওয়াব) রয়েছে? তিনি বলেন : প্রতিটি পশমের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! লোমশ পশুদের পরিবর্তে কি হবে (এদের পশম তো অনেক বেশি)? তিনি বলেন : লোমশ পশুর প্রতিটি পশমের বিনিময়েও একটি করে নেকী রয়েছে।

### অনুচ্ছেদ : ৪ ৪

## بَابُ مَا يَسْتَحِبُّ مِنَ الْأَضَاحِيِّ

কোরবানী করার জন্য উত্তম পশু।

৩১২৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ فَحِيلَ يَأْكُلُ فِي سَوَادٍ وَيَمْشِي فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ .

৩১২৮। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিংবিশিষ্ট হুটপুট এবং মুখমণ্ডল, চোখ ও পা কালো বর্ণের একটি মেষ কোরবানী করেন।

৩১২৯- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي رَاهِمٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ أَخْبَرَنِي سَعِيدُ  
ابْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ثَنَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ أَبِي سَعِيدِ الزُّرْقِيِّ  
صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ إِلَى شِرَاءِ الضَّحَايَا قَالَ يُونُسُ فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ إِلَى  
كَبْشٍ أَدْعَمَ لَيْسَ بِالْمُرْتَفِعِ وَلَا الْمُتَضَعِ فِي جِسْمِهِ فَقَالَ لِي اشْتَرِ لِي هَذَا كَأَنَّهُ  
شَبَّهُهُ بِكَبْشِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

৩১২৯। ইউনুস ইবনে মাইসারা ইবনে হালবাস (র) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবী আবু সাঈদ আয-যুরাকী (রা)-র সাথে কোরবানীর পণ্ড  
ক্রয় করতে গেলাম। ইউনুস আরো বলেন, আবু সাঈদ (রা) একটি সামান্য কাশো বর্ণের  
মেষের দিকে ইশারা করেন, যা খুব উঁচুও ছিলো না, বেঁটেও ছিলো না। তিনি আমাকে  
বলেন, এই মেষটি আমার জন্য ক্রয় করো। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লামের মেষের সাথে এর একটা সাদৃশ্য আছে।

৩১৩- حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِمَشْقِيُّ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا أَبُو  
عَائِدٍ أَنَّهُ سَمِعَ سَلِيمَ بْنَ عَامِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ  
قَالَ خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ وَخَيْرُ الضَّحَايَا الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ .

৩১৩০। আবু উমামা আল-বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু  
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : উত্তম কাফন একজোড়া কাপড় (শূণ্ণি ও চাদর) এবং উত্তম কোরবানী  
হলো শিংবিশিষ্ট মেষ।

অনুচ্ছেদ : ৫

بَابُ عَنْ كَمْ تُجْزَى الْبِدَنَةُ وَالْبَقَرَةُ

উট ও গরুতে কতজন শরীক হওয়া যায়?

৩১৩১- حَدَّثَنَا هَدِيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ أَنْبَأَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى أَنْبَأَنَا الْحُسَيْنُ  
ابْنُ وَقْدٍ عَنْ عَلْبَاءِ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ  
اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ الْأَضْحَى فَاشْتَرَكْنَا فِي الْجَزُورِ عَنْ عَشْرَةِ وَالْبَقَرَةَ  
عَنْ سَبْعَةٍ .



৩১৩১। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। ইতিমধ্যে কোরবানীর ঈদ এসে গেলো। আমরা একটি উট দশজনে এবং একটি গরু সাতজনে শরীক হয়ে কোরবানী করলাম।

৩১৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَحَرْنَا بِالْحُدَيْبِيَةِ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ الْبِدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ وَالْبَقْرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ .

৩১৩২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে নবী সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একটি উট সাতজনের পক্ষ থেকে এবং একটি গরুও সাতজনের পক্ষ থেকে কোরবানী করেছি।<sup>২</sup>

৩১৩৩- حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَحْيَىٰ ابْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَبَحَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَمَنَ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ بَقْرَةَ بَيْنَهُنَّ .

৩১৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বিদায় হজ্জে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যে সকল স্ত্রী উমরা (অর্থাৎ তামাস্তো হজ্জ) করেন, তিনি তাদের সকলের পক্ষ থেকে একটি গাভী কোরবানী করেন।

৩১৩৪- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَلَّتِ الْأَيْلُ عَلَىٰ عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقْرَ .

৩১৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একবার উটের স্বল্পতা দেখা দিলে তিনি লোকদেরকে গরু কোরবানী করার নির্দেশ দেন।

২. ইসহাক ইবনে রাহওয়াল্লহ-এর মতে একটি উটে দশজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়। কিন্তু অপর সকল মাযহাবের আলেমদের মতে এ ক্ষেত্রেও সাতজন পর্যন্ত শরীক হওয়া যায়। তাদের মতে ইবনে আব্বাস (রা)-এর হাদীস জাবির (রা)-র হাদীস দ্বারা রহিত (মানসূখ) হয়ে গেছে (অনুবাদক)।

৩১৩৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ الْمِصْرِيُّ أَبُو طَاهِرٍ أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَنْبَأَنَا يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَحَرَ عَنْ آلِ مُحَمَّدٍ ﷺ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقْرَةً وَاحِدَةً .

৩১৩৫। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিদায় হজ্জে তাঁর পরিবারবর্গের পক্ষ থেকে একটিমাত্র গরু কোরবানী করেন।

### অনুচ্ছেদ : ৬

## بَابُ كَمْ تُجْزَى مِنَ الْغَنَمِ عَنِ الْبَدَنَةِ

কতোটি বকরী একটি উটের সমান হতে পারে?

৩১৩৬- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ عَطَاءُ الْخُرَّاسَانِيُّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ آتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّ عَلِيَّ بَدَنَةٌ وَأَنَا مُوسِرٌ بِهَا وَلَا أَجِدُهَا فَاشْتَرَيْهَا فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يَبْتَاعَ سَبْعَ شِيَاهٍ فَيَذْبَحَهُنَّ .

৩১৩৬। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললো, আমার উপর একটি উট কোরবানী করা অপরিহার্য এবং তা ক্রয়ের সামর্থ্যও আমার আছে কিন্তু তা পাওয়া যাচ্ছে না বিধায় আমি ক্রয় করতে পারছি না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে সাতটি ছাগল ক্রয় করে তা যবেহ করার নির্দেশ দেন।

৩১৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ مَسْرُوقٍ وَثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَائِدَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَنَحْنُ بِبَنِي الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا إِبِلًا وَغَنَمًا فَعَجَلِ الْقَوْمُ فَأَغْلَيْنَا الْقُدُورَ قَبْلَ أَنْ تُقَسَمَ فَآتَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّتَتْ ثُمَّ عَدَلَ الْجَزُورَ بَعْشَرَةَ مِنَ الْغَنَمِ .

৩১৩৭। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে তিহামার যুল-হ্লাইফায় ছিলাম। আমরা (যুদ্ধে) উট ও মেষ-বকরী লাভ করি। লোকেরা (তা বণ্টনে) তাড়াহুড়া করছিল এবং তা বণ্টনের পূর্বেই আমরা চুলায় (গোশতের) হাঁড়ি তুলে দিয়েছিলাম। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট এলেন এবং গোশতের হাঁড়িগুলো সম্পর্কে নির্দেশ দিলে তদনুযায়ী তা উল্টে ফেলে দেয়া হয় (কারণ বণ্টনের পূর্বে গনীমতের সম্পদ ব্যবহার অবৈধ)। অতঃপর একটি উট দশটি মেষের সমান ধরা হলো।

### অনুচ্ছেদ : ৭

## بَابُ مَا تُجْزَى مِنَ الْأَضَاحِيِّ

যে ধরনের পশু কোরবানী করা উচিত।

৩১৩৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَعْطَاهُ غَنَمًا فَقَسَمَهَا عَلَى أَصْحَابِهِ ضَحِيًّا فَبَقِيَ عَتُودٌ فَذَكَرَهُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ أَنْتَ .

৩১৩৮। উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে এক পাল বকরী দিলেন এবং তিনি সেগুলো কোরবানীর জন্য তার সংগীদের মধ্যে বণ্টন করলেন। এক বছর বয়সের একটি ছাগল (বণ্টনের পর) অবশিষ্ট থাকলে তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান। তিনি বলেন : এটা তুমি কোরবানী করো।

৩১৩৯ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِرَاهِيمَ الدَّمَشْقِيُّ ثَنَا أَنَسُ بْنُ عِيَّاضٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ ابْنُ أَبِي يَحْيَى مَوْلَى الْأَسْلَمِيِّينَ عَنْ أُمِّهِ قَالَتْ حَدَّثَنِي أُمُّ بِلَالٍ بِنْتُ هِلَالٍ عَنْ أَبِيهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ يَجُوزُ الْجَدْعُ مِنَ الضَّانِ أَضْحِيَّةً .

৩১৩৯। উম্মু বিলাল বিনতে হিলাল (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : ছয় মাস বয়সের ভেড়া দিয়ে কোরবানী করা জায়েয।

৩১৪ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَاتًا الثَّوْرِيُّ عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ كُنَّا مَعَ رَجُلٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ يُقَالُ لَهُ مُجَاشِعٌ

مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ فَعَزَّتِ الْغَنَمُ فَأَمَرَ مُنَادِيًا فَنَادَى أَنْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَقُولُ إِنَّ  
الْجَدَّاحَ يُوفِي مِمَّا تُوفِي مِنْهُ الثَّنِيَّةُ .

৩১৪০। আসেম ইবনে কুলাইব (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা সুলাইম গোত্রের মুজ্জাশে (রা) নামক রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সাহাবীর সাথে ছিলাম। মেষ-বকরীর স্বল্পতা দেখা দিলে তিনি একজন ঘোষককে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী সে ঘোষণা করলো : রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন : এক বছর বয়সের বকরী দ্বারা যে কাজ হয় (কোরবানীর ক্ষেত্রে) হয় মাস বয়সের মেষ দ্বারাও তা হতে পারে।

٣١٤١- حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ حَبَانَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنْبَاءًا زُهَيْرٌ عَنْ  
أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسُرَ  
عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّانِ .

৩১৪১। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা (কোরবানীতে) মুসিন্না<sup>৩</sup> ছাড়া যবেহ করো না। কিন্তু তা সংগ্রহ করা তোমাদের জন্য কষ্টসাধ্য হলে ছয় মাস বয়সের মেষ-ভেড়া যবেহ করো।

### অনুচ্ছেদ ৪৮

## بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُضْحَى بِهِ

যে ধরনের পশু কোরবানী করা মাকরুহ।

٣١٤٢- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عِيَّاشٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ  
شُرَيْحِ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُضْحَى بِمُقَابِلَةٍ أَوْ  
مُدَابِرَةٍ أَوْ شَرْقَاءَ أَوْ حَرْقَاءَ أَوْ جَذَعَاءَ .

৩১৪২। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বাদ্বাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম কানের অগ্রভাগ অথবা পশ্চাদভাগ (মূলের দিক) কর্তিত অথবা ফাটা অথবা ছিদ্রযুক্ত অথবা অঙ্গ কর্তিত পশু কুরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

৩. পাঁচ বছর বয়সের উট, দুই বছর বয়সের গরু এবং এক বছর বয়সের ছাগল-ভেড়াকে মুসিন্না বলা হয়। কোরবানীতে অন্তত এই বয়সের পশু যবেহ করতে হয় (অনুবাদক)।

৩১৪৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ سَلَمَةَ ابْنِ كَهَيْلٍ عَنْ حُجْبَةَ بْنِ عَدِيٍّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَسْتَشْرِفَ الْعَيْنَ وَالْأُذُنَ .

৩১৪৩। আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে (কোরবানীর পশুর) চোখ ও কান উত্তমরূপে পরীক্ষা করে নেয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

৩১৪৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ وَأَبُو الْوَلَيْدِ قَالُوا ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ سَمِعْتُ عُبَيْدَ بْنَ فَيْرُوزٍ قَالَ قُلْتُ لِلْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ حَدَّثَنِي بِمَا كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مِنَ الْأَضَاحِيِّ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ هَكَذَا بِيَدِهِ وَبِيَدِي أَقْصَرُ مِنْ يَدِهِ أَرْبَعٌ لَا تُجْزَى فِي الْأَضَاحِيِّ الْعَوْرَاءُ الْبَيْنُ عَوْرُهَا وَالْمَرِيضَةُ الْبَيْنُ مَرَضُهَا وَالْعَرَجَاءُ الْبَيْنُ ظِلْعُهَا وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقَى . قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُ أَنْ يُكُونَ نَقْصٌ فِي الْأُذُنِ قَالَ فَمَا كَرِهْتَ مِنْهُ فَدَعَهُ وَلَا تُحْرِمَهُ عَلَى أَحَدٍ .

৩১৪৪। উবাইদ ইবনে ফাইরুয (র) বলেন, আমি বারআ ইবনে আযিব (রা)-কে বললাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে ধরনের পশু কোরবানী করতে অপছন্দ অথবা নিষেধ করেছেন সেই সম্পর্কে আমাদের বলুন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর হাতের ইশারায় বলেন, একরূপ, আর আমার হাত তাঁর হাতের চেয়ে ক্ষুদ্র। চার প্রকারের পশু কোরবানী করলে তা যথেষ্ট হবে না। অন্ধ পশু যার অন্ধত্ব সুম্পষ্ট, রুগ্ন পশু যার রোগ সুম্পষ্ট, বোঁড়া পশু যার পঙ্গুত্ব সুম্পষ্ট এবং কৃশকায় দুর্বল পশু যার হাড়ের মজ্জা শুকিয়ে গেছে। উবাইদ (র) বলেন, আমি ক্রেটিযুক্ত কানবিশিষ্ট পশু কোরবানী করা অপছন্দ করি। বারআ (রা) বলেন, যে ধরনের পশু তুমি নিজে অপছন্দ করো তা পরিহার করো, কিন্তু অন্যদের জন্য তা হারাম করো না।

৩১৪৫- حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ ذَكَرَ أَنَّهُ سَمِعَ جُرَيْبَ بْنَ كَلَيْبٍ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يُحَدِّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى أَنْ يُضْحَى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ .

৩১৪৫। আলী (রা) বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিং ভাংগা ও কান কাটা পণ্ড কোরবানী করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ ৪৯

بَابُ مَنْ اشْتَرَى أَضْحِيَّةً صَحِيحَةً فَأَصَابَهَا عِنْدَهُ شَيْءٌ

কোন ব্যক্তি কোরবানীর জন্য উত্তম পণ্ড ক্রয় করার পর তা বিপদগ্রস্ত হলে।

৩১৪৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ أَبُو بَكْرٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَرْظَةَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ ابْتِغَيْنَا كَبْشًا نُضَحِّي بِهِ فَأَصَابَ الذِّئْبُ مِنَ الْبَيْتِ أَوْ أُذُنَهُ فَسَأَلْنَا النَّبِيَّ ﷺ فَأَمَرَنَا أَنْ نُضَحِّيَ بِهِ .

৩১৪৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা কোরবানীর উদ্দেশ্যে একটি মেষ খরিদ করলাম। অতঃপর নেকড়ে বাঘ তার নিতম্ব অথবা কান কেটে নিয়ে গেলো। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি আমাদেরকে তা কোরবানী করার অনুমতি দেন।

অনুচ্ছেদ ৪১০

بَابُ مَنْ ضَحَّى بِشَاةٍ عَنْ أَهْلِهِ

যে ব্যক্তি তার গোটা পরিবারের পক্ষ থেকে একটিমাত্র বকরী কোরবানী করে।

৩১৪৭ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ ابْنُ عَثْمَانَ عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيَّادٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا فِيكُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ كَانَ الرَّجُلُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعَمُونَ ثُمَّ تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَ كَمَا تَرَى .

৩১৪৭। আতা ইবনে ইয়াসার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবু আইউব আল-আনসারী (রা)-র নিকট জিজ্ঞাসা করলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আপনাদের কোরবানী কিরূপ ছিল? তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কোরবানী করতো। তা থেকে তারাও আহার করতো এবং (অন্যদেরও) আহার করতো। পরবর্তী কালে লোকেরা কোরবানীকে অহমিক প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছে।

৩১৪৮ - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ اَنْبَاَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيْعًا عَنْ سَفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ يَبَّانٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ اَبِي سَرِيْحَةَ قَالَ حَمَلْنِي اَهْلِيْ عَلَى الْجِفَاءِ بَعْدَ مَا عَلِمْتُ مِنَ السَّنَةِ كَانَ اَهْلُ الْبَيْتِ يَضْحُوْنَ بِالشَّاةِ وَالشَّاتَيْنِ وَالْاَنَ يَبْحَلُنَا جِيْرَانُنَا .

৩১৪৮। আবু সারীহা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি এতো দিন যে সূনাতের উপর আমল করে আসছিলাম, আমার পরিবারের লোকেরা আমাকে তার বিপরীত করতে বাধ্য করলো। অবস্থা এই ছিল যে, কোন পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বা দুইটি বকরী কোরবানী করা হতো। এখন আমরা তদ্রূপ করলে আমাদের প্রতিবেশীরা আমাদের কৃপণ বলে।

### অনুচ্ছেদ ৪ ১১

بَابُ مَنْ اَرَادَ اَنْ يُّضْحِيَ فَلَا يَأْخُذُ فِي الْعَشْرِ مِنْ شَعْرِهِ وَاَظْفَارِهِ

যে ব্যক্তি কোরবানী করতে চায় সে যেন যিলহজ্জ মাসের এক তারিখ থেকে দশ তারিখ পর্যন্ত তার নখ ও চুল না কাটে।

৩১৪৯ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْحَمَّالُ ثَنَا سَفْيَانَ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْنٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ اُمِّ سَلْمَةَ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَاَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يُّضْحِيَ فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا بَشْرِهِ شَيْئًا .

৩১৪৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যখন (যিলহজ্জ মাসের) প্রথম দশক শুরু হয় এবং তোমাদের কেউ কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও শরীরের কোন অংশ স্পর্শ না করে (না কাটে)।

৩১০- حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ بَكْرِ الضَّبِّيُّ أَبُو عَمْرٍو ثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ البُرْسَانِيُّ ح  
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ يَزِيدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ ثَنَا أَبُو قَتَيْبَةَ وَبَحَى بْنُ كَثِيرٍ قَالُوا  
ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ المُسَيَّبِ عَنْ أُمِّ  
سَلْمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ رَأَى مِنْكُمْ هَلَالَ ذِي الحِجَّةِ فَأَرَادَ أَنْ  
يُضْحِيَ فَلَا يَقْرَأَنَّ لَهُ شَعْرًا وَلَا ظَفْرًا .

৩১৫০। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি যিলহজ্জ মাসের নতুন চাঁদ দেখে এবং কোরবানী করার ইচ্ছা রাখে, সে যেন তার চুল ও নখ না কাটে।<sup>৪</sup>

### অনুচ্ছেদ : ১২

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ ذَبْحِ الأَضْحِيَّةِ قَبْلَ الصَّلَاةِ

ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করা নিষিদ্ধ।

৩১০১- حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا ذَبَحَ يَوْمَ النَّحْرِ يَعْنِي قَبْلَ الصَّلَاةِ  
فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُعِيدَ .

৩১৫১। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি কোরবানীর দিন ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করলো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে পুনর্বীর কোরবানী করার নির্দেশ দেন।

৩১০২- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ  
جُنْدُبِ البَجَلِيِّ أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ شَهِدْتُ الأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَذَبَحَ أَنَسٌ  
قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ مَنْ كَانَ ذَبَحَ مِنْكُمْ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ أَضْحِيَّتَهُ  
وَمَنْ لَا فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ .

৪. হানাফী মাযহাবমতে নখ-চুল কাটা জায়েয। ইমাম শাফিঈ ও তার অনুসারীদের মতে এটা মুস্তাহাব নির্দেশ অর্থাৎ নখ-চুল না কাটাই উত্তম (কোরবানীর পূর্ব পর্যন্ত)। ইমাম আহমাদ ও ইসহাকের মতে ঐ সময়ে নখচুল কাটা হারাম (অনুবাদক)।



৩১৫২। জুনদুব আল-বাজালী (রা) থেকে বর্ণিত। আসওয়াদ ইবনে কায়েস (রা) তাকে বলতে শুনেছেন, আমি ঈদুল আযহায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উপস্থিত ছিলাম। কতক লোক ঈদের নামাযের পূর্বেই কোরবানী করলো। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ঈদের নামাযের পূর্বে কোরবানী করেছে সে যেন পুনর্বীর কোরবানী করে। আর যে ব্যক্তি এখনও কোরবানী করেনি সে যেন আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করে।

৩১৫৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَبَادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عُوَيْمِرِ بْنِ أَشْفَرَ أَنَّهُ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ أَعَدَّ أَضْحِيَّتَكَ .

৩১৫৩। উআইমির ইবনে আশকার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি ঈদের নামাযের পূর্বে যবেহ করেন। তিনি বিষয়টি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উল্লেখ করলে তিনি বলেন : তুমি পুনরায় কোরবানী করো।

৩১৫৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ غَيْرُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ عَمْرٍو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ ثَنَا أَبِي عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ بُجْدَانَ عَنْ أَبِي زَيْدِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِدَارٍ مِنْ دُورِ الْأَنْصَارِ فَوَجَدَ رِيحَ قُتَارٍ فَقَالَ مَنْ هَذَا الَّذِي ذَبَحَ فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَجُلٌ مَنَا فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ذَبَحْتُ قَبْلَ أَنْ أَصَلِيَ لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَجِيرَانِي فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ فَقَالَ لَا وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا عِنْدِي إِلَّا جَذَعٌ أَوْ حَمَلٌ مِنَ الضَّأْنِ قَالَ أَذْبَحُهَا وَلَنْ تُجْزِيَ جَذَعَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ .

৩১৫৪। আবু যায়েদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসারীর ঘরের নিকট দিয়ে যেতে ভূনা গোশতের ভ্রাণ পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করেন : কোন ব্যক্তি কোরবানী করেছে? আমাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি বেরিয়ে এসে বলেন, আমি, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আমার পরিবার ও প্রতিবেশীদের গোশত খাওয়ানোর জন্য ঈদের নামায পড়ার পূর্বেই কোরবানী করেছি।

তিনি তাকে পুনর্বীর (নামাযের পর) কোরবানী করার নির্দেশ দেন। সে বললো, না, আল্লাহর শপথ, যিনি ছাড়া আর কোন ইলাহ নাই! আমার নিকট ছয় মাস বয়সের একটি ভেড়ার বাচ্চা ছাড়া আর কিছুই নাই। তিনি বলেন : সেটিই (নামাযের পর) যবেহ করো। কিন্তু তোমার পরে আর কারো জন্য ছয় মাসের বাচ্চা যথেষ্ট হবে না।

### অনুচ্ছেদ : ১৩

## بَابُ مَنْ ذَبَحَ أَضْحِيَّةً بِيَدِهِ

কোরবানীর পণ্ড স্বহস্তে যবেহ করা উত্তম।

৩১৫৫ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ أَضْحِيَّتَهُ بِيَدِهِ وَأَضْعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهَا .

৩১৫৫। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর কোরবানীর পণ্ডর পাজরের উপর পা দিয়ে চেপে ধরে স্বহস্তে কোরবানী করতে দেখেছি।

৩১৫৬ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارٍ بْنِ سَعْدٍ مُؤَدِّنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَذْبَحُ أَضْحِيَّتَهُ عِنْدَ طَرْفِ الرُّقَاقِ طَرِيقَ بَنِي زُرَيْقٍ بِيَدِهِ بِشَفْرَةٍ .

৩১৫৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুআযযিন আন্নার ইবনে সাদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুরাইক গোত্রের রাস্তার পাশে একটি চাকু দিয়ে নিজের কোরবানীর পণ্ড গলার কাছ দিয়ে স্বহস্তে যবেহ করেছেন।

### অনুচ্ছেদ : ১৪

## بَابُ جَلُودِ الْأَضَاحِيِّ

কোরবানীর পণ্ডর চামড়া।

৩১৫৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَمَّرٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْلَى أَخْبَرَهُ

أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يُقْسِمَ يَدْنَهُ كُلَّهَا لِحُومِهَا وَجَلُودِهَا وَجِلَالِهَا لِلْمَسَاكِينِ .

৩১৫৭। আলী ইবনে আবু তালিব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে তাঁর (কোরবানীর) উটের গোশত, চামড়া ও ঝুল (ঝালড়) সবকিছু দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণের নির্দেশ দেন।

### অনুচ্ছেদ : ১৫

## بَابُ الْأَكْلِ مِنَ لُحُومِ الضَّحَايَا

কোরবানীর গোশত আহার করা।

৩১৫৮ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ مِنْ كُلِّ جَزُورٍ بِيَضْعَةٍ فَجَعَلْتُ فِي قِدْرٍ فَأَكَلُوا مِنَ اللَّحْمِ وَحَسَوْا مِنَ الْمَرَقِ .

৩১৫৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবগুলো (কোরবানীর) উটের কিছু অংশ একত্র করে তা একটি হাঁড়িতে পাকানোর নির্দেশ দেন। লোকেরা এই গোশত ও ঝোল আহার করে।

### অনুচ্ছেদ : ১৬

## بَابُ ادِّخَارِ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ

কোরবানীর গোশত সংরক্ষণ করে রাখা।

৩১৫৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَابِسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ لِجَهْدِ النَّاسِ ثُمَّ رَخَّصَ فِيهَا .

৩১৫৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুর্ভিক্ষজনিত কারণে লোকদেরকে কোরবানীর গোশত জমা করে রাখতে নিষেধ করেছিলেন এবং পরে আবার জমা করে রাখার অনুমতি দেন।

৩১৬- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ نُبَيْشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَكُلُوا وَادْخُرُوا .

৩১৬০। নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ আমি তোমাদেরকে কোরবানীর গোশত তিন দিনের অধিক আহার করতে নিষেধ করেছিলাম। এখন তোমরা তা আহার করো এবং জমা করো রাখো।<sup>৫</sup>

অনুচ্ছেদ ৪১৭

### بَابُ الذَّبْحِ بِالْمُصَلَّى

ঈদের মাঠে কোরবানী করা।

৩১৬১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ ثَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يَذْبَحُ بِالْمُصَلَّى .

৩১৬১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঈদের মাঠে কোরবানীর পশু যবেহ করতেন।

৫. দুর্ভিক্ষ ও দারিদ্র্যের কারণে সমাজের অধিকাংশ লোক কোরবানী করতে অক্ষম হলে ধনী লোকদের কোরবানীর গোশত তিন দিনের পরিমাণ রেখে অবশিষ্ট গোশত গরীবদের মধ্যে বিতরণ করা উচিত (অনুবাদক)।

## كِتَابُ الذَّبَائِحِ (যবেহ করা)

অনুচ্ছেদ : ১

بَابُ الْعَقِيقَةِ  
আকীকা।

৩১৬২- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْتَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَبَّاحِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أُمِّ كُرْزٍ قَالَتْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُتَكَافِفَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ .

৩১৬২। উম্মু কুরয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী (আকীকাস্বরূপ যবেহ করা) যথেষ্ট।

৩১৬৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَفَّانُ ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَعُقَّ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَيْنِ وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةً

৩১৬৩। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দু'টি বকরী এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি বকরী দিয়ে আকীকা করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন।

৩১৬৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانٍ عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سَيْرِينَ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ إِنَّ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَةً فَاهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا وَآمِطُوا عَنْهُ الْأَذَى .

৩১৬৪। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন : শিশুর পক্ষ থেকে আকীকা করতে হবে। অতএব

তোমরা তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করো (পশু যবেহ করো) এবং তার থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করো।

৩১৬৫- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّ غُلَامٍ مَرَّتَهُنَّ بِعَقِيْقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيَخْلُقُ رَأْسَهُ وَيُسَمَّى .

৩১৬৫। সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : প্রত্যেক শিশু তার আকীকার সাথে দায়বদ্ধ থাকে। তার জন্মের সপ্তম দিনে তার পক্ষ থেকে পশু যবেহ করতে হয়, তার মাথা কামাতে হয় এবং নাম রাখতে হয়।

৩১৬৬- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ الْمُزْنِيِّ حَدَّثَهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ يَعْقُ عَنْ الْغُلَامِ وَلَا يُمْسُ رَأْسَهُ بِدَمٍ .

৩১৬৬। ইয়াযীদ ইবনে আব্দ আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শিশুর পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত করতে হবে (আকীকা করতে হবে) এবং তার মাথা পশুর রক্তে রঞ্জিত করা যাবে না।<sup>১</sup>

### অনুচ্ছেদ : ২

## بَابُ الْفَرَعَةِ وَالْعَتِيرَةِ

ফারাহা ও আতীরা।

৩১৬৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ عَنْ أَبِي الْمَلِيْحِ عَنْ نَبِيْشَةَ قَالَ نَادَى رَجُلٌ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِنَّا

১. শিশুর জন্মের সপ্তম দিনে তার নাম রাখতে হয়, মাথার চুল কামাতে হয় এবং আকীকা করতে হয়। চুলের ওজনের সমপরিমাণ সোনা বা রূপা দান-খয়রাত করা মুস্তাহাব। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মতে আকীকা করা মুস্তাহাব এবং ইমাম মালেক, শাফিঈ ও আহমাদের প্রসিদ্ধ মত অনুযায়ী আকীকা করা সুন্নাত। তার অপর মত অনুযায়ী তা ওয়াজিব। কোন কোন হাদীসে পুত্র সন্তানের পক্ষ থেকে দুটি এবং কন্যা সন্তানের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবেহ করার কথা উল্লেখ আছে। আবার কোন কোন হাদীসে উভয়ের পক্ষ থেকে একটি করে বকরী যবেহ করার কথা উল্লেখ আছে। ইমাম মালেক (র) এই শেষোক্ত মতকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। অবশ্য এটা কোন বাধ্যতামূলক ব্যাপার নয়। ছেলে বা মেয়ের পক্ষ থেকে এক বা একাধিক বকরী দিয়ে একবার বা একাধিকবার আকীকা করা যেতে পারে (অনুবাদক)।

كُنَّا نَعْتَرِعْتِيرَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فِي رَجَبٍ فَمَا تَأْمُرُنَا قَالَ اذْبَحُوا لِلَّهِ عَزْرُ  
وَجَلُّ فِي أَيِّ شَهْرٍ كَانَ وَرَوُوا لِلَّهِ وَأَطْعَمُوا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا نَفْرَعُ  
فَرَعًا فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَمَا تَأْمُرُنَا بِهِ قَالَ فِي كُلِّ سَائِمَةٍ فَرَعٌ تَغْذُوهُ مَا شِئْتِكَ  
حَتَّى إِذَا اسْتَحْمَلَ ذَبْحَتَهُ فَتَصَدَّقَتْ بِلَحْمِهِ (أَرَاهُ قَالَ) عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ فَإِنَّ  
ذَلِكَ هُوَ خَيْرٌ .

৩১৬৭। নুবাইশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ডাক দিয়ে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা জাহিলী যুগে রজব মাসে আতীরা করতাম। এখন আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বলেন : তোমরা যে কোন মাসে মহামহিম আল্লাহর জন্য পশু যবেহ করো, আল্লাহর সন্তোষ লাভের উদ্দেশ্যে কোন কাজ করো এবং (দরিদ্রদের) আহ্বার করাও। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা জাহিলী যুগে ফারাআ করতাম। এখন এ সম্পর্কে আপনি আমাদের কি বলেন? তিনি বলেন : প্রতিটি চরে বেড়ানো পশুতে ফারাআ রয়েছে, যাকে তোমার পশু আহ্বার করায় এবং যখন ভারবোঝা বহনের উপযুক্ত হবে তখন তা যবেহ করে তার গোশত পখিকদের মধ্যে দান-খয়রাত করলে তা তোমার জন্য কল্যাণকর।

۳۱۶۸- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَهَشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ  
عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ لَا  
فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ قَالَ هَشَامٌ فِي حَدِيثِهِ وَالْفَرَعَةُ أَوْلُ النَّتَاجِ وَالْعَتِيرَةُ الشَّاءُ  
يَذْبَحُهَا أَهْلُ الْبَيْتِ فِي رَجَبٍ .

৩১৬৮। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এখন আর ফারাআ নাই, আতীরাও নাই। হিশাম (র) তার বর্ণনায় বলেন, ফারাআ হলো উট বা ছাগল-ভেড়ার প্রথম বাচ্চা। আর আতীরা হলো কোন পরিবারের লোকেরা রজব মাসে যে বকরী যবেহ করে তা।

۳۱۶۹- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ زَيْدِ بْنِ  
أَسْلَمَ عَنِ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لَا فَرَعَةَ وَلَا عَتِيرَةَ . قَالَ ابْنُ  
مَاجَةَ هَذَا مِنْ فَرَائِدِ الْعَدَنِيِّ .

৩১৬৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এখন আর ফারাআও নাই, আতীরাও নাই। ইবনে মাজা (র) বলেন, এটা কেবলমাত্র আল-আদানী কর্তৃক বর্ণিত হাদীস।

### অনুচ্ছেদ : ৩

## بَابُ إِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ

যবেহ করার সময় তোমরা উত্তমরূপে যবেহ করো।

৩১৭০- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ثَنَا خَالِدُ الْحَذَاءُ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدْ أَحَدَكُمْ سَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ .

৩১৭০। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : মহান আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য দয়া ও অনুগ্রহ নির্ধারণ করেছেন। অতএব যখন তোমরা হত্যা (যুদ্ধ) করো, তা উত্তম পন্থায় করো, যখন যবেহ করো, তাও উত্তম পন্থায় করো। তোমাদের প্রত্যেকে যেন নিজ নিজ চাকু ধারালো করে নেয় এবং নিজের যবেহকৃত পশুকে আরাম দেয়।

৩১৭১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ أَخْبَرَنِي أَبِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ ﷺ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَجُرُّ شَاةً بِأُذُنِهَا فَقَالَ دَعِ أُذُنَهَا وَخُذْ بِسَالِفَتِهَا .

৩১৭১। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। লোকটি তখন একটি বকরীর কান ধরে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। তিনি বলেন : তুমি এর কান ছেড়ে দাও এবং ঘাড় ধরো।

৩১৭২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَخِي حُسَيْنِ الْجَعْفِيِّ ثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ حَدَّثَنِي قُرَّةُ بْنُ حَيْوَيْلٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ



ابْنِ عُمَرَ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ بِحَدِّ الشَّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبِهَائِمِ وَقَالَ إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهَزْ .

৩১৭২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুরি ধারালো করতে এবং তা পশুর দৃষ্টির অগোচরে রাখতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আরও বলেছেন : তোমাদের কেউ যবেহ করার সময় যেন দ্রুত যবেহ করে।

٣١٧٢ (١) - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ ثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ عَنْ يَزِيدَ ابْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِثْلَهُ .

৩১৭২(১)। জাফর ইবনে মুসাফির-আবুল আসওয়াদ-ইবনে লাহীআ-ইয়াযীদ ইবনে আবু হাবীব-সালিম-তার পিতা-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত আছে।

### অনুচ্ছেদ : ৪

## بَابُ التَّسْمِيَةِ عِنْدَ الذَّبْحِ

যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম উচ্চারণ করা।

٣١٧٣ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ سِمَاكِ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (أَنَّ الشَّيَاطِينَ لِيُوحُونَ إِلَى أَوْلِيَائِهِمْ) قَالَ كَانُوا يَقُولُونَ مَا ذَكَرَ عَلَيْهِ اسْمُ اللَّهِ فَلَا تَأْكُلُوا وَمَا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكَلُّوهُ فَقَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ (وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ) .

৩১৭৩। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি “শয়তানেরা নিজেদের বন্ধুদের প্ররোচনা দেয়” (সূরা আনআম : ২১) শীর্ষক আয়াত উল্লেখপূর্বক বলেন, শয়তানেরা বলে যে, যা আল্লাহর নাম নিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা ভক্ষণ করো না এবং যা আল্লাহর নাম বাদ দিয়ে যবেহ করা হয়েছে তা খাও। অতএব মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন : “যাতে আল্লাহর নাম লওয়া হয়নি তার কিছুই আহার করো না” (সূরা আনআম : ১২১)।

৩১৭৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ  
ابْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّ قَوْمًا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قَوْمًا  
يَأْتُونَا بِلَحْمٍ لَا نَدْرِي ذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ أَمْ لَا قَالَ سَمُّوا أَنْتُمْ وَكَلُّوا وَكَانُوا  
حَدِيثُ عَهْدٍ بِالْكَفْرِ .

৩১৭৪। উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। একদল লোক বললো, ইয়া রাসূলুল্লাহ! কতক লোক আমাদের নিকট গোশত নিয়ে আসে। জানি না, (তা যবেহ করার সময়) আল্লাহর নাম লওয়া হয়েছে কি না? তিনি বলেনঃ তোমরা আল্লাহর নাম উচ্চারণ করো এবং তা খাও। এটা ছিল তাদের কুফর পরিত্যাগের নিকটবর্তী কালের বিষয়।

### অনুচ্ছেদ : ৫

## بَابُ مَا يُذَكِّي بِهِ

যে অল্প দিয়ে যবেহ করা যায়।

৩১৭৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ  
الشَّعْبِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ قَالَ ذَبَحْتُ أَرْبَعِينَ بَمَرَّةٍ فَاتَيْتُ بِهِمَا النَّبِيَّ ﷺ  
فَأَمَرَنِي بِأَكْلِهِمَا .

৩১৭৫। মুহাম্মাদ ইবনে সাইফী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে দুইটি খরগোশ যবেহ করে তা নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসলাম। তিনি আমাকে তা আহ্বারের নির্দেশ দিলেন।

৩১৭৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلْفِ بْنِ خَلْفٍ ثَنَا غُنْدَرٌ ثَنَا شُعْبَةُ سَمِعْتُ حَاضِرَ بْنَ  
مُهَاجِرٍ يُحَدِّثُ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ ذَبَّابًا نَيْبَ فِي شَاةٍ  
فَذَبَحُوهَا بِمَرَّةٍ فَرَخَّصَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي أَكْلِهَا .

৩১৭৬। যায়েদ ইবনে সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত। একটি নেকড়ে বাঘ একটি বকরীকে কামড় দিলে লোকেরা তা ধারালো সাদা পাথর দ্বারা যবেহ করে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের তা খাওয়ার অনুমতি দেন।

৩১৭৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سَمَاقِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ مُرِّيِّ بْنِ قَطْرِيٍّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَصِيدُ الصَّيْدَ فَلَا نَجِدُ سَكِينًا إِلَّا الظَّرَاةَ وَشِقَّةَ الْعَصَا قَالَ أَمْرٌ بِالدَّمِّ بِمَا شِئْتَ وَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ .

৩১৭৭। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা শিকার ধরে থাকি এবং কখনও আমাদের সাথে ধারালো পাথর বা ধারালো লাঠি ব্যতীত ছুরি থাকে না। তিনি বলেন : যা দিয়ে পারো রক্ত প্রবাহিত করো এবং যবেহ করার সময় আল্লাহর নাম লও।

৩১৭৮ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الطَّنَافِسِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّابَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي سَفَرٍ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَكُونُ فِي الْمَغَازِي فَلَا يَكُونُ مَعَنَا مُدَى فَقَالَ مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ غَيْرَ السِّنِّ وَالظُّفْرِ فَإِنَّ السِّنَّ عَظْمٌ وَالظُّفْرَ مُدَى الْحَبْشَةِ .

৩১৭৮। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা এক সফরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে থাকাকালে আমাদের সাথে ছুরি থাকে না। তিনি বলেন : দাঁত ও নখ ব্যতীত যা দিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা যায় (তা দিয়ে যবেহ করো) এবং তা যবেহকালে আল্লাহর নাম স্মরণ করো, অতঃপর খাও। কারণ দাঁত হলো হাড় এবং নখ হলো হাবশাবাসীদের ছুরি।

অনুচ্ছেদ : ৬

بَابُ السَّلْحِ

চামড়া ছাড়ানো।

৩১৭৯ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ثَنَا هِلَالُ بْنُ مَيْمُونِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ (قَالَ عَطَاءٌ لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ) أَنَّ

رَسُولَ اللَّهِ ﷺ مَرَّ بِغُلَامٍ يَسْلُخُ شَاةً فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ تَنَحَّ حَتَّى أُرِيكَ  
فَادْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحْمِ فَدَحَسَ بِهَا حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى  
الْأَبْطِ وَقَالَ يَا غُلَامُ هَكَذَا فَاسْلُخْ ثُمَّ مَضَى وَصَلَّى لِلنَّاسِ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ .

৩১৭৯। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক যুবকের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। সে তখন একটি বকরীর খাল ছাড়াচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ তুমি সরে দাঁড়াও, আমি তোমাকে দেখিয়ে দিবো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চামড়া ও গোশতের মাঝখান দিয়ে নিজের হাত ঢুকালেন, এমনকি বগল পর্যন্ত তাঁর হাত অস্তিত্বিত হয়ে গেলো। অতঃপর তিনি বলেনঃ হে বৎস! এভাবে চামড়া ছাড়াও। অতঃপর তিনি সেখান থেকে চলে গেলেন এবং লোকদের সাথে নামায পড়লেন, কিন্তু উযু করেননি।

### অনুচ্ছেদ : ৭

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ ذَبْحِ زَوَاتِ الدَّرِّ

দুধবতী পশু যবেহ করা নিষেধ।

৩১৮০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ تَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ  
الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنْبَاءَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ  
أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَآخَذَ الشُّفْرَةَ  
لِيَذْبَحَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَاكَ وَالْحُلُوبَ .

৩১৮০। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক আনসার ব্যক্তির নিকট এলেন। সে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য পশু যবেহ করতে ছুরি নিলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেনঃ সাবধান! দুধবতী পশু যবেহ করো না।

৩১৮১- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ الْمُحَارِبِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ  
اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي قُحَافَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ  
ﷺ قَالَ لَهُ وَكِعْمَرُ أَنْطَلِقَا بِنَا الْوَاقِفِي قَالَ فَانْطَلَقْنَا فِي الْقَمْرِ حَتَّى آتَيْنَا

الْحَائِطِ فَقَالَ مَرْحَبًا وَأَهْلًا ثُمَّ أَخَذَ الشُّفْرَةَ ثُمَّ جَالَ فِي الْغَنَمِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَيَّاكَ وَالْحَلُوبَ أَوْ قَالَ ذَاتَ الدَّرِّ .

৩১৮১। আবু বাকর ইবনে আবু কুহাফা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ও উমার (রা)-কে বলেন : তোমরা উভয়ে আমাদের সাথে আল-ওয়াকিফীর নিকট চলো। রাবী বলেন, আমরা চাঁদনি রাতে রওয়ানা হলাম এবং শেষে (আল-ওয়াকিফীর) বাগানে গিয়ে পৌছলাম। আল-ওয়াকিফী বলেন, সাদর সজাষণ। অতঃপর তিনি একটি ছুরিসহ মেঘ পালের মধ্যে চক্কর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন : সাবধান! দুধবতী পশু যবেহ করো না।

অনুচ্ছেদ ৪৮

بَابُ ذَبِيْحَةِ الْمَرْأَةِ

স্ত্রীলোকের যবেহকৃত পশুর বিধান।

৩১৮২- حَدَّثَنَا هُنَادُ بْنُ السَّرِيِّ ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ امْرَأَةً ذَبَحَتْ شَاةً بِحَجْرٍ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَلَمْ يَرِبْ بِهِ بَأْسًا .

৩১৮২। কাব ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। এক স্ত্রীলোক ধারালো পাথরের সাহায্যে একটি বকরী যবেহ করলো। তা রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানানো হলে তিনি তা দৃষ্ণীয় মনে করেননি।

অনুচ্ছেদ ৪৯

بَابُ ذِكَاةِ النَّادِ مِنَ الْبِهَائِمِ

পলায়নপর পশু যবেহ করার বর্ণনা।

৩১৮৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ ثَنَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبَّيَةَ بْنِ رِفَاعَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي سَفَرٍ فَنَدَّ بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ لَهَا أَوَايِدَ (أَحْسَبُهُ قَالَ) كَأَوَايِدِ الْوَحْشِ فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا فَاصْتَعُوا بِهِ هَكَذَا .

৩১৮৩। রাফে ইবনে খাদীজ (রা) বলেন, আমরা এক সফরে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। একটি উট পলায়নে তৎপর হলে এক ব্যক্তি সেটিকে লক্ষ্য করে তীর নিক্ষেপ করলো। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : এই চতুষ্পদ জন্তুর মধ্যেও কোনটি জংলী পশুর ন্যায় বন্য হয়ে যায়। অতএব তোমরা অন্যভাবে কাবু করতে না পারলে একে এভাবেই কাবু করবে।

৩১৮৪ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْعُشْرَاءِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَكُونُ الذِّكَاةُ إِلَّا فِي الْحَلْقِ وَاللَّبَّةِ قَالَ لَوْ طَعَنْتَ فِي فَحْدِهَا لَأَجْرَاكَ .

৩১৮৪। আবুল উশারা (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! কণ্ঠনালী ও বুকের উপরিভাগের মাঝখান ছাড়া কি যবেহ হয় না? তিনি বলেন : তুমি যদি তার উরুতে বর্শা ঢুকিয়ে দিতে পারো তবে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।<sup>২</sup>

অনুচ্ছেদ : ১০

### بَابُ النَّهْيِ عَنْ صَبْرِ الْبِهَائِمِ وَعَنِ الْمُثَلَّةِ

কোন প্রাণীকে চাদমারির লক্ষ্যবস্তু বানানো বা তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করা নিষেধ।

৩১৮৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا ثَنَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُعْتَلَّ بِالْبِهَائِمِ .

৩১৮৫। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কর্তন করতে নিষেধ করেছেন।

২. এখানে নিরুপায় অবস্থায় যবেহ করার কথা বলা হয়েছে। যেমন কোন পশু দেয়ালচাপা পড়েছে অথবা কোন বন্য পশু ছুটে পালাচ্ছে, এরূপ অবস্থায় তার দেহের যে অংশে সম্ভব আঘাত করে যবেহ করা জায়েয। স্বাভাবিক অবস্থায় কণ্ঠনালীতেই যবেহ করতে হবে (অনুবাদক)।

৩১৮৬- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ صَبْرِ الْبِهَائِمِ .

৩১৮৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পশুকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানাতে নিষেধ করেছেন।

৩১৮৭- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ الْبَاهِلِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سِمَاكٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا تَتَّخِذُوا شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا .

৩১৮৭। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : তোমরা কোন জীবন্ত প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিও না।

৩১৮৮- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ أَنبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدُّوَابِّ صَبْرًا .

৩১৮৮। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ১১

## بَابُ النَّهْيِ عَنْ لُحُومِ الْجَلَاكَةِ

বিষ্ঠা খাওয়ার অভ্যস্ত (হালাল) পশু-পাখি খাওয়া নিষেধ।

৩১৮৯- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْجَلَاكَةِ وَالْبَانِيهَا .

৩১৮৯। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিষ্ঠা ভক্ষণে অভ্যস্ত পশুর গোশত খেতে ও তার দুধ পান করতে নিষেধ করেছেন।

## بَابُ لُحُومِ الْخَيْلِ

ঘোড়ার গোশত ।

৩১৯০- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْمُنْذِرِ عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا فَآكَلْنَا مِنْ لَحْمِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ .

৩১৯০। আসমা বিনতে আবু বাকুর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে একটি ঘোড়া যবেহ করে তার গোশত খেয়েছি।

৩১৯১- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ أَبُو بَشِيرٍ ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمَرَ الْوَحْشِ ۝۱۵۱ .

জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালে আমরা ঘোড়া ও বন্য গাধার গোশত খেয়েছি।<sup>১০</sup>

## بَابُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْوَحْشِيَّةِ

বন্য গাধার গোশত ।

৩১৯২- حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابَتْنا مَجَاعَةٌ يَوْمَ خَيْبَرَ وَنَحْنُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ وَقَدْ أَصَابَ الْقَوْمَ حُمْرًا خَارِجًا مِنَ الْمَدِينَةِ فَتَحَرَّتْهَا وَأَنَّ قُدُورَنَا لَتَغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي النَّبِيِّ ﷺ أَنْ اكْفُتُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا فَآكَفَاتْنَاهَا . فَقُلْتُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي

৩. ইমাম শাফিঈ, আহমাদ ও ইসহাক (র)-এর মতে ঘোড়ার গোশত হালাল। ইমাম আবু হানীফা (র) ও হানাফী আশেমাগণের মতে ঘোড়ার গোশত মাকরুহ তাহরিমী (অনুবাদক)।



أَوْفَى حَرَمَهَا تَحْرِيمًا قَالَ تَحَدَّثْنَا أَنَّ حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَتَّةَ مِنْ أَجْلِ  
أَنَّهَا تَأْكُلُ الْعَذْرَةَ .

৩১৯২। আবু ইসহাক আশ-শায়বানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-র নিকট গৃহপালিত গাধার গোশত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, খায়বারের যুদ্ধকালে আমরা দুর্ভিক্ষে পতিত হই। আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। লোকেরা মদীনার (শহরের) বাইরে কিছু গাধা পেলো। আমরা তা যবেহ করলাম। আমাদের হাঁড়িতে গোশত টগবগ করে ফুটছিল। ইতিমধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষক ঘোষণা করলো যে, গোশতের পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দাও এবং গাধার গোশত থেকে মোটেও খেও না। অতএব আমরা পাতিলগুলো উল্টে ফেলে দিলাম। আমি আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা)-কে জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কি তা চূড়ান্তভাবে হারাম করেছেন? রাবী বলেন, আপনি আমাদের জানিয়ে দিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কি বিষ্ঠা খাওয়ার কারণে হারাম করেছেন?

৩১৯৩ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ  
صَالِحٍ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ جَابِرٍ عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبِ الْكِنْدِيِّ أَنَّ رَسُولَ  
اللَّهِ ﷺ حَرَّمَ أَشْيَاءَ حَتَّى ذَكَرَ الْحُمْرَ الْأَنْسِيَّةَ .

৩১৯৩। আল-মিকদাম ইবনে মাদীকারিব আল-কিন্দী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতগুলো জিনিস হারাম ঘোষণা করেন, তার মধ্যে গৃহপালিত গাধার কথাও উল্লেখ করেন।

৩১৯৪ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ  
عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نُلْقِيَ لِحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ  
نَيْتَةً وَنَضِيجَةً ثُمَّ لَمْ يَأْمُرْنَا بِهِ بَعْدُ .

৩১৯৪। বারআ ইবনে আযেব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে গৃহপালিত গাধার কাঁচা গোশত ও রান্না করা গোশত সব ফেলে দেয়ার নির্দেশ দেন। পরবর্তী কালে তিনি আর তা (খাওয়ার) হুকুম দেননি।

৩১৯৫ - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنِ كَاسِبٍ ثَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ  
يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ غَزْوَةَ

خَبِيرَ فَأَمْسَى النَّاسُ قَدْ أَوْقَدُوا النَّيْرَانَ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ عَلَامَ تُوقِدُونَ قَالُوا عَلَى لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ فَقَالَ أَهْرَيْقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ أَوْ نَهْرِيقُ مَا فِيهَا وَتَغْسِلُهَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ أَوْ ذَاكَ .

৩১৯৫। সালামা ইবনুল আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে খায়বারের যুদ্ধ করেছি। সন্ধ্যা হলে লোকেরা চুলায় আগুন ধরালো। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন : তোমরা কী রান্না করছো? তারা বলেন, গৃহপালিত গাধার গোশত। তিনি বলেন : হাঁড়িতে যা আছে তা ফেলে দাও এবং হাঁড়িগুলো ভেঙে ফেলো। দলের মধ্যকার এক ব্যক্তি বললো, হাঁড়ির মধ্যে যা আছে আমরা কি তা ফেলে দিয়ে হাঁড়ি ধুয়ে নিতে পারি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আচ্ছা! তাই করো।

৩১৯৬ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا أَنبَانَا مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ مُنَادِيَ النَّبِيِّ ﷺ نَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ .

৩১৯৬। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘোষণা করলেন : নিশ্চিতভাবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তোমাদেরকে গৃহপালিত গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন। কারণ তা নাপাক।

অনুচ্ছেদ : ১৪

## بَابُ لُحُومِ الْبِغَالِ

খচ্চরের গোশত।

৩১৯৭ - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ثَنَا الثَّوْرِيُّ وَمَعْمَرٌ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَرَزِيِّ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا نَأْكُلُ لُحُومَ الْخَيْلِ قُلْتُ فَاَلْبِغَالُ قَالَ لَا .

৩১৯৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ঘোড়ার গোশত আহার করতাম। আমি (আতা) বললাম, খচ্চরের গোশত? তিনি বলেন, না।

৩১৯৮- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا بَقِيَّةُ حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ صَالِحِ ابْنِ يَحْيَى ابْنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِيكَرِبَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ لُحُومِ الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيرِ .

৩১৯৮। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোড়ার গোশত, খচ্চরের গোশত ও গাধার গোশত খেতে নিষেধ করেছেন।

### অনুচ্ছেদ ৪১৫

## بَابُ زَكَاةِ الْجَنِينِ زَكَاةُ أُمِّهِ

পেটের বাচ্চার জন্য তার মায়ের যবেহ-ই যথেষ্ট।

৩১৯৯- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَأَبُو خَالِدٍ الْأَخْمَرُ وَعَبْدَةُ ابْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُجَالِدٍ عَنْ أَبِي الْوَدَّاعِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ سَأَلْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَنِينِ فَقَالَ كُلُّوهُ إِنْ شِئْتُمْ فَإِنَّ ذَكَاتَهُ ذَكَاةُ أُمِّهِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ سَمِعْتُ الْكُوَسَجَ اسْحَاقَ بْنَ مَنْصُورٍ يَقُولُ فِي قَوْلِهِمْ فِي الذَّكَاءِ لَا يُقْضَى بِهَا مَذْمَةٌ قَالَ مَذْمَةٌ بِكُسْرِ الذَّالِ مِنَ الذِّمَامِ وَيَفْتَحُ الذَّالُ مِنَ الذَّمِّ .

৩১৯৯। আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গর্ভবতী পশুর পেটের বাচ্চা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বলেন : তোমরা ইচ্ছা করলে তা খেতে পারো। কেননা তার মায়ের যবেহ তার যবেহ-এর জন্য যথেষ্ট।<sup>৪</sup>

৪. 'যাকাতুল জানীন যাকাতু উম্মিহি' (গর্ভবতী পশুকে যবেহ করাই তার পেটের বাচ্চার জন্য যথেষ্ট)। হাদীসটি মোট এগারজন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়েছে : আবু সাঈদ খুদরী, (আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, আহমাদ), জাবির (আবু দাউদ), আবু হুরায়রা (হাকেম), ইবনে উমার (হাকেম, দারু কুতনী), আবু আইউব আনসারী (হাকেম), ইবনে মাসউদ (দারু কুতনী), ইবনে আব্বাস (দারু কুতনী), কাব ইবনে মালেক (ভাবারানী), আবু উমামা, আবু দারদা (বায়যার, ভাবারানী) এবং আলী (দারু কুতনী) রাদিয়াল্লাহু আনহুম। গর্ভবতী পশু সাধারণত যবেহ করা হয় না। কিন্তু অজান্তে অথবা অসতর্কভাবে তা যবেহ করা হলে এবং তার পেট থেকে পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা বের হলে- এই বাচ্চার গোশত খাওয়ায় কোন দোষ নেই। বাচ্চা জীবন্ত বের হলে সকল বিশেষজ্ঞের মতেই তা যবেহ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে তার মায়ের যবেহ তার জন্য যথেষ্ট হবে না। বাচ্চা পূর্ণাঙ্গ না হলে তা ফেলে দিবে। ইমাম মালেকেরও এই মত। কিন্তু আবু হানীফা ও যুফারের মতে, পেট থেকে বাচ্চা মৃত বের হলে তা খাওয়া যাবে না। ইমাম আহমাদ ও শাফিঈর মতে অপূর্ণাঙ্গ বাচ্চা হলেও তার গোশত খাওয়া যাবে (অনুবাদক)।



## كِتَابُ الصَّيْدِ

(শিকার)

অনুচ্ছেদ : ১

### بَابُ قَتْلِ الْكِلَابِ إِلَّا كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ زِرْعٍ

শিকারী কুকুর ও ক্ষেত পাহারার কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর নিধন সম্পর্কে ।

৩২০ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا شَبَابَةُ ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّقًا يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكَلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الصَّيْدِ .

৩২০০ । আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর নিধনের নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেন : লোকদের কুকুরের কী প্রয়োজন? অতঃপর তিনি তাদের শিকারী কুকুর রাখার অনুমতি দেন ।

৩২০.১ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا عَثْمَانُ بْنُ عَمْرٍاح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ قَالَ سَمِعْتُ مُطَرِّقًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَ بِقَتْلِ الْكِلَابِ ثُمَّ قَالَ مَا لَهُمْ وَلِلْكَلَابِ ثُمَّ رَخَّصَ لَهُمْ فِي كَلْبِ الزَّرْعِ وَكَلْبِ الْعَيْنِ قَالَ بُنْدَارُ الْعَيْنِ حَيْطَانُ الْمَدِينَةِ .

৩২০১ । আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন, অতঃপর বলেনঃ লোকদের কুকুরের কী প্রয়োজন? এরপর তিনি তাদের কৃষিক্ষেত ও বাগান পাহারায় নিয়োজিত কুকুর পোষার অনুমতি দেন । বুনদার (র) বলেন, 'আল-ঈন' হলো মদীনার বাগানসমূহ ।

৩২.২ - حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ أَبَانَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ تَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ  
قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِ الْكِلَابِ .

৩২০২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুকুর হত্যার নির্দেশ দেন।

৩২.৩ - حَدَّثَنَا أَبُو طَاهِرٍ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ  
عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ رَافِعًا صَوْتَهُ يَأْمُرُ بِقَتْلِ الْكِلَابِ وَكَانَتْ  
الْكِلَابُ تُقْتَلُ الْأُكْلَبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .

৩২০৩। সালিম (র) থেকে তার পিতার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উচ্চ কণ্ঠে কুকুর নিধনের নির্দেশ দিতে শুনেছি। শিকারী কুকুর অথবা পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর হত্যা করা হতো (তঁার যুগে)।

### অনুচ্ছেদ ৪২

بَابُ النَّهْيِ عَنِ اقْتِنَاءِ الْكَلْبِ الْأُكْلَبِ صَيْدٍ أَوْ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ

শিকারী কুকুর এবং কৃষিক্ষেত ও পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর ব্যতীত  
অন্যান্য কুকুর পোষা নিষিদ্ধ।

৩২.৪ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي  
يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَنْ  
اِقْتَنَى كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلُّ يَوْمٍ قَيْرَاطٍ إِلَّا كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ .

৩২০৪। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : যে ব্যক্তি কৃষিক্ষেত অথবা পশুপাল পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্যান্য কুকুর পোষে সে তার সৎকর্ম থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস করে।

৩২.৫ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ  
حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ

ﷺ لَوْ لَا أَنَّ الْكِلَابَ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَّمِ لَأَمَرْتُ بِقَتْلِهَا فَأَقْتُلُوا مِنْهَا الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ  
وَمَا مِنْ قَوْمٍ اتَّخَذُوا كَلْبًا إِلَّا كَلَبَ مَاشِيَةً أَوْ كَلَبَ صَيْدٍ أَوْ كَلَبَ حَرْثٍ إِلَّا نَقَصَ  
مِنْ أَجُورِهِمْ كُلُّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ ..

৩২০৫। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : কুকুর যদি আব্দাহর সৃষ্ট প্রজাতিগুলোর অন্তর্ভুক্ত প্রজাতি না হতো তবে আমি তা নির্মূল করার নির্দেশ দিতাম। অতএব তোমরা এর মধ্যে কালো কুকুর হত্যা করো। যে সম্প্রদায় পশুপাল পাহারায় নিয়োজিত কুকুর, শিকারী কুকুর ও কৃষিকার পাহারায় রত কুকুর ব্যতীত অন্য কুকুর পোষে তাদের সংকর্মে সওয়াব থেকে প্রতিদিন দুই কীরাত করে হ্রাস পায়।

৩২.৬ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ  
عَنْ يَزِيدَ ابْنِ خَصِيفَةَ عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ أَبِي زَهَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ  
النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ مَنْ افْتَنَى كَلْبًا لَا يُغْنِي عَنْهُ زَرْعًا وَلَا ضَرْعًا نَقَصَ مِنْ عَمَلِهِ  
كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ فَقِيلَ لَهُ أَنْتَ سَمِعْتَ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَيْ وَرَبِّ هَذَا الْمَسْجِدِ .

৩২০৬। সুফিয়ান ইবনে আবু যুহাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি : যে ব্যক্তি কুকুর পোষে এবং তা তার কৃষিক্ষেত বা মেষপাল পাহারায় প্রয়োজন হয় না, তার আমল থেকে প্রতিদিন এক কীরাত পরিমাণ হ্রাস পায়। সুফিয়ান (রা)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, আপনি কি সরাসরি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হ্যাঁ, এই মসজিদের প্রতিপালকের শপথ।

অনুবাদ : ৩

## بَابُ صَيْدِ الْكَلْبِ

কুকুর কর্তৃক ধৃত শিকার।

৩২.৭ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شَرِيحٍ  
حَدَّثَنِي رَيْبَعَةُ بْنُ يَزِيدَ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُسَنِيِّ

قَالَ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضُ أَهْلِ كِتَابٍ نَأْكُلُ فِي  
 آيَاتِهِمْ وَبَارِضُ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعْلَمِ وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الَّذِي  
 لَيْسَ بِمُعْلَمٍ قَالَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ فِي أَرْضِ أَهْلِ كِتَابٍ  
 فَلَا تَأْكُلُوا فِي آيَاتِهِمْ إِلَّا أَنْ لَا تَجِدُوا مِنْهَا بَدَأً فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مِنْهَا بَدَأً  
 فَاعْسَلُواهَا وَكُلُوا فِيهَا وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ مِنْ أَمْرِ الصَّيْدِ فَمَا أَصَبْتَ بِقَوْسِكَ فَادْكُرْ  
 اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ الْمُعْلَمِ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ وَكُلْ وَمَا صَدَّتْ بِكَلْبِكَ  
 الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَادْرَكَتْ ذَكَامَهُ فَكُلْ .

৩২০৭। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা আহলে কিতাবের (ইহুদী-খৃষ্টান) এলাকায় বসবাস করি। আমরা কখনো তাদের পাতে আহার করি। এখানে প্রচুর শিকার পাওয়া যায়। আমি তা আমার ধনুক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর দিয়ে শিকার করি এবং প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যেও শিকার করি। রাবী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তুমি যে বলছো- তোমরা আহলে কিতাবের এলাকায় বসবাস করো, একান্ত নিরুপায় না হলে তাদের পাতে আহার করো না। যদি তোমরা একান্ত ঠেকায় পড়ে যাও, তবে তাদের পাত্রে ধৌত করার পর তাতে আহার করো। আর শিকার সম্পর্কে তুমি যা উল্লেখ করেছো সে ক্ষেত্রে তুমি তোমার ধনুকের সাহায্যে যা শিকার করো তার উপর আত্মাহর নাম স্মরণ করো এবং খাও। আর তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধরো তাতে আত্মাহর নাম স্মরণ করো এবং খাও। আর তুমি প্রশিক্ষণহীন কুকুরের সাহায্যে যে শিকার ধরো তা যবেহ করতে পারলে খাও।

৩২০৮ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُثَنَّرِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ ثَنَا بِيَانُ بْنُ بَشْرٍ عَنْ  
 الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ  
 بِهَذِهِ الْكِلَابِ قَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كِلَابُكَ الْمُعْلَمَةَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مَا  
 أَمْسَكْنَ عَلَيْكَ إِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ الْكَلْبُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي  
 أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ آخَرُ فَلَا تَأْكُلْ قَالَ



ابْنُ مَاجَةَ سَمِعْتُهُ يَعْنِي عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ يَقُولُ حَجَجْتُ ثَمَانِيَةَ وَخَمْسِينَ حِجَّةً  
أَكْثَرَهَا رَاجِلٌ .

৩২০৮। আদী ইবনে হাজিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট জিজ্ঞেস করে বললাম, আমরা এই কুকুরের সাহায্যে শিকার ধরে থাকি। তিনি বলেন, তুমি তোমার প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কুকুর আব্দাহর নাম নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করে থাকলে সে তোমার জন্য যা শিকার করে তা খাও, তা সে হত্যা করে ফেললেও, কিন্তু (তা থেকে) কুকুর খেয়ে ফেললে (তা খেও না)। যদি কুকুর (তা থেকে) খেয়ে থাকে তবে তুমি তা ভক্ষণ করো না। কারণ আমার সন্দেহ হয় যে, সে তা নিজের জন্য শিকার করেছে। আর সাথে অন্য কুকুর থাকলে তুমি তা আহার করো না। ইবনে মাজা (র) বলেন, আমি আলী ইবনুল মুনযিরকে বলতে শুনেছি, আমি আটান্ন বার হজ্জ করেছি এবং এর অধিকাংশ বার পদব্রজে।

### অনুচ্ছেদ : ৪

بَابُ صَيْدِ كَلْبِ الْمَجُوسِ وَالْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَيْهِمِ

অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও ঘোর কালো কুকুরের শিকার।

۳۲۰۹- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شَرِيكَ عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ  
عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي بَزَّةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْبِشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَيْتَنَا  
عَنْ صَيْدِ كَلْبِهِمْ وَطَائِرِهِمْ يَعْنِي الْمَجُوسَ .

৩২০৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাদেরকে অগ্নি উপাসকদের কুকুর ও পাখির ধৃত শিকার খেতে নিষেধ করা হয়েছে।

۳۲۱- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حُمَيْدِ  
ابْنِ هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ  
الْكَلْبِ الْأَسْوَدِ الْبَيْهِمِ فَقَالَ شَيْطَانٌ .

৩২১০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ঘোর কালো কুকুর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেনঃ তা শয়তান।

## بَابُ صَيْدِ الْقَوْسِ

ধনুকের শিকার ।

৩২১১- حَدَّثَنَا أَبُو عُمَيْرٍ عَيْسَى بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَّاسُ وَعَيْسَى بْنُ يُونُسَ الرَّمْلِيُّ قَالَا تَنَا ضَمْرَةٌ بِنُ رَيْبَعَةَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُثَنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ كُلُّ مَا رَدَّتْ عَلَيْكَ قَوْسُكَ

৩২১১। আবু ছালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমার ধনুকের সাহায্যে ধৃত শিকার খাও।

৩২১২- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ تَنَا مَجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَوْمٌ نَرْمِي قَالَ إِذَا رَمَيْتَ وَخَزَقْتَ فَكُلْ مَا خَزَقْتَ .

৩২১২। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তীরন্দাজ সম্প্রদায়। তিনি বলেন : তুমি তীর নিক্ষেপ করলে এবং তা শিকারে বিদ্ধ হলে তা খাও।

## بَابُ الصَّيْدِ يَغِيبُ لَيْلَةً

এক রাত অতিবাহিত হওয়ার পর শিকারকৃত প্রাণী পাওয়া গেলে।

৩২১৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَاءَنَا مَعْمَرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشُّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرْمِي الصَّيْدَ فَيَغِيبُ عَنِّي لَيْلَةً قَالَ إِذَا وَجَدْتَ فِيهِ سَهْمَكَ وَلَمْ تَجِدْ فِيهِ شَيْئًا غَيْرَهُ فَكُلْهُ .

৩২১৩। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি শিকারের প্রতি তীর নিক্ষেপ করি, অতঃপর তা এক রাত পর্যন্ত নিখোঁজ থাকে। তিনি বলেন : তুমি শিকারের সাথে তোমার তীর পেলে এবং অন্য কিছু না পেলে তা খাও।

## بَابُ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ

পালক ও সূক্ষ্মাখবিহীন তীরের শিকার ।

৩২১৪- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ فُضَيْلٍ قَالَا ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الصَّيْدِ بِالْمِعْرَاضِ قَالَ مَا أَصَبْتَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَمَا أَصَبْتَ بِعَرَضِهِ فَهُوَ وَقِيدٌ .

৩২১৪। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পালক ও সূক্ষ্মাখবিহীন তীরের শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন : তীরের অগ্রভাগের আঘাতে যে শিকার ধরতে পারো তা খাও এবং তীরের পার্শ্বদেশের আঘাতে যে শিকার ধরো তা মৃত (তা খাওয়া যাবে না)।

৩২১৫- حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَارِثِ النَّخَعِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ لَا تَأْكُلُ إِلَّا أَنْ يُخْرَقَ .

৩২১৫। আদী ইবনে হাতেম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তীর বা লাঠির পার্শ্বদেশের আঘাতে ধৃত শিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বলেন, তার শিকার খেও না, কিন্তু যদি তা শিকারের দেহ ভেদ করে (তবে খাবে)।

## بَابُ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حِيَّةٌ

জীবিত প্রাণীর দেহের অংশবিশেষ কর্তন করলে তা মৃত হিসাবে গণ্য।

৩২১৬- حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ بْنُ كَاسِبٍ ثَنَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ مَا قُطِعَ مِنَ الْبَهِيمَةِ وَهِيَ حِيَّةٌ فَمَا قُطِعَ مِنْهَا فَهُوَ مَيْتَةٌ .

৩২১৬। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : জীবিত প্রাণীর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য।

৩২১৭ - حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ ثَنَا أَبُو بَكْرِ الْهَدَلِيُّ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يُحِبُّونَ أَسِنَّةَ الْإِيلِ وَيَقْطَعُونَ أَذْنَابَ الْغَنَمِ إِلَّا فَمَا قُطِعَ مِنْ حَيٍّ فَهُوَ مَيِّتٌ .

৩২১৭। তামীম আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : শেষ যুগে এমন একদল লোকের আবির্ভাব হবে, যারা উটের কুঁজ এবং মেষের লেজের (প্রান্তভাগের চর্বিযুক্ত মোটা) অংশ (খাওয়ার জন্য) কেটে বিচ্ছিন্ন করবে। সাবধান ! জীবন্ত প্রাণীর দেহের কোন অংশ কেটে বিচ্ছিন্ন করা হলে তা মৃত হিসাবে গণ্য (তা খাওয়া নিষিদ্ধ)।

### অনুচ্ছেদ : ৯

## بَابُ صَيْدِ الْحَيْتَانِ وَالْجَرَادِ

মাছ ও টিডিড শিকার।

৩২১৮ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ أَحَلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ الْحَوْتُ وَالْجَرَادُ .

৩২১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : আমাদের জন্য দুইটি মৃতজীব হালাল করা হয়েছে : মাছ ও টিডিড (এক প্রকারের বড় জাতের ফড়িং)।

৩২১৯ - حَدَّثَنَا أَبُو بَشِيرٍ بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ابْنِ عُمَارَةَ ثَنَا أَبُو الْعَوَّامِ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سُنِلَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنِ الْجَرَادِ فَقَالَ أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ لَا أَكُلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ .

৩৪১৯। সালমান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট টিডিড সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন : আব্দুল্লাহ তাআলার বিরাত বাহিনী। আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না।

৩২২০ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ (سَعْدِ) الْبَقَالِ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ كُنُّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ ﷺ يَتَهَادَيْنَ الْجِرَادَ عَلَى الْأَطْبَاقِ .

৩২২০। আনাস ইবনে মালেক (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণ ধরে ধরে সাজিয়ে টিড্ডি উপটোকন পাঠাতেন।

৩২২১ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَمَلِيُّ ثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ثَنَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَلَاءَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَأَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا دَعَا عَلَى الْجِرَادِ قَالَ اللَّهُمَّ أَهْلِكَ كِبَارَهُ وَأَقْتُلْ صِفَارَهُ وَأَفْسِدْ بَيْضَهُ وَأَقْطَعْ دَابِرَهُ وَخُذْ بِأَفْوَاهِهَا عَنْ مَعَايِشِنَا وَارْزُقْنَا إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَدْعُو عَلَى جُنْدٍ مِنْ أَجْنَادِ اللَّهِ بِقَطْعِ دَابِرِهِ قَالَ إِنَّ الْجِرَادَ نَشْرَةُ الْحَوْتِ فِي الْبَحْرِ قَالَ هَاشِمٌ قَالَ زِيَادٌ فَحَدَّثَنِي مِنْ رَأَى الْحَوْتِ يَنْثَرُهُ .

৩২২১। জাবির ও আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম টিড্ডির ব্যাপারে বদদোয়া করলে বলতেন : “হে আল্লাহ! বড় টিড্ডিগুলো ধ্বংস করো, ছোটগুলো হত্যা করো, এর ডিমগুলো নষ্ট করে তার মূলোৎপাটন করো এবং আমাদের কৃষিজ উৎপাদনের ক্ষতিসাধন থেকে এবং আমাদের জীবিকা থেকে তার মুখ বন্ধ করে দাও। নিশ্চয় তুমিই দোয়া শ্রবণকারী”। এক ব্যক্তি বললো, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর একদল সৈনিকের মূলোৎপাটনের জন্য আপনি কিরূপে বদদোয়া করলেন? তিনি বলেন : সমুদ্রে মাছের হাঁচি থেকে টিড্ডি নির্গত হয়। হাশিম (র)-বলেন, যিাদ বলেছেন, এমন এক ব্যক্তি আমাদের তা বলেছেন, যিনি মাছকে হাঁচি দিয়ে টিড্ডি নির্গত করতে দেখেছেন।

৩২২২ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ثَنَا وَكِيعٌ ثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي الْمُهِزَمِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي حَجَّةٍ أَوْ عُمْرَةٍ فَاسْتَقْبَلَنَا رَجُلٌ مِنْ جِرَادٍ أَوْ ضَرْبٍ مِنْ جِرَادٍ فَجَعَلْنَا نَضْرِبُهُنَّ بِأَسْوَابِنَا وَنَعَالِنَا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ كُلُّهُ فَإِنَّهُ مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ .

৩২২২। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে হজ্জ্ব অথবা উমরা করতে রওয়ানা হলাম। আমাদের সামনে একপাল টিডিড অথবা এক প্রকারের টিডিড উপস্থিত হলো। আমরা আমাদের চাবুক ও জুতা দিয়ে তা মারতে লাগলাম। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তা খাও, কারণ তা সামুদ্রিক বা জলজ শিকার।

অনুচ্ছেদ : ১০

بَابُ مَا يُنْهَى عَنْ قَتْلِهِ

যে প্রাণী হত্যা করা নিষেধ।

৩২২৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَا تَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ تَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْفَضْلِ عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ الصُّرْدِ وَالضَّفْدَعِ وَالنَّمْلَةِ وَالْهُدْهِدِ .

৩২২৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সুরাদ পাখি<sup>১</sup> বেঙ, পিপীলিকা ও হুদহুদ পাখি হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।

৩২২৪- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ قَتْلِ أَرْبَعٍ مِنَ الدُّوَابِّ النَّمْلَةِ وَالنَّحْلِ وَالْهُدْهِدِ وَالصُّرْدِ .

৩২২৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চার ধরনের প্রাণী হত্যা করতে নিষেধ করেছেন : পিপীলিকা, মৌমাছি, হুদহুদ পাখি ও সুরাদ পাখি।

৩২২৫- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ وَأَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيَّانِ قَالَا تَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ ﷺ قَالَ إِنْ نَبِيًّا مِّنْ

১. মোটা মাথা, সাদা পেট ও সবুজ পিঠযুক্ত এক প্রকারের পাখি, যা ক্ষুদ্র পাখিদের শিকার করে আহার করে (অনুবাদক)।

الْأَنْبِيَاءِ قَرَصَتْهُ نَمْلَةٌ فَأَمَرَ بِقَرْمَةِ النَّمْلِ فَأَحْرَقَتْ فَأَوْحَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهِ فِي أَنْ  
قَرَصَتْكَ نَمْلَةٌ أَهْلَكَتْ أُمَّةً مِنَ الْأُمَمِ تُسَبِّحُ .

৩২২৫। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। আল্লাহর নবী সাদ্দাওয়াহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নবীগণের মধ্যকার এক নবীকে একটি পিপীলিকা দংশন করলো। তিনি পিপীলিকাদের জনপদ সম্পর্কে নির্দেশ দিলেন এবং তদনুযায়ী তা জ্বালিয়ে দেয়া হলো। এজন্য আল্লাহ তাআলা তাঁর প্রতি ওহী নাযিল করেন : একটি পিপীলিকা তোমাকে দংশন করেছে, আর তুমি আল্লাহর গুণগানে রত তাদের গোটা জাতিকে ধ্বংস করলে।

۳۲۲۵(۱) - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَىٰ ثَنَا أَبُو صَالِحٍ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ عَنْ يُونُسَ  
عَنِ ابْنِ شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ وَقَالَ قَرَصَتْ .

৩২২৫(১)। মুহাম্মাদ ইবনে ইয়াহইয়া-আবু সালাহ-লাইস-ইউনুস ইবনে শিহাব (র) থেকে এই সনদসূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

### অনুচ্ছেদ : ১১

## بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْخَذْفِ

কাঁকর নিক্ষেপ নিষিদ্ধ।

۳۲۲۶ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ  
سَعِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ النَّبِيَّ  
ﷺ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ  
السِّنَّ وَتَفْقَأُ الْعَيْنَ قَالَ فَعَادَ فَقَالَ أَحَدُكَ أَنْ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ لَا  
أَكَلِمَكَ أَبَدًا .

৩২২৬। সাঈদ ইবনে জুবাইর (র) থেকে বর্ণিত। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা)-র এক নিকটাত্মীয় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি তাকে বারণ করেন এবং বলেন, নবী সাদ্দাওয়াহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁকর নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : “তার সাহায্যে শিকারও ধরা যায় না, শত্রুকেও আঘাত হানা যায় না, কিন্তু তা দাঁত ভাংগে ও চোখ নষ্ট করে।” রাবী বলেন, সে পুনরায় কাঁকর নিক্ষেপ করলে তিনি বলেন, আমি

তোমাকে হাদীস শুনাচ্ছি যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেছেন, আর তুমি পুনরায় তা নিষ্কেপ করছো! আমি কখনও তোমার সাথে কথা বলবো না।

৩২২৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ صُهَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْقِلٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ ﷺ عَنِ الْحَذْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَا تَنْكِي الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهَا تَفْقَأُ الْعَيْنَ وَتَكْسِرُ السِّنَّ .

৩২২৭। আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাঁকর নিষ্কেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন : তা শিকারও হত্যা করতে পারে না, শত্রুকেও আঘাত হানতে পারে না, কিন্তু তা চোখ নষ্ট করে এবং দাঁত ভাঙ্গে।

### অনুচ্ছেদ : ১২

## بَابُ قَتْلِ الْوَزَغِ

গিরগিটি নিধন।

৩২২৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ ابْنِ جُبَيْرٍ عَنْ سَعِيدِ الْمُسَيْبِ عَنْ أُمِّ شَرِيكٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهَا بِقَتْلِ الْأَوْزَاعِ .

৩২২৮। উম্মু শারীক (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে গিরগিটি হত্যা করার নির্দেশ দেন।

৩২২৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ ثَنَا سُهَيْلٌ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ مَنْ قَتَلَ وَزَغًا فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا (أَدْنَى مِنَ الْأُولَى) وَمَنْ قَتَلَهَا فِي الضَّرْبَةِ الثَّلَاثَةِ فَلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ (أَدْنَى مِنَ الْأُولَى) ذِكْرُهُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ .



৩২২৯। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : যে ব্যক্তি প্রথম আঘাতে গিরগিটি হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এত এত পরিমাণ পুণ্য। যে ব্যক্তি দ্বিতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে তার জন্য এই এই পরিমাণ পুণ্য (কিন্তু প্রথম আঘাতের তুলনায় কম)। আর যে ব্যক্তি তৃতীয় আঘাতে তা হত্যা করতে পারবে, তার জন্য এই এই পরিমাণ পুণ্য (কিন্তু দ্বিতীয় আঘাতের তুলনায় কম)।

৩২৩- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ السَّرْحِ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُوثَسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ لِلْوَزَعِ الْفُورِسِقَةُ .

৩২৩০। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গিরগিটি সম্পর্কে বলেন : তা ক্ষতিকর প্রাণী।

৩২৩১- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يُوثَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ سَائِبَةَ مَوْلَاةِ الْفَاكِهِ بْنِ الْمُغِيرَةَ أَنَّهَا دَخَلَتْ عَلَى عَائِشَةَ فَرَأَتْ فِي بَيْتِهَا رُمَحًا مَوْضُوعًا فَقَالَتْ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ مَا تَصْنَعِينَ بِهَذَا قَالَتْ نَقُتِلُ بِهِ هَذِهِ الْأَوْزَاعَ فَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ ﷺ أَخْبَرَنَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ لَمَّا أُلْقِيَ فِي النَّارِ لَمْ تَكُنْ فِي الْأَرْضِ دَابَّةٌ إِلَّا أَطْفَاتِ النَّارِ غَيْرَ الْوَزَعِ فَإِنَّهَا كَانَتْ تَنْفُخُ عَلَيْهِ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِقَتْلِهِ .

৩২৩১। ফাকিহা ইবনুল মুগীরার মুক্তদাসী সাইবা (র) থেকে বর্ণিত। তিনি আয়েশা (রা)-র নিকট প্রবেশ করে তার ঘরে একটি বর্শা রক্ষিত দেখতে পান। তিনি জিজ্ঞেস করেন, হে উম্মুল মুমিনীন! আপনারা এটা দিয়ে কি করেন? তিনি বলেন, আমরা এই বর্শা দিয়ে এসব গিরগিটি হত্যা করি। কারণ আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের অবহিত করেছেন যে, ইবরাহীম (আ)-কে যখন অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হলো, তখন পৃথিবীর বুকে এমন কোন প্রাণী ছিলো না, যা আগুন নিভাতে চেষ্টা করেনি, গিরগিটি ব্যতীত। সে বরং আগুনে ফুঁ দিয়েছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটিকে হত্যা করার নির্দেশ দেন।

## بَابُ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السَّبَاعِ

শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম ।

৩২৩২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَنبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي أَبُو اذْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ قَالَ الزُّهْرِيُّ وَكَمْ أَسْمَعُ بِهَذَا حَتَّى دَخَلْتُ الشَّامَ .

৩২৩২। আবু সালাবা আল-খুশানী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খেতে নিষেধ করেছেন। যুহরী (র) বলেন, আমি সিরিয়ায় পৌছার পূর্ব পর্যন্ত এ হাদীস শুনেতে পাইনি।

৩২৩৩- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ سِنَانٍَ وَأَسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَا ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ ابْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ أَكْلُ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ حَرَامٌ .

৩২৩৩। আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু খাওয়া হারাম।

৩২৩৪- حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ خَلْفٍ ثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنِ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ .

৩২৩৪। ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খায়বার যুদ্ধের দিন শিকারী দাঁতযুক্ত যে কোন হিংস্র জন্তু এবং নখরযুক্ত যে কোন শিকারী পাখি আহার করতে নিষেধ করেছেন।

## بَابُ الذِّئْبِ وَالثُّعْلَبِ

নেকড়ে বাঘ ও ঝেঁকশিয়াল।

৩২৩৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاصِحٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ جِبَانَ بْنِ جَزَاءٍ عَنْ أَخِيهِ حُزَيْمَةَ بْنِ جَزَاءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لَأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْنَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الثُّعْلَبِ قَالَ وَمَنْ يَأْكُلُ الثُّعْلَبَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الذِّئْبِ قَالَ وَيَأْكُلُ الذِّئْبَ أَحَدٌ فِيهِ خَيْرٌ .

৩২৩৫। খুয়াইমা ইবনে জায়ই (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আমি আপনার নিকট যমীনের কীট সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য এসেছি। আপনি ঝেঁকশিয়াল সম্পর্কে কী বলেন? তিনি পাশটা জিজ্ঞেস করেন : কে ঝেঁকশিয়াল খায়? আমি বললাম, ইয়া রাসূলান্নাহ! আপনি নেকড়ে বাঘ সম্পর্কে কী বলেন? তিনি বলেন : যার মধ্যে কোন ভালো গুণ আছে সেরূপ কোন ব্যক্তি কি তা খেতে পারে?

## بَابُ الضَّبُعِ

দাবু (বেজি ও ভালুকের মাঝামাঝি চতুষ্পদ জন্তু)।

৩২৩৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَا ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ ابْنِ أَبِي عَمَّارٍ (وَهُوَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ) قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الضَّبُعِ أَصِيدُ هُوَ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَكَلَهَا قَالَ نَعَمْ قُلْتُ أَسَىءُ سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ نَعَمْ .

৩২৩৬। আবদুর রহমান ইবনে আবু আন্নার (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র নিকট 'দাবু' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম, তা শিকার কিনা? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি বললাম, আমি কি তা খেতে পারি? তিনি বলেন, হ্যাঁ। আমি

বললাম, আপনি কি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শুনেছেন? তিনি বলেন, হাঁ।

৩২৩৭- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاصِعٍ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَانَ بْنِ جَزَاءٍ عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ جَزَاءٍ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ قَالَ وَمَنْ يَأْكُلُ الضَّبَّ .

৩২৩৭। খুযাইমা ইবনে জায়্ই (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! 'দাবু' সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন : কোন্ লোক দাবু আহার করে?২

### অনুচ্ছেদ : ১৬

## بَابُ الضَّبِّ

গুইসাপ।

৩২৩৮- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَيْلٍ عَنِ حُصَيْنِ عَنِ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَصَابَ النَّاسُ ضِبَابًا فَاشْتَوَوْهَا فَآكَلُوا مِنْهَا فَاصْبَتْ مِنْهَا ضِبًّا فَشَرِبَتْهُ ثُمَّ آتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخَذَ جَرِيدَةً فَجَعَلَ يَعْدُ بِهَا أَصَابِعَهُ فَقَالَ إِنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مَسِخَتْ دَوَابَّ فِي الْأَرْضِ وَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهَا هِيَ فَقُلْتُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ اشْتَوَوْهَا فَآكَلُوهَا فَلَمْ يَأْكُلْ وَلَمْ يَنْهَ .

৩২৩৮। সাবিত ইবনে ইয়াযীদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। লোকেরা গুইসাপ ধরে তা ভুনা করে

২. দাবু শব্দের ইংরাজী তরজমায় হায়েনা, উর্দু তরজমায় বিজ্জু (হিন্দী) ও কাফতার (ফারসী) এবং বাংলা তরজমায় কেউ কেউ বনবিড়াল জাতীয় প্রাণী (খটাস, ডাম, গন্ধগোকুল) লিখেছেন। আল-মুনজিদ শীর্ষক আরবী অভিধানে উক্ত শব্দে নির্দেশক যে প্রাণীর ছবি দেয়া হয়েছে তা হলো হায়েনা, যা অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী এবং হারাম। কিন্তু উর্দু ও বাংলা তরজমাকারগণ যে প্রাণী বুঝিয়েছেন তা খাওয়া সাদ ইবনে আবু ওয়াক্কাস, ইবনে আব্বাস (রা), আতা, শাফিঈ, আহমাদ, ইসহাক ও আবু সাওর (র) বৈধ বলেছেন, পক্ষান্তরে সুফিয়ান সাওরী, আবু হানীফা, মালেক ও সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব (র) অবৈধ বলেছেন (অনুবাদক)।

আহার করলো। আমিও একটি শুইসাপ ধরে তা ভুনা করে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে এলাম। তিনি একটি কাঠ তুলে নিয়ে তা দিয়ে সেটির আংশুল গণনা করতে লাগলেন, অতঃপর বলেন : বনী ইসরাঈলের একটি সম্প্রদায়ের চেহারা বিকৃত হয়ে পৃথিবীর জন্তুতে পরিণত হয়। আমি জানি না, এটাই সেই প্রাণী কিনা। আমি বললাম, লোকেরা তা ভুনা করে খেয়েছে। কিন্তু তিনি তা আহারও করেনি এবং আহার করতে নিষেধও করেননি।

৩২৩৯- حَدَّثَنَا أَبُو اسْحَاقَ الْهَرَوِيُّ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَاتِمٍ ثَنَا اِسْمَاعِيلُ اِبْنُ عَلِيَّةٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ اَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ الْيَشْكُرِيِّ عَنْ جَابِرِ اِبْنِ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُحْرَمِ الضَّبُّ وَلَكِنْ قَدْرَهُ وَاِنَّهُ لَطَعَامُ عَامَةِ الرَّعَاءِ وَاَنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاَحَدٍ وَّلَوْ كَانَ عِنْدِي لَاَكَلْتُهُ .

৩২৩৯। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুইসাপ হারাম করেননি, কিন্তু তা অপছন্দ করেছেন। এটা পশুপালের রাখালদের খাদ্য। আব্দাহ তাআলা এই প্রাণীর দ্বারা অনেককে উপকৃত করেন। আমার নিকট থাকলে আমি তা অবশ্যই আহার করতাম।

৩২৩৯(১)- حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلْفٍ ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ .

৩২৩৯(১)। আবু সালামা ইয়াহইয়া ইবনে খালাফ-আবদুল আলা-সাদ্দ ইবনে আবু আরুবা-কাতাদা-সুলায়মান-জাবির (রা)-উমার ইবনুল খাতাব (রা)-নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূত্রে উপরোক্ত হাদীসের অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

৩২৪- حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ نَادَى رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ حِينَ انْصَرَفَ مِنَ الصَّلَاةِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللّٰهِ اِنْ اَرْضَنَا اَرْضٌ مُضَبَّةٌ فَمَا تَرَى فِي الضِّيَابِ قَالَ بَلَّغْنِي اِنَّهُ اُمَّةٌ مُسِيخَتْ فَلَمْ يَأْمُرْ بِهِ وَّلَمْ يَنْهَ عَنْهُ .

৩২৪০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামায শেষে ক্ষিরছিলেন তখন আহলে সুফ্ফার মধ্যকার এক ব্যক্তি তাঁকে ডেকে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমাদের এলাকায় প্রচুর গুইসাপ পাওয়া যায়। এই প্রাণী সম্পর্কে আপনার কি অভিমত? তিনি বলেন : আমি জানতে পেরেছি যে, একটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টিগত রূপ সম্পূর্ণ পরিবর্তিত করে দেয়া হয়েছে। অতএব তিনি তা খাওয়ার নির্দেশও দেননি এবং তা খেতে নিষেধও করেননি।

৩২৪১- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى الْجَمِصِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ خَالِدِ ابْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَتَى بِضَبٍّ مَشْوِيٍّ فَقَرَّبَ إِلَيْهِ فَأَهْوَى بِيَدِهِ لِيَأْكُلَ مِنْهُ فَقَالَ لَهُ مَنْ حَضَرَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ لَحَمٌ ضَبٍّ فَرَفَعَ يَدَهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ خَالِدٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْرَامٌ قَالَ وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بَارِضِيٍّ فَأَجِدُنِي أَعَافُهُ قَالَ فَأَهْوَى خَالِدٌ إِلَى الضَّبِّ فَأَكَلَ مِنْهُ وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَنْظُرُ إِلَيْهِ .

৩২৪১। খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য ভূনা গুইসাপ এনে তাঁর সামনে পরিবেশন করা হলে তিনি তা খাওয়ার জন্য হাত বাড়ালেন। তাঁর নিকটে উপস্থিত এক ব্যক্তি বললো, এটা গুইসাপের গোশত। তিনি নিজের হাত তুলে নিলেন। খালিদ (রা) তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, গুইসাপ কি হারাম? তিনি বলেন : না, কিন্তু তা আমার এলাকার প্রাণী নয়। তাই এটাতে আমার রুচি হয় না। খালিদ (রা) হাত বাড়িয়ে তা নিলেন এবং আহার করলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

৩২৪২- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا أَحْرَمَ يَعْنِي الضَّبُّ .

৩২৪২। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : আমি গুইসাপ হারাম বলি না।<sup>৩</sup>

৩. ইমাম নববী (র) বলেন, সর্বাধিক সংখ্যক মুসলিম বিশেষজ্ঞগণের ঐক্যমত অনুযায়ী গুইসাপ খাওয়া জায়েয, মার্করুহ নয়, কিন্তু ইমাম আবু হানীফা (র) ও তার সহচরগণের মতে মার্করুহ। গুইসাপ হারাম না হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা আহার করেননি কেন? এর জবাব নিম্নোক্ত হাদীস থেকে জানা যায়: ইবনে আব্বাস (রা) খালিদ ইবনুল ওয়ালীদ (রা)-র সূত্রে বর্ণনা

করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা (রা)-র ঘরে প্রবেশ করেন। অতঃপর ঠাইসাপের ডুনা গোশত পেশ করা হলে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাত্রের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। কোন কোন মহিলা তখন বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা খেতে যাচ্ছেন সে সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করো। তারা বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! তা ঠাইসাপ। সংগে সংগে তিনি তাঁর হাত তুলে নেন। আমি (খালিদ) বললাম, ইয়া রাসূলুল্লাহ! তা কি হারাম? তিনি বলেন, না। তবে এটা আমার সম্প্রদায়ের এলাকার প্রাণী নয়, তাই আমি তা খেতে পছন্দ করি না। খালিদ (রা) বলেন, আমি তা টেনে নিয়ে আহ্বার করলাম এবং রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকিয়ে দেখছিলেন (বুখারী, ইবনে মাজা)। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। উমার ইবনুল (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঠাইসাপ হারাম করেননি, তবে তিনি তা অরুচিকর মনে করেছেন। উমার (রা) আরো বলেন, এগুলো সাধারণত রাখালরা খেয়ে থাকে। আল্লাহ তাআলা এগুলো দ্বারা বহু লোকের উপকার করেন। আমি পেলে তা ডুনা করে খেতাত (মুসলিম, ইবনে মাজা)। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমার খালা উম্মু হাফীদা (রা) রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পনির, ঘি ও ঘুইসাপের গোশত উপটৌকন দেন। তিনি ঘি ও পনির থেকে আহ্বার করেন এবং অরুচিকর হওয়ার ঠাইসাপের গোশত ত্যাগ করেন। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, তা রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে আহ্বার করা হলো। তা হারাম হলে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে একই দস্তরখানে তা আহ্বার করা যেতো না (বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ)। সাবিত ইবনে ওয়াদীআ (রা) বলেন, আমরা এক সাময়িক অভিযানে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। আমরা করেকটি ঠাইসাপ ধরি এবং তার মধ্য থেকে একটিকে ডুনা করি। আমি রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে তা তাঁর সামনে রাখি। তিনি একটি কাঠ খণ্ড তুলে নিয়ে তার দ্বারা এর আংগুলগুলো গণনা করেন, অতঃপর বলেন, বনু ইসরাঈলের একটি দলের স্বরূপ বিকৃত হয়ে পৃথিবীর প্রাণীতে পরিণত হয়। আমি জ্ঞানি না সেটি কোন প্রাণী? রাবী বলেন, তিনি তা আহ্বার করেননি এবং আহ্বার করতে নিষেধও করেননি (আবু দাউদ, নাসাঈ)।

ইমাম আবু হানীফা, আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ (র) ঠাইসাপ ভক্ষণ মাকরূপ বলেছেন। তারা নিম্নোক্ত হাদীস নিজেদের মতের সমর্থনে দলীল হিসাবে পেশ করেন। আয়েশা (রা) বলেন, “রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ঠাইসাপের গোশত উপটৌকন প্রদান করা হয় কিন্তু তিনি তা আহ্বার করেননি। আয়েশা (রা) তা জনৈক ভিক্ষুককে প্রদান করতে উদ্যত হলে রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন, তুমি যা আহ্বার করবে না তা কি অপরকে দান করবে? ইমাম মুহাম্মাদ (র) বলেন, এতে প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিজের জন্যও অপছন্দ করেছেন এবং অন্যদের জন্যও।

হানাফী ফকীহ ও হাদীসবেত্তা ইমাম তাহাবী (র) বলেন, ঠাইসাপের গোশত ভক্ষণ অপছন্দনীয় (মাকরূহ) হওয়ার দলীল উক্ত হাদীস দ্বারা প্রদান করা যায় না। রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম উত্তম খাদ্যদ্রব্য দান করে আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য উৎসাহিত করেছেন। যে খাদ্য দাতা নিজের জন্য অরুচিকর মনে করে, আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য তা দান করা আয়েশা (রা)-র জন্য তিনি অপছন্দ করেছেন। যেমন রাসূলুল্লাহ সান্নায়াহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিকৃষ্ট খেজুর দান-খয়রাত করতে নিষেধ করেছেন (তুহফা, ৫খ, পৃ. ৪৯৭)। অতএব হাদীসবেত্তাগণ প্রধানত বৈধ হওয়ার মতকেই অগ্রাধিকার প্রদান করেছেন (অনুবাদক)।

بَابُ الْأَرْتَبِ

খরগোশ।

৩২৪৩- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا ثَنَا شُعْبَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا بِمَرِّ الظُّهْرَانِ فَأَنْفَجْنَا أَرْتَبًا فَسَعَوْا عَلَيْهَا فَلَقَبُوا فَسَعَيْتُ حَتَّى أَدْرَكْتُهَا فَاتَيْتُ بِهَا أَبَا طَلْحَةَ فَذَبَحَهَا فَبَعَثَ بِعَجْزِهَا وَوَرَكَيْهَا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَبِلَهَا .

৩২৪৩। আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা “মারজা-জাহরান (ওয়ারী ফাতেমা) এলাকা অতিক্রমকালে একটি খরগোশকে উত্তেজিত করে বের করলাম। লোকেরা তার পিছু ধাওয়া করে ক্লাস্ত হয়ে পড়লো। অতঃপর আমি তার পিছু ধাওয়া করে তা ধরে ফেললাম এবং তা নিয়ে আবু তালহা (রা)-র নিকট আসলাম। তিনি তা যবেহ করলেন। অতঃপর তার নিতম্ব ও উরুর গোশত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পাঠালেন। তিনি তা গ্রহণ করলেন।

৩২৪৪- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَنْبَأَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ صَفْوَانَ أَنَّهُ مَرَّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ بِأَرْتَبَيْنِ مُعْلَقَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ هَذَيْنِ الْأَرْتَبَيْنِ فَلَمْ أَجِدْ حَدِيدَةَ أُدْكِيهِمَا بِهَا فَذَكَيْتُهُمَا بِمَرَّةٍ أَفَاكُلُ قَالَ كُلْ .

৩২৪৪। মুহাম্মাদ ইবনে সাফওয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি দুইটি খরগোশ কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমি এই খরগোশ দুইটি ধরেছি কিন্তু এমন কোন লৌহাঙ্ক পেলাম না, যা দিয়ে তা যবেহ করতে পারতাম। তাই আমি একটি ধারালো সাদা পাথর দিয়ে তা যবেহ করেছি। আমি কি তা আহার করতে পারি? তিনি বলে : আহার করো।

৩২৪৫- حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا يَحْيَى بْنُ وَاصِعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ أَبِي الْمُخَارِقِ عَنْ حِبَّانَ بْنِ جَزْءٍ عَنْ أَخِيهِ خُزَيْمَةَ بْنِ



جَزَاءٍ قَالِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ جِئْتُكَ لَأَسْأَلَكَ عَنْ أَحْتَاشِ الْأَرْضِ مَا تَقُولُ فِي الضَّبِّ قَالَ لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنِّي أَكَلْتُ مِمَّا لَمْ تُحْرِمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ فَقَدْتُ أُمَّةً مِنَ الْأُمَّمِ وَرَأَيْتُ خَلْقًا رَأَيْتُ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا تَقُولُ فِي الْأَرْتَبِ قَالَ لَا أَكَلُهُ وَلَا أَحْرِمُهُ قُلْتُ فَإِنِّي أَكَلْتُ مِمَّا لَمْ تُحْرِمْ وَلِمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَبَيْتُ أَنَّهَا تَدْمَى .

৩২৪৫। খুযাইমা ইবনে জায়ই (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি মাটির গর্ভে বসবাসকারী প্রাণী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করার জন্য আপনার নিকট এসেছি। শুইসাপ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন : আমি নিজে তা খাই না এবং হারামও করি না। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিস আপনি হারাম করবেন না তা কি আমি আহার করতে পারি, আর আপনিই বা কেন তা আহার করেন না? তিনি বলেন : কোন এক সম্প্রদায় বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং তাদের গঠন এরূপ দেখেছি বলে আমার সন্দেহ হচ্ছে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! খরগোশ সম্পর্কে আপনি কি বলেন? তিনি বলেন, আমি তা খাইও না এবং হারামও করি না। আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! যে জিনিস আপনি হারাম করেন না, তা কি আমি আহার করতে পারি, আর আপনি তা কেন খান না? তিনি বলেন : আমাকে অবহিত করা হয়েছে যে, তা ঋতুবতী হয়।

অনুচ্ছেদ : ১৮

### بَابُ الطَّافِي مِنْ صَيْدِ الْبَحْرِ

সমুদ্রগর্ভে মরে ভেসে ওঠা মাছ।

৩২৪৬- حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ ثَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ حَدَّثَنِي صَفْوَانُ بْنُ سُلَيْمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَلَمَةَ مِنْ آلِ ابْنِ الْأَزْرَقِ أَنَّ الْمُغْبِرَةَ بْنَ أَبِي بَرْدَةَ وَهُوَ مِنْ بَنِي عَبْدِ الدَّارِ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْبَحْرُ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحِلُّ مَيْتَتُهُ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ بَلَّغَنِي عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْجَوَادِ أَنَّهُ قَالَ هَذَا نِصْفُ الْعِلْمِ لِأَنَّ الدُّنْيَا بَرٌّ وَيَحْرُ فَقَدْ أَفْتَاكَ فِي الْبَحْرِ وَيَقِي الْبِرُّ .

৩২৪৬। আবু হুরায়রা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : “সমুদ্রের পানি পাক এবং তার মৃতজীব হালাল”। আবু আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমি আবু উবায়দা আল-জাওয়াদের সূত্রে জানতে পেরেছি যে, তিনি বলেন, এটা জ্ঞানের অর্ধেক। কারণ দুনিয়াটা (দুইভাগে বিভক্ত) : স্থলভাগ ও জলভাগ। অতএব তোমাকে জলভাগ সম্পর্কে কতোয়া দেয়া হয়েছে। আর অবশিষ্ট থাকলো স্থলভাগ।

৩২৪৭- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ تَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيُّ تَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ أُمِيَّةَ عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ مَا أَلْقَى الْبَحْرُ أَوْ جَزَرَ عَنْهُ فَكُلُّوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَفًا فَلَا تَأْكُلُوهُ .

৩২৪৭। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন : সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা তোমরা আহার করো। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানির উপর ভেসে উঠে তা আহার করো না।<sup>৪</sup>

৪. মাটির বুকে যেমন হাজারো রকমের প্রাণী রয়েছে, তেমনি পানির জগতেও রয়েছে অসংখ্য প্রাণী। দিন দিন সমুদ্র বিজ্ঞানের যতই উন্নতি হচ্ছে এ সম্পর্কে আমরা ততই নতুন নতুন তথ্য জানতে পারছি। পানির জগতে বসবাসকারী প্রাণীসমূহ খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ আলেমদের বিভিন্ন মত রয়েছে। ফিক্‌হবিদগণের সর্বাধিক সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মতে, পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা জায়েয। অপর এক দল ফিক্‌হবিদের মতে, নির্দিষ্ট কতিপয় প্রাণী ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। আর হানাফী মাযহাবের ফিক্‌হবিদদের মতে, পানির জগতের সকল প্রকারের মাছ খাওয়া হালাল। এছাড়া আর সব প্রাণীই হারাম। আরেক দল ফিক্‌হবিদের মতে, স্থলভাগের যেসব প্রাণী খাওয়া হারাম, পানির জগতের ঐ জাতীয় প্রাণীগুলো ছাড়া আর সবই খাওয়া হালাল। কুরআন মজীদদের আয়াতে ‘বাহর’ (সমুদ্র) শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সাগর-মহাসাগর-নদী নালা, খাল-বিল, পুকুর ইত্যাদি সর্বপ্রকার জলাশয় এর অন্তর্ভুক্ত। এসম্পর্কে কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাকসীরকারের অভিমত এখানে উল্লেখ করা হলো :

আত্তামা সাইয়েদ মাহমুদ আলুসী (র) লিখেছেন, ইবনে আক্বাস (রা), ইবনে উমার (রা) এবং কাতাদার মতে সমুদ্রের শিকার বলতে পানিতে বসবাসকারী যেসব প্রাণী শিকার করা হয় এবং পরে মারা যায়-তা বুঝানো হয়েছে। আর “সমুদ্রের খাদ্য” বলতে সমুদ্র যেসব প্রাণী মৃত অবস্থায় (উপরিভাগে) নিক্ষেপ করে তা বুঝানো হয়েছে। সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যাব, ইবনে জারীর, মুজাহিদ এবং ইবনে আক্বাস (রা)-র অপর মত অনুযায়ী প্রথমটির অর্থ সমুদ্রের তাজা খাবার আর দ্বিতীয়টির অর্থ লবণ (তাকসীরে রুহুল মাআনী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৩০)।

আত্তামা ফাখরুদ্দীন রাযী (শাফিঈ) বলেন, শিকার শব্দের অর্থ যেসব প্রাণী শিকার করা হয়। পানির জগতের যেসব প্রাণী শিকার করা হয় তা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। (১) মাছ এবং এই শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় প্রাণী, তা খাওয়া হালাল। (২) ব্যাং এবং এই শ্রেণীভুক্ত যাবতীয় প্রাণী, তা খাওয়া হারাম।

(২) উল্লেখিত দুই প্রকার প্রাণীর বাইরে যেসব প্রাণী রয়েছে তার হারাম বা হালাল হওয়া সম্পর্কে মতভেদ আছে। ইমাম আবু হানীফার মতে তা হারাম। ইবনে আবু লাইলা এবং অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলেমের মতে তা খাওয়া হালাল। সমুদ্র শব্দের অর্থ নদী-নালা ইত্যাদির যাবতীয় পানি। সমুদ্রের শিকার বলতে যেসব প্রাণী কেবল পানিতেই বসবাস করে তাকে বুঝায়। কিন্তু যেসব প্রাণ কিছুক্ষণ স্থলভাগে এবং কিছুক্ষণ জলভাগে বসবাস করে-তা স্থলভাগের শিকার হিসাবেই গণ্য হবে। অতএব কাছীম, কাকড়া, উড়োক মাছ, ব্যাঙ, পানির পাখি ইত্যাদি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে (তাকসীরে কাবীর, ১২শ খণ্ড, পৃ. ৯৭-৯৮)।

ইমাম কুরতবী (র) বলেন, ইমাম আবু হানীফা বলেছেন, যাবতীয় প্রকারের মাছ খাওয়া যাবে এছাড়া পানিতে বসবাসকারী অন্য কোন প্রাণী খাওয়া জায়েয নয়। ইমাম মালেক, শাফিঈ ইবনে, আবু লাইলা, আওয়াদী এবং আসজাদীর বর্ণনা অনুযায়ী সুফিয়ান সাওরী এবং জমহরের মতে পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল, তা মাছ হোক বা অন্য কোন প্রাণী, তা শিকারের মাধ্যমে হস্তগত হোক অথবা মৃত অবস্থায় পাওয়া যাক। কিন্তু ইমাম মালেক সামুদ্রিক শূকর (দেখতে সম্পূর্ণ মাছের মত) খাওয়া মাকরুহ মনে করছেন এই নামের কারণে, তবে হারাম মনে করতেন না। ইমাম শাফিঈর মতে, সামুদ্রিক শূকর খাওয়ায় কোন দোষ নেই। লাইস বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব খেতে কোন দোষ নেই। ইমাম আবু হানীফা ও শাফিঈর মতে ব্যাঙ এবং এ জাতীয় প্রাণী খাওয়া হারাম, কিন্তু ইমাম মালেকের মতে জায়েয। ইমাম শাফিঈর মতে ডলফিন, উড়োক পাখি এবং কুমীর খাওয়া হারাম।

আতা ইবনে আবু রবাহকে উভচর প্রাণী (ইবনুল মা) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো যে, তা কি স্থলভাগের শিকার হিসাবে গণ্য হবে না জলভাগের শিকার? তিনি জওয়াবে বলেন, তা অধিকাংশ সময় যেখানে বসবাস করে এবং যেখানে বাচ্চা দেয় সেখানকার প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইমাম আবু হানীফারও এই মত। উভচর প্রাণী সম্পর্কে সঠিক কথা হচ্ছে তা স্থলভাগের প্রাণী হিসাবে গণ্য হবে। ইবনুল আরাবীর মতে তা হারাম। কেননা এগুলোর হালাল হওয়া বা হারাম হওয়া সম্পর্কে উভয় দিকের দলীল রয়েছে। অতএব সতর্কতার খাতিরে হারাম হওয়ার দলীলই অগ্রাধিকার পাবে (আল-জামি লি-আহকামিল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

আবু বাকর আল-জাসাসাস (হানাফী) বলেন, আমাদের মায়হাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন  $\text{لا يذبح من حيوان الماء الا السمك}$  (মাছ ছাড়া পানির জগতের অন্য কোন প্রাণী খাওয়া যাবে না)। সুফিয়ান সাওরীরও এই মত। ইবনে আবু লাইলা বলেন, ব্যাঙ, সামুদ্রিক সাপ ইত্যাদি পানির যে কোন প্রাণী খাওয়ায় দোষ নেই। মালেক ইবনে আনাসেরও এই মত। ইমাম আওয়াদী বলেন, সমুদ্রের যাবতীয় শিকার খাওয়া হালাল। লাইস ইবনে সাদ বলেন, সমুদ্রের মৃতজীব, সামুদ্রিক কুকুর এবং সামুদ্রিক ঘোড়া খাওয়ায় কোন দোষ নেই। কিন্তু সামুদ্রিক শূকর খাওয়া যাবে না। ইমাম শাফিঈর মতে পানির জগতে বসবাসকারী সমস্ত প্রাণীই হালাল। এগুলোকে কাবু করাই হচ্ছে যবেহ করা (অস্ত্র দিয়ে গলা কাটার প্রয়োজন নাই)। সামুদ্রিক শূকর খাওয়াও দোষের ব্যাপার নয়।

যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেছেন তাঁরা “তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো” আয়াতকে নিজেদের মতের সপক্ষে দলীল হিসাবে গ্রহণ করেছেন। কিন্তু (এই তাকসীরকারের মতে) উল্লেখিত আয়াত তাদের এই মতের সমর্থন করে না। কেননা আয়াতটি কেবল হজ্জের উদ্দেশ্যে ইহরামকারীদের জন্য সমুদ্রের শিকার বৈধ করেছে

মাত্র। তা খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার দিকে এ আয়াত ইংগিত করে না। অনন্তর যেসব বিশেষজ্ঞ আলেম পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী খাওয়া হালাল বলেন, তাদের এমত মহানবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসের মাধ্যমে বাতিল প্রমাণিত হয় : আমাদের জন্য দুই প্রকারের মৃতজীব হালাল করা হয়েছে—মাছ ও টিড্ডি। অতএব এই দুই প্রকারের মৃতজীবকে ব্যতিক্রম করা হয়েছে। এর মাধ্যমে অন্যান্য মৃতজীব হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা আদ্বাহ তাআলা বলেছেন : “তোমাদের জন্য মৃতজীব হারাম করা হয়েছে” (বাকারা : ১৭৩; নাহল : ১১৫) এবং “কিন্তু যদি মৃতজীব হয় তা হারাম” (আনআম : ১৪৪)। সামুদ্রিক শূকরও হারাম। কেননা কুরআন মজীদে তা হারাম করা হয়েছে।

হযরত উসমান (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান বলেন, “এক ডাক্তার মহানবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ঔষধের কথা উল্লেখ করে। সে তাঁকে আরো জানায় যে, ব্যাঙ দিয়েও ঔষদ তৈরি হয়। মহানবী সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তা নিষেধ করেন”। অতএব ব্যাঙ হচ্ছে পানির প্রাণী। তা খাওয়া এবং কোন কাজে লাগানো জায়েয হলে রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লাম তা হত্যা করতে নিষেধ করতেন না। এ হাদীসের মাধ্যমে ব্যাঙ খাওয়া যখন হারাম প্রমাণিত হয়, তখন এর দ্বারা পানির জগতের যাবতীয় প্রাণী (মাছ ছাড়া) খাওয়া হারাম প্রমাণিত হয়। কেননা এ দুটি প্রাণীর মধ্যে (জলজ প্রাণী হওয়ার ব্যাপারে) কেউ কোনরূপ পার্থক্য করেছেন বলে আমাদের জানা নেই। আবু হুরায়রা (রা)-র সূত্রে রাসূলুল্লাহ সাদ্বান্নাহ আল্লাইহি ওয়াসাল্লামের যে হাদীস (সমুদ্রের পানি পাক এবং এর মৃতজীব হালাল) বর্ণিত হয়েছে তা জলভাগের সব প্রাণী হালাল হওয়ার পক্ষে চূড়ান্ত দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায় না। কারণ এ হাদীসের একজন রাবী সাঈদ ইবনে সালামা অপরিচিত ব্যক্তি (আহকামুল কুরআন, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৭৯-৮০)।

আবু বাকর আল-জাস্‌সাস (র) জমহূরের দলীল-কুরআনের আয়াতের জওয়াবে যে কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নয়। কারণ উল্লিখিত আয়াতে যদি সমুদ্রের বুকে শুধু শিকার কার্যকেই হালাল করা হয়ে থাকে এবং শিকারকৃত প্রাণী খাওয়া হালাল না করা হয়ে থাকে, তবে এ শিকারকার্য হালাল করার কোন যৌক্তিকতা নেই। তাছাড়া আয়াতেই তো পরিষ্কার উল্লেখ রয়েছে, “সমুদ্রের খাদ্য” এবং “তা তোমাদের ও ভ্রমণকারীদের পাথেয়”। দ্বিতীয়ত, তিনি আবু হুরায়রা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসের জওয়াবে যা বলেছেন তা খুব একটা শক্তিশালী বক্তব্য নয়। কারণ হানাফী আলেমদের মতেই কোন যঈফ হাদীস একাধিক সূত্রে বর্ণিত হলে তা আর যঈফের পর্যায়ে থাকে না এবং তা দলীল হিসাবে গ্রহণ করা যায়। আবু হুরায়রা (রা) ছাড়াও উল্লিখিত হাদীসটি আবু বুরদা (রা), জাবির (রা) এবং ফিরাসী (রা)-র সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। জাস্‌সাস তার তাকসীরেই ঐ সূত্রগুলো উল্লেখ করেছেন। অনন্তর এ হাদীসে যে বক্তব্য রয়েছে তার সমর্থনে আরো একাধিক হাদীস বর্তমান রয়েছে। অতএব একথা স্বীকার করতে কোন দোষ নেই যে, এক্ষেত্রে আমাদের হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহূরের দলীল-প্রমাণ অধিক শক্তিশালী।

মরে ভেসে ওঠা মাছ

মরে পানির উষ্ণিভাগে ভেসে ওঠা মাছকে বলা হয় তাফী (الطافي)। আমাদের হানাফী মাযহাবের বিশেষজ্ঞ আলেমগণ বলেছেন, এ জাতীয় মাছ খাওয়া মাকরুহ। কিন্তু ইমাম মালেক, শাফিঈ, আহমাদ, আসহাবে যাওয়াহির এবং জমহূরের মতে তাফী খাওয়া জায়েয, এতে মাকরুহ কিছু নেই। হযরত আলী (রা), জাবির (রা), তাউস, ইবনে সীরীন এবং জাবির ইবনে যায়েদ তাফী খাওয়া মাকরুহ বলেছেন। কিন্তু হযরত আলী (রা)-র জায়েয সম্পর্কিত মতও বর্ণিত আছে এবং এটাই

সঠিক। মরে পানির উপরিভাগে ভেসে আসা মাছ খাওয়ার ক্ষেত্রেও হানাফী মাযহাবের যুক্তি-প্রমাণের তুলনায় জমহুরের দলীল অধিক শক্তিশালী।

আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আবু বাকর (রা) বলেছেন, “তাফী খাওয়া হালাল, যে খেতে চায় তা খেতে পারে। তিনি আরো বলেন, “আমি আবু বাকর (রা) সম্পর্কে সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি পানির উপর মরে ভেসে উঠা মাছ খেয়েছেন”। একবার আবু আইউব আনসারী (রা) সমুদ্র ভ্রমণে গেলেন। তার সংগীরা পানির উপরিভাগে মরে ভেসে উঠা মাছ পেলেন এবং তা খাওয়া সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, “তা খাও এবং আমাকেও দাও”। জাবালা ইবনে আতিয়া বলেন, আবু তালহা (রা)-র সংগীরা পানির উপরে ভাসমান মরা মাছ পেলেন। তারা এগুলো খাওয়া সম্পর্কে তার কাছে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন, “আমাকেও তা থেকে উপহার দাও” (ইমাম কুরতুবীর আহকামুল কুরআন, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-২০)।

নাফে (র) বলেন, আবু হুরায়রা (রা)-র পুত্র আবদুর রহমান (র) আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র কাছে এসে বললেন, সমুদ্র প্রচুর মাছ তীরে নিক্ষেপ করেছে। আমরা কি তা খেতে পারি? তিনি বললেন, “তোমরা তা খেও না”। অতঃপর ইবনে উমার (রা) বাড়িতে গিয়ে কুরআন শরীফ হাতে নিলেন এবং সূরা মায়দা পাঠ করতে করতে “তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার এবং তার খাদ্য হালাল করা হলো....” আয়াতে পৌঁছলেন। আয়াত পাঠ শেষে তিনি আমাকে বললেন, “যাও এবং তাকে বলো, সে যেন তা খায়। কেননা তা খাদ্য” (তাফসীরে ইবনে জারীর তাবারী, ৭ম খণ্ড, পৃ. ৪৩)।

আবু হুরায়রা (রা) বলেন, আমি যখন বাহরাইন গেলাম, সেখানকার লোকেরা সমুদ্র কর্তৃক নিক্ষিপ্ত মাছ সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করলো। তাদেরকে আমি তা খাওয়ার অনুমতি দিলাম। অতঃপর আমি (মদীনায়ে) উমার (রা)-র কাছে ফিরে এসে বিষয়টি তাকে জানালাম। তিনি বললেন, মহান আল্লাহ তাঁর কিতাবে বলেন : “তোমাদের জন্য সমুদ্রের শিকার হালাল করা হলো”। অতএব ‘সমুদ্রের শিকার’ হচ্ছে ‘যা শিকার করা হয়’ এবং সমুদ্রের খাদ্য ‘যা সে উদগীরণ করে’ (ফাতহুল বারী, ৯ম খণ্ড, পৃ. ৬১৪)।

হাফসী মাযহাবের বিখ্যাত ফিকহ গ্রন্থ আল-মুগনীতে লেখা আছে : আবু বাকর (রা) এবং আবু আইউব আনসারী (রা) তাফী খাওয়া হালাল বলেছেন। ইমাম শাফিঈ, আতা, মাকহুল, সুফিয়ান সাওরী এবং ইবরাহীম নাখঈ এই মত গ্রহণ করেছেন। অপরদিকে জাবির (রা), তাউস, ইবনে সীরীন, জাবির ইবনে যয়েদ এবং হানাফী মতাবলম্বীগণ তাফী খাওয়া মাকরুহ বলেছেন (৮ম খণ্ড, পৃ. ৫৭২)।

হানাফী আলেমগণ নিম্নোক্ত হাদীসের ভিত্তিতে তাফী খাওয়া মাকরুহ বলেন : জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : “সমুদ্র যা উদগীরণ করে অথবা তা থেকে যা নিক্ষিপ্ত হয় তা খাও। আর যা সমুদ্রে মারা যায়, অতঃপর পানির উপর ভেসে ওঠে তা খেও না।” কিন্তু এ হাদীসের সনদ সহীহ নয়। ইমাম আবু দাউদ বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী নয়, বরং জাবির (রা)-র নিজের বক্তব্য। ইমাম দারূ কুতনী বলেন, এ হাদীসের এক রাবী আবদুল আযযী ইবনে উবাইদুল্লাহ হাদীস শাস্ত্রে দুর্বল এবং তার বর্ণিত হাদীস দলীল হিসাবে গ্রহণের অযোগ্য। হাদীসটি সুফিয়ান সাওরী থেকে মারফু ও মাওকুফ উভয় সূত্রেই বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু মাওকুফ সূত্রটিই সঠিক। আইউব সুখিতিয়ানী, উবাইদুল্লাহ ইবনে আমর, ইবনে

## بَابُ الْغُرَابِ

কাক।

৩২৪৮- حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ثَنَا شَرِيكَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ يَأْكُلُ الْغُرَابَ وَقَدْ سَمَاهُ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاسِقًا وَاللَّهِ مَا هُوَ مِنَ الطَّيِّبَاتِ .

৩২৪৮। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কোন্ লোক কাক খায়? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার নাম রেখেছেন “ফাসিক” (নিকট প্রাণী)। আল্লাহর শপথ! তা পবিত্র প্রাণীর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৩২৪৯- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ثَنَا الْمَسْعُودِيُّ ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ابْنُ الْقَاسِمِ ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ الْحِيَّةُ فَاسِقَةٌ وَالْعَقْرَبُ فَاسِقَةٌ وَالْفَارَةُ فَاسِقَةٌ وَالْغُرَابُ فَاسِقٌ .

৩২৪৯। আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : সাপ ক্ষতিকর প্রাণী, বিছা ক্ষতিকর প্রাণী, ইঁদুর ক্ষতিকর প্রাণী এবং কাক ক্ষতিকর প্রাণী। কাসিমের নিকট জিজ্ঞাসা করা হলো, কাক আহার করা যায় কি? তিনি পাষ্টা প্রশ্ন করেন, কোন্ লোক কাক আহার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই কথার পর যে, ‘তা ফাসিক’?

জুরাইজ, যুহাইর, হাখাদ ইবনে সালামা প্রমুখ রাবীগণ এটাকে মাওকুফ সূত্রে বর্ণনা করেছেন। ইসমাঈল ইবনে উমাইয়া এবং ইবনে আবু য়েব আবু-যুবায়রের সূত্রে এ হাদীসটি মারফু হিসাবে বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তা সহীহ নয় (তাফসীরে কুরতুবী, ৩য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮-১৯)। তাছাড়া হযরত জাবির (রা) নিজেই তাফী খেয়েছেন বলে তিনি বর্ণনা করেছেন। জায়যল খাবাত-এর যুদ্ধে তারা সমুদ্রের তীরে বিরাটকায় মরা ভিমি মাছ (العنرة) পান। এক মাস ধরে তিনশো সৈনিক তা খেয়ে শেষ করতে পারেনি। তারা মদীনায় ফিরে এসে এ ঘটনা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন : “তা খাদ্য, তা আল্লাহ তোমাদের জন্য পাঠিয়েছেন। তোমাদের কাছে তা অবশিষ্ট থাকলে আমাদেরও খেতে দাও”। জাবির (রা) বলেন, আমরা তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পাঠালাম এবং তিনি তা খেলেন (বুখারী, আবু দাউদ ও অন্যান্য) (অনুবাদক)।

## بَابُ الْهَرَّةِ

বিড়াল।

৩২৫- حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَهْدِيٍّ أَنبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَنبَأَنَا عُمَرُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْلِ الْهَرَّةِ وَتَمْنِهَا .

৩২৫০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিড়াল ও তার ক্রয়মূল্য ভোগ করতে নিষেধ করেছেন।<sup>৫</sup>

### তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

৫. আবু হুরায়রা (রা)-সহ একদল তাবিঈর মতে বিড়াল ক্রয়-বিক্রয় মোটেই জায়েয নয়। কিন্তু তায়্যিবী বলেন যে, তা যদি প্রয়োজনীয় ও উপকারী হয়, তবে তার ক্রয়-বিক্রয় বৈধ। জমহূর আলমগণের অভিমতও তাই (অনুবাদক)।

# সুনান ইবনে মাজা

(চার খণ্ডের বিষয়বস্তু)

## প্রথম খণ্ড

(১ নং হাদীস থেকে ১০৮০ নং হাদীস)

مُقَدِّمَةٌ (ভূমিকা)

১. كِتَابُ الطَّهَارَةِ وَسُنَنِهَا (পবিত্রতা)
২. كِتَابُ الصَّلَاةِ (নামায)
৩. كِتَابُ الْأَذَانِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (আযান)
৪. كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَالْجَمَاعَاتِ (মসজিদ ও জামাআত)
৫. كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (ইকামাতুস সালাত)

## দ্বিতীয় খণ্ড

(১০৮১ নং হাদীস থেকে ২১৩৬ হাদীস)

৫. كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَالسُّنَّةِ فِيهَا (অবশিষ্টাংশ)  
(জুমুআর নামায, সুনাত নামাযসমূহ, বেতের নামায, সালাতুল খাওফ, চন্দ্র ও সূর্যগ্রহণের নামায, ইসতিসকা, ঈদের নামায রাতের নফল ইবাদত)
৬. كِتَابُ الْجَنَائِزِ (জানাযা)
৭. كِتَابُ الصِّيَامِ (রোযা)
৮. كِتَابُ الزُّكَاةِ (যাকাত)
৯. كِتَابُ النِّكَاحِ (নিকাহ বা বিবাহ)
১০. كِتَابُ الطَّلَاقِ (তালাক)
১১. كِتَابُ الْكُفَّارَاتِ (কাফ্ফারাসমূহ)



## তৃতীয় খণ্ড

(২১৩৭ নং হাদীস থেকে ৩২৫০ নং হাদীস)

১২. كِتَابُ التِّجَارَاتِ (ব্যবসা-বাণিজ্য)
১৩. كِتَابُ الْأَحْكَامِ (বিধান)
১৪. كِتَابُ الْهَبَاتِ (হেবাসমূহ)
১৫. كِتَابُ الصَّدَقَاتِ (দান, আমানত, হাওয়াল্লা, কর্জ)
১৬. كِتَابُ الرُّهُونِ (বন্ধক)
১৭. كِتَابُ الشُّفَعَةِ (অগ্র-ক্রয় অধিকার)
১৮. كِتَابُ اللُّقْطَةِ (হারানোখাতি)
১৯. كِتَابُ الْعِتْقِ (দাসমুক্তি)
২০. كِتَابُ الْحُدُودِ (হদ্দ, শাস্তি)
২১. كِتَابُ الدِّيَّاتِ (রক্তপণ)
২২. كِتَابُ الْوَصَايَا (ওসিয়াত)
২৩. كِتَابُ الْفَرَائِضِ (ফারাইয বা উত্তরাধিকার)
২৪. كِتَابُ الْجِهَادِ (জিহাদ)
২৫. كِتَابُ الْمَنَاسِكِ (হজ্জ)
২৬. كِتَابُ الْأَضَاحِيِّ (কোরবানী)
২৭. كِتَابُ الذَّبَائِحِ (যবেহ)
২৮. كِتَابُ الصُّيُودِ (শিকার)

## চতুর্থ খণ্ড

(৩২৫১ নং হাদীস থেকে ৪৩৪১ হাদীস)

২৯. كِتَابُ الْعَقِيقَةِ (আকীকা)
৩০. كِتَابُ الْأَشْرِيَةِ (পানীয় ও পানপাত্র)
৩১. كِتَابُ الطِّبِّ (চিকিৎসা)
৩২. كِتَابُ اللَّبَاسِ (পোশাক-পরিচ্ছদ)
৩৩. كِتَابُ الْأَدَبِ (শিষ্টাচার)
৩৪. كِتَابُ الدُّعَاءِ (দোয়া)
৩৫. كِتَابُ تَعْبِيرِ الرُّؤْيَا (স্বপ্নের ব্যাখ্যা)
৩৬. كِتَابُ الْفِتَنِ (কলহ ও বিপর্যয়)
৩৭. كِتَابُ الزُّهُدِ (ক্লেসসাধনা)

